ম্ল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali



তলন্তমের সমাধি। ১৯১০, ইয়ারায়া **পলিয়ানা**

न्रिंह

পণ্ডম	অংশ	•		•	•		•	•	9
ষষ্ঠ ত	ારમ								১৫৬
সপ্তম ত	ा ः					•			055
অষ্ট্ৰম	অংশ								804
উত্তর	নিবেদ	ন	•						8৯৯



পঞ্চম অংশ

n > n

প্রিপ্স-মহিষী শ্যেরবাংশ্কায়া স্থির করলেন
লেণ্ট পরবের আগেই
বিবাহান্টোন অসম্ভব,
তার বাকি ছিল মাত্র
পাঁচ সপ্তাহ আর এই
সময়ের মধ্যে যৌতুকের
অধেকিটাই তৈরি হয়ে

উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিল্স শ্যেরবাংচ্নিকর আপন বৃদ্ধা পিসি র্জাত রুগ্না এবং মারা যেতে পারেন শির্গাগরই, তখন শোকতপ্রণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ --- ছোটো আর বড়ো অংশে ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহান্টোনে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি রাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গ্রেছ্সহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি স্ক্রিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তর্শযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদামান স্বাকিছ্র প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সূখ, এখন তাঁর আর কিছ্ম নিয়ে ভাববার, ব্যতিবাস্ত হবার কিছ্ম

নেই, অন্যেরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জন্যই। এমনকি ভবিষাং জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না: সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, তাঁব জানাই ছিল যে সবই চমংকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চাল।চ্ছিলেন তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার স্বকিছুতেই প্ররো সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন, প্রিক্স-মহিষী পরামর্শ দিলেন বিয়ের পর মস্কো ছাডতে, দ্রেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভারতেন: 'যা ইচ্ছে হয় কর্ন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই কর্ন-না কেন, সুখ আমার বাডবেও না, কমবেও না। স্তেপান আর্ক্যাদচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে কথা কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষাত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজম্ব স্কুনিদিন্টি কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্মগঞ্জলা কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, ব্রুবতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গ্রেক্স্রপূর্ণ বলে গণা করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে ভাঁদের বাড়ি, ভাই বিদেশে যেতে চায় নি. যেখানে সে বাস করবে না, চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাড়ি। সম্পেটরপে বাক্ত এই সংকল্পটা বিস্মিত করেছিল লেভিনকে। কিন্তু এতে তাঁর যেহেতু কিছু এসে যায় না তাই তংক্ষণাং তিনি শ্রেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধি মতো এবং যে স্বর্চি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-টাবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব। গ্রামে তর্ব্যুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান

গ্রামে তর্ব্বযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিস্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধ্বত্তে।রি ছাই!' চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।' 'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নান্তিক অথচ অনাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গির্জায় উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কন্টকর। এখন তাঁর প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সবকিত্বে প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্মীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শ্বেদ্ কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তাঁর যশ, তাঁর শ্রাবিদ্ধি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বর্নিন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগোস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল স্বাটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক ব্রিদ্ধান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

যোলো-সতেরো বছর বয়সে তার মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল. প্রথম দ্বিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার চেন্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেন্টা করলেন এই সবকিছুকে একটা তাৎপর্যহীন ফাঁকা রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেন্টা করতে, যেরকম রেওয়াজ হল আনুষ্ঠানিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিছুতেই। ধর্মের ব্যাপারে লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনিদিন্টি এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই অন্যায় — এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন তার অর্থমাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আনুষ্ঠানিকতা হিশেক্ষে এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না থাকায় উপবাস-দক্ষির এই গোটা সময়টা তাঁর অন্বন্ধিও লম্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অস্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু একটা মিথ্যাচার ও অন্যায়।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কথনো শ্বনছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেন্টা করছিলেন যা তাঁর দ্ণিউঙিঙ্গর বিরুদ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি ব্বথবেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অন্ভব করে চেন্টা করছিলেন প্রার্থনা না শ্বনতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবস্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘ্রঘ্র করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধ্য উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, চা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামৃত শোনার জন্য।

একজন কা**ঙাল সৈনিক, দ্'জন ব্**দ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তর্ণ ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগতেে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভু কুপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রত প্রনর্তিতে যা শোনাচ্ছিল 'কু'পক, কু'পক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবর্দ্ধ ও সীলমোহরাধ্কিত হয়ে পডছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শ্বনে, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজেব ভাবনা ভেবে চললেন। কাল সন্ধ্যায় কোণের টোবলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন, 'আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক কিটির হাত। বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছ, ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মঠো করছিল আর খুলছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুম, থেয়েছিলেন, তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তালতে মিলে যাওয়া রেখাগুলো। 'ফের কু'পক...' শরীর নুইয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লোভন 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে।

বলেছিল, 'তোমার চমংকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বে'টে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগাগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উ'হ্ন, আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শ্রুর হল' — প্রার্থনা শ্নুনতে শ্রুনতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন র্বলের নোট পেয়ে ডিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শ্না গির্জার পাটাতনে নতুন ব্টজন্তার তংপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবর্দ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়. কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রকমে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ডান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা ন্ইয়ে উনি তক্ষ্মিন অভাশু গলায় প্রার্থনাপাঠ শ্রেন্ করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খিত্রস্ট এখানে অদৃশ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র আপোস্লা গিজা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

"সবকিছ্বতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রতিকর একটা কণ্ঠস্বরে লেভিন বললেন এবং চুপ করে রইলেন। আরো কিছ্ব যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বংজে 'ও' স্বরের ওপর দ্রত জোর দিয়ে ভ্যাদিমির অগুলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মান্ধের দ্বর্ণলতার লক্ষণ, কিন্তু কর্ণাময় প্রভূ যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ ক্রী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নন্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁব।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বাদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মান্বের দ্বলিতার লক্ষণ' — একই কথার প্নেরাব্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'সবিকছ্,তেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অন্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' - অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার অনোচিত্যে আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে ?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অন্তিম্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যখন তাঁর স্টি আপনি দেখছেন?' দ্রুত অভাস্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমণ্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? প্থিবীকে কে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে? স্রন্টা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাস, দ্দিটতে তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে পর্রোহিতের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শর্ধ্ব সেইটে বললেন যা প্রশনটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

লোভন বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব স্ছিট করেছেন, তাতেও সন্দেহ কবেন আপনি?' আম্বনে একটা বিহ্বলতায় বললেন যাজক।

'আমি কিছুই ব্রিঝ না' -- লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অন্ভব করছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অন্রোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শয়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা কর্ন, প্রার্থনা কর্ন তাঁর কাছে। উপাসনা কর্ন' - তাড়াতাড়ি প্নর্কৃত্তি করলেন তিনি।

কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছু একটা ভাবছিলেন।
'আমি শুনেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক পত্র প্রিন্স শ্যেরবাংশ্বির কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি, 'চমংকার মেয়ে।'

'হ্যাঁ' — যাজকের বদলে লম্জায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।'

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

অাপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে প্রুরুক্ত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন যা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশ্বদের?' নিরীহ ভর্পেনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি भार पनमस्त्रपत विलाम, भानमस्भानर চारेरवन ना: आर्थान চारेरवन ७८५३ ত্রাণ, সত্যেব আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যথন আপনার নিষ্পাপ শিশ্মসন্তান আপনাকে জিগ্যেস করবে — 'বাবা, এ দুর্নিয়ায় আমার যা-যা ভালো লাগে — প্রথিবী, জল, সূর্য, ফুল, ঘাস -- এ সব কে গড়ে দিল? তাকে কি আপনি বলবেন, 'আমি জানি না?' না জেনে আপনি পারেন না যথন প্রভু তাঁর পরম কর্বায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে. 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যখন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন ভাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধ্যর্য ? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তাঁর সহদয় নিরীহ দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছুই বললেন না — সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তকে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশ্ব এই সব প্রশন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' — যাজক বৃলে চললেন, 'যখন পথ স্থির করে নিয়ে সেটা অন্পরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্মন যেন তিনি তাঁর দ্য়ায় আপনাকে সাহাযা করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশ্ব খিত্রস্ট লকের মানবপ্রেমের উদারতার শিশ্বকে ক্ষমা করেন...' — অন্মতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্থিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহৃদয় মিষ্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছ্ নয়, তাঁর কথায় এমন কিছ্ একটা ছিল যেটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।'
আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের
মধ্যে অস্পন্ট ও দ্বিত কিছ্ব একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি
ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন
এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধ স্ভিয়াজ্য স্কিকে।

ভাবী বধ্রে সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খ্রই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হ্পের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা ব্ঝে যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টেবিলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

n & n

বিয়ের দিন রীতি অন্যায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জন্য কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাং এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্বর, মশ্কোর সালিশী আদালতের জজ, ভাল্ক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খ্বই আনন্দ করে। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন খ্বই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মৌলিকভায় বেশ মজা লাগল তাঁর। তাঁর মৌলিকভার কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অন্ভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধ কনন্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, গ্নণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের্বার সময় তথন বিজ্ঞানও ভালোব।সত, মানবিক আগ্রহ-কোত্হলও ছিল; এখন তার আধখানা গ্রণ যাচছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপল্ল করতে।'

আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শত্র, আমি আর দেখি নি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'না, শন্ত্র নই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছ্রই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন কর্ক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর স্থে সহায়তা করবে। আমি তো এই ব্ঝি। এই দ্বই ব্রিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

'আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি কাঁ স্থাই যে হব!' লেভিন বললেন 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভলবেন না ষেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পডে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্ল্ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন প্রিট আর...'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছ্ন। আসল কথাটা হল, আমি সত্তিই কাট্ল্ মাছ ভালোবাসি।'

'কিন্তু সে তো স্ত্রীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'
'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় স্ত্রী।'
'কেমন করে?' ।

'নিজেই দেখবেন। এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্থিপ এসেছিল, বললে প্র্দুদনোয়ের কাছে হবিণ আছে অনেক আর দুটো ভাল্ক' — বললেন চিরিকভ।

'তা ওগ্নলোকে আপনি ধরাশায়ী কর্ম আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' – বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভালকে শিকারে সেল।ম. বৌ যেতে দেবে না!'

লেভিন হাসলেন। বৌ তাঁকে যেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভাল্ক দর্শনের আনন্দ তিনি তথন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভাল্কিকে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেয বার সেই খাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা' – বললেন চিরিকভ।

কিটিকৈ ছাড়া কোথাও কিছ্ম চমৎকার হতে পারে, এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চুপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' - - বললেন সেগে'ই ইভানোভিচ, 'ষতই স্থী হও, স্বাধীনতা বিসর্জন দঃংখের কথা।'

'শ্বীকার কর্ন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই বয়েছে… এক্ষ্নি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্ল্কী, গৃহাতেই পাওয়া যাবে। সতিঃ, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেনে! আর এ'রা থাকুন যেমন খ্লি' - হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দৃঃখ যে খ'লে পাচ্ছি না!'

'হ্যাঁ, আপনার প্রাণের ভেতব এখন এমনই বিশ্, খ্বলা যে কিছ্ই খ্রেজ পাবেন না' --- কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা কর্ন, খানিকটা গ্র্ছিয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না, আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা — কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর সাখ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোর জন্যে অস্তত থানিকটা দাঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খ্ব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শৃধ্ কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্নের অন্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন সুখ যা পুথিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোংসব উপলক্ষে বেশভূষা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথ।বার্তা স্মরণ করে লেভিন পন্নর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দৃঃখবোধ আছে কি? এ প্রশেন হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? সন্থ শৃংধ্ ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাং কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল সন্থ!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিন্তাচ্ছল্ল হয়ে পড়লেন তিনি। সহসা অন্তৃত একটা অন্ভৃতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, স্বকিছুতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শৃধ্ বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। ব্রুবে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অন্তুত, অতি বিশ্রী সব চিন্তা। এক বছর আগের মতো দ্রন্স্কির প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, দ্রন্স্কির সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে সবকিছু বলে নি।

দ্রত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলন: আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওরাই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অস্থী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' ব্রের মধ্যে

29

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দুকের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীকে কী যেন হতুম দিচ্ছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উন্তাসিত হয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যস্ত কিটি তাঁকে বলত কখনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগ্লোর পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্টা কাকে দেব…'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দ্ভিতৈ চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দ্বিনয়াশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই স্থির সংকল্পে 'তুমি' সম্বোধন করে জিগোস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অভুত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

'কিটি! কণ্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কণ্ট সইতে চাই না'—
কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সান্নয় দ্ছিতে তার চোথের দিকে
হতাশাদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে ঢলঢল সরল ম্খখানা
দেখে তিনি ইতিমধ্যেই ব্ঝেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন
তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি
নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত কর্ক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পেরিয়ে
যায় নি। এ সবই ঘ্রিয়ের দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি বুঝতে পার্রাছ না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাখো। ভূল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অস্থী হব। বল্ক স্বাই যা খ্মি; অস্থী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যখন সময় আছে, সেটাই ভালো...' 'আমি কিছ্ন্ই ব্রুতে পারছি না' — সভয়ে বললে কিটি, 'মানে তুমি চাইছ ভেঙে দিতে... দরকার নেই?'

'হ্যাঁ, যদি তুমি আমায় না ভালোবাসো।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!' সরোমে লাল হয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি। কিন্তু লেভিনের মুখখানা এত কর্ণ যে রোঘ সংবরণ করলে সে, একটা কেদারা থেকে ফ্রক ছাড়ে বসল ওঁর কাছাকাছি।

'কী তুমি ভাবছ? বলো তো সব।'

'ভাবছি যে আমায় তুমি ভালোবাসতে পারো না। কিসের জনে। ভালোবাসবে আমায়?'

'উহ্ ভগবান! কী আমি করতে পারি?' এই বলে কে'দে ফেললে সে।

'এহ্, কী আমি করলাম!' চে°চিয়ে উঠলেন লেভিন, কিটির সামনে নতজান, হয়ে চুম, খেতে লাগলেন তার হাতে।

পাঁচ মিনিট বাদে প্রিল্স-মহিষী যথন ঘরে ঢুকলেন, ওঁদের তখন মিটমাট হয়ে গেছে একেবারে। কিটি লেভিনকে নিঃসন্দেহ করে তোলে যে তাঁকে সে ভালোবাসে, এমর্নাক কেন সে ভালোবাসে তাঁর এ প্রশ্নেরও জবাব দেয়। কিটি তাঁকে বলে যে ভালোবাসে, কারণ তাঁর সবখানি সে বোঝে, কারণ সে জানে কী কী লেভিন ভালোবাসেন, কারণ উনি যা ভালোবাসেন তা সবই ভালো। এটা লেভিনের কাছে জ্বলের মতো পরিষ্কার লাগল। প্রিন্স-মহিষী যখন ঘরে ঢুকলেন, ওঁরা সিন্দ্বকের ওপর পাশাপাশি বসে পোশাক বাছছিলেন আর তর্ক কর্রাছলেন: লেভিন যখন পাণিপ্রার্থনা করেন, তখন কিটির পরনে যে বাদামী গাউনটা ছিল, কিটি সেটা দিতে চাইছিল দ্বনিয়াশাকে আর লেভিন জেদ ধরেছিলেন যে ওটা কাউকে দেওয়া চলবে না, দ্বনিয়াশাকে দেওয়া হোক নীল রঙেরটা।

'কেন তুমি বোঝো না? ওর চুল যে গাঢ় রঙের। এটা ওকে মানাবে না... সব ভেবে ঠিক করা আছে আমার!'

লেভিন কেন এসেছিলেন সেটা জানতে পেরে প্রিন্স-মহিষী আধা ঠাট্টার, আধা গ্রহ্ম দিয়ে রেগে তাঁকে বেশভূষা করার জন্য ফেরত পাঠালেন হোটেলে, কিটির কবরী বন্ধনে তিনি যেন ব্যাঘাত না ঘটান, কারণ শার্ল এই এসে পড়ল বলে।

'এমনিতেই ও কয়েক দিন ধরে ভালো করে খাচ্ছে না, চেহারা খারাপ

হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লত্জার একটা বোধ থাকলেও স্বস্থি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর স্তেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসত্জা করে তাঁর অপেক্ষা করিছিলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুণ্ণিত ছেলেটিকে আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের* জন্য, তারপর আরেকটি সেগেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খ্বই জটিল সব ভাবনা-চিস্তা ছিল অনেক। শ্ব্রু একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে চিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়েছটো বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্ক'। দিচ দ্বীর পাশে একটা হাস্যকর-গ্রুগম্ভীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আভূমি নত হতে, তারপর একটা সহদয় ও সকোতৃক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুন্বন করলেন তিনবার; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষ্বিন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর প্নেরায় গাড়িগ্রলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সেগেই ইভানোতিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানদে যাব।'

'আমি এক্ট্রনি ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হ্রুকুম করলেন কুজুমাকে।

* গিজার বিবাহান-্তানে বর-কনেব পেছনে যে মন্কুট ধরে থাকে।

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গির্জা ঘিরে জ্বটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার স্বযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধ্যচ্ছিল, উর্ণক দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশম্বে দাঁডিয়ে নিজের উদিতে ঝলমল কর্রাছল জনৈক প্রালস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ जूल धरत, कथरना भूतर्यता जाँएनत थाएँ। ऐपि जथवा नम्वा कारना शाएँ খুলে ঢুকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জনলানো হয়েছে দুটি ঝাডলপ্টন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে স্বর্ণাভা, দেবপটগর্নালর গিল্টি-করা খোদাই-কাজ. কাণ্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগর্নালর রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগর্নল, কয়ের-লফ্টের ওপরে পবিত্র নিশানগর্নল, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্মপদ্ধতির পদ্ধকগর্বাল, আলখাল্লা আর জমকালে। কৌশিক -- সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গিজার ডান দিকে. ফ্রক-কোট আর শাদা টাই, উদি আর জামদানি, মথমল, চিকন রেশম, কেশ, কুস্ম, অনাবৃত স্কন্ধ ও বাহু, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কৃজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধর্নি তুলছিল উচ্ গম্বুজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আর্সাছল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার ঢুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্তিতদের কিংবা প্রালস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনাথিনী, যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহতেদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিধান্বটায় কোনো গ্রেত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-করে এই এল বলে। পরে শ্রেত্ব হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্থিকর,

আত্মীয়-স্বজন আর আমন্দ্রিতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের ম্ল্য স্মরণ করিয়ে দেবার জ্বন্যই যেন এমন অধৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কে'পে উঠল। কয়ের-লফ্ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কখনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাক-ঝাড়া। প্রেরিছত অনবরত কখনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোর্গাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবন্ধে আঁটা বেগ্ননি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখাছলেন বর এল কি না। শেষ পর্যন্ত আমনিত্রত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অন্তুত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তখন ভারি অন্বন্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিস্ময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগ্নে্ঠনে তৈরি হয়ে মায়ের বদলি আর বড়দি ল্ভভার সঙ্গে বসেছিল শ্যেরবাংস্কি ভবনের হলঘরে, আধঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে খ্রিটিয়ে দেখছিল, বর গিজায়ে পেণিছেছে এ খবর আশা করছিল তার শাফেরের কাছ থেকে।

লোভন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শুধু প্যাণ্টালনে পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খুলে দেখছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা থাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিন্তে ধ্মপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘ্টে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শাস্ত হও, এখনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরক্তিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহাল্লমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপত্ত যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশার চিংকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টটা পরবে।' 'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।' 'হাস্যাম্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দিতে বলেন, প্রোতন ভ্ত্য কুজ্মা তখন ফ্লক-কোট, ওয়েম্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবিকছ্ই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চে'চিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শান্ত হেসে বলেছিল কুজ্মা। পরিত্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাংস্কিদের পেণছে দিতে হবে যেখান থেকে সেই সন্ধাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে -- এই আদেশ পেয়ে কুজুমা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্বাটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন সেটা দলামোচড়া হয়ে গিয়েছিল, ফ্যাশনদারস্ত খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে তা একেবারেই মানায় না। শ্যেরবাণিস্কদের বাড়ি বহু দুরে, লোক পাঠিয়ে क्ल १८व ना। नजून এको। भार्षे रकनात जना भाराता २ल थानमाभारक। मिर्द्र अस्त वलल मन प्लाकान नक, त्रिननात । त्लाक भाग्रात्ना इल স্তেপান আর্কাদিচের ওখানে শার্ট আনার জনা: দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওডা আর খাটো। শেষ পর্যন্ত শ্যেরবাংস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল থালতে বলা হল। গিজায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশার মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, তাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আর হতাশায় তাঁর মনে পডছিল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে. এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্মা প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে চুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শ্বর হয়ে গিয়েছিল' -- কুজ্মা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে ন্নের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দূক্পাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছ্ব পেছ্ব বিনা বাস্তত্মর তাঁর সঙ্গ ধরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অলপবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনম্ত!' দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যখন গিজায় চুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সবকথা।

স্ম্রীকে বিলম্বের কারণ জানালেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, আগে তাকে যেমন স্কুলর দেখাত, বিবাহান্কুটানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উ'চু কবরী, আল্লায়িত শাদা অবগ্রুঠন, শাদা ফুল, কু'চি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শ্চিতায় ঢেকে রেখেছে দ্ব'দিক থেকে, খোলা শ্ব্রুসামনের দিকটা, আশ্চর্য স্কুল, তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত স্কুলর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগ্রুলো, ঐ অবগ্রুঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রুপে ব্রিঝ বাড়িয়ে তুলেছে কিছ্র, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার স্কুমধ্র ম্বভাব, তার দৃণ্টি, তার অধরে ছিল অপাপবিদ্ধ সত্তার সেই একই লাবগ্য।

'আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি ব্রিঝ পালাতে চাইছিলে' — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

'এমন হাঁদার মতো কাণ্ড দটল যে বলতেও লঙ্জা হয়' — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, 'মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!'

'হ্যাঁ, সতি।' — লেভিন বললেন কা কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না ব্ৰেই।

'তা কন্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়' — কপট <u>রাসের ভাব</u> করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গ্যুর্তর প্রশ্ন। ঠিক এখনই এর সমস্ত গ্রুত্বটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হরেছে, জ্বালানো মোমবাতি জ্বালানো হবে, নাকি না-জ্বালানো? দশ র্বলের তফাং' — ঠোঁট দ্ব'খানা হাসিতে আকুঞ্চিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না। 'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।'
'না-জনালানো, না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লোভন যথন বিহন্তল দ্যিততৈ তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তথন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউন্টেস নড্রিটন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দুমিহিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগ্রেলা ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডাল্ল এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মূখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দ্যুন্টিতে। তাকে যা কিছ্ম বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পার্রছিল কেবল স্বথের একটা অক্সাত্রম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, প্ররোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবিস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লোভনকে কী যেন বললেন প্রেরাহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের ব্রঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকথন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বর্সেছিল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধরছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি ব্রুলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহ্। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যখন বাহ্লামা করলেন কনেকে, প্রোহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কাছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গ্রেজন করে পোশাকের কলাপ থস্থাসিয়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন ন্য়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গিজা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যস্ত শোনা যাছিল।

বৃদ্ধ পর্রোহতের মাথায় উচ্চু শিরোভূষণ, ঝক্ঝকে শাদা চুল দর্পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ভারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী র্পোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো ব্ডোটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোখ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

প্রোহিত প্রপালংকত দুটি বাতি জবালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মুখ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই প্রোহিতই যাঁর কাছে পাপস্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লান্ত বিষণ্ণ দুটিতে তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তাবপর একইভাবে, কিন্তু কিছুটা সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গিটেগিটে আঙ্বল রাখলেন কিটির অবনত মাধার ওপরে। ওঁদের বাতিদুটি দিয়ে ধ্প নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সতিঃ?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উচু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির মুখাবয়ব, তার ঠোঁট আর আখিপল্লবের চাণ্ডলা থেকে ব্রুতে পারছিলেন যে তাঁর দ্বিটপাত সে অন্ভব করছে। কিটি মুখ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কু'চি দেওয়া খাড়া কলার কে'পে কে'পে উচু হয়ে ঠেকল তার ছোটু গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবর্দ্ধ হয়ে পড়ল তার ব্বেক, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোট হাতখানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা, তাঁদের অসন্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আর আনন্দ হল তাঁর।

দ্'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে র্পোলী আলখাল্লা পরা স্কুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দ্ই আঙ্বলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন প্রোহিতের সামনে।

'আ-শী-বাদ করো হে প্র-ভূ!' একের পর এক বায়্তরঙ্গ তুলে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল সাগভীর ধানি।

'আমাদের প্রভু চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া প্রণামর' — নম স্বরেলা গলায় জবাব দিয়ে প্ররোহত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গম্বুজ পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কখনো উদান্তে, কখনো মুহুর্তের জন্য থেমে, আন্তে আন্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপূর্ণ, উদার, স্বরম্য স্বরসঙ্গতি।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল স্বর্গাঁর শান্তি আর চাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগংলো লেভিন শ্নেলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায্য, ঠিক সাহায্যই যে দরকার সেটা ওঁরা অন্মান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভরংকর ব্যাপারটার' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায্য ছাড়া? ঠিক সাহায্যই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, প্ররোহিত তখন বিবাহক্কত্যের গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত স্বরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনস্ত ঈশ্বর, যাহারা প্রথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী: আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধরদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সম্দয় কল্যাণের পথে চালিত করহ। কর্ণাময় তুমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও প্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরয্গ ধরিয়া।'— 'তথাস্কু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদ্শ্য ঐকতান।

'যাহারা প্থক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভার এই কথাগালি এবং মনের এখন যা অন্ভূতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দ্র্গিতিবিনিময় হল ওঁদের।

আর সে দ্র্গিটর ব্যঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; বিবাহানুপ্টানের সময় যেসব গরেগন্তীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগালি হুদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভূতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খবেই প্রবল। দেড় মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে প্রলকিত করেছে, কণ্ট দিয়েছে, অনুভূতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাং রাস্তার বাডিতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আত্মনিবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে. শুরু হয় একেবারেই নতন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে প্রেনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যক্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তখনো দুৰ্জ্বেয় এই মানুষ্টিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ্টার চেয়েও দুর্জ্জেয় এক इनशारवर्ण, या कथरना ভाকে काছिए। निरा गाएक, कथरना रोटल जीवरय मिट्ह, **अमिरक मिन रकर** राउ नागन भूतरना जीवरनत भीतिश्विजरुरे। পরেনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতাত — বন্ধু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমস্ত লোক, এই উদাসীনতায়

মায়ের দৃঃখ, তার দ্বেংশীল স্ক্রোমল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দ্বিনয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপ্র্বে অপরাজেয় একটা উদাসীনো ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই উদাসীনো, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই উদাসীনো নিয়ে এসেছে। এই মান্যটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছ্ব ভাবা, কিছ্ব চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিছু সে জীবন তখনো শ্রুর হয় নি, সেটা এমর্নকি পরিষ্কার করে কম্পনা করতেও পায়ছিল না কিটি। ছিল শ্ব্রু একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — স্বকিছ্রে অবসান হয়ে নতুনের শ্রুর হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অন্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহ্ন আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্দ্রপ্ত করা হছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কন্টে প্রেরাহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙ্বলের প্রথম গি'টে। 'ঈশ্বরের দাস কনন্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দ্বর্বলিতায় কর্ব আঙ্বলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেট। অনুমান করার চেষ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, প্রুরোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শুধরে দিলেন। অবশেষে যা করার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে প্রুরোহিত ফের কিটিকে দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দ্বার হাতবদল হল আংটিদ্বিটর; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহায্যে।
শ্র্ হল চাঞ্চল্য, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিন্তু বর-কনের গ্রেড্পার্ণ
মর্মস্পর্শী মুখভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে
ফেলার পর তাদের মুখভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গ্রেগ্ডীর আর
যে হাসি নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পর্ক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে গুরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও প্রের্ষ স্থিত করিলেক' — অঙ্গ্রী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন প্রেরাহিত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্থাী। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন, তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপ্র্যুষদের নিকট, হে প্রভূ পরমেশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনায়, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্ন, সে সবই নেহাৎ ছেলেমান্ষি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতদিন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম ব্রুছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; ব্রুকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খার্মাচ বোধ হতে থাকল, চোখ ফেটে বেরুল অবাধ্য অশ্রে।

n & n

গির্জায় ছিল গোটা মন্ত্রেন, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহান্ত্র্যানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায, স্কৃত্রিজত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফৌজী উদি পরা প্রব্রুষদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদ্র্কথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত প্রব্রেরাই. মেয়েরা ছিল অন্ত্রানের সমস্ত খ্টিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগ্র্নিল তাদের পবিত্র অন্ত্রিতকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডব্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-স্থির স্কুন্দরী বড়াদি ল্ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগন্নি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কসন্নিম্কায়া। 'ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার' — মন্তব্য করলেন দ্রবংশ্বায়া, 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ…'

'সন্ধ্যেতেই আরও স্কুদর লাগে। আমারও নিয়ে হরেছিল সন্ধ্যায়' -বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কস্কিলায়া। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায়
কী মধ্র দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ
আর এখন সবই কী অন্যরকম।

'লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না।
আত্মরক্ষার জান্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল
হয়ে গেছে আমার জায়গাটা' -- স্কুদরী প্রিশ্সেস চাস্ক্রিরেকে বলছিলেন
কাউণ্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর স্কুদরীর নজর ছিল।

চাম্ক্রা জবাবে শ্ব্র হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউণ্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই র্যাসকতার কথাটা।

বর্ষীয়সী রানী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাংস্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর ম,কুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

'পরচুলা পরতে হত না' — বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, 'এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।'

দারিয়া দ্মিগ্রিয়েভনাকে সের্গেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লম্জা পয়ে।

'আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিদ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?'

'আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্তিয়েভনা' — জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্য, গুরুগন্তীর।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কৌতুকের কথা। 'ফুলের ম্কুটটা ঠিক করে দিতে হয়' — ওঁর কথা না শ্নে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দ্বঃথের কথা' — ল্ভভাকে বলছিলেন কাউণ্টেস নড্ স্টিন, 'যাই বল্বন, ও কিটির কড়ে আঙ্কলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খ্বই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্ভভা, 'আর কী স্কুদর চালিয়ে যাছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্টাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছ্ এসে যায় না' -- উত্তর দিলেন ল্ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ত্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ডল্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই. ওঁদের কথা শ্নছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কে'দে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জন্বলজনলে-মৃখ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভূলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পড়ছিল কেবল তাঁর প্রথম নিন্দ্রলংক ভালোবাসার কথা। তিনি সমরণ করলেন শ্বে নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমন্ত নারীদেরই; সমরণ করলেন তাদের একমান্ত জয়জয়ন্তার দিনটা বখন কিটির মতোই ব্বকের মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষাতে। এই ধরনের যত নববধ্রে কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আমাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহবিচ্ছেদের ব্তান্ত তিনি শ্নেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগ্রন্ঠনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিষ্কলম্য ম্তিতি তে। আর এখন?'

'ভারি অন্তত' -- বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খ্রিটনাটি লক্ষ করছিলেন শ্বধ্ব বোনেরা, বান্ধবাঁরা এবং আত্মীয়স্বজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থাঁরাও পাছে বর-কনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দ্ভিট্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ করছিলেন এবং নির্বিকার পর্ব্বদের রহস্য করে বলা অথবা অবাস্তর উক্তির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শ্বনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?' 'অমন স্কুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গোলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

শাদা রেশমের পোশাকে — ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হে'কে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখানি ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দুটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভারাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে ক্নোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখন, শ্নাছি নাকি রাণ্ট্রদক্তের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মের্বাট ! যতই বলো, করুণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সেংধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে। অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গির্জার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বন্দ্র পেতে দিলে গির্জার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শুরু করল জটিল ও নিপুণ একটি স্তোর, যাতে তারা ও উদারা ন্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। প্র্রোহত ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বন্দ্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বরকনেকে। গালিচায় প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধান্য, এই সুলক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তাঁরা শুনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তাঁরা যথন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কার্র সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দুলনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুমুল মন্তব্য ও বিতর্ক ও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশেনর যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অস্তুত শোনাল, তারপর শ্রুর্ হল নতুন আঢার। প্রার্থনার কথাগ্রলোর মানে বোঝার চেন্টা করে তা শ্রনছিল কিটি, কিন্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগ্রন্ছিল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সম্ভেত্বল আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা কর। হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শ্রচিতা ও গর্ভফল, উহাদিগে আহ্মাদিত করো পার ও কন্যার ম্খদর্শন করাইয়।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরান্থি থেকে স্ত্রী স্থিতি করেছেন এবং 'তার জন্য মান্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দৃই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্বাদ দিন, এরা যেন নিজেদের পারের পারুদের দেখে যায়। এ সব শানতে শানতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপর্বে, এ ছাড়া অন্য কিছ্ হতে পারত না' — তার দীপ্ত মুখে জনলজনল করছিল সাথের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যায়া তাকাচ্ছিল তার দিকে।

প্রোহিত যথন ওদের মুকুট পরালেন আর শ্যেরবাংশ্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মুকুট কিটির মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'প্ররোপ্ররি পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জন্য বাইরের লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শ্নতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাণ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ স্বরা পান করতে। আর সবচেরে বেশি ভালো লাগল যখন প্রোহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দ্'হাতে ওঁদের নিয়ে গোলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগন্তীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শ্যেরবাংশিক আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হার্সাছল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তারা আর প্ররোহিত থেমে গেলে হ্মাড় খেয়ে পড়াছল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জনলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপস্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, প্রোহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে প্রেরাহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদন্পতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপর্প লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিস্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। প্রেরাহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহদয় মুখে হাসি নিয়ে মুদ্দুব্রের তিনি বললেন, 'চুন্বন কর্ন স্থাকৈ, আর আপনি চুন্বন কর্ন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি। সন্তর্পণে স্মিত ওষ্ঠপ্রেট চুন্বন করলেন লেভিন, তারপের কিটিকে

সম্ভর্প গৈ স্মিত ওচ্চপন্টে চুম্বন করলেন লেভিন, তারপর কিটিকে বাহন্দ্র্যা করে নৈকট্যের একটা নতুন বিচিত্র অন্তর্ভুতি নিয়ে বেরিয়ে গোলেন গিজা থেকে। এটা যে সত্যি তা বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। শৃধ্য যখন তাঁদের ভীর্ন ভীর্ন বিস্মিত দ্ভিটর বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অন্ভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

nen

আন্না আর দ্রন্দিক একসঙ্গে ইউরোপ দ্রমণ করছেন আজ তিন মাস। তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্ল্সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গ
্বৈজ্ঞা, অবজ্ঞান্তরে চোথ কু

চন্দর্শনি চহারার হেড ওয়েটার,

পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় থেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট,

বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া ব্

ক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক।

ঢোকবার অন্য ম্থ থেকে সি

ডির দিকে পদশব্দ যেতে শ্বেনে সে ঘ্রের

দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগ্বলো ভাড়া নিয়েছেন যে র্শী

কাউন্ট, তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা ন্

ইয়ে

জানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাংসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার

চিক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খানি হলাম' -- দ্রানিক বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'
ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'
চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খালে দ্রন্দিক তাঁর ঘর্মাক্ত
কপাল আর চুল মাছলেন। চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যন্ত,
উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোর ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক রুশী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোথাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের একঘেরে জ্বীবনে বৈচিত্র্য লাভের বাসনার একটা মিশ্র অন্ভূতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন দ্রন্দিক; আর একই সঙ্গে জন্মজনল করে উঠল দ্বজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'প্ৰন স্কি!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে দ্রন্দিকর বন্ধ। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উপারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফোজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দৃহ বন্ধ্বর একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাংটা থেকে ভ্রন্সিক ব্রেছিলেন যে গোলেনিশোভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আর্থানয়োগ করেছেন এবং সে কারণে দ্রন্দিকর ফ্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সি'টকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলোনশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভ্রন্ফিক লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গবিত ভাব ধারণ কর্রোছলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না; কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়। ভ্রন্দিকর ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘূণাভরে উদাসীন । এ সাক্ষাংটায় তাঁদের মনোমালিনা বেডে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরম্পরকে চিনতে পেরে জনলজনলে মুখে ভারা চে⁶চিয়ে উঠলেন আনন্দে। ভ্রন স্কি কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলেনিশোভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তার। গত সাক্ষাংকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভলে গেলেন: আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধরে দিকে। গোলেনিশোভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খ্রিশ হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্ঘাটিত করে দ্রন্ফিক বললেন।

'আমি অবিশাি প্রন্দিক নামটা শ্নেছিলাম কিন্তু কোন প্রন্দিক. জানতাম না। খ্ব আনন্দ হচ্ছে!' 'চল যাই। কী করছিস তুই?' 'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।' 'আ!' দরদ দিয়েই বললেন দ্রন্সিক, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা ল্যুকিয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে শ্রমণ করছি আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্যেডের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফবাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জ্ঞানতামই না' (যদিও জ্ঞানতেন) — নির্বিকারভাবে জ্ববার্ দিলেন গোলেনিশ্যেভ, 'কতদিন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধর ম্থভাব নজর করে ভ্রন্তিক বললেন।

'না, ও সম্প্রন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে যেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্যেভের মুখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘ্রিয়ে দেবার তাৎপর্য ধরতে পেরে ভ্রন্স্কি ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আন্নার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে শ্রন্ফির আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্র্রুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতো ব্রুছেন তাঁদের প্রশ্ন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী, তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন।

আসলে দ্রন্দিকর ধারণা অন্সারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা ব্রুছেন, তাঁরা মোটেই সেটা ব্রুছেন না, চারিপাশের জাঁবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশ্ন ঘিরে ধরে, তাদের প্রসঙ্গে লাকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এ'রাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গ্রুহ্ ও তাৎপর্য তাঁরা প্রুরো বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অন্মোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অন্টিত ও অনাবশ্যক।

দ্রন্দিক তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরকম একজন লোক, স্তরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগ্ণ। আর সতিাই তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা দ্রন্দিকর পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পন্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গোলেন যা অস্বস্থিকর হতে পারত।

আল্লাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর রূপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাট। তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভূত হলেন তিনি। দ্রন্স্কি যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আল্লা, আর শিশ্বসূলভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা সুন্দর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অসাধারণ ভালো লাগল গোলেনিশ্যেভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালে। লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জনা প্রন্ফিককে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতুন ভাড়া নেওয়া একটা বাড়িতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাংসো। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাসর্বিজ, খোলাখুলি মনোভাব গোলেনিশ্যেভের ভালে লাগল। আল্লার দিল-খোলা হাসিখ্দি প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ ও দ্রন্ স্কি দ্যজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশোভের মনে হল তিনি প্ররোপ্রার ব্বতে পারছেন আল্লাকে। তাঁর মনে হল আল্লা যেটা কথনোই ব্বত পারেন নি সেটা তিনি বুঝতে পারছেন, যথা: প্রামীকে অসুখী করে, তাঁকে ও পত্রকে ছেড়ে এসে, নিজের স্থনাম হারিয়ে কী করে তিনি নিজেকে প্রাণবন্ত, হাসিখাশি, সাখী বলে অন্তব করতে পারেন।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — ভ্রন্ স্কি যে পালাংসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশ্যেভ, 'একটা তিনতোরেন্তোও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শ্বন্ব বলি-কি, চমংকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাডিটা দেখে আসি' — ভ্রন্সিক বললেন আমাকে।

'খ্ব ভালো, এক্ষ্মিন আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজ্বার কাছে থেমে সপ্রশন দ্ভিতৈ ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আল্লা বললেন। ফের জনলজনলে রঙ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। তাঁর চার্ডান থেকে দ্রন্দিক টের পেলেন যে আমা ব্রুতে পারছেন না গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে দ্রন্দিক কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং দ্রন্দিক যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভর পাচ্ছেন আরা।

আমার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আহার মনে হল তিনি সব ব্রুবতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আহার ব্যবহারে তিনি খ্রিশ। তাঁর দিকে হেসে দ্রুত চলনে আহা বেরিয়ে গেলেন।

দুই বন্ধ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দু'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পন্টতই, আমাকে দেখে মুদ্ধ হয়ে গোলেনিশ্যেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা কী, আর স্কুনাসক সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন।

কিছ্ম একটা আলাপ চালাবার জন্য দ্রন্দিক শ্রেম্ করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বে'ধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' দ্রন্দিক শ্রেনিছলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী একটা যেন লিখছিলেন সেটা সমরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গোলেন তিনি।

'হ্যাঁ, 'দ্বই ম্লেনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিজ্ঞাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শ্বের্ করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে ব্রুতে চায় না যে আমরা বাইজান্টিয়ামের উত্তরাধিকারী' — এই বলে একটা লশ্বাচওডা উত্তেজিত ব্যাখ্যা তিনি শ্বের্ করলেন।

প্রথমটার দ্রন্দির অন্বস্থি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দ্বই ম্লেনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্যেভ যখন তাঁর বক্তবাগন্লো রাথছিলেন এবং দ্রন্দিক তা অন্সরণ করতে পারছিলেন, তথন 'দ্বই ম্লেনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শ্নাছলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্যেভ কথা কইছিলেন ভালো। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত স্বরে গোলেনিশ্যেভ তাঁর বিষয়বন্তুর আলোচনা করছিলেন সেটায় দ্রন্দিকর বিক্ষয় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্যেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোখ, কলিপত শগ্রুর বিরুদ্ধে আপত্তিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষুরা। কোরে গোলেনিশ্যেভকে একটি রোগা প্রাণবস্ত সহদয় ও উদার ছেলে বলে দ্রন্দিকর মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নন্বরের ছাত্র, তাই এ উন্মার কারণ দ্রন্দিক ব্রুতে পারছিলেন না, বিরুপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ ইচ্ছিল না যে বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও গোলেনিশ্যেভ নিজেকে এক পঙজিতে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা দ্রন্দিকর ভালো লাগছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ দঃখী, তাই কণ্ট ইচ্ছিল ওঁর জন্য। উনি যখন আয়ার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ্ক না করে অধৈর্য ও উত্তেজিত হয়ে নিজের ভাবনাগ্রলো বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চণ্ডল এবং যথেণ্ট স্কুন্র মুখখানায় সে দঃখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মন্ততার পর্যায়ে।

আন্না যখন টুপি আর কেপ পরে স্কুদর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে দ্রুকির কাছে গিরে দাঁড়ালেন, তথন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্যেভের কাতর দুড়িও থেকে চোখ সরিয়ে দ্রুন্দিক বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপরে তাঁর অপর্প বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দ্ভিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশ্যেভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষয়, মনমরা। কিন্তু স্বার প্রতি স্কুপ্রসম্ম আন্না (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহজ ও হাসিখ্লি ভাবভঙ্গিতে অচিরেই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেন্টা করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খ্রই ভালো বলছিলেন তিনি, আন্নাও শ্নছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেণ্টে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁরা যখন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্যেভকে আন্না বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খ্ব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হরে আলেক্সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' — দ্রন্দিককে তিনি বললেন বুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আন্না ব্রেছিলেন যে

তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্যেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দ্রত ভ্রন্স্কির দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

লাল হয়ে উঠে দ্রন্স্কি বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম, এখন অলপস্বল্প শ্রে, করেছি।'

'খ্বই গ্রণ আছে ওর' — আন্না বললেন প্রলকিত হাসিম্থে', 'আমি অবিশ্যি বিচারক নই। তবে সমঝদাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

n v n

নিজের মৃত্তি ও দুত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আমা নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সৃত্যী ও জীবনানন্দে ভরপুর বলে অন্ভব করছিলেন। স্বামীর দৃঃথের কথা স্মরণ করে সৃত্য তাঁর মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দৃঃখ তাঁকে এত বেশি সৃত্য দিয়েছে যে আসেই না অন্তাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট, বিচ্ছেদ, দ্রন্দিকর জখম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, পৃত্রের কাছ থেকে বিদায় — এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রন্ত একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, দ্রন্দিকর সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিত্ষার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ডুবতে বঙ্গেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ডুবল। বলাই বাহ্না, কাজটা খারাপ কিস্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা বরং না ভাবাই ভাগো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি প্রেছেলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহুর্তে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি স্মরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'এই মানুষ্টাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে দ্বংখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কণ্ট ভূগছি এবং ভূগে যাব, যা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ম্ল্যবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি স্বাম আর ছেলেকে। আমি খারাপ কাজ করেছি. তাই স্বথ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি. কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কণ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কণ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আহার থাক, কণ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লম্জার ব্যাপারও কিছ্ হয় নি। তাঁদের দ্বাজনের মধ্যেই যে কাণ্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে র্শী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বাপ্ত এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাং করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারম্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা প্রেরোপ্রার বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কণ্ট হত না তাঁর। মেয়েটি, ওঁর সস্তান এত মিন্টি আর আহার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আহার মনে পড়ত কদাচিং।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আলা অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। দ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জার্নাছলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জনাও এবং আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আমার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। দ্রন স্কির সালিধ্য সর্বদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্স্কির স্বভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনিব চনীয় মধুর। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যা হয়ে থাকে তরুণী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। ভ্রন্তিক যা-কিছু, বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আন্না দেখতে পেতেন উন্নত, মহনীয় কিছু, একটা। দ্রন্ স্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছনেসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আমা খাজেছেন কিন্তু অস্ফুনর কিছু পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যত প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল দ্রন স্কি এটা জেনে ফেললে শিগ্রিরই আর ভালোবাস্বেন না তাঁকে: আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাজ্বীয় ক্রিয়াকলাপে দ্রন্দিকর একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আন্নার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও দ্রন্দিক এখন আন্নার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আন্না যাতে তাঁর অবস্থার অন্বান্তিকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন দ্রন্দিক। অমন প্রক্র্যালী একটা মানুয, অথচ আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বির্দ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপ্ত। আন্না এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোযোগের এই তীবতাটাই, যঙ্গের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে যিরে রাখছেন সেটাই মাঝে মাঝে পীডা দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা প্ররোপ্ররি সফল হলেও দ্রনাদিক সুখী হন নি পুরোপারি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভূল যা লোকে করে বসে কামনাব সিদ্ধিটাকেই সূত্র বলে ভেবে। আলার সঙ্গে এক হবার পর যথন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান, তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে ম্বাধীনতার যে মাধ্যে আগে তিনি জানতেন না, সেটা ও ভালোবাসার প্রাধীনতা অনুভব করে তৃষ্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগ্যাগরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা. মন-পোড়ান। নিজের ইচ্ছা নির্বিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে আঁকড়ে ধরতেন, ভাবতেন সেটাই তাঁর কামনা ও লক্ষ্য। দিনের যোলোটা ঘণ্টা কিছু, না কিছু, নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবালে সমাজ-জীবনেব যা পরিন্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত. সে মহলেব বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতায়। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগলোয় অবিবাহিত জীবনের যেসব তৃপ্তি নিয়ে ভ্রন্সিক মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আরাকে অপ্রত্যাশিত ও অন্টিত রকমে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের অনিদিশ্টিতার স্থানীয় ও রন্শী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দ্বের্বাধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন র্শী ও ব্রিদ্ধমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষর্ধার্ত পশ্র যেমন সামনে যা-কিছ্র পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, দ্রন্স্কিও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠাছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তার, গে। যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগ, লো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিতৃপ্তি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন তাতে।

একটা শিল্পবোধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং স্বর্চির সঙ্গে ছবি নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মাঁর, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী — কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি ব্রুতনে, তার যে কোনোটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিস্তু এইটে তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ না জেনে, যা আঁকছেন সেটা স্পরিচিত কোনো ধারার মধ্যে পড়বে কি না তা নিয়ে দ্বিশ্বস্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত হওয়া যায় সরাসরি। যেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন থেকে নয়, শিলেপ ইতিমধোই রুপ পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং অনায়াসে, আর তেমনি দ্রুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করলেন যে তিনি যেটা ঐকছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আন্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সার্থক।

n s n

প্রনো অবহেলিত পালাংসোটার উ^{*}চু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে ফ্রেন্সে, মোজেয়িক করা মেঝে, লন্বা লন্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুল্বিঙ্গতে আর ফায়ার-প্রেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষম হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাংসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই দ্রন্দিকর মনে মনোরম এই একটা বিদ্রম জাগাল যে তিনি রুশী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের সুধী অনুরাগী ও প্তিপোষক, নিজেও একটু আধটু একে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগ, উচ্চাভিলাষ।

পালাৎসোতে এসে দ্রন্দিক যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খ্বই উৎরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্যেভ মারফত চিন্তাকর্ষক কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছেন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালায় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যযুগীয় ইতালায় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যযুগীয় ইতালায় চিত্রকলা দ্রন্দিককে ইদানাং এতই মৃদ্ধ করেছিল যে মধ্যযুগের কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শ্রুর্ করেছেন, সেটা তাঁকে খ্বই মানাত।

গোলেনিশ্যেভ একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে দ্রন্দিক তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে যাছিছ কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিশ্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রুতি ছড়াচ্ছিল, আগে থেকেই কিনে নেওয়া সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিশ্পীকে উৎসাহ ও সাহ।য্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভং²সনা করা হয়েছে সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' -- গোলেনিশ্যেভ বললেন, 'বলা বাহনুলা তাঁর গুন্ন নেই এমন নয়, তবে একেবারে বাজে একটা ধারা অনুসরণ করছেন। খিএটে ও ধর্মীয় চিত্রকল। সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দৃষ্টিভঙ্গি।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জিগ্যেস করলেন আলা।

'পিলাতের সামনে খিত্রস্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খিত্রস্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্তুটা গোলেনিশ্যেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শ্রেয় করলেন:

'এমন উৎকট ভূল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিলেপ একটা স্নিনির্দিণ্ট রূপ আছে খিন্রস্টের। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিন্তু খিনুস্টকে নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিলেপর জন্যে নেওয়া চলে না আর তারপর...'

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খ্ব দ্ববস্থায় আছেন?' দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী পৃষ্ঠপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহায্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমংকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্টেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে...'

'আল্লা আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্টেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' দ্রন্দিক বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্টেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেরেটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। স্ক্রনী ইতালিয়ান শুন্যদানী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেরেটিকে। জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষ্মিন অলক্ষ্যে চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে।

সন্দরী স্তন্যদান্তীর মুখ ছবিতে এ'কেছিলেন দ্রন্দিক। আমার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমান্ত গোপন দৃঃখ। দ্রন্দিক তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সৌন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুদ্ধ হতেন, আর আমা যে স্তন্যদানীটিকে ঈর্ষা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও স্লেহ বর্ষণ করতেন।

শ্রন স্থিত জানলায় আর আমার চোথের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষ্যনি গোলেনিশ্যেতের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা যায় তাদেরই একজন: মানে ওই যেসব স্বাধীনচিত্তকরা d'emblée* নান্তিকতা নৈতি আর বন্তবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে।' আন্না আর ভ্রন্ স্কি দু'জনেই যে কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ্ণ না করে অথবা লক্ষ্ণ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম, আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেডে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কন্ট করে পেণছতেন স্বাধীন চিন্তায়। কিন্তু এখন একধরনের আঁকাড়া স্বাধীনচিন্তকের আবিভাবি ঘটছে যারা বেডে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যন্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু, একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা স্বকিছ, উড়িয়ে দেবার মনোব্রিততে লালিত অর্থাৎ বনো। উনিও তেমনি। যতদরে ধারণা উনি মন্কোর এক আর্দালির ছেলে. কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে ঢুকে যখন নাম করেন, নেহাং নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস, অর্থাৎ পত্রপত্রিকা, তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে, ধরা যাক, একজন ফরাসি শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রাজেডি-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীযার সর্বাকছা যা তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাস,জি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দুত আয়ন্ত করে নেতি

নিমেযে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুখু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দ্ভিভিঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে বুঝতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিন্তু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা প্রুরনো দৃভিভিঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যন্ত করে না, স্লেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অন্তিধের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শ্বন্ব এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে দ্রন্দিকর সঙ্গে চুপিসারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিল্পীটির শিক্ষাদীক্ষায় দ্রন্দিকর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শ্ব্ধ তাঁকে সাহাষ্য করতে আর পোর্টেটের ফরমাশ দিতে, আলা বললেন। 'শ্বন্ব'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্যেভকে দ্য়ভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চল্বে যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্যেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিশ্পী দরের পাড়ায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাড়ি নিতে হবে।

এক ঘন্টা বাদে গোলেনিশ্যেভের পাশে বসা আন্না আর সামনের সীটে বসা দ্রন্দিককে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দ্রের পাড়ায় স্কুদর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিন্তু এখন তিনি দ্ব'পা দ্রে তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেরেটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অন্রোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি যেন অনুমতি দেন।

11 SO 11

কাউণ্ট দ্রন্দিক আর গোলোনশোভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিলপী মিখাইলোভ তখন কাজে বসেছিলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিনি স্মীর ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্মী তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ং দিতে যাবে না কখনো।
এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শ্রুর করলে
হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগ্রণ' — দীর্ঘ কলহের পর স্থীকে বলেছিলেন
মিথাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে…'

'দোহাই বাব্, শান্তিতে থাকতে দাও আমার!' অপ্রার্দ্ধ কপ্ঠে মিখাইলোভ চে'চিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙ্কুল দিয়ে পার্টিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নিবোধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খ্লে শ্রুব করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্থাীর সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকিতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুন্ত হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মুখ কু'চকে তিনি গেলেন স্থাীর কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিছ্তেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ হাঁকা পারত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনেন দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওগর সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কু'চকে দেখতে থাকলেন। হঠাং হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষ্মনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষ্টার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাশ্ড থাকনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ মাখখানার কথা, যার কাছ থেকে তিনি চুর্ট কিনেছিলেন। সেই মাখ, সেই থাকনি তিনি আঁকলেন মন্ধাম্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিম্প্রাণ কল্পনা থেকে মাতিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবন্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সে মাতি সজীব, সাক্ষেট এবং নিঃসন্দেহে সানিদিশ্ট। এ মাতির দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছ্ অদলবদল করা চলে, পাদন্টো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সংশোধনগ্রলো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না মাতিটাকে, শাধ্য মাতিটা যাতে ঢাকা পড়ছিল সেগ্রলো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন মাতিটার প্রোটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খ্লে ফেলছিলেন তিনি; দিটয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাং বে বালন্ঠতায় মাতিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা প্রের ফুটে উঠছিল। যথন তিনি ছবিটা সমত্বে শেষ করছেন, কার্ডদিন্টো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষ্নি, এক্ষ্নি আসছি!' স্থার কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীর্ ভীর্ গলায়, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' — এবং স্থার সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মথমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উৎরে যাওয়া ম্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই রুশীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই — এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। এ কথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটা রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটায় তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর স্নিনিশ্চিত জানা ছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শ্রু করার সময় খেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগ্লোে যাই হোক, তাঁর কাছে ছিল অতি গ্রুছপূর্ণ এবং আম্লে আলােড়িত করে তুলত তাঁকে। স্বাকিছ্ব মন্তব্য, এমনকি যা নেহাৎ অকিণ্ডিংকর, যাতে বােঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আম্ল আলােড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বোধ় ছিল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বােধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছ্ব

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রত পায়ে তিনি গেলেন তাঁর স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদ্র আভাটায় আয়ার ম্তিতে। আয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশম্থের ছায়ায় এবং গোলেনিশাভ উত্তপ্ত কপ্টে তাঁকে যা বোঝাচ্ছিলেন তা শ্রনছিলেন, তবে স্পন্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎস্ক। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আয়া যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি ল্ফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন চুর্ট বিক্রেতার থ্তনির বেলায়, কোথায় যেন তা ল্ফিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্যেভের কথায় দর্শকদের মোহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টাল্রন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টাণোট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া ম্থের মাম্বিলয়ানায়, ভীর্তার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আসন্ন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেন্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশমন্থে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খ্লালেন।

11 5 5 11

স্টুডিওর ঢুকে শিল্পী মিখাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং দ্রন্দিকর মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডান্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীস্লভ অন্ভব মালমশলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহুত্টা কাছিয়ে আসার দর্ন ক্রমাগত বেশি করে অন্থিতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্রুত ও স্ক্র্য একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলেনিশ্যেভ) হলেন স্থানীর রুশী। ওঁর উপাধি কী, কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা ক্রেছিলেন

মিখাইলোভের মনে ছিল না। শুধু তাঁর মুখটা মনে ছিল, কাউকে কখনো দেখলে তার মুখ যেমন মনে থেকে যায় তাঁর। এও তাঁর মনে ছিল, মিথ্যে গ্রেম্বারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগুলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চুল আর অতি উন্মুক্ত কপালে বাহ্যিক একটা গ্রের্ছ এসেছে মুখে, যেখানে ছেলেমান বের মতো ছোটু একটা অন্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ नामामर्ट्छ। भिथाहेटलाट्छत अनुभान अनुभारत छन् श्रिक आत कार्र्दानना বড়ো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিলেপর কিছ,ই বোঝেন না, কিন্তু ভাব করেন যেন শিল্পান,রাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দুণ্টবাগুলো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘুরে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — ব্জর্ক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফারেলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে, এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে, নতুনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অনন,করণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা কর্রাছলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিম্পূহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূর্তিগ্লোকে, শিল্পী কখন চিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্ত্বেও যথন তিনি তাঁর দেকচগালো বিছচ্ছিলেন, জানলার খড়খড়ি, ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মূর্খ ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্ত্বেও তিনি প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা বোধ না কবে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে দ্রন্দিক এবং আরো বেশি আল্লাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দ্রের সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিকার। মথি লিখিত স্বসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনায় ঠেটি তাঁর কাঁপতে শ্বর্ করেছে। সরে গিয়ে তিনি দাঁভালেন ওঁদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে কয়েক সেকেন্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোডও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দুষ্টিতে। এই কয়েক সেকেণ্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যায্য রায় দেবেন এ'রা, ঠিক এই লোকগুনিই, এক মিনিট আগে যাদের তিনি ঘূণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে, যে তিন বছর ছবিটা তিনি একছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভূলে গেলেন তিনি: তার যে কুতিছ তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভূলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নিবিকার নতুন একটা দৃষ্টিতে এবং ভালো কিছ্ব পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খি,স্টের শাস্ত মুখ, পিছনে পিলাতের অনুচরদের মূর্তি আর জনের মূখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মূখ যা এত অন্বেষণ, ভুলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেড়ে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে, প্রতিটি মূখ যা তাঁকে অত কণ্ট আর আনন্দ দিয়েছে. একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব মুখ, অত কন্টে অজিতি বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মাম,লী, হাজার বার যা প্রনরাবৃত্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খিন্দেটর মুখ, ছবির কেন্দ্রবিন্দর, যা আবিৎকার করে তিনি অত উল্লাসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোথ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সুন্দর করে আঁকা ছবিটায় (এমর্নাক স্কুনরও নয় — একরাশ লুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খিক্লট আর ওই একই এমনকি আঁকাটাও খারাপ -- রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছু, প্রশংসা করে আডালে তাঁকে নিয়ে করুণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই করবেন।

এই নীরবতাটা বড়ো বেশি দ্বঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (যদিও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জনা তিনি গোলেনিশোভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সোভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অন্থির হয়ে কখনো আল্লা কখনো দ্রন্দিকর দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাদের মুখভাবের একটা দিকও দুণ্টিচাত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় র্নিসতে, সেই যে সন্ধ্যায় মনে এছে

ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোথ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন:

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠৈছে এখন। যেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের ম্তি। বেশ বোঝা যায় মান্যটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অভ্যুমজ্জায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়..'

মিখাইলোভের চণ্ডল মুখখানা হঠাৎ একেবারে উন্তর্গিত হয়ে উঠল, জত্তলজ্বল করে উঠল চোখ। কিছ্ একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকুলতাবশে পারলেন না. ভান করলেন যে কাশছেন। গোলেনিশ্যেভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত তৃচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তব্যটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গাুর মুপূর্ণগাুলো সম্পর্কে কিছা না বলে প্রথম ওই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্বেও মিখাইলোভ উল্লাসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশ্যেভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দুঢ় বিশ্বাস ছিল. এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্যেভের মন্তব্যের গ্রেড হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মন্তব্যের জন্য গোলেনিশ্যেভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পেণছে গেলেন। সমস্ত জীবিতের অনির্বাচনীয় জটিলতা নিয়ে গোটা ছবিটা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই বুরেছিলেন সেটা আবার বলবার চেণ্টা করলেন মিখাইলোভ; কিন্ত ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। দ্রন স্কি আর আল্লাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে যেভাবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খ্রই সহজ. সেটা উচ্চকণ্ঠে ना वलाव जना थानिको। भिथाইলোভের মনে হল ছবিটা ওঁদের ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য থিনেস্টের মুখভাব!' আল্লা বললেন, ধাকিছ্ তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দ্র হওয়ায় তার প্রশংসা শিল্পী-কে খুশি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জন্যে করুগা হচ্ছে তাঁর।'

তার ছবি এবং থিএস্টের মৃতি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক যেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আমা বলেছেন যে পিলাতের জন্য থিএস্টের কর্ণা হচ্ছে। খিএস্টের মৃথে কর্ণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তার মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপাথিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাক্যব্যয়ের নিজ্জলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহ্লা, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খিএস্টের মধ্যে কর্ণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অন্যজন আত্মিক জীবনের প্রতিমৃতি। এই সব এবং আরও অনেক কিছু চিন্তা ঝলক দিয়ে গেল মিথাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লাস্তি বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে মৃতিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্যেভ বললেন, স্পণ্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে মৃতিটোর বিষয়বস্তু ও সারার্থে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হাাঁ, আশ্চর্য ওস্তাদি!' বললেন দ্রন্সিক, 'পেছনদিককার এই লোকগ্লোলে কি কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্যেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ন্ত করতে দ্রন্সিক নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কয়েছিলেন তার ইঙ্গিত করে।

'সত্যি আশ্চর্য !' প্নরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্যেভ আর আন্না।
মিথাইলোভ তথন একটা তুবীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা
তাঁকে বড়ো মর্মাহত করল, দ্রন্দিকর দিকে একটা দ্রুদ্ধ দৃণ্টিপাত করে
হঠাং চুপসে গেলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শ্নেছেন তিনি, কিন্তু
তাতে কী বোঝায় সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন
যে কথাটায় ছবির মর্মবিস্কুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার
যান্দ্রিক নৈপ্না্য বোঝাছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ্
করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকাশ্যার বিপরীতে, যেন
যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন
যে আসল সৃষ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগ্রেলা মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিল্পরচনা নয়, টেকনিকও নয়। তিনি য়া দেখছেন তা বদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশ্ব বা তাঁর রাঁধ্নির কাছে, তাহলে তারাও তিনি য়া দেখেছেন তার খোসা ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপ্রণ চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শ্রধ্ই য়াল্ফিক দক্ষতায় কিছ্রই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মাবস্তুর র্পরেখা তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন য়ে টেকনিকের কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছ্র নেই। য়াকিছ্র তিনি একছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জরালানো এমন ত্র্টি দেখছেন য়া ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা স্থিকর্মটাকে নন্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায় প্রতিটি ম্র্তি আর মন্থাবয়বে তিনি দেখতে পেতেন প্রোপ্রির মোচন না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিছে ছবিটাকে।

'আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্যেভ বললেন।

'ওহ', অত্যন্ত খ্রিশ হব, বল্বন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে। 'সে কথাটা এই যে আপনার খিরুদ্ট হয়েছে মন্ব্য-দেব, দেব-মন্ব্য নয়। তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খিদ্রন্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' --- বিমর্য মুখে বললেন মিখাইলোভ।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত সন্দর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তবাটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিল্পী ইভানভ। আমি মনে করি খিন্লুকৈ যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবিস্নত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বন্ধু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চিন্তাকর্ষক।'

'কিন্তু শিলেপর কাছে এটাই যদি হয় একটা মহত্তম প্রসঙ্গ?'

'খ'্জলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে যৃত্তি-তর্ক মানে না শিলপ। ইভানভের চিত্রের সামনে আদ্তিক বা নাদ্রিক দৃ'য়ের কাছেই প্রশন্ন উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।' 'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোভ, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্যেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিখাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছু বলতে পারলেন না।

11 5 6 11

বন্ধনের ব্দিমস্ত ম্থরতায় বিরত হয়ে আলা আর দ্রন্দিক অনেকখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যস্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে দ্রন্দিক গেলেন আরেকটা অনতিবৃহৎ ছবির কাছে।

'আরে, কী স্কুদর, কী যে স্কুদর! আশ্চর্য! কী স্কুদর!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভূলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভূগেছেন, যে কন্ট হয়েছিল, ভূলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভূলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগন্লোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শ্ব্যু ওটা কিনতে ইচ্ছ্কে জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা স্কেচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী স্নুন্দর!' স্পণ্টত সতি্য করেই ছবিটার সোন্দর্যে অভিভূত হয়ে বললেন গোলেনিশ্যেভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দৄ টি ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেণ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন; ষেটি ছোটো, সে দৃরে আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে? ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগ্রলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু দ্রন্দিক শ্ধালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খ্বই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ডিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলোভ বসলেন পিলাত আর খি, স্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনকি বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যখন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দ্ভিউজি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গ্রহ্ম ধরেছিল. তা সবই অর্থহীন হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যস্ত দ্ভিতৈ তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপ্রতি আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের এফটা নিশ্চয়তায় তিনি পেণছলেন যা অন্য সবিকছ্ব ভাবনা বর্জন করে যে একাস্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খিনুস্টের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পাত্র নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গোণস্থানে রাখা জনের মৃতির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন এ মৃতি পৃশ্তার পরাকান্টা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মৃতি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উর্জেজিত বলে নিজেকে বোধ হল তাঁর। যথন তিনি নির্ব্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, সবকিছ্ন বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উন্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা চেক্রে ফেলবেন, কিন্তু থেমে গেলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মৃতিটা। অবশেষে বেন

বিষম হয়ে চোখ ফেরালেন, চাদরটা টাঙিয়ে ক্লান্ত কিন্তু প্রসন্ন চিন্তে ফিরে গেলেন বাড়ি।

খ্ব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দ্রন্দিক, আয়া আর গোলেনিশ্যেভ। মিখাইলোভ আর তাঁর ছবিগালো নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন মন ও হদয় নির্বিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিল্পীর সর্বাকছা অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না. অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের র্শী শিল্পীদের সাধারণ দ্র্ভাগ্য। তবে ছেলেদ্বিটর ছবিটা ওঁদের স্মৃতিতে গে'থে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপর্প! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী স্ক্রের তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — দ্রন্দিক বললেন।

11 50 11

স্ত্রন্দিককে ছবি বিক্রি করলেন মিখাইলোভ, আন্নার পোর্ট্রেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শুরু করলেন তিনি।

পশুম দিন থেকে ছবিটা স্বাইকে, বিশেষ করে দ্রন্দিককে চমংকৃত করে দিলে শাধ্ব আল্লার সঙ্গে তার সাদ্শোই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আল্লার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিথাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই স্মুমধ্র অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আল্লাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — দ্রন্দিক ভাবলেন, যদিও আল্লার অন্তরের স্মুমধ্র অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্ট্রেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে দ্রন্দিকর এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্টেটটা সম্বন্ধে দ্রন্স্কি বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছ্বই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিয়ে দেখেই এ'কে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্যেভ, তাঁর ধারণায় প্রন্থিকর প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিক্ষা সম্পর্কে একটা সম্ক্লাত দ্বিভাঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। প্রন্থিকর প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্যেভের প্রতায় প্র্যু হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে প্রন্থিক তাঁর প্রবন্ধগ্রিল আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা কর্ন এবং তিনি অন্ভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারম্পারক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত দ্রন্সিকর পালাংসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মানুষ মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপ, যেন যাদের তিনি শ্রদ্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। দ্রন্স্কিকে তিনি সন্বোধন করতেন হুজুর বলে আর আলা ও দ্রন্দিক আমন্ত্রণ করা সত্তেও ডিনারের জন্য থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জন্য ছাডা আসতেন না এখানে। অন্য যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আমা মিঘ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্ট্রেটটার জন্য। তাঁর প্রতি দ্রন্ স্কির মনোভাব ছিল শ্রদ্ধারও অধিক এবং ১পণ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের আসল একটা বোধ সম্পর্কে মিখাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্যেত। কিন্তু সবার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন সমান নির স্তাপ। ওঁর দু ছিট থেকে আমা টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে; কিন্তু আল্লার সঙ্গে কথোপকথন এড়িয়ে যেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্ স্কির কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর দ্রন্স্কির ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশ্যেভের আলাপ তাঁর কাছে কন্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপত্তি করতেন না কখনো।

মোটের ওপর ওঁরা যথন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানড়ে পারলেন তথন তাঁর চাপা, বির্পে, যেন-বা শন্তাম্লকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগ্লো যথন শেষ হল, হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপূর্ব পোর্টেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুমি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশোভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — দ্রন্স্কিকে দ্রেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্যা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উ'চু মহলের ধনী একটি লোক, তদ্বপরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘূণা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, থেকেন্তে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

দ্রন্দিক মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর দ্রন্দিক আল্লার যে একই পোর্টেট একছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা দ্রন্দিকর চোথে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শ্ব্র্ আল্লার যে পোর্টেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিম্প্রয়োজন। মধ্যয্গীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু একে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশ্যেভ, বিশেষ করে আল্লা, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমংকার, কেননা নামকরা ছবিগ্রালর সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

ওদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খ্ব ডুবে গেলেও সিটিঙগুলো যখন শেষ হল, শিলপ নিয়ে গোলেনিশ্যেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভূলে যেতে পারেন দ্রন্দিকর ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খুশি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমন্ত অপেশাদারদেরই যা খুশি আঁকার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মোম দিয়ে বড়ো একটা প্তুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুম্ খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা যদি তার প্তুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে যেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার প্তুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। দ্রন্দিকর ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর্ণা বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে দ্রন্স্কির নেশা বেশি দিন টিকল না।
শিশপর্কি তাঁর এতথানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর
পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী
ত্র্টি ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে
সেগ্রলা হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে
গোলেনিশ্যেভের ক্ষেত্রে, যিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছ্ব নেই
এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনো
পরিপক্ব হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ
করে চলেছেন। কিছু গোলেনিশ্যেভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, ফল্লণা
দিচ্ছিল, দ্রন্স্কি ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কণ্ট দিতে
পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের স্বভাবসিদ্ধ
দ্যুতায় তিনি কিছ্ব না বলে, কোনো কৈফিয়ং না দিয়ে শিলপচর্চা বন্ধ
করলেন।

আল্লা বিশ্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আল্লার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেরে লাগল, পালাংসাে হঠাং হয়ে উঠল স্পন্টত এত জীর্ণ আর নােংরা, কানিসের ভাঙা পলেন্ডারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গােলেনিশােড, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্য এত বিরক্তিকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা ছির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। ভ্রন্স্কি ঠিক করলেন পিটার্সব্রেণ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আল্লার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীন্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন ভ্রন্স্কির পৈত্রিক মহালে।

11 281

লৈভিনের বিয়ের পর তৃতীয় মাস চলছে। স্থী তিনি, তবে যা আশ্ম কর্মোছলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তাঁর চোথে পড়ত আগের স্বপ্নগন্লোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন স্থী, কিন্তু সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মৃদ্ধ হয়ে হুদে মস্ণ, নিশ্চিন্ত নৌকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নৌকায়। সে দেখতে পাচ্ছে টলমল না করে স্থির হয়ে বসে থাকা দরকার তাই শৃধ্ব নয়, মাথাও খিলাতে হবে, মৃহ্তের জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভান্ত হাত ব্যথা করছে, নৌকা বাওয়া দেখতেই শৃধ্ব সহজ, বাইতে যাওয়া অতি আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন।

যখন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দাম্পত্য জীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা দেখে তিনি শুধু অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দঢ়ে বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে স্থার সঙ্গে তাঁর জীবনটা বিশেষ রকমের কিছ্ম একটা হয়ে উঠল না শাধ্য তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তুচ্ছ খুটিনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গ্রেম্ব লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তুচ্ছ জিনিসগ্লোর স্বাবন্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হয়েছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথায়থ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত পুরুষের মতোই তিনিও শুধু প্রেমের পরিতৃপ্তিকেই পারিবারিক জীবন বলে কল্পনা করতেন যাতে কোনো কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া চলে না, ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত পরেষের মত্যে উনিও ভলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কাজ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরপো কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই শুধু নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টেবিল-ক্রথ, আসবাব, অতিথিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাব্রচির্, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিয়ে বাস্ত হতে পারল। সেই পাণি-প্রার্থী থাকার সময়েই যে দৃঢ়তায় কিটি বিদেশে যেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে, যেন কী দরকার তেমন কিছু, একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষরে করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষম করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা আর দুর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগুলো কেন সেটা না বুঝলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও কিটিকে ভালোবাসতেন বলে এতে মুদ্ধ না হয়ে পারতেন না। মন্কো থেকে আনা আসবাবগুলো কিটি যেভাবে সাজিয়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যাৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে, যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরান্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভান্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মুদ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শ্নত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হাকুমগালো: দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তর্ণী বধ্র নতুন নিদেশিগ্লোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সন্দেহে মাথা নাড়ছেন; কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিণ্টি লাগত যখন আধাে কে'দে আধাে হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা ভাকে বাবুবাড়ির অকস্মা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিণ্টি লাগলেও অন্তুত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিতৃগ্হে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জন্টত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্থাকৃতি চকোলেট, যত খাঁশ টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিন্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনিটা কিটি অনুভব করত, সেটা বুঝতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভার, কেননা শিশ্নগ্রনির যার যা পেয়ারের কেক তার হ্রুকুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বল্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গ্রুস্থালী তাকে অপ্রতিরোধা শক্তিতে টানত। স্বতঃবোধে বসন্ত আসল্ল অন্ভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় য়েদ্ব্যোগের দিনও আসবে, সে তার নীড়টি বাঁধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাঁধতে আর কী করে তা বাঁধতে হয় শিথে নিতে।

বিবাহোত্তর সম্মেত স্থ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দ্বিশ্ডিষা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধ্বর যে ব্যস্ততাগ্বলোর অর্থ তিনি ব্বতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন ম্মতাগ্বলির একটা।

দ্বিতীয় মোহভঙ্গ ও মৃদ্ধতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্থার মধ্যে কোমলতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাং কিনা প্রথম দিনগৃলায় ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘন্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সন্থের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগন্ন জনলে উঠছিল। ঘরে তিনি চুকলেন ছন্টতে ছন্টতে এবং একই হদয়াবেগ নিয়ে, শোরবাংশ্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাং তিনি দেখলেন কিটির গোমড়া মন্থ যা আগে কখনো দেখেন নি। চুমন্ খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিন্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি' লাগছে দেখছি…' কিটি শ্বর্ করলে শাস্তভাবে একটা বিষাক্ত সূব্র ফোটাবার চেণ্টা করে।

কিন্তু যেই সে মুখ খুলল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ণসনার কথাগুলো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছু তাকে পীড়িত করেছে তা সব অনুগল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লেভিন যা বোঝেন নি, সেটা স্পন্ট বুঝলেন কেবল এই প্রথম। তিনি বুঝলেন যে কিটি শুখু তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শুরু। সেটা তিনি বুঝলেন সেই মুহুতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যন্ত্রণাকর অনুভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে। প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্ষুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহুতে ই

তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষাপ্প করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মাহাতটায় তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাং প্রচণ্ড একটা গাতো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধস্পাহায় ঘারে দাঁড়িয়ে দোষীকে খাজে খাজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গাতো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই, ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীব্রভাবে অন্ত্রভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন স্বৃদ্ধির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ণ দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমস্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভ্যন্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কন্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দদ্ধানো হবে আরো খারাপ। আধ্যামন্ত লোকের ফলাণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন রায় অঙ্গটা টেনে ছিড়ে ফেলতে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হতে টের পেলেন যে রায় অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিষ্ট্রহয়, তাতে সাহায়্য করার চেন্টা করা উচিত এবং সে চেন্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লেভিনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগৃণ একটা নতুন স্থা বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের প্নরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খ্বই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগ্রলো হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গ্রুত্বপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যখন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দ্বাজনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দ্বেশ্যে তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দ্বাজনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে উঠত দ্বিগ**্বণ। তাহলেও এই প্রথম দিকটা**য় দ**্বংখের একটা সময় গিয়েছিল** তাদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীরভাবে অন্ত্রুত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দ্ব'দিকেই চলছে এক একটা হে'চকা টানাটানি। মোটের ওপর মধ্চিন্দ্রকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অন্বসারে যা থেকে অনেককিছ্ব আশা করছিলেন লেভিন, তা মধ্ময় তো হলই না, বরং দ্ব'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দ্বিব্রহ ও হীনতাস্চক সময়ের স্মৃতি রেখে গেল। এই যে অস্ত্রু সময়টায় দ্ব'জনেই স্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, স্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লন্জাকর ঘটনাগ্রলো তাঁরা দ্ব'জনেই পরবর্তী জীবনে স্মৃতি থেকে ম্বুছে ফেলার চেন্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মস্থ।

11 3 & 11

সবে তাঁরা মন্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খাঁশ হলেন। লেভিন তাঁর স্টাডিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম কদিন গাঢ় বেগাণী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যা ছিল বিশেষ আদ্ত ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাডিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়াবাঁধাই সেই প্রনো সোফাটায় বসে broderie anglaise* ব্লে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অন্ভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে ক্ষিকমের মলে নীতিগালি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিন্তু যে অন্ধকারে তাঁর জীবন সমাচ্ছম ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিন্তাপ্রয়াস ক্ষ্মে ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি সম্থের উল্জবল কিরণে উন্তাসিত ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনায় সমান গ্রেম্থহীন ও ক্ষ্মের মনে হচ্ছিল।

বিলাতি এশ্বয়ভারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনো-যোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিষ্কার করে। আগে কাজগলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছন্ন। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উজ্জ্বল না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগুলো নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুনি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিন্তার বহু কিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্তু গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ায় অনেক সমস্যাই পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার কৃষির দূরবস্থার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদ্য দেখা দিচ্ছে শুখু ভূসম্পত্তির বেঠিক বন্টন আর ভূল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগালির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বান্ধি এবং তার পরিণামে ক্রষির ক্ষতি করে ফ্যান্ট্রি-ভিত্তিক শিল্প, ক্রেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্চিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগালিই আসবে, তবে শাধ্য তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে. অন্তত নিদিশ্ট পরিস্থিতিতে: দেশের সম্পদ বাডা চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কৃষিকে ছাড়িয়ে না যায়: কৃষি যে নিদিভি মানটায় রয়েছে তারই উপযোগী রূপে বাড়া উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, আর শিল্প ও ক্রেভিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিয়ে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপেণে ব্,দ্ধিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট. যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যাক্টরিগর্নল কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ক্যাক্টরিগর্নলর কর্মচাণ্ডল্য বৃদ্ধি আমাদের এখানে কৃষির সন্ব্যবস্থা করার উপস্থিত প্রশন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তর্ণ প্রিল্স চাম্পির প্রতি কী অম্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার ন্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিন্স হয়ে উঠেছিলেন অতি অম্পিন্ট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিন্টি আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাব্রচির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অন্তুত মালিকানা অনুভূতি নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কন্ট হচ্ছে অবিশ্যি (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিন্তু ওর মুখ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিন্তু!' ওঁর ওপর তার দ্ভিটর এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হ্যাঁ, ওগ্নলো রসটুকু শা্বে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিড়বিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আন্দাজ করার চেণ্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শ্ব্ধ্ব দ্ব্জনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সুখের হাসিতে জ্বলজ্বলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মস্কোয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি ? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গো, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওণ্ঠ সংকৃচিত করে, 'আমার এখন এইগন্লো কাটতে হবে, দেখছ, এই ছে'দাগন্লো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল সে।

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোটু কাঁচিটার ব্ত্তাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত স্থু বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুম্ব খেয়ে।

'আমার কাছে উল্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তপ্ণে কিটির মাথাটা ঘ্রিরে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজ্মা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্মাকে জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'এইমাত ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ডুয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গৃছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সজ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্টাাওটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত ধোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়: অন্শোচনার মতো একটা মনোভাব বি'ধছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লঙ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘাঁটের মতো; তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গ্রুত্ব নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শ্রু করেই ছেড়ে দিলাম। এমনকি আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কখনো ওকে একলা রেখে যেতে কন্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একল্যেরে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সেহলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সত্যিকারের জীবন শ্রুত্ব

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অনুচিত, শ্রুর্ করা দরকার। বলা বাহ্লা ওর দোষ নেই। কোনো কিছ্রুর জন্যেই ভর্ণসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের প্রুষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভান্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহ্লা ওর দোষ নেই' — মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তন্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ণসনা না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছ,তেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চাম্পিটা: আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হ্যাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাডা (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গ্রন্থপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে, বই পড়ায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুই সে করে না আর তাতে খুব তৃষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তথনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গ্রহের কর্র্যা, গর্ভধারিণী, স্থন্যদারী, শিশ্বদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খাটুনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমস্বথের যে মুহ্রত্গা্রলিকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষাৎ নীড রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্রানি নেই তার।

11 24 11

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, স্ত্রী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগ**ুলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে** আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বাসিয়ে ভল্লির চিঠি পড়ছিল। তাঁর সঙ্গে কিটির অবিরাম পত্র-বিনিময় হত ঘন ঘন।
'দেখছেন তো, মা-ঠাকর্ন আমায় এইখানে বিসয়ে তাঁর কাছে থাকতে
বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া
মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগনলো থেকে লেভিন অনুমান করলেন যে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হয়েছে। তিনি ব্রুতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্চী যত দৃঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিয়েছি' — আশক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগ্নলো আমাদের লোকজন আর ডল্লির। কী কান্ড! সারমাণ্ডিকদের ওখানে শিশ্বদের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডল্লি। তানিয়া যায় মার্কইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শ্নেছিলেন না: লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইয়ের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়েভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনাদোরে ভাই তাডিয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মাস্পর্শী সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্রের মধ্যে পড়লেও কিছুই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাডা ক্ষীণ স্বাস্থেরে জন্য নিকোলাই দুমিগ্রিয়েভিচ টেম্সে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কণ্ট দিছে: তাঁর দিকে দুটি রাখতে সে অনারোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দুমিগ্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওঁর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মক্ষবল শহরে, সেখানে নিকোলাই দুমিগ্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মস্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসক্ত হয়ে পড়েন যে শ্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে 'কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকার্জড়ও আর নেই।'

পড়ে দ্যাখো, ডাল্ল তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি, কিন্ত স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাং।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাং বদলে গেল কিটির মুখচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডিল্লর কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল ।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভর্ৎসনার স্বরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছায় এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওয়া চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি…'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে…'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গ্রেত্র একটা ম্হ্তেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিছছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এর্প গ্রেত্র ব্যাপারে এই কৈফিয়ংটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন, 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আশ্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে স্করে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পণ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশাই যাব' — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোষে। 'কেন অসম্ভব ? কেন বলছ যে অসম্ভব ?'

'কারণ ভগবান জানেন কোথায় যাচ্ছি, কোন রাস্তায়, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেন্টা করে। 'একটুও না। আমার কিছুই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শ্ব্ধ্ এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা হতে পারে না।'

'আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শ্ব্ধ্ জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...'

'কিটি! রাগ ক'রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গ্রন্তর, ভাবতে কন্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দ্বর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিরে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মন্তেকা যাও।'

'সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নীচ মতলব দেখতে পাও' — কিটি বললে অপমান ও ফোধের অগ্রু নিয়ে, 'আমি কিছু না, দুর্বলতা-টতা কিছু নেই আমার ... আমি শুধু এই বৃঝি যে স্বামী যখন দুঃখে পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কন্ট দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই বৃঝতে চাইছে না...'

'না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!' নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষ্মনি টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

'তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো প্রাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অন্তাপ হচ্ছে তোমার?' এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছ্টে গেল জুয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাডিল।

তিনি বলতে শ্র করলেন, খ্জলেন এমন কথা যা তাকে ব্রথ মানাতে না পারলেও অন্তত শান্ত করবে। কিটি কিন্তু শ্নছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছ্বতেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুম্ব খেলেন হাতে, চুম্ব খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দ্বই হাতে কিটির ম্থখানা ধরে বলে উঠলেন: 'কিটি!' তখন হঠাৎ সন্বিত ফিরল তার, কে'দে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্ত্রীকে লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সায় দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছ্ হবে না: কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তৃষ্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তৃষ্ট হলেন, কারণ যখন প্রয়োজন তখন তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অন্তৃত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সোভাগ্যে সেদিনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অস্থী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসভুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজার রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথার যে ভাইরের সঙ্গে যে মেরেটা আছে তাতে কিটির কিছ্ম এসে যায় না, সম্ভাবা নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভরে। তাঁর স্থা, তাঁর কিটি ওই মেরেটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শৃথ্ব এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

11 29 11

মফশ্বলী যে হোটেলটায় নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফশ্বলী হোটেল যা গড়া হয় আধ্বনিক সব স্বাবস্থা, পরিজ্ঞার-পরিচ্ছেরতা, আরাম, এমনকি রমণীয়তার অতি শভ্ সংকলপ নিয়ে, কিন্তু তাতে বেসব লোক ওঠে তাদের দৌলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হয় আধ্বনিক স্বাবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দর্নই তা হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে নোংরা হোটেলগ্লোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পেণছৈছে; প্রবেশঘারে ধ্মপানরত নোংরা উর্দিপরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছাাদাভরা বিশ্রী সিণ্ডিটা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউপ্পেটোবলের ওপর মোম দিয়ে বানানো ফুলের ধ্লিধ্সর তোড়ার শোভা এবং জঞ্চাল, ধ্লো, সর্বার বিশ্ভখলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধ্বনিক 'রেলওয়ে-স্বলভ' আত্মতপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজীবন কাটানোর পর খ্বই দ্বিশ্বহ ঠেকল এইগ্লো বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করিছলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছ্বতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গোল ভালো কামরা একটাও নেই: একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মন্ফোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আন্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা, তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। যা আশংকা করেছিলেন তাই যে সত্যি হল, আসার প্রথম মৃহুতেই ভাইয়ের

কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন অস্থির, তক্ষ্মনি তাঁর কাছে ছুটে যাবার বদলে তাঁকে যে স্ত্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদন্ত ঘরটায়।

তাঁর দিকে ভীর্-ভীর্ দোষী-দোষী দ্যতিতে চেয়ে কিটি বললে: 'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লেভিন আর তক্ষ্ নি দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার খবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মস্কোয় লেভিন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসন্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহাদয় ভোঁতা মৃখ। 'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খ্বব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আর্পান... স্বাীর সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা ব্রুতে পারেন নি কেন সে বিরত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষনি সে ব্যাঝয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রাল্লাঘরে' — সে বললে, 'উনি খ্রাশ হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন ব্রালেন যে তাঁর স্ত্রীর কথা হচ্ছে, কিন্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পোলেন না।

वललन, 'ठलान याहे!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জার এবং এই দ্বঃসহ অবস্থায় নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে দ্বার ওপর বির্রাক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলারেভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুকড়ে গিয়ে সে লাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কী বলবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দ্বই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙ্বলে।

তার কাছে দ্বর্বোধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দ্ভিটতে দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কোত্হলই লক্ষ করেছিলেন; কিন্তু সেটা শুধু এক মুহুতের জন্য।

'কী? কেমন আছে?' কিটি জিগ্যেস করলে প্রথমে স্বামীকে, পরে ওকে।

'না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আস্কান-না' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিম মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে চুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইয়ের ওখানে তিনি যা দেখলেন, যে অন্ভূতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষয়রোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শ্নেছেন এবং গত হেমস্তে ভাই তাঁর ওখানে গেলে যা তাঁকে খ্বই বিহ্নল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সামিধ্যের আরও স্প্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দ্বর্লতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম দ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই কর্ণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তখন তিনি বোধ করেছিলেন, শ্ব্রে আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিস্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থ্তু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দ্বর্গন্ধে বাতাস ভরপ্রে, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড আঙ্বল মেলা সে হাত দ্বর্বোধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মস্ণ একটা তক্তার সঙ্গে কন্ই পর্যস্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লোভিনের চোখে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লোভনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।' কিন্তু কাছে গিয়ে মন্থখান। দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মন্থের সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবন্ত ওই চোখজোড়া, লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের কাছে এই ভয়ংকর সতাটা অঙ্পষ্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবন্ত ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরুম্কারের কঠোর এক দ্বিট হানল ধকধকে চোখদন্টো। আর তক্ষনি সে দ্বিটতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তাঁর দিকে নিবদ্ধ দ্বিটতে তিরুম্কার টের পেলেন লেভিন. নিজের সনুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনস্তান্তিন যথন তাঁর করমদান করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' - অতি কণ্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হাাঁ... মানে, না' — কথাগুলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন স্ আমি স্বখানে খোঁজ ।নয়োছলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শ্ব্র্য্ একদ্ষ্টে দেখছিলেন, স্পন্টতই প্রতিটি শব্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্বীও এসেছেন সঙ্গে। সন্থূন্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নীরবতা। হঠাং নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কী একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর ম্বভাব দেখে লেভিন বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কিছ্ব একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শ্ব্র্য্ নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে মস্কোর নামকরা ডান্ডার ডাকা হয় নি, এবং লেভিন ব্র্যলেন যে এখনো আশা রাথছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অন্তর্ভুতিটা থেকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মৃত্তি পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্ফাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দুর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিষ্কার করো তো' -- কৃষ্ট করে রোগী বললেন। 'আর হাাঁ, পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এাঁ?' — জিজ্ঞাস্ক্র দূষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লেভিন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্ফাঁকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কণ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেণ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগাঁর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কণ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন?' লেভিন বললেন।

ভীত কর্ণ মূথে স্বামার দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দূই হাতে কন্ই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কস্তিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দ্বজন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শ্ব্ব আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পেণছৈ দিয়ে তুমি চলে যেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কণ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমারও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মিনতি করতে লাগল যেন তার জীবনের সব স্ব্রখ নিভর্বি করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; খানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভূলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘ্ পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নিভাঁক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে চুকল কিটি এবং বিনা ব্যস্ততায় ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দুত্ গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তর্ণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শুধ্ মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মুদ্ উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না. অথচ সহান্ভূতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে আমি হব আপনার দ্রাত্বধ্।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন।

'না, পারাছ। খবর দিয়ে খ্ব ভালো করেছেন! আপনার কথা কন্তিয়া

মনে করে নি, দ্বশ্চিস্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমুখুর্বর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরস্কারের ছাপ।

'আমার ভর হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোথ ব্লিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' - কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

11 2 13 11

লেভিন শান্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না, নিজে স্বাভাবিক ও সূম্প্র হতে পার্রাছলেন না তাঁর উপাস্থাততে। রোগার কাছে গেলে তাঁর দ্রণ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার य्किनां ि जाँत हारथ পড़ज ना, ज्यार करत एमथल भातरजन ना। मृद्ध ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশুভখলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ, আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগাঁর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বে'কে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়, তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু, একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তাঁর জন্মাল যে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধি অথবা যন্ত্রণা হ্রাসের জন্য কিছুই করবার নেই। কিন্তু কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খিটখিটে। সেই কারণে বেশি কণ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেঞ্নি খারাপ। তাই নানা অজ্যহাতে অবিরাম ঘরে ঢকতেন আর বেরিয়ে যেতেন. একলা থাকার শক্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অনুভূতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার কর্না হত। আর কর্না তার নারী হদরে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছু করার. তাঁর অবস্থার সমস্ত খ্টিনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দুমান্ত সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খ্টিনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগ্রিলই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওষ্থ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েভনাকে লাগাল ঘরদোর পরিন্দার করা, ধ্লো ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছু কাচলে, কিছু বিছিয়ে দিলে কন্বলের তলে। তার হুকুমে রোগীর ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছু-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলোকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়. কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে. কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সল্লেহ ঝোঁক ধরে যে এড়ানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের: তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগা আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না, শুধু লম্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে: সেখান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হ্রকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে সম্প্রকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মের,দণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কমিজের আন্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পারছিল না। লেভিনের পেছনে তাডাতাড়ি করে দরজা বন্ধ করে কিটি, তবে চাইছিল না ওদিকটায়; কিন্তু রোগী ককিয়ে উঠতে সে দ্রুত গেল জাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করো।'
'আসবেন না' — রোগাঁ বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...'
'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়োছল কথাটা, সে ব্রুখল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' — হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে। 'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিষ্কার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গ্রুমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাচছে ভিনিগার আর সেণ্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা স্থে করেছে কিটি। ধ্রুলার চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপার, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছানার দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগাঁর খাটের কাছে অন্য একটা টেবিলে পানীয়, মোমবাতি আর বিড়। রোগাঁকে ধ্ইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রেম আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উর্ক্ করে রাখা বালিশগর্লায় মাথা, গায়ে পরিচ্ছন্ন কামিজ, তাতে অস্বাভাবিকরোগা গলার কাছে শদা কলার, মুখে তাঁর নতুন একটা আশা, চোথ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিৎসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসন্তুণ্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে ব্রক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওষ্ধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওষ্ধ থেতে হবে কিভাবে, দ্বিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেদ্ধ, নির্দিণ্ট একটা তাপমান্রায় টাটকা দোয়া দ্বধের সঙ্গে সেলংজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগী কী যেন বললেন ভাইকে, কিস্তু লেভিন শ্বনতে পেলেন শ্বধ্ শেষ শব্দটো: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দ্ভিটতে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন ব্রুলেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম আনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শব্ধ, হাত ব্লাতে লাগলেন। নিজের দুই হাতে হাতথানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শ্রহয়ে আপনি ঘ্রমোতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি ব্রেছিল। ব্রেছিল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে থেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘ্রমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগ্যেস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগন্লার কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগন্ক, স্বার প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দ্টতাব্যঞ্জক মন্থভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্বার ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেণ্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শার্ণ অঙ্গগন্লি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শার্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অন্ভাতি নিয়ে তিনি যথন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রুত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগন্লোও বিনাস্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তার হাত নিয়ে কিছ্ একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ণ্ট হাতে ঢিল দিলেন। হাাঁ, হাডটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুম্ খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। 'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে লাকিয়ে রেখে উদ্ঘাটিত করেছে শিশ্ব আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়াছল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন না, কিন্তু এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু, পরে, বাঁদের রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্থাী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা যা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খুবই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রশেনর উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রশ্নগালিকেই না ব্যুঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দ্বাজনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তাঁরা জিনিস্টা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দুঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমূর্য্বর কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান না তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মতার, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শাধ্য তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, জ চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা, তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খাঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি: চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে शाँधेत — ও চটে যাবে। পা ফেলে शाँधेत — বিবেকে বাধে।' किं ि किन्न স্পষ্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার: ভাবছিল ওঁর কথা: কিছু, সে জানত বলে সবই উৎরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গম্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কন্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উংরে যেত ভালোই : তাহলে দাঁডাচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাজগালো যে স্বতঃপ্রবৃত্তিবশে নয়, জীবধর্মী নয়, অবিবেচনাপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ দৈহিক শুশুযো, ফলুণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমুর্র জন্য দু'জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শুগ্রার .চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার, এমনকিছুর, দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত ব্জোটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিথাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কুপা, গিজায় পবিত্র অল্ল-সুরা নিলে, গাত্রলেপন দেওয়া হল, ভগবান করুন আমরা স্বাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শয্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অন্ন-স্কুরা আর গাতলেপন দরকার।

রাত্রে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার, রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্বীর সঙ্গেও কথা বলতে পারছিলেন না তিনি: লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। পক্ষান্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচণ্ডল। এমনকি সচরাচরের চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপর বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায়্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারসাময় পাউডার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিন্তার ক্ষিপ্রতা য়া প্রর্খদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে, জীবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক মৃহ্ত্রগ্রলায়, প্রবৃষ্ধ যখন বরাবরের মতো দেখিয়ে দেয় তার মৃত্যু লিরই প্রস্তুতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফুতি'তে, বারোটা না বাজতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হয়ে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরথানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুর্শ চির্নুনি আয়না সাজানো, ন্যাপ্রিকন পাতা।

লেভিনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘ্মানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্রশ্নগ্লো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছা রইল না তাতে।

তবে থেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘ্রম আসে নি, এমনকি শ্রতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গাতলেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা রাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে স্বরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চির্নিন চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ফ্রিয়াকর্ম' আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্যলাভের প্রার্থনা হয়।'

'সত্যিই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চির্ননি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সর্ব যে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ভাক্তারকে জিগোস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে ব্রন্থিয়ে রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খ্র খ্রিশ' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি, 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, খানিকটা ধ্র্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধ্র্মের বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফুটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তথন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কথনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগর্লো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শান্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির ছির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালো খ্রিস্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাস্যকর প্রেষ্ট্রোটাল, থেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সম্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি। 'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খ্ব, খ্বই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মাল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিন্তু চুম্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সালিখো তার হস্তচুম্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শ্ব্ব তার জন্লজনলে চোখের দিকে দোষীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো যন্ত্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উচ্চু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বে'ধে কাঁটা গ্রেজতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না… সোভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছ্য শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তর্ণ বয়সে ও যা ছিল সে ম্তি' ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমংকার ছেলে ছিল সে, কিস্তু তখন আমি ওকে ব্রুতে পারি নি।'

'খুবই, খুবই বিশ্বাস করি। আমি বেশ ব্রুবতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' -- কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হ্যাঁ, হতে পারত' - লেভিন বললেন বিষণ্ণ সনুরে, 'এ ঠিক সেই মাননুষ যাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগ্বলোয় কাজ আছে মেলা। শ্বতে হয়' — নিজের ক্ষ্বদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

11 50 11

ম,ত্যু

পরের দিন রোগীর অন্ন-স্করা পান ও গান্তলেপন হল। অন্ন্তানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্জের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকৃচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শ্বধ্ব সাময়িক, স্বার্থ পর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উদ্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাড়িয়ে তুলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকল প্রার্থী এই দূগ্টি, টান-টান কপালে কুশ্চিক্ত আঁকার জন্য অতিকন্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বুক, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা করছিলেন তা যেখানে আর ধরবে না. এ সব দেখতে কণ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণা বোধ করছিলেন লেভিন। গৃহত্য এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা কর্বছিলেন এবং নাস্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গান্তলেপনের পর রোগার হঠাং অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্রনরনে কৃতজ্ঞতা জানিরে চুম্ থেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাচ্ছেন। তাঁর কাছে স্পু আনতে তিনি এমনকি নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশাজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত স্কুপন্টর্পেই বোঝা যাক না কেন. এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম স্থ, আর পাছে বা ভূল হয় — এমন একটা ভাতির দোলার দ্লোছলেন।

'ভালো বোধ হচ্ছে — হাাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছ্ব নেই

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন গুরা।
বিদ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শাস্তভাবে ঘ্রিময়ে পড়েন, কিস্তু
আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাৎ তাঁর চারপাশের
লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। যক্তণার বাস্তবতা
নিঃসন্দেহে, এমনকি আগেকার আশার ক্ম্তিটুকু পর্যস্ত ম্ছে দিয়ে
লোভন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হরেছিল সেটা স্মরণ করাটাও যেন লম্জার কথা। রোগী সেটা ভূলে ছে'দা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শ্বকবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দ্দিট নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোকায় যে অলোকিক কান্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়… ওর জন্যেই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিঘ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হাাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শা্কতে শা্কতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছ্বটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখনন।'

দ্ব'জনেই ছ্বটে গেলেন ওঁর কাছে। কন্ইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে তিনি বঙ্গে ছিলেন খাটে।

কিছ্কুণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' — অতি কণ্টে কিন্তু অসাধারণ স্পণ্টতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিন্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শব্ধ্ব ওপরে চোথ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া, চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি।

লেভিন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' -- নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছু, একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — প্রনর্বাক্তি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে। বললে. 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আবাম হত।'

'শিগগিরই শান্ত হয়ে শা্রে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শা্ইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শ্ইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে র্দ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর ম্থের দিকে। চোথ বা্জে শ্রে রইলেন ম্ম্র্র্, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেণ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শান্ত, কঠোর এই ম্যখনায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভূর্র ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে ম্ম্র্র্র কাছে কিছ্ব একটা পরিক্ষার হয়ে উঠছে এবং যা পরিক্ষার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে লেভিনের কাছে।

'হাাঁ, হাাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধাঁরে ধাঁরে বললেন মুমুর্য্। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শাস্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন স্বাকিছ্র মামাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে; 'ওহ্ ভগবান' — বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলালেন তিলি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল। ফিসফিস করে বললে, 'ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লেভিনের যা মনে হল, অনেকখন রোগী শন্থে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বে'চে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লেভিন। টের পাচ্ছিলেন যে ভাবনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি ব্ঝতে পাররেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মনুম্ব্র কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না. তবে থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষ্মনি কী করতে হবে তাঁকে. চোথ বাঁজিয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নির্ব্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দ্বঃখ, শোক, এমনকি কর্ণাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা ম্ম্ব্র্য যা জেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খুলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মূতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে স্ক্রীর উদ্দেশে ক্রন্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

মৃতের হাতথানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তাঁর, ঘুম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠান্ডা, কিস্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিস্তু রোগী পুনরায় নড়েচড়ে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগীর অবস্থা একইরকম। লেভিন ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযান্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরার গিয়ে ঘৃমিয়ে পড়লেন। যখন ঘ্ম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শ্নলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, খাছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না, ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনমরা। ভাই বা কিটি কেউ শাস্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রীতিকর কথা বললেন, নিজের পাঁড়ার জন্য ভর্ণসনা করলেন সবাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মস্কোর খ্যাতনামা ভাক্তার ভাকা হোক। কেমন তিনি বেধে করছেন, এ নিয়ে বত

প্রশন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের সারে:

'কষ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য!'

ক্রমেই কন্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শয্যাক্ষতগ্রলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চড়তে থাকল তাঁর, সর্বাকছার জনাই তিরস্কার করলেন তাঁদের, বিশেষ করে মম্বের ডাক্তার ভাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেন্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার: কিন্তু সবই বৃথা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে যদিও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দর্নন স্বার মনে যে মৃত্যাচন্তা জেগেছিল এখন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশ্যই এবং শিগ্গিরই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্ধমৃত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন - উনি যেন মারা যান তাডাতাড়ি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওয়াধ ঢালছিল শিশি থেকে. অন্য ওম্বুধ আর ডাক্তারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরম্পরকে ভুল বুঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘনা, অপমানকব, অসং কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমুষুর্কে তিনি সবার চাইতে ভালোবাসতেন বলে এই কপটতা তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সং ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভার্বছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সেগেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সেগেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মস্পাশী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

রোগী কিছ, বললেন না।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উ'হ্ম, একটুও না' — বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ডাক্তার পাঠায়।'

কাটল খল্রণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, সবাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাশি, মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শ্বধ্ রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওষ্ধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শ্বধ্ অবিরাম যন্ত্রণা থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের ম্বত্টার আধো ঘ্যে মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী ভাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্দ্রণা ক্রমাগত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কন্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মৃহ্তুত যথন ভূলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্দ্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের স্মৃতিচারণ — সবই কন্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখ্লি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্দ্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিত্রাণের ক্রমনায়।

পশ্চতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁবই ইচ্ছার পরিপ্রেণ হিশেবে, স্ব্যু হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যল্যাা থেকে, অথবা ক্ষ্বা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববােধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিন্তু এখন অভাববােধ ও যল্যাার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেণ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যল্যা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যল্যাা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিন্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শ্ব্রু অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগ্রেলা মেটাবার দাবি করতেন যা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষ্বিন আবার দাবি করতেন আগে যেমনছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'ব্রেলিয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও ব্রেলয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ স্বাই।' আর কথা বলতে শ্রেরু করলেই তিনি চোখ ব্রুক্তে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অস্ত্র হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বিম করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ভাক্তার বললে অস্থের কারণ ক্লান্তি, অন্থিরতা, মনের শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দ্ভিটতে চাইলেন তার দিকে, সে অস্কুস্থ হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘ্লাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন কর্ণ স্কুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' -- বহু কন্টে বলতে পারলেন উনি, 'বাথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লেভিনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শ্নতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিচিয়া হল না তাঁর। দ্ছিট তাঁর একইরকম ধিকারহানা ও তীর।

লেভিনের পেছ, পেছ, মারিয়া নিকে।লায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে. 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শ্রুর করেছেন' — বললে মারিয়া ানকোলায়েভনা

'খামচানো মানে ?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সত্যিই লেভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছু একটা টেনে ছি'ড়ে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষ্যদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলারও শক্তি রইল না রোগীর। দ্বিতিতে একটা অপরিবর্তিত মনোযোগী কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর ঝু'কে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। ছবিষ্ট প্রার্থনা পাঠের জন্য প্ররোহত ডেকে পাঠাল কিটি।

প্রোহিত যখন প্রার্থনা পড়ছিলেন, মুম্ব্র মধ্যে জীবনের কোনে।
লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন,
কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, মুম্ব্র্
টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে প্রোহিত
তার শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে
রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দ্বেরক দাঁড়িয়ে থেকে ঠাড়া হয়ে
আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছালেন।

'মারা গেছে' — বলে প্রের্রাহত চলে যাবার উপক্রম করলেন। হঠাৎ দেখা গেল ম্তের লেপটে যাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল ব্বের গভীর থেকে বেরিয়ে স্বানিদিভি একটা তীক্ষা ধর্নন:

'भूदता नयु... भिर्गागवट्टे।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা স্বয়ের সাজাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সালিধ্য লেভিনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সালিধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধায় ভাই তাঁর কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তীর; মৃত্যুর অর্থ ধয়তে পারা তার কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তাঁর কাছে; কিন্তু এখন স্বা কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সর্ব্তে তিনি বেচে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়েজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচছিলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সে ভালোবাসা হয়ে দাঁডিয়েছে আরো প্রবল ও পতে।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞেয় থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞেয় আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অন্মান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অস্কুস্থতা তার গর্ভবিতী হওয়ার লক্ষণ। বেট্সি আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যথন ব্রেছিলেন যে তাঁর কাছে শ্র্দ্র এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্ফাকে কডেট না ফেলে তাঁকে শান্তিতে রাখা হোক, স্ফা নিজেই যেটা চাইছেন, সেই মৃহ্ত্ থেকে তিনি এত উদ্দ্রান্ত বোধ করছিলেন যে নিজে কিছ্র স্থির করতে পার্রছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সংপে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন স্বাকিছ্বতে। শ্র্দ্র আল্লা যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহিশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সেতাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা প্রেরাপ্রির ব্রুক্তেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মৃশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকৈ বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যথন তিনি সৃথে দিন কাটিয়েছেন স্থার সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্থার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কন্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্থা যদি তথন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কন্ট হত তাঁর, নিজেকে দৃভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নির্পায়, নিজের কাছেই দ্বেখ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্থা আর অপরের স্তর্মজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের প্রক্রার হিশেবেই যেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাম্পদ, স্বার কাছেই নিম্প্রয়োজন এবং স্বার কাছেই ঘ্রণিত।

স্দ্রী চলে যাবার পর প্রথম দ্বই দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বের্তেন ক্যান্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন একটা শাস্ত, এমনকি নির্বিকার ভাবই বজায় রাখার জনা। আলা আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপরের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশেনর জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন যার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছ্ নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু আলা চলে যাবার দ্বিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আলা যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সই আলক্সাশ্রভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হ্রজ্বর যে আপনাকে বিরক্ত করার গোস্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হ্রজ্বরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাং তিনি ঘ্ররে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে আনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ ব্রুবতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দ্ঢ়তা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হ্রুকুম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অন্ভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কর্নেই, এবং এই দ্বই
দিনে যাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার ম্বথ
যে ঘ্ণা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য
করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অন্ভব করছিলেন লোকেদের এই আলোশ
থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আলোশটা আসছে এই জন্য
নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেণ্টা করতে পারতেন
তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লক্ষাকরর্পে জঘনারকমে অস্বখী।
তিনি জানতেন যে এই জনাই, ব্বক তাঁর শর্রাবদ্ধ বলেই ওরা তাঁর প্রতি
নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যে আহত
কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা যেমন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে

মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা, এ দ্ব'দিন তিনি অচেতনভাবে সে চেণ্টা করেছেন, কিন্তু এখন অনুভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শাক্ত তার আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় যে নিজের দ্বঃথে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহা করতে তাঁকে হয়েছে. উচ্চ রাজপন্ব্র্য হিশেবে, উ'চু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মান্য্য বলে তাঁর জন্য যে কণ্ট বোধ করবে এমন লোক শ্ব্ধ্ব পিটার্সব্রেগেই ছিল না তাই নয়; এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান যথন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশয় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপ্রুর্ষ, একদা প্রয়াত সমাটের প্রিয়পাত্র।

দ্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খ্রুড়োর সাহায্যে তক্ষ্ণনি বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে প্ররোপ্নরি আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারে। সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্দ্রিদপ্তরে, প্রায়্ত সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা যান আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছ্ব পরেই।

যখন তিনি একটা গ্রেনিরায় প্রদেশপাল হিশেবে কাজ করছেন, তখন আলার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজাত তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তখন আর যুবক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেন্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেন যে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নয় চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু দ্বিধা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যত যুর্নিন্ত ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চ্ড়ান্ত যুর্নিন্ত কিছু ছিল না যাতে তিনি বাধ্য হন তাঁর এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে ক্ষান্ত থেকো; কিন্তু আলার পিসি জনক পরিচিত মারফত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান যে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাত্রী এবং স্ত্রীর ওপর।

আমার জন্য তাঁর যে টান হয়েছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হদ্যতার শেষ চাহিদাটুকুও নাকচ হয়ে যায়। আর এখন তার পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধদ্বের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন ধাঁদের তিনি খেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অনুরোধ করতে পারতেন, পর্ন্ডপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখ্রলি আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে; কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি স্ক্রনিদিশ্ট একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দ্বঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন; কিন্তু বন্ধটি স্ফ্রের এক মফস্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবিগো যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ এবং ডাক্তার ।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, ব্যক্ষিমান, সহদয় ও নীতিনিষ্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দুর্বলতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিস্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সুন্ভি হয়।

কাগজগুরনের সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু পারলেন না। বাক্যটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দর্ভাগ্যের কথা শ্রনেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জ্বন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেড়ে দিলেন তাঁকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি স্থেসম; কিন্তু

বহুদিন হল দ্ব'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দ্ব'জনেই কাজে ভারি বাস্ত, দ্ব'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্লেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বিরক্তিকর লাগত।

11 8 8 11

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দ্বঃসহ এই মুহুতেই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানানি না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাডিতে। দুই হাতে মাথা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউণ্টেস।

'L'ai forcé la consigne'* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হৃদয়
ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শ্রেছি.
আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বন্ধু আমার!' দুই হাতে শক্ত করে ওঁর
হাতে চাপ দিয়ে নিজের স্কুলর ভাবাল, দুল্টি ওঁর চোখে নিবদ্ধ রেখে
বলে চললেন তিনি।

ভূর, কু'চকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউপ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসম্ভে, কাউপ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধনু আমার।' তাঁর ওপর থেকে দ্ছিট না সরিয়ে পন্নর্জি করলেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাৎ ভূর, তাঁর জোড়ের জায়গায় উচ্ হয়ে উঠে একটা বিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউন্টেসের অস্কুদর হলদেটে ম্থখানা হয়ে উঠল আরো অস্কুদর; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কন্ট হচ্ছে তাঁর, কে'দেও ফেলবেন ব্রি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউন্টেসের ম্টকো হাতখানা নিয়ে চুম্ব খেতে লাগলেন তিনি।

নিবেধ অমান্য করলাম (ফরাসি)।

'বন্ধ্ব আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দ্বংথে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দ্বঃথটা খ্বই বেশি, কিন্তু সান্তুনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মান্ষ নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকিয়েই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভারস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভ'রন্থল আপনি পাবেন, তার খোঁজ কর্ন, তবে আমার মধ্যে খ্রুজবেন না, ধাদও আমার বন্ধুছে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে' — দীর্ঘ'শ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভ'রন্থল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তর্রাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা' — তিনি বললেন সেই তুরীয় দ্ভিট মেলে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের খ্বই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগনুলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবির্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগনুলো শ্নতে এখন ভালো লাগল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।

'আমি দুর্ব'ল। আমি ধরংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন বুঝতে পার্রাছ না কিছুই।'

'বন্ধ, আমার —' প্রনর্ক্তি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন যেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহং যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছবসিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার ব্বকের মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোথ তুলে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লম্জার কিছ্বনেই।'

ভূর, কু'চকে হাত গ্রিটিয়ে আঙ্কল মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

সর্ গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খ্টিনাটি আপনার জানা দরকার। মান্মের শক্তির একটা সীমা আছে কাউপ্টেস, আমি সেই সীমায় পেণছৈছি। সারা দিন আজ আমায় হ্কুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থাথেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জোর দিলেন) 'সেই হ্কুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গ্রহাশক্ষিকা, বিল... ছোটো এই আগ্নেটা আমায় দম্ধে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই। ডিনারে... কাল সন্ধায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগ্যেস করে নি আমায়, তবে জিগ্যেস করতে চাইছিল, আর সে দ্গিট আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কে'পে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকর্ণা বোধ না করে।

'আমি ব্রুতে পারছি, বন্ধ্য আমার' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি ব্রুতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সান্ত্রনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শ্রুত্ব পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি ব্রুতে পারছি যে নারীর ম্থের কথা, নারীর হ্রুক্ম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আপনি আমি দ্'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দ্রস্ত নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়..;

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিন্তু বন্ধু আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খ্যিস্ট ধর্মের দিক থেকে বে জিনিসটা সবচেয়ে মহনীয় তার জন্যে আবার লড্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শ্বে ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ এবং প্রেম' — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচ সেটা অন্মান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্নেছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উক্তিগন্লো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগ্রেলা এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীলোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছ্ব কিছ্ব ভিন্ন ব্যাখ্যার স্বযোগ দিচ্ছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিচ্ছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নির্ব্তাপ, এমনিক শর্রভাবাপন্নই। কিন্তু কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেন্টা করতেন নীরবতায় তাঁর চ্যালেঞ্জগ্রলো এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শ্নেছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দৃইয়ের জনোই আপনাকে অনেক অনেক ধনাবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আরো একবার বন্ধর দৃই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' -- কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রনুটুকু মুখ থেকে মুছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাচ্ছি সেরিওজার কাছে। শুধু চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারম্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধ্ প্র্যুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সংসারের স্বাবস্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দ্বস্ত নন, সেটা কিন্তু অত্যক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হাকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগালো অপালনীয়, আর পালটাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কর্নেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শান্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খুবই: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দূঢ় ও প্রচণ্ড এক ভক্ততে যার হাওয়া তখন এসেছিল পিটার্সবির্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতায় জাগানো ছিল সহজ ৷ লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দ্র্ডিভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মত্যে আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কল্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কল্পনা থেকে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণাগর্মল হয়ে দাঁডায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় দাবি করে, সেটা তাঁর আদৌ ছিল না। মৃত্যু যে আছে শুখু অবিশ্বাসীদের জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি যেহেত ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কতটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেতু তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকল্পনীয় কিছু দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা ভ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ যে অনুভব করতেন তা ঠিক; তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি যথন ঐ অকপট অনুভৃতিটায় আত্মসমর্পাণ করেছিলেন তখন তিনি সূখ পেয়েছিলেন এখনকার ক্রেয়ে বেশি, যথন প্রতি মৃহত্তে তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খিন্সট, কাগজপ্রগালুলো সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এই রকমটা ভাবা ছিল খ্বই আবশাক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান থেকে সকলের কাছে ঘ্ণিত তিনি অনাদের ঘ্ণা করতে পারবেন, গ্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত গ্রাণটাকে।

110511

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খ্ব অলপ বয়সে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমান্ষ এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হদয়াবেগের উচ্ছবিসত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউণ্ট ভালোমান্ষ এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খারাপ কিছ্ব দেখতেন না. তাঁদের কাছে এটা দ্বর্বোধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন প্থক হয়ে এবং স্থীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতর্পেই বিষাক্ত বিদ্পে করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

দ্রামীর প্রণয়িনী হওয়য় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণয়নী হয়ে থাকতে তাঁর কখনো আটকায় নি । হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলতেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী প্র্যুষ্থ উভয়কেই। য়াঁর কিছ্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায়্ম সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিন্সেস ও প্রিন্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, র্শ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন প্রয়াহতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন লোভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্দ্রী, একজন ভাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষণি, কখনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় অতি স্ববিস্তৃত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু কারেনিনের দ্বর্ভাগ্যের পর, যথন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাখীনে

নেন. যথন থেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন, তথন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে অন্য সমস্ত ভালোবাসা সাঁচ্চা নয়, সতিয করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে हमग्राद्याद, स्मिणे भट्न हम व्याद्यावाद प्रमास हमग्राद्याद क्रांच क्षेत्र हमग्राद्य हम হদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগালির সঙ্গে তলনা থেকে তিনি পরিষ্কার ব্রুবতে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিস্তিচ-কুজিংস্কির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জনাই, তাঁর সম্ভ্রত দুর্বোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধ্র তাঁর সর্ কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্ভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ত দ্র্ণিট, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা নরম শাদা হাতের জনাই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুধু আনন্দই ২ত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খুলতেন কারেনিনের মুখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধর্ক, এটা তিনি চাইতেন শুধু কথা কয়ে নয়, সর্ব সন্ত। দিয়ে। ওঁর জন্য তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর র্যাদ স্বামী না থাকত আর কার্রোনন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি ! কারেনিন ঘরে ঢুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি नान रुद्धा छेठेराजन, कार्ट्यानन जाँरक मरनातम किन्न वनरन छेलारमत रामि তিনি দমন কবতে পারতেন না।

করেক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভন। আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আল্লা আর দ্রন স্কি রয়েছেন পিটার্সবির্গে। আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে, কণ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো মৃহ্রুতে ভঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা থবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগন্লোর (আয়া আর দ্রন্স্কিকে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগন্লোয় নিজের বন্ধন সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেণ্টা করলেন। দ্রন্স্কির বন্ধন তর্ণ অ্যাডজন্ট্যাণ্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কুপায় যে একটা পারমিট পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আন্না কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রেণ্টের মতো পর্ব, মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হল্প কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিঘ্টি গদ্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা স্বৃদ্ধির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শাস্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পডলেন তিনি।

'মান্যবরা কাউপ্টেস.

থিত্রস্টীয় যে অন্ভূতিতে আপনার হদয় প্র্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দ্বঃসাহস পাচ্ছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কণ্ট পাচ্ছি। আমি চলে যাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পাঁড়য়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শ্বা এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান্ভব ওই মান্বটিকে কণ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বন্ধবের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি ব্রুবেন। সোরওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিণ্ট সময়ে আমিই বাড়ি যাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথায় এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভাৱ করছে তাঁর মহান্ভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে, কী কৃতজ্ঞতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আহ্বা'

চিঠির স্বকিছ্রতে, তার বক্তব্য, মহান্ত্রতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার স্বর, যেটা তাঁর মনে হল বেহায়া গোছের — স্বকিছ্রতেই পিত্তি জনলে গেল কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার।

'বলে দাও জ্ববাব মিলবে না' — এই বলে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখার কেস খুলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গর্র্পপ্রণ ও দ্বঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা র্চি, তেমন চা করতে বলব। জর্বরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শক্তিও দেন তিনি' — উকে খানিকটা অস্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দ্ব'তিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউপ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চার্তা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

11 \$8 N

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওপ্লায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গলপ করতে লাগল।

আদল-বদল নিয়ে জিগোস করায় সোনালি জরির কাজ করা উদি পরিহিত এক প্রকশে বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাঙ্গী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউন্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্দ্রী আর প্রিন্সেস ভাংকোভস্কায়া দ্যাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি অ্যাডজন্ট্যান্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী। 'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।' 'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমদনি করে বৃদ্ধ বললেন।

'কারেনিন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস করলেন প্রিন্স।

'বলছিলাম যে উনি আর পর্তিয়াতোভ 'আলেক্সান্দর নেভদ্কি' অর্ডার পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উ'হ্। দেখ্ন ওঁর দিকে চেয়ে' — কাঁধের ওপর দিয়ে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উদি পর। কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজ্মীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পয়সার মতো স্খী আর তুউ' — বাায়ামবীরের মতো দেখতে এক স্প্রুষ কামেরহেরের সঙ্গে করমদনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'না, উনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দর্ভাবনার দর্ন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত পয়েণ্ট ব্রবিয়ে না বলা পর্যস্ত উনি ছাড়বেন না বেচারিকে।'

'ব্ৰড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!* আমার মনে হয় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্ষা করছেন ওঁর স্থাকৈ।'

'কী বলছেন! কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছ্ব বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?'
'আচ্ছা, কারেনিনা এখানে, সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবিংগে'। কাল আলেক্সেই স্তন্দিক আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous** মুহ্বায়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'*** বলতে শ্র করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জন্য থেমে গেলেন।

সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।

বাহ্রলয়া, বাহ্রলয়া (ফরাসি)।

^{**} এ লোকটার নেই... (ফর্যাস।)

এইভাবে ওঁরা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিক্কার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাণ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আর্থিক প্রকল্পটির প্রতি পরেণ্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

দ্বী যথন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দৃঃখজনক সেই ঘটনাটি—উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি থেমে গেছে। দ্বেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি দ্বারীর ব্যাপারে তাঁর দৃর্ভাগ্য অথবা তাঁর যা নির্বন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেণছৈ গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই স্মুপন্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গ্রেম্বপ্র্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মান্ম, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বলন্ন, যে প্রস্থাবই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শ্নেত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবার জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিম্প্রোজন।

কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এটা অন্ভব করতেন না, বরং উলেটা: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভুলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি দপত করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। দ্বার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছ্ পরেই তিনি লিখতে শ্রু করেন নতুন আদাল সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিত্পয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চার্কুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বে ্যে থেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুল্ট তিনি অার কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জার্গতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সন্তোষ বিধান

করা যায় স্থার, রন্ধাচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা যায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খিন্নস্টদ্ভ পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অন্সারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উক্তিটি। তাঁর মনে হত, স্থাীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের স্কৃপন্ট অথৈর্যে বিরত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শ্ব্ব তখন, সখন কছে দিয়ে এক রাজবংশীয়কে যেতে দেখার স্থোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাড়ান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগনুলো ভেবে দেখলেন মাথা ন্ইয়ে, তারপর অন্যমনক্ষের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা কর্মছলেন।

কামেরহেরের জ্বলপি আঁচড়ানো, স্বরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিল্সের উদিতে আঁটো লাল গদানের দিকে তাকিয়ে (এ'দের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মান্ম। লোকে ঠিকই বলে যে দ্বনিয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তীর্ষক দ্বিট্পাত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগ্নলো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যন্ত ভঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খ্রুতে লাগলেন কাউস্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিদ্ধেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি ষে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কী স্কুনর আজকের দিনটা' — 'স্কুনর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জ্বানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বির্পেতা ছাড়া আর কিছ্ আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হল্ম কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপর্প ভাবাল্ম চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগ্নলোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিছু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেখার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শ্র্ম্ এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকটা বড়ো বীভংস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিন্তাকর্যকই মনে হত তাঁর কাছে। কাউন্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শ্র্ম্ তাঁর প্রতি প্রসায়তার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রুতা ও উপহাসের যে সমৃদ্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দ্বিটর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি স্বভাবতই কাউপ্টেসের প্রেমাবিষ্ট দ্বিটতে আকৃষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আকৃষ্ট হয় আলোয়। 'অভিনন্দন' — চোথ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউপ্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোথ ব'জে কাঁধ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমায় এটা খ্রিশ করতে পারে না। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কথনো।

'আমাদের দেবদ্তিটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি প্ররো সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভুর্ তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিংনিকভও খ্রিশ নন।' (সিংনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলোঁকিক শিক্ষার ভার পেয়েছিলেন তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান যেসব প্রশেন প্রতিটি মান্ষ ও প্রতিটি শিশ্ব মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশেন তিনি আগ্রহী -- ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্যভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যথন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তথন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তবা বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছুটা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্তের খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবির্গের সেরা শিক্ষককে আমন্তণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই বাস্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশ্ব খারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছবাসে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আপনি আস্বন আমার ওথানে। আপনার পক্ষে কণ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগ্বলি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এখানে, পিটার্সবির্গেণ।'

স্থার উল্লেখে কে'পে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ন্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণে অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দ্ভিতে, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছনাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার প্রেনো সব চিনেম।টির পাত্র সাজানো, দেয়ালে পোট্রেট টাঙানো আরামপ্রদ দ্টাভিটায় ঢুকলেন, গৃহকত্রী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর দিপরিটে গরম করার একটা রুপোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্টেটগুলোর দিকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খুললেন। কাউন্টেসের সিল্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শাস্তিতে বসতে পারি' -- কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিম্থে, তাড়াতাড়ি করে সে'ধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে!'

উপক্রমণিকাম্বর্প গোটাকত কথার পর কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোখ তুলে ভীর্ ভীর্ গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধ আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছ্ব আপনি দেখেন না!'

'উল্টে বরং, আমি দেখি স্বাকছ্ই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যাষ্য হবে?'

মূথে তাঁর অনিশ্চিতি এবং তাঁর কাছে দূর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামশ অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবিকছ্বরই একটা সীমা আছে। দ্বর্নীতিটা আমি ব্বিথ' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দ্বর্নীতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিমি কখনো ব্বতে পারেন নি, 'কিন্তু নিন্ঠুরতাটা আমি ব্বিথ না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে

থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা ব্রুকতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছুড়বে কে?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পণ্টতই নিজের ভূমিকার প্রীতিলাভ করে, 'আমি সবকিছু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — প্রায়েহ... তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধ আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষম। করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশ্টির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পট্তেই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মূখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা কর্বছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আর্পান বিদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না কী কণ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আর্পান বরাবরের মতোই নিজের কথা ভূলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যক্ষণা, শিশ্বটির কন্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মান্যিক কিছ্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দ্বিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর যদি আর্পান অনুমতি দেন তাহলে ওকে চিঠি লিখব আমি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছ্ প্রশন আসবে, শিশ্বটির কাছে যা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিক্কারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশেনর উত্তর দেওয়া চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খিন্রস্টীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অন্রোধ করি। আপনার জন্যে কর্ণ। মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউশ্টেস লিদিয়া

যে গোপন উদ্দেশ্য কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই ল্বিকয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আল্লাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচব কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মান্ধের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খুঁজে পেলেন না সেটা।

যে দ্বী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যায্যতই বলেন সাধ্তুল্যা, তার স্মরণাপলক্ষেতাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা ব্যেধগম্য হচ্ছিল না তাঁর, দ্বীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভুলগ্লো তিনি করেছেন তার যন্ত্রণাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দৌড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিরেছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কাছ থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অনুশোচনার মতো দক্ষাচ্ছিল তাঁকে। সমান দক্ষাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিথেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সন্তানের জন্য তাঁর হে যত্ন, সে স্মৃতিটা লক্ষায় আর অনুশোচনায় প্রভিয়ে দিচ্ছিল তাঁর হদয়।

ওর সমস্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লম্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিন্তু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশেনর উদয় হত, যথা: এই সব ভ্রন্ফিক, অব্লোন্ শ্কিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বােধ করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল প্রো একসারি এই সব স্প্রুট, সবল, অসন্দিদ্ধ লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বত্র অজ্ঞাতসারে তাঁর কোত্রলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন থেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বে'চে আছেন ইহলোকের সাময়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অস্তরে তাঁর শান্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিন্তু এই সাময়িক, অকিণ্ডিংকর জীবনে তিনি যে কতকগ্রাল, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অনিণ্ডংকর ভুল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দদ্ধাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা ব্রিঝ নেই। কিন্তু এই প্রলোভনটা দীর্ঘন্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্সেই আলেক্সান্তিচের অন্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্তর্জতাবােধ যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভুলতে পারেন।

แรงแ

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুতি'তে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে প্রনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোটু মান্ষটির উদ্দেশে। 'ব্যাশ্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোখ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিয়ে যেতেই আমিই খবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছ।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি, 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে ছ্রুক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। 'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লে পোর্টার।

ব্যাশ্ডেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে

কিসের যেন প্রাথী হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দ্ব'জনেই উৎস্ক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশম্থে, পোর্টারের কাছে কর্ণভাবে মিনতি করছিল যেন তার খবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খুশি হয়েছিল তো?'

'খ্বশি আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।'
কিছ্ক্কণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শ্বধাল, 'কেউ কিছ্ব এনেছে?'
'হ্যাঁ খোকাবাব্' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউপ্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষ্ নি ব্ঝল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!'
'কত বড়ো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।' 'বই ?'

'না, কোনো একটা জিনিস। থান, যান, ভাসিলি ল,কিচ ডাকছেন' — গৃহশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শ্লুনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দস্তানা থেকে আধ-থসা সেরিওজার হাতথানা সাবধানে থসিয়ে পোর্টার চোথ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভুনিচের দিকে।

'ভাসিলি ল্কিচ, শ্ধ্ এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি ল্কিচকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছ্ব এমন স্ব্থময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধ্ব পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের খবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীচ্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শ্বনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জনা আনন্দ আর সে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খ্ব গ্রেড্গুণ্ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।
'জানো, বাবা আলেক্সান্দর নেভন্দিক অর্ডার পেয়েছেন?'
'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'
'কী, উনি খুন্দি হয়েছেন?'

'জারের অনুগ্রহে খুনিশ আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গুরুরুগন্তীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হরে তাকাল সমস্ত খ্রিটনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মৃখ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দৃই জ্বলপির মাঝখানে ঝুলন্ত থ্বতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচ থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?' পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অন্ন্শীলন থাকে। আপনারও অন্ন্শীলন আছে খোকাবাব্, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অন্মানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্র। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগোস করলে সে।

কিন্তু ভার্মিল ল্বকিচ ভার্বছিল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দুটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বল্ন-না ভাসিলি ল্কিচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টোবিলে বসে হঠাং জিগোস করলে সেরিওজা, 'আলেক্সান্দর নেভিস্কি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্সান্দর নেভিস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভাসিলি লাকিচ বললে যে নেভঙ্গ্লির চেয়ে বড়ো হল ভার্নিদিমির। আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভালি।'

'আর আন্দ্রেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কন্ইরে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ডুবে গেল।

ভাবনাগুলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাবা তার হঠাৎ ভ্যাদিমির আর আন্দেই দ্ই-ই পেয়ে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমন্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার কর্ক, অর্মনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সময় কেটে গেল। শিক্ষক যখন এলেন 'চিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তথনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শৃন্ধ অসন্তুল্ট নন, দ্বঃখিতই হলেন। এই দ্বঃখটা সেরিওজাকে বিচলিত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছ্ব নেই; যত চেন্টাই সে কর্বক পড়া সে কিছ্বতেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ ব্যাঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন ব্বুঝতে পারছে. কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছ্বতেই মনে করতে আর ব্বুঝতে পারছিল না কেন অমন ছোটু আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাং'-কে হতে হল চিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দ্বঃখ পেয়েছেন তার জন্য কন্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সাম্বুনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই মৃহতেটার সুযোগ নিলে সে।

হঠাং জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন করে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, ব্রন্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁর দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে ব্রুতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন. ভাবছেন না তা নিয়ে, যে স্কুরে কথাগনুলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। 'কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছু বিষয়ে, যা ভারি একঘেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমার, ভালোব।সেন না?' সথেদে সে জিগোস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যন্ত সেরিওজা একটা ছারি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্ত মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলাব পর এবং বলেছেন বলেই সে বেড়াবার সময় খুজে বেড়াত তাঁকে। পু. ভটেদহী, লাবণ্যময়ী, কুঞ্চকেশী প্রতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই বৃত্তি উনি তার কাছে এসে মুখাবগু-প্রন তলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মুখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে, তাঁর সূর্রাভ পাচ্ছে সে, অনুভব করছে তাঁর বাহাুর কোমলতা, সূথে কে'দে ফেলবে সে. যেমন একবার ছিল সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে. স.ডস.ডি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড় দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাং শ্বনল যে মা তার মরেন নি. তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা ব্রঝিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো ব্রঝতে পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খ্জত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীচ্মোদ্যানে বেগন্নি মনুখাবগন্পন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দুরুদুরু বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ কর্বছিল সে যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যস্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছারি দিয়ে কার্টছিল টোবলের কিনারা আর জত্বলজত্বলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মায়ের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি ল্বকিচ। লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তুচুম্বন করলে, মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্সান্দর নেভাস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিন। খুলেলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অন্শাসন বইখানা টেনে নিয়েখ্ললেন। পবির ইতিব্তু প্রতিটি খিএস্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ কথা বারন্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অন্শাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'খ্ব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেজ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেজ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খ্রিশ হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করে। বাপন্' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পর্বস্কারটা নয়, শ্রমই ম্ল্যাবান। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশনা করে। প্রস্কার পাবার জনো, তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা: কিপ্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি ব্ক বে'ধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি প্রস্কার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জ্বল সেরিওজার চোখ শ্লান হয়ে গেল, বাপের দ্ভির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত স্ব যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই প্রস্তুকন্থ বালকের কুলিম ভূমিকা নেবার চেণ্টা করত।

'তুমি এটা ব্ঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হ্যা বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে।

পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক মৃথস্থ করা এবং প্রাচীন অনুশাসনের শুরুটার পুনরাবৃত্তি করা নিয়ে। বাইবেলের শ্লোক স্নোরওজা

ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বে'কে যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শব্দে জন্ডে দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পরিষ্কার হয়ে গোল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মূখ গোমডা করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শরে করলেন সেটা সে শ্রনেছে বহুবার, কিন্তু কখনো মনে রাখতে পারে নি. কেননা তা ব্রুঝতে পারত সে পরিষ্কার -- 'হঠাং' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শৃধ্য একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার প্রনরাবৃত্তি করাবেন কিনা; সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রনরাব্তি করতে তিনি বললেন ना. প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগুলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছ্ব কিছ্ব ঘটনা কিসের পূর্বস্চনা দিয়েছে এ প্রশেনর জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছুই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেয়েছে। যে জায়গাটায় সে কিছুই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচচ্ছিল, চেয়ারে দলেছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আণেকার পয়গম্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনথ ছাডা আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগ্রলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনথ ছিল তার প্রিয় চরিত্ত, আর পিতার ঘড়ির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পুরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শ্নত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে বিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে: যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যোস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাইনাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনখ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, 'কেন সবাই ভগবানের চোখে অমনি

প্রাবান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিস্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনখের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন পয়গম্বর?' 'এনখ, এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খ্ব খারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খিদ্রন্টানের পক্ষে যা জানা সবচেয়ে বেশি দরকার তা জানার চেন্টা যদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খ্লিশ নই, পিওতর ইগ্নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখ্নিশ... তোমায় শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসন্ন, এবং সতিটেই সে পড়াশ্বনায় ছিল খ্বই খারাপ। অন্যাদকে তাকে গ্লেহীন বলা চলত না কোনোচমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টাস্তন্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গ্লেপনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জর্বির একটা দাবি। এ দাবিটা উদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাস্কিল্ডাই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনো সে শিশ্র; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপল্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপ্রণ । শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেশ্বা, ভাসিলি লর্কিচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সপ্তয় করত সে। যে জলস্লোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অনা জারগায়।

লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদে কারে কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শান্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শান্তিটা হল শাপে বর। ভাঙ্গিলি লন্কিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সন্ধেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বে'ধে নিয়ে ঘ্রপাক খাওয়া যাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো যায় তার স্বপ্নে। সারা সঙ্গে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শ্রুতেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা যেন আর লুর্নিকয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি ল্বকিচ, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশ্বনা যাতে হয়?'

'উ'হ্ম।'

'খেলনা?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমৎকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলন্ন' — হেঙ্গে বললে ভার্সিল লন্নকচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ, 'নিন, শুয়ে পড়ন, আমি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খ্রনিতে খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যথন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তথন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে ন্নেহের দ্ঘিতৈ তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিস্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

แระแ

পিটার্স বৃর্গ এসে দ্রন্ স্কি আর আমা উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় দ্রন্ স্কি রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশ্বিট, স্তন্যদানী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্বাটে আমা।

আসার প্রথম দিনেই দ্রন্দিক যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মস্কো থেকে তিনি এসেছিলেন কা একটা কাজে। মা এবং দ্রাত্বধ্ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগ্যেস করলেন বিদেশ দ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের ব্তান্ত, কিন্তু আমা সম্পর্কে ট্র্মান্দিটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে প্রন্দির কাছে এসে জিগ্যেস করেন আশ্লার কথা, আলেক্সেই প্রন্দিক খোলাখ্লি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত খেকোনো দ্বীর মতোই তাঁকে দ্বী বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গৃহিণীকে জানিয়ে দেন।

দ্রন্দিক বললেন, 'সমাজ যদি অনুমোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ফ্রীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের যুক্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অর্বাধ তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভূল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছ্ল দেখেন নি, আলেক্সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আল্লার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও দ্রন্দিক আশ্লাকে 'আপনি' বলে সন্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আলা যে দ্রন্দিকর মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দর্ন অন্ত্বত একটা বিদ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন ভ্রন্দিক। সমাজ যে তাঁর আর আল্লার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার এখন দ্রত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দ্ভিভিঙ্গির বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহ্লা, দরবারের যে সমাজ তা আল্লাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিন্ঠরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

যদি জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গ্রুটিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা যায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গ্রুটিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে. এটা জানা থাকলে লোকের খি'চ ধরে, পা দমকা মেরে টার হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল ভ্রন্ফির। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রুদ্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেণ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিদ্দার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মন্ত থাকলেও আন্নার জন্য তা রুদ্ধ। বেড়াল-ইন্দ্র খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আন্নার ক্ষেত্র।

পিটার্সবির্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্স্কির সাক্ষাং হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যন্ত। আর আরা? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় স্ত্রমণের পর আমাদের পিটার্সবৃগ যে আপনাদের কাছে কী বিছছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধ্মাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

দ্রন্স্কি লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হাস পেল বেট্সির উচ্ছনাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছ্বড়বে, কিন্তু আন্নার কাছে আমি খাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সত্যি, সেই দিনই তিনি যান আন্নার কাছে, কিন্তু গলার স্বরটা ছিল না আগের মতো। স্পণ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববাধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আন্না তাঁর বন্ধুছের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠথোট্রারা আপনাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ। Ça se fait*, আপনারা শুকুবার চলে যাচ্ছেন। দ্বঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্সির কথার ধরন থেকে দ্রন্দিকর বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেণ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আল্লাকে নিয়ে উচ্ছ্বিসত হলেও প্রেরে ভবিষ্যং নন্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আল্লার উপর হবেন নির্মা। কিন্তু

সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

শ্রাতৃবধ্ ভারিয়ার ওপর খ্বই ভরসা করেছিলেন তিনি। তার মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছ্ড়বেন না। সহজসরলভাবে দ্ঢ়তাব সঙ্গে তিনি আন্নার কাছে যাবেন এবং স্বগ্হে বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই দ্রন্স্কি যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

দ্রন্দিকর কথা সব শানে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক্সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সর্বাকছ্ব করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' -- 'আল্লা আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জোর দিয়ে। ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি: ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খ্রিটনাটি কথায় আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — দ্রন্দিকর বিমর্ষ মুখের দিকে ভীর, দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিন্তু যে জিনিসের যা নাম, সেটা স্পন্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে স্কুনাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা ব্রুবতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জনো। বেশ, আমি নয় গেলাম আলা আর্কাদিয়েভনার কাছে: উনি ব্রুঝবেন যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে, কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অনাভাবে যারা ব্যাপারটা দেখে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হ্যাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেয়ে আল্লা নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' -— আরও বিমর্য মুখে কথার বাধা দিলেন দ্রন্স্কি এবং দ্রাত্বধ্র সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা ব্রুতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

'আলেক্সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। ব্বে দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীর, ভীর, হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্ষভাবে বললেন দ্রন্দিক, 'কিস্তু এতে আমার কণ্ট হচ্ছে দ্বিগন্গ। কণ্ট হচ্ছে এইজন্যে য়ে আমাদের বন্ধত্ব ঘন্চে গেল। ঘন্চে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি ব্রুতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।' এই বলে চলে গেলেন উনি।

দ্রন্দিক ব্রথতে পেরেছিলেন যে আর চেণ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সব্রেণ এ কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগংটার সঙ্গে সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমন কণ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সবির্গের প্রধান একটা বিশ্রা ব্যাপার ছিল এই যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্বত্ত বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শর্র হোক না কেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচেব প্রসঙ্গে না উঠে থেত না: এমন কোথাও যাবার জায়গাছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সন্তব। অন্তত দ্রন্দিকর তাই মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙ্বল থাকলে লোকের মনে হয় যে স্বকিছ্বই যেন ঐ জখম আঙ্বলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবিহুর্গে দিন কাটানো দ্রন্সিকর কাছে আরো দহুঃসহ মনে হচ্ছিল, কারণ আল্লার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দহুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আল্লা যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নির্ব্তাপ, তিতিবিরক্ত, দহুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কন্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাথছিলেন দ্রন্সিকর কাছ থেকে, যে আঘাতগহুলো দ্রন্সিকর জীবন বিষিয়ে তুলছে, সহক্ষম বোধের ফলে যা আল্লার পক্ষে আরো বেশি যক্তগাদায়ক হবার কথা, তা যেন আল্লা থেয়ালই করছিলেন না।

ทรมท

আন্নার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলৈ আন্থির করেছে। আর যত কাছিরে এসেছেন পিটার্সবি্র্যের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাৎপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সে প্রশ্ন তিনি আব করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তথন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবি্র্যে এসে সমাজে তাঁশ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাৎ একটা পরিষ্কার ধারণা হল তাঁর এবং ব্রুলেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দ্ব'দিন কেটেছে পিটার্সবিপে। ছেলের ভাবনা তাঁর

মৃহ্ত্তের জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঢুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিন্তা ছিল কন্টকর, শান্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাংটার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুন্বন করতে। সেরিওজার প্রনো ধাই-মা তাঁকে সাহায্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত দোদ্লামানতা আর ধাই-মাকে খণুজে বার করার চেন্টায় কেটে গোল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কন্টে আন্না স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে আন্নার কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আন্না যখন শ্নছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ ব্তান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে মৃহ্তের মতো অত অপমানিত আন্না বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আন্না কিন্তু এও ব্রুতে পারছিলেন যে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দৃঃখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। দ্রন্দিককে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে দ্রন্দিক তাঁর দৃঃথের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আন্নার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গ্রুত্বইন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কাছে অতি গ্রুত্বইন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কাছে গাঁত হদয়ঙ্গম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন,

ব্যাপারটা বললে যে নির্বৃত্তাপ স্বরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘ্ণা হবে আহার। আর দ্বনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগ্বলো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শ্বধ্ব ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যস্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নির্ভরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগ্বলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জবলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল প্রুচেরেরের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বির্ব্ধেন।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কণ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তংক্ষণাং তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাস্কৃত্তি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘ্রুষ দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণে করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খ্ব ভাবে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শ্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তার টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগর্শুন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কাছ থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছু খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শুধ্ ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগ্রলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাব্ন, কিছুই দাঁড়াছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা. তাঁর ভতপূর্বে বাড়ির সদর দরজায় ঘণ্টি দিলেন !

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জনুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগন্পন নামিয়ে এক মহিলা দাড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

পোর্টারের সহকারী আন্নার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খ্লতেই আন্না ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন র্ব্লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গাঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সেগেই আলেক্সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগ্নলো আহ্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিব্রত অবস্থা দেখে কাপিতোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে তুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদ্বমোভের কাছ থেকে আসছি সেগে'ই আলেক সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আলাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবর্তিত প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কন্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহুর্তের জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভাবকোট খ্লতে খ্লতে কাপিতোনিচ শ্ধাল, 'অপেক্ষা করবেন কি ?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুনিশি করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হুজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আমা, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের,ল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অন.রোধের একটা দুন্টিতে চেয়ে তিনি লম্ম্র পদক্ষেপে দ্রুত উঠতে লাগলেন সিণ্ড দিয়ে। হ্মাড় খেয়ে পড়ে সিণ্ডির পৈঠায় জ্বতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছুটল তাঁর পাল্লা ধরতে। 'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা ব্রুতে না পেরে পরিচিত সি'ড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আলা।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিচ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার: 'একটু সব্বর কর্ন হ্জুরানি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খ্লো অন্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আমা অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যথন এই কথা বললে, সেই মৃহ্তে আন্নার কানে এল শিশ্র হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবস্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'ষেতে দাও, যেতে দাও, বাপ্ন!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শ্বধ্ব একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদ্বটো ব্বজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘ্ম-ঘ্ম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধ্যভিরে ফের শ্বেয় পডল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তথন আয়া তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর জেমন নয়: চাব বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ে। আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর খেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফের ডাকলেন আন্না।

কন্ইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খ্রুতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোখ মেলল। চুপচাপ সপ্রশন দ্যিততে সে করেক মুহুর্ত তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম সূথের হাসি হেসে মুদে আসা চোথ বুজে সে লা্টিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিণ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আলা বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহ্ববন্ধনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তথনো চোথ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘে'ষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশবুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রাল্ব ঘ্রাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আছেল করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায।

'আমি জানতাম' — চোথ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষ্মিন আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পডল।

ত্যিতের মতো আন্না দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপিস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুন্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুম্ খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত ব্লিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না: কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্ছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চেচিয়ে উঠল কাল্লা-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না. কাঁদব না, কাঁদব না' — কান্নাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আন্না; 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছ্কুল চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিস্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তৃই? কেমন করে..' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘ্রিয়ে নিলেন। 'ঠান্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভার্সিলি ল্যুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!'

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!' ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আলার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিজ্ঞার ব্ঝতে পারল কী ঘটেছে। 'ওটা খ্লে রাখো' — আলার মাথা থেকে টুপিটা খ্লে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুম্ খেতে লাগল সে।

'কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।'

'কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।'

'বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?'

'আমি জানতাম, আমি জানতাম!' নিজের প্রিয় বর্নিটির প্রনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আন্নার যে হাতখানা তার মাথায় ব্রনিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

น ๑๐ แ

ইতিমধ্যে ভার্সিল লন্নিচ যে প্রথমটা ব্রুতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, স্ত্রাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে ব্রুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠঙ্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মৃছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্র্রী এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে ঢুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশ্বকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই ব্বুখতে পারছিল যে স্বামী-স্নীর সাক্ষাং হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং পোটারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেণছে দিয়েছে জেনে ব্রুড়াকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগ্রের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হাাঁ, তুমি হলে চুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগনে গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! ব্যালে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্ম'পর্ত্ত্বর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে
ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলনে মারিয়া এফিমোভনা:
ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষ্বনি বের্বেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কান্ড!' আয়া বললে. 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখ্বন কর্নেই ভার্মিলিয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কান্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশ্বকক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেৎকা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আয়া শ্বনছিলেন তার কণ্ঠদবর, দেখছিলেন তার ম্খ, ম্খভাবের চাণ্ডলা, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে ব্বতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার — শ্ব্ব এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অন্ভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি ল্বকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শ্বনতে পাছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না। আন্নার কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও দকন্ধ চুন্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকর্ন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে. আল্লা আক্যিদিয়েভনা!'

হঠাৎ কে'দে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর। , হেসে চোখ জবলজবল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অনা হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল প্রবৃষ্ট্ পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লাসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন…' সেরিওজা বলতে শ্রে করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লঙ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না. এই দেখে থেমে গেল।

আহ্না ঝু'কলেন তার দিকে। বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা বুঝল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যথন ছোটু ছিল তথন আমা তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভূলে যাবি না তো? তুই…' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি। ওকে যা বলা যেত তেমন কত কথা তাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা বুঝল সেরিওজা। সে বুঝল যে মায়ের প্রাণে সুখ নেই আর ভালোবাসেন তাকে। এও সে বুঝতে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফির্মফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে বুঝতে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি কেন মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর লক্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাছেছন উকে, কিসের জন্য যেন লক্জা পাছেছন। ভেবেছিল একটা প্রশ্ন করে

খটকাটা পরিষ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাচছিল যে কণ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তাব। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘেষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগ্গির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দ্রে আর তার ভীত মুখভাব দেখে ব্রুলেন যে শুধুর বাপের কথাই বললে না, থেন শুধাচ্ছে বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যথন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোখে হতাশায় চিংকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলতায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদ্ব আমার!' শক্তিহ**ীন হয়ে সেরিওজার মতোই** ছেলেমান্যি কালায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি লুকিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে। ব্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়া হল আন্নাকে।

বিছানায় লাটিয়ে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মাখ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোথের জলে ভেজা মাথে চুমা খেলেন আরেক বার এবং দ্রুত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মাথোমাথি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দ্দিউপাতে সমস্ত খ্টিনাটিতে তাঁর ম্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেনা, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষ্য আছ্মন্ন করল আলাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ম্থাবগ্ণুঠন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দেতি বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগ্নলি তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসং আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আহ্রার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাং তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি ব্রুখতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খ্রুলে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরামকদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দুই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রোঞ্জ ঘড়ির দিকে ক্ষির দ্ভিতৈ তাকিয়ে ভাবনায় ভূবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আহ্বা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আন্না বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আহার काष्ट्र । शानगान म्यून्ड स्मराही वतावरतत मराज मारक प्रतथ निरुत निरुक যেন সূতোয় মোড়া হাত বাডিয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাখনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে नागन। थ्रीकत উप्प्तिम ना ट्रांस, हुम, ना त्थारा भाता यात्र ना, जात पिरक আঙ্কল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে: নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পার। যায় না, যা সে চুম, খাওয়ার মতো কবে প্ররে নিত ম্খেব মধ্যে। এ সবই করলেন আমা, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুম, খেলেন তার তাজা গালে, অনাব্ত কন্ইয়ে; কিন্তু এই শিশ্টিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিম্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর ক্লেহ ক্লেহই নয়। মেয়েটির সবই মিষ্টি, কিন্তু কেন জানি আল্লার মন কাডতে পার্রছিল না সে। প্রথম সন্তান্টি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিত্রপ্তির পথ পাচ্ছিল না: মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তান্টির জন্য যে যত্ন হরেছিল তার শতাংশভ ঘটে নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবিকছ্ই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মান্ম হয়ে উঠেছে, প্রিয়পান্ত মান্ম; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অন্ভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে — তার কথা আর দ্বিট স্মরণ করে আমা ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শ্ব্র্ দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার স্ব্রাহা করার উপায় নেই।

ন্তন্যদানীকে মেরেটি ফেরত আর তাদের ছাটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্ট্রেট ছিল সেরিওজার। টপি খলে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগালি মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খুলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খুলে নিলেন সবক'টিই। রইল শুধ্র একটা সব শেষের স্বন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দু, দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোথ কু চকে সে হাসছে। এটা হল সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা সন্দের মুখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সর সরু শাদা শাদা অতি উত্তেজিত আঙ্কলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে খ'টলেন বার কয়েক, কিন্তু ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছুরি ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্স্কির ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্ব। চুল) খাসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। দ্রন্দিকর ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দৃঃখের কারণ। সারা সকালটা আহ্না ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিস্তু এখন প্রেকোচিত, সম্ভ্রান্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও স্ক্রিমন্ট এই মুখখানা দেখে হঠাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অনুভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দ্বঃখকন্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলেরেখে সে থাকে কী করে?' হঠাৎ একটা অভিযোগ নিয়ে আলা ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপেরেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষ্মনি তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে স্বকিছ্ম বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ন্ট ব্বেক প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে কোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগগিরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সবৃর্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আমার মনে হল, 'একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে।' হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আমার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগ্নলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল স্বিকছ্তেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবিহুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমর্নকি এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচখি হতে চাইছেন না।

'কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্দিকর উদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে দ্রন্দিকর ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রক্ষের উন্দাপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে বাস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগ্রলার চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসক্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য দ্রন্দিক আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শ্বনলেন। যখন ড্রায়ং-র্মে ঢুকলেন, তখন ভ্রন্দিক নন, ইয়াশ্ভিন তাঁকে স্বাগত করলেন দ্গিট দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন ভ্রন্দিক, আয়ার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

'আমরা তো পরিচিত' — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্ভিনের (যেটা তার বিশাল দৈঘ্য ও রুক্ষ মুখের পক্ষে ভারি অন্তুত) বিরাট হাতটায় রেখে আল্লা বললেন। 'পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তো আমায়' — ছেলের যে ফোটোগুলো দ্রন্স্কি দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে তাঁর কাছ থেকে সেগ্লো ছিনিয়ে নিয়ে আল্লা বললেন এবং জনলজনলে চোখে অর্থপূর্ণ দ্ভিটতে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এ বছর ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আমা বললেন সম্বেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শ্বনে দ্বংথ হল, কেননা আমার পছন্দগ্রলো বেশির ভাগই খারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্ভিন বললেন।

কিছ্কণ কথাবার্তার পর দ্রন্সিক ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্ভিন আল্লাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবি,গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিরও দ্থিতৈ তিনি তাকালেন জনস্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্ভিন দ্রনাম্পর দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তই?'

'আমার এখানে খেতে আসন্ন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দ্টেকপ্রে বললেন আল্লা, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অস্তত থাকতে পারবেন। আলেক্সেই তার রেজিমেপ্টের বন্ধন্দের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খ্ব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্ভিন কথাটা বললেন তা থেকে প্রনৃত্তিক ব্রুলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্ভিন মাথা ন্ইয়ে বেরিয়ে গেলেন, জন্দিক রয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য।

আল্লা জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — দ্রন্স্কি বললেন, 'যা! আমি এক্ষ্নি আসছি' –– চে'চিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্ভিনকে।

স্রন্স্কির হাত ধরে আল্লা অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছ্ম বলার আছে' — তাঁর বে'টে হাতথানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছ্ম হয় নি তো?' 'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর স্মবিনাস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুম্ম খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটার চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'আলেক্সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে। কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কণ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি। 'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আল্লা বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

11 50 11

खन् रिक यथन कितलन, आज्ञा घरत ছिल्लन ना। भूनरलन छेनि हरल যাবার কিছ্ম পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দ্ব'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আল্লা যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আল্লা যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশ্ভিনের সামনে যে ক্রন্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগ্রলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব দ্রন্ স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আল্লার সঙ্গে একটা বোঝাব্রিঝ হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রায়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আল্লা ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্লোন্স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আমা বাজার করতে যান। দুর্শিচন্তাগ্রন্ত ও সপ্রশন দ্রন্দিকর মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আমা, ফার্ত করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। দ্রনাদিক দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি দ্রন্স্কির দিকে চকিত দুন্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তার ছিল সেই দ্রততা আর লাবণ্য যা তাঁদের অস্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মুদ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-র্মটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আল্লার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিন্সেস বেট্সিস ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অস্ত্রে, কিন্তু আল্লাকে অন্বোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে নটার মধ্যে তার কাছে আসতে। এইভাবে সময় বে'ধে দেওয়ায় ভ্রন্শিক তাকালেন আল্লার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু আল্লা যেন খেয়াল করলেন না সেটা।

ম,দ্ব হেসে তিনি বললেন, 'খবুব দ্বঃ খিত থে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রিন্সেস খ্র দঃখিত হবেন।'

'আমিও।'

'আর্পান তাহলে পাত্তি শ্রনতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।
'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। যেতাম যদি বঞ্জের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' — আল্লা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন দ্রন্দিক। আলা কী করছেন তা একেবারেই ব্রুত পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিসেসকে, কেন তৃশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থার পাত্তির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, ধেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গ্রুর্তর দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আলা জবাব দিলেন হয় আম্বদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আলা হয়ে উঠলেন উদ্ধৃত ফুর্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দ্রজনের সঙ্গেই। যথন খাওয়ার টোবল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধাদ্ধায় আর ইয়াশ্ভিন ধ্মপান করতে, দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছ্মুক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আলা ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের বৃক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, মুখথানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রুপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্সিক বললেন, 'সত্যিই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগোস করছেন যে?' দ্রন্দিক তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে প্রনরায় আহত বোধ করে আল্লা বললেন, 'না যাবার কী আছে?' আল্লা যেন ব্রুখতে পার্রাছলেন না তাঁর কথার গ্রুত্ব।

'বলাই বাহনুল্য, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুরু কু'চকে বললেন দ্রন্দিক।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আন্না বললেন, দ্রন্দিকর কথার স্বরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা ব্রুতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, স্বর্রাভত দন্তানাটা প্রতে লাগলেন শাস্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'ব্ৰুতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আপনি জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্ হিক।
বলতে শ্রেরু করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আলা। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শ্বর্ করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গ্রুত্ব ধরে শ্ব্র্ একটা জিনিস: দ্ভেন দ্ভানকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাং হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি র্শীতে, চোখে জন্স্কির কাছে দ্বর্বাধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আয়ার দিকে দ্রন্ হিক চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সোষ্ঠবেই পিত্তি জবলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ করছি, মির্নাত করছি যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মির্নাত কিন্তু দ্র্ভিটতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে। কথাগ্রলো শ্নেছিলেন না আল্লা, কিন্তু দ্র্ভির শীতলতা দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জ্বাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'
'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন ভ্রন্ফিক।

'কিছ্ই ব্রতে পারছি না। ইয়াশ্ভিন n'est pas compromettant*, প্রিম্পেস ভারভার্ত অন্যদের চাইতে খারাপ কিছ্ন নন। আ, এই ভো উনি এসে গেছেন।'

11 00 11

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে ব্রুবতে না চাওয়ার জন্য আহার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রোশ দ্রন্দিক বোধ করলেন এই প্রথম। জনলাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মূখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাস্মৃত্তি বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবা্র পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শৃথ্য পতিতা নারী হিন্দেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আন্নাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে ব্রুবতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের প্রাচ্ছিলেন একই সময়ে আন্নার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপে সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

সন্নাম নণ্ট করতে পারেন না (ফরাসি)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্ভিন সেলংজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বঙ্গে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্ন্পির 'মগ্বচি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি তোকে' — বন্ধর বিষর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা হয় না।' 'তাই ভাবছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্নিক।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও দ্রন্ শ্বিক মৃহ্তের জন্য আমার কথা ভূলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরম্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উদির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে ব্রিঝয়ে দিয়ে যে দ্রন্দিকর মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গ্রেছে দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' -- আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্দিক।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্ স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্ ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্ভিন ভাবলেন, 'বৌ থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে দ্রন্দিক একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।
'আছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট… সম্বাকি ইয়েগর
থাকবে সেখানে, খ্ব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্সব্র্গ।
এখন আলা ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ,
ইয়াশ্ভিন, প্রিম্পেস ভারভারা…' ছবিটা তিনি কম্পনা করলেন মনে
মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাচ্ছি, নাকি তার ওপর তদারকির
ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলংজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্ত। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণ্টি বাজালেন।

সাজ-ভূত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'যদি তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগ্রলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাজুরের মুখ দেখে ব্রুক্ত যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার, তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপার আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করে।'

দ্রন্দিক থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে প্রবাদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে দ্রন্স্কির কোট খালতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হাজার' বলে সম্বোধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার কোট হাতে দ্'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শ্নছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অকেন্দ্রীর স্ট্যাকাটোর সম্বর্পণ সঙ্গত এবং একটি নার্রাকণ্ঠ যা চমংকার তান ধরছিল। দরজা খালে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল শ্রন্তিকর কর্ণকুহর। কিন্তু **সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল** দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধর্ননি থেকে ব্রুবলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লপ্টন আর রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যঙ্জ্বল প্রেক্ষাগ্রহে যথন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তথনো চলছিল। মঞ্চে নগ্নস্কন্ধে ও হীরকে দেদীপামানা গারিকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘ্টে রকমে ছাড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অমনি স্টল আর বক্সের সমস্ত শ্রোতা চণ্ডল হয়ে উঠল, ঝুকে পড়ল সামনে, চিংকার করে উঠল. হাততালি দিল। বেদীতে দন্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেণছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যস্ত গিয়ে দ্রন্স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভাস্ত পরিস্থিতি, মণ্ড, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগ্রের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উদি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগ্রেলায় আসল প্রুষ্থ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মর্দ্যানগর্মলির দিকেই মনোনিবেশ করলেন দ্রন্দিক এবং তংক্ষণাৎ তাদের যোগস্ত্র খুঁজে পেলেন।

দ্রন্দিক যখন ভেতরে ঢোকেন, অৎকটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাস্বজি এলেন প্রথম সারিতে সেপ্বথোভস্কর-এর দিকে। অকে স্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বে কিয়ে হিল ঠুকছিলেন তিনি, দ্ব থেকে দ্রন্সিককে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তথনো দেখেন নি দ্রন্দিক, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দ্ভিট যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খাজছিলেন না: সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দ্ভিট দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সৌভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফোজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' শ্রন্স্কিকে বললেন সেপর্থোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছু, একটা।'

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্ফে পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে দ্রন্দিক ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হাাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্যা হয় তা কব্ল কবছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' - নিজের কাঁধ-পটি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কণ্ট হয়।'

দ্রন্দিকর সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সেপ^{*}্থোভদ্কর জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আব এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবোধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অংকটা দেখতে পেলি না. আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শ্বনতে শ্বনতে দ্রন্তে প্রবাহক ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগ্রলাকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-গ্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদুলোকের কাছাকাছি হঠাং তিনি দেখতে পেলেন আল্লার ম্ব্য — গর্বিত, আশ্চর্য স্বন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দ্রে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্ভিনকে। প্রশন্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোখে সংযত-প্রবৃদ্ধ দীপ্তির ছান এবং তার সমগ্র ম্ব্যমন্ডলে দ্রন্স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রুপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিল্ল। আল্লার প্রতি তাঁর অন্ভবে এখন কুহকের মতো কিছ্ব আর ছিল না, তাই তাঁর রুপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রথরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আল্লা তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

শুন্দিক যথন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিন্সেস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বন্ধের দিকে; আল্লা তাঁর পাখা গ্রিটয়ে লাল মথমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বন্ধে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পণ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্ভিনের ম্থেতেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জয়য়য় হেরে গোলে। মৄখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা ম্থের মধাে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটাক্ষে চাইছিলেন পাশের বক্সটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। দ্রন্দিক তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আমা তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আমার দিকে পিছন ফিরে নিজের বস্ত্রে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরিছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রন্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাখা মুটকো কার্তাসোভ স্থাকৈ শাস্ত করার চেন্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। স্থা বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আমার চোখে পড়া এবং স্পন্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আমা। ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদেশশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আলার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা দ্রন্দিক না জানলেও এটা ব্রুলেন যে আলার পক্ষে কিছ্ একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি ব্রুলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি ব্রুলেন আলার মুখ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শনি দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর র্পে এমন লক্ষণীয়র্পে দর্শনি দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, দ্রোধ ও বিস্মান্তর কথাগ্লো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও র্পে মুদ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীতা বোধ করছেন।

কিছা একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যদ্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল শ্রন্দিকর, তাই কোনো কিছা জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আহ্লার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বের্তে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দ্বাজন পরিচিতের সঙ্গে কইছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল শ্রন্দিকর এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উক্তৈম্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণ দ্বিউপাত করলেন ক্য্যান্ডার।

'আরে. দ্রন্স্কি যে! রেজিমেণ্টে আসম্থ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো থেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে ম্ল শিকড' --- বললেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার। 'সময় পাচ্ছি না, খ্ব দ্বংখের কথা, পরের বাব' বলে দ্রন্দিক উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সিণ্ডি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইম্পাতের মতে। কুণ্ডলী করা চুল নিয়ে দ্রন্ফির মা, বৃদ্ধা কাউণ্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিলেসস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পেণছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দান করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উত্তেজিত তাঁকে দ্রন্দিক আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শ্রুর করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছ্ম জানি না 'সেকি, তুমি কিছ্ম শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শ্বনছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিছুটি জীব আর আছে কি?'

াকস্তু কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শ্নেলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর প্রামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শ্নে করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছা একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' বঞ্জের দরজায় মুখ বাডিয়ে বললেন প্রিন্সেস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' - মা বললেন ঈবং বিদ্রুপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি ঢাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' - - নির্ভাপ কণ্ঠে বললেন দ্রন্দিক।

'কেন তুই গোল না faire la cour à madame Karenine?'*.

মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublic la Patti pour elle.'*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কু'চকে ভ্রন্ফিক বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না দ্রন্স্কি, প্রিম্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আ, আলেক্সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভি, তার বেশি কিছু নয়... আমি এক্ষ্ক্নি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

দ্রন্দিক তাঁর কথা শন্মছিলেন না. দ্রত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আমা নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কন্টের জন্য অন্কম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আমার বক্ষের কাছে। বক্সে স্প্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'**

আল্লার উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে ভ্রন্স্কি থামলেন স্কেমভকে অভিবাদনের জনা।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' --- প্রনৃষ্ঠিককে আল্লা বললেন যে দ্ভিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রপাত্মক।

কঠোর দ্খিতৈ তাঁব দিকে জাকিষে দ্রন্সিক বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্ভিন' — হেসে বললেন আল্লা. 'ওঁর ধারণা পাতি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা দ্রন্দিক তুলে দিলে দীর্ঘ দন্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাং সেই মৃহ্তেই স্কুনর মুখখানা তাঁর কে'পে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

^{*} চমক লাগিয়েছে সে। তার জনো লোকে ভূলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি)।

^{**} উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্স শ্না দেখে কাভাতিনা'র ধর্ননতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্দ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে প্রন্দিক প্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। দ্রন্দিক যখন তাঁর ঘরে চুকলেন, তিনি তখন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। দ্রন্দিকর দিকে একবার দ্ভিপাত করেই তক্ষ্মিন তিনি ফিয়ে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আহাা' - - ভ্রন্ স্কি ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেয়ের অশ্রাজনে রুদ্ধ কপ্টে চে'চিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না থেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চে'চিয়ে উঠলেন আলা, 'সাংঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভুলব না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পঞ্চে লংজার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' --- বললেন দ্রন্সিক, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝু'কি নেওয়ার, চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘ্ণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আল্লা, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হাাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যক্ত্রণায় ভূগতে...' শ্রন্ফির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আলা।

তাঁর জন্য দ্রন্দিকর মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি যে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা ব্যুক্তে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শাস্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরস্কার করলেন না, কিস্তু তিরস্কার করলেন মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছে'দো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আলা আকণ্ঠ পান কণ্ডে ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দ্'জনের মিটমাট হয়ে গেল পুরোপুর্নির, যাত্রা করলেন গ্রামে।

<u> इक्स्डक्स्डक्स्डक्स्</u> श्री इक्स्डक्स्ट्रक्स्

ষণ্ঠ অংশ

n s n

ছেলেমেয়েদের নিয়ে
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা
গ্রীক্ষটা কাটালেন বোন
কিটি লেভিনার কাছে,
পক্রোভ্স্কয়েতে। তাঁর
নিজের মহালের বাড়িটা
একেবারে ভেঙে
পড়াছল, লেভিন এবং

তার প্রা তাঁকে বোঝান গ্রাহ্মটা তাঁদের ওখানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খ্বই অনুমোদন করেন ব্যবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিচ্ছে তাঁর কাজ, এটা তাঁর পক্ষে অতাব সন্থের ব্যাপার হত। মপেকায় থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসতেন দিন দ্য়েকের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহিশিক্ষিকাকে নিয়ে তাঁল্ল ছাড়াও লেভিনদের ওখানে আসেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী অনভিজ্ঞা গর্হবিত! কন্যার দেখাশ্না করা নিজের কর্তব্য বলে প্রান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেঞ্চার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের স্বার আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগৎ ও ব্যবস্থাটার জন্য তাঁর খানিকটা দ্বংখ হত, যা তাঁর ভাষায় 'শোরবাংশিক' উপাদানের এই প্লাবনে ভেসে গেছে। এ গ্রীজ্মে নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সংভাই সেগেইই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ৬রে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টোবলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণুতে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশ্বভ তের নশ্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টোবলে। সংসার চালাবার খুবই চেন্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীম্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুগি, টাকি, থাস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বর্সেছিল। ডল্লির ছেলেমেয়ে, গৃহ শিক্ষিকা এবং ভারেজ্ঞা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারেজ্বার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খ'ল্লতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ব'ণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খ্ব আনন্দের কথা' — ভারেজ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দ্ছিট বিনিময় করলেন। ইদানাং কিটি যে অনুমান নিয়ে খ্ব মেতে উঠেছিল, ভারেজ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান ব্রিদ্ধান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শ্রু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রায়ং-র্মের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শ্রু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেথান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বের্বে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন লেভিন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পন্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির্র দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পন্টতই শ্রের করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ না রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তরে অতি কিন্তুত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপর্ণ দ্ভিটতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছ্রুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সেগেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমংকার চোথজোড়ার মতো তার দ্বিট চোথ জবলজবল করে সে সেগেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীর্ ভীর্ কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ ব্রমিয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে ব্রুলে যে ওটা সম্ভব। সম্ভর্পাণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেৎকা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা র মাল বে'ধে হল্ম একটি স্বতী ফ্রুকে ভারেজ্কা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

কী ভালো আমাদের ভারেৎকা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শ্বনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী স্কুদরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেৎকা!' চে'চিয়ে ডাকলে কিটি. 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বন্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিংকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শ্বনে ভারেৎকা দ্রুত লঘ্ব পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতিভাঙ্গর দ্রুততা, সজীব ম্থমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেংকাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গ্রেছপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুম্ থেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেগ্কা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খ্বই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা তাকে বঙ্গা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেঞ্জা জিগ্যোস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেখানেই থেকে যাব।'
'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগ্রলো দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

n e n

সমস্ত নারীই জ্টেছিলেন বারান্দার। সাধারণতই খাবার পর সেখানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুরা সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই বাস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হাচ্ছল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চাল্করছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটাব ভার আগে ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; স্ট্রবেরি জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দ্য়ে মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সবার সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র্যাস্পর্বের জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মৃথে, এলোমেলো চুলে, কন্ই অবধি অনাক্ত হাতে উন্ননের ওপর ব্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষয় দৃণ্টিতে র্যাম্পর্বেরিগ্রলোর দিকে তাকিয়ে সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিম্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার লোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র্যাম্পর্বোরর দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উন্নেনর দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শ্রুর হরেছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকর্ন?' আগাফিয়া মিথাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডাল্ল উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হল্দ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্মাদেই না এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশ্ম ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিণ্ডাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্থিভা বলে, টা্কা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু…'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মাত্রেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পর্পালনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিন্স-মহিষী!

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিন।'

'স্কের প্যাটার্ণ'; কী সহজ, অথচ সম্প্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঞ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে স্কুলর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডব্লি বললেন। 'যথন গ্রুটি বে'ধে যাবে, তখন। আরো একটু জনালে রাখনে আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জনালালে এই মাছিগনলো!' রেগে বললেন আগফিয়া মিখাইলোভনা।
'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী স্কুর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র্যাম্পর্বোর ঠে।কর্মাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উন্নের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি ব্রুতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের...'

'না. আপনি বলনে মা. আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহ্নলা উনি মানে সের্গেই ইভানোভিচ) 'সর্ব'দাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য পাত হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্ত উনি হয়ত...'

'না, আপনি ব্বে দেখ্ন মা, কেন ওঁদের দ্'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছ্ আর হয় না। প্রথমত — ভারেৎকা অপ্রে মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙ্কে গুটিয়ে।

'উনি যে ভারেঙ্কাকে খ্রই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিম্প্রয়োজন। শ্বেদ্ব একটি জিনিস ওঁর দরকার ---ভালো, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি একটি স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

ভালো কথা ভাবে•কার ব্যাপারে (ফরাসি)।

'তৃতীয়ত দরকার স্বাী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যথন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি ব্বেথ যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করে। ডল্লি?'

'আরে, অন্থির হ'স নে। অন্থির হওয়া তোর এখন বারণ' — মা বললেন।

'আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।'

'কিভাবে আর কখন যে প্রের্ষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অস্কৃত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাৎ তা ভেঙে পড়ে' — স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?'

'বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার' — বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জনলজনল করে উঠল। 'ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?'

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

'ভালোবাসতাম বৈকি। ও এর্সোছল আমাদের কাছে, গ্রামে।' 'কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?'

'তুই ব্রাঝ ভাবিস তোরা নতুন কিছু একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোখ দিয়ে, হাসি দিয়ে।'

'ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?'

'কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?'

'সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সেযেন কত দিন আগে!' কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবজা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর ভ্রন্স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শুধ্ একটা ব্যাপার... ভারেজ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার প্রভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার: 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত পরুব্ধই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদেব অতীত নিয়ে সাঙ্ঘাতিক ঈর্যাপরায়ণ।'

'সবাই নর' — ডাল্ল বললেন, 'তুই তোর স্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস।
আজও পর্যন্ত ভ্রন্স্কির কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না : সত্যি: 'সতি:' — চোখে হাসি নিয়ে চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীস্থলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিম্স-মহিষী বললেন, 'শ্ব্ধ্ আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দ্বিশ্বভা হতে পারে। দ্রন্দিক তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে। 'না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'দ্রন্দিকর সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা তুই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বে'ধে রাখা যায় না… তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইবে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শাস্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শান্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডব্লি বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দ্বর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিশ্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডব্লি, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি স্বখী আর কিটি নিজেকে দ্বর্ভাগ। মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পোল বটে! ইতর, জঘন্য, হুদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে দ্রন্দিকর সঙ্গে বিয়ে হল না. হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। 'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সি'ড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে প্রনরাব্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না দ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশান্তি ঘটালাম বলে দ্বঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দ্ভিপাত করে। তিনি ব্রেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাংম্কিদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুষ্টি তিনিও বোধ করলেন মুহুতের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা মুখভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছ্ব না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগুণ মাল নিচ্ছে ওয়াগনগুলো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জুততে বলেছি।'

'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বাগ-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী বললেন তিরস্কারের সমুরে।

'ঘোডাগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিম্প-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিম্প-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিম্প-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কল্মিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলান আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি। 'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হে'টে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো'

— এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরনে।

'ভালো, কিন্তু সর্বাকছরেই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।
'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' অগোফিয়া মিখাইলোভনার
দিকে চেয়ে হেঙ্গে তাঁকে খ্রাশ করার চেণ্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন
পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কড়া পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের চাণ্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগালো রাখবার জায়গা নেই' -- শ্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ ব্ৰুতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে ব্দ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শ্বজিগালো যা. মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' -- হেসে ব্দ্ধার মাথার র্মাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দুন্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দ্ব্'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমাজিতি গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলনে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগ্লো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিথাইলোভনা হেঙ্গে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সূত্র আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখ্ন' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পডবে না।'

n o n

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার স্থোগ পেয়ে ভারি খ্লি হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগোস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশগীল ম্খখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোখে পড়েছিল।

পায়ে হে*টে যখন তাঁরা অনাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধর্লোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মর্হুর্তের বির্পতা লেভিন ভূলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অস্তঃসত্তা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মর্হুর্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অন্ত্ব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সায়িধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শ্নতে চাইছিলেন কিটির কম্পুস্বর্থ গর্ভবিতী অবস্থায় যা এখন তার দ্ভির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভারতা যা অনেকটা শ্রুধ্ব নিজের প্রিয় বিষ্য়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শা্ধ্ব একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগা্বক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দা্কনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগা্বলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দ্বই-ই ভালো' - - লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?' 'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে পাণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে ৷'

'অ' — র্লোভন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগনলো শোনার চেয়ে বেশি শনুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে. অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সেগনলো।

'তা ছাড়া সেগেই ইভানিচ আর ভারেণ্কা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খ্বই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে। 'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সের্গেইকে আমার ভারি অন্তুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শ্রনেছি লোকের মুখে। উকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য স্কুদর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, স্লেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেজ্কার বেলায়... মনে হয় কিছ্ব একটা আছে...' 'হয়ত আছে... কিন্তু ওঁকে জানা দরকার... উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মান্ষ। উনি বাস করেন শ্ধ্ব মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নির্মাল আর উন্নত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভান্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেৎক। যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেণ্কার মধ্যে নেই; আমি ব্রবিধ যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু ভারেণ্কার স্বটাই উধর্ব জগতের...'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আস্বীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিস্তু...'

'কিন্তু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দ্ব'জন দ্ব'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলব্যর কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ণসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংখাতিক অথচ চমংকার মান্য ছিলেন... ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছ্কেণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নয়' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দুর্বলিতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করে৷ উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বে'চে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সোম্য আর সম্ভূষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।
চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ
করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে
স্বামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছ্রিসত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা
করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা
থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত
ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা
কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলে।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তোমার অসন্তোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খ্রাশ করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি স্থী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তৃষ্ট।' 'স্থী হলে অসন্তুষ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? ষেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শ্ব্য তুমি ষেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ভাল ভিঙতে গিয়ে বড়ো বোঁশ তাড়াহ্বড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।' 'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে বলে গেল কিটি, 'তমিও কি অনাদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অন,ভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তাব জন্ম দায়ী তূমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম. ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে. 'তাহলে বাবাকে কী তীম বলবে? উনি খারাপ কাবণ সাধারণেব জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সবলতা, স্বাচ্চা, সহদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছ্ কবছি না আর কণ্ট পাচ্ছি সে জনো। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যথন তমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দ্রণ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি ব্রুল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পার্রছি না অথচ বিবেকে বি'ধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান কবি…'

'তা এখন তোমার জারগা বদল করতে চাও কি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শুধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশাই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত স্থী যে জ্ঞানগম্যি আর কিছা নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুখু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগানুলো পর পর গাণে যাও: পাণিপ্রার্থানা করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটিবলা।

লম্বা, শাদা পাপড়িগ্নলো ছি'ড়তে ছি'ড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন করবেন না...'

'উইহ্ন, উইহ্ন, হল না' — উদ্গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙ্কল লক্ষ করছিল' কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দ্বটো পাপড়িছি'ড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — প্রেরা বেড়ে না-ওঠা একটা পার্পাড় ছি'ড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বাগ-গাড়ি এসে গেছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চে'চিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিল্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগন্লো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হে^{*}টে।

n 8 n

ভারে জ্বার কালো চুল শাদা র্মালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই বাস্ত আর যে প্র্রুষটিকে তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় স্পন্টই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সেগেইইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মৃদ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কত মধ্র কথা তিনি শ্নেছেন ভারে জ্বার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রক্মের, তেমনটা বহ্কলে তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শৃধ্ একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পেছিল যে সর্ব ভাটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যাঙ্কের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারে জ্বার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোথের দিকেই চাইলেন আর তার মৃথ ছেয়ে দেওয়া প্লেকিত ও ৪৪৬ উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীররে হাসলেন বড়ো বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' --নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে
চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিণ্ডিংকর' - এই বলে বনের যে কিনারায় বুড়ো বুড়ো বিরল বার্চ গাছগুলোর মাঝে রেসম-চিকন ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গাঞ্চির মাঝে মাঝে আাম্পেন গাছের ধ্সের গাঁড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্ছিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জরি ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সেগেই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে শুর : শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতো ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আস্ছিল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদূরে শোনা গেল ভারেজ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সেগেই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাড়লেন নিজের এ অবস্থ। পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কান্ডে <u>एम्भालाहेराव काठि घर्ष अर्मकथम जिम् जा धवार्क भाविष्टलम मा।</u> বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগ্যুন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জবলল আর বার্চের ঝুলস্ত ভালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে **গেল চুব্**টের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের <u>অবস্থা</u> সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শৃধ্ই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যৌনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টেরুপেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শৃধ্যু একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার ক্ষাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে শৃধ্যু এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গ্রুত্বপূর্ণ।' সেগেই ইভানোভিচ ভাবলেন গ্রুত্বপূর্ণ, সেইসঙ্গে অন্ভব করছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গ্রুত্ব থাকতে পারে না. যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক ম্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খংজি কিছ্ই পাছি না আমার হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শৃধ্যু যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পাব না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও ক্মারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখনে, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্থার ভেতর যে গ্রেণ্যালি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধ্যর্য ও স্ফুর্তি তার ছিল. কিন্তু কচি খাকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে. তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত: এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পণ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য স্বিকছ, আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সেগেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশুর মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমানুষ সে নয়, যেমন ধরা যাক -- কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতায়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খ;টিনাটিতে পর্যস্ত তা স্বাক্ত, সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঞ্কার মধ্যে: সে গরিব, একাকিনী, স্তর্যং স্বামীগ্রহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে. এটাও নিজেব ভবিষ্যুৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেরের মধ্যে এই সমস্ত গণেই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদর্শী কিন্ত এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যাক্তি — তাঁর বয়স। কিন্ত তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চলও

তाँत পাকে নি, সবাই বলবে তाँत বয়স চল্লিশও নয়; তার মনে পডল, ভারেঞ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বন্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পরেষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge* আর চল্লিশবছরী -- un jeune homme. ** কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার বখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেঞ্কার সূত্রী মতিটো যথন তিনি দেখেছিলেন, তখন তার যা অনুভৃতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেৎকার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হল্মদ হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হল্মদ ছিটানো. স্পারের নীলে মিলিয়ে যাওয়া প্রনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তথন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর ব্রক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব কর্রছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেণ্কা সবে চাইছিল চারিপাশে. চুরুট ছ্বড়ে ফেলে দুঢ় পদক্ষেপে সেগেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

n & n

'ভারভারা আন্দেরেভনা, আমি যখন ছিলাম খ্বই তর্ণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মাতি কলপনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, দ্বী হিশেবে যাকে পেলে আমি খাল হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খাজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেজ্বার কাছ থেকে দশ পা দরেই সেগেই ইভানোভিচ কথাগ্রলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেজ্বা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

- বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।
- 🕶 যুবাপ্র্যুষ (ফরাসি)।

'এখানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিষ্টি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেৎকা।

সেগেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেৎকা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর তাতে যে খুনি তা বোঝা যাচ্ছিল সর্বাকছ্ম থেকেই।

স্কের, স্মিত ম্থখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা র্মালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু:

'একটাও না' -- বললেন সেগেহি ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঙ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা মিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে ব্যস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' -- ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিয়ে সে বললে। শ্বকনো যে ঘাসের তল থেকে সেটা মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দ্ব'টুকরোয় ভেঙে মাশা যথন তা তুলল, তখনই ভারেৎকা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে, 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাটল নীরবে; ভারেজ্কা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি
কিছ্ব বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে প্রক আর গ্রাসের
উত্তেজনায় ব্রক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দ্রে চলে গিয়েছিলেন
যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিস্তু তখনও তিনি কিছ্ব
বলতে শ্রুব্ করেন নি। ভারেজ্কার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত;
তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে,
ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিস্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন
একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেজ্কা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছাই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙ্কের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সেগেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না।
ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর।
নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে
চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, কিছুক্ষণ চুপ করে
থেকে মন্তব্য করলেন ভারেজ্কার প্রথম নর, শেষ কথাটার ওপর।

'আমি শ্বে শ্নেছি যে শাদা ছত্তাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগ্রেলা আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দ্রের চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তথন একলা। ভারেঞ্চার ব্রক এমন ঢিপাটপ করছিল যে তার শব্দ পর্যস্ত শ্রনতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেওকা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মান্বের দ্বা হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল স্থের চ্ড়ান্ত। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দ্বায়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সেগেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারে৽কার সর্বাকছ্ত্রতে, ভার দৃণ্টি, গণ্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সেগেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারে৽কার জন্য কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অন্ভব করছিলেন যে এখন ওকে কিছ্ না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তেব সপক্ষে য্তিগ্রিল তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও প্রনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাম্লোর বদলে হঠাৎ কা একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?' উত্তর দিতে গিয়ে ভারেৎকার ঠোঁট থরথর করছিল: 'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগনলো বলা মাত্রই দন্তানেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দন্তানের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শান্ত হয়ে আসতে থাকল। 'বার্চ ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দন্তিন না কামানো কালো দাভি' — একেবারে সন্ত্রির হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারে কা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের পড়ি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারে কার কন্ট হচ্ছিল, লম্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ করছিল সে। বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগনলো আবার বিচার করে সেগেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভূল সিদ্ধান্ত করোছলেন। মৌর'র স্মাতির প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়ের। যখন ছুটে এল তাঁদের দিকে, দ্বীকে আগ।লয়ে লোভন বলতে কি সফোধেই চোচয়ে উঠলেন, 'আন্তে, আন্তে বাচারা!'

ছেলেমেরেদের পর বন থেকে বের্লেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারে কা। ভারে কাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দ্ব জনের শান্ত আর কিছ্বটা লাভ্জত মুখভাব দেখে কিটি ব্রুল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাড় ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুনাশ হতেন।

'लागल ना भारन?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছুংয়ে সে বললে, 'পাদুর্বীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লোভন শুধালেন, 'কার লাগল না?'

'দ্ব'জনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'

'এই, চাধারা আসছে।'

'না, ওরা দেখতে পায় নি।'

n e n

ছেলেমেয়েরা যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবাতা কই।ছলেন যেন কিছুই হয় নি, যাদও সবাই, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচ আর ভারে৽কা ভালো করে ব্রুছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খুবই গুরুত্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দ্বজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরীক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নতুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছুব্ একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপক্ষিতরাও সবাই সজীব কথাবাতা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লোভন আর কিটি নিজেদের বোধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর সন্থী। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে সন্থী, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভংগসনার ইঙ্গিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লম্জা হচ্ছে তাঁদের।

'এই আমি বলে রাথছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে শুেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা করছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিণ্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জ্ঞানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হাাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায়? ব্যড়িয়েই গেছি।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন প্রিন্সেম।

কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। 'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন…'

হঠাং গলা কে'পে উঠল প্রোঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মৃথ চাওয়াচাওয় করলেন। সে চাউনি বর্লাছল, 'কিছু একটা দৃঃখ মা সর্বদাই খাজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগাক, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অনুভব কর্ন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাস। শ্না হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কণ্ট।

রহস্যময় ও গ্রুর্তর একটা ভাব করে এসেছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।' 'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডব্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীজে পরেনো পড়াগ্রলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অস্তুত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগলোর প্রনরাবৃত্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শুনে এবং মস্কোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেণ্টা করেও দঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপঞ্জক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না. আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠ্যপম্ভেক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভূলে যেতেন পড়াবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডল্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপত্ন্তকে যেমন। তবে স্থিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লোভন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারে কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের স্থী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপন্ণা ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে'--এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা ম্রেগি পাওয়া যায় নি। তাছলে নিজেদেরগ্লোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রথব' — দ্ব'জনে চলে গেলেন ওঁরা। 'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিলেসস। 'শহুধু মিষ্টি নয় মা, এত অপূর্বে হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেণ্টাকে নিয়ে আলোচনাটা চল্ক, স্পণ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এড ভিন্ন দ্বটি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মন্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ বেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কন্তিয়া, প্রাণবন্ত, ক্ষিপ্র, স্বকিছ্বতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অর্মান আড়ণ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হাাঁ, ও বড়ো লঘ্নচিত্ত' — সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-আবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোর, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সবকিছ্বতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁংঘোঁং শব্দ আর ন্ডির ওপর চাকার ঘর্ষার।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চে'চালেন, 'এ শ্রিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভর নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছ্র্টলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus'* — ছায়াবীথিতে লাফাতে লাফাতে চোচতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চে'চিয়ে বললেন, 'আরে, আরো একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সি'ড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সি'ড়ি দিয়ে।'

* সে, সে (ऋौ), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (লাতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, স্কুদর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপ্রুয়কে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাংস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সব্রগ-মস্ক্রের দীপ্তিমান যুবক, 'চমংকার ছোকরা আর শিকারের প্রচন্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিল্সের বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দ্রমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গে, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পরেন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তুলে নিলেন গাড়িতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হে'টে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিম্স, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবাস্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কিটির আবির্ভাবে ঘটায় খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবাস্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চণ্ডল জটলা শ্রু হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি কিটির হস্তচুস্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে, নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার দ্বার cousins*, প্রেনো পরিচিত' — বলে ভাসেনক। ভেস্লোভদ্কি ফের সজোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লোভনকে জিগ্যেস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমন্থী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তারে জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডাল্লনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্বাকৈ বললেন তিনি,

[•] সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুম্ খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিফ মেজাজে, কিস্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালে। লাগছিল না।

স্থান প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'এই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুম্ খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্মাদ কিসের? জঘন্য!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিল্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি, সেটা তালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সেগেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্লোন্স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেজ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche*-এর ভাব করে সে মহাশর্মাটর সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ো করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা প্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশরটি ফুর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢুকলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল দ্বামীর কিছ্ব একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খাজছিল কিটি,কিন্তু সেরেন্ডায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

माध्य (क्यामि)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জর্বার বোধ হয় নি বহ্বদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

11911

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লোভন। সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামশ করছিলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্থিভা তা খাবে না... কস্তিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছনু পিছনু গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মামভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-র্মে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালনু রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হাাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'বেশ, খ্রাশ হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সোঁজন্য নিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানার না। 'বড়ো শ্লাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তমি ক্লান্ত হও নি ক্রিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেডাতে যাই।'

'সতিটে ঘ্যাব না! চমংকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেন্স্লোভিস্ক।

* ব্যতিব্যস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘ্রাময়ে অনাদেরও ঘ্রমাতে না দিতে পারো' — ডাল্ল বললেন সামানা লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উ'কি দেয়। 'আর আমার মতে ঘ্রমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছ্ব বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো. ভেম্লোভন্দিক গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সত্তর ভার্স্ট দ্রে। আমিও অবিশিয়-অবিশ্যি যাব। ভেম্লোভন্দিক, আয় এখানে!'

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেম্লোর্ভাস্ক বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বল্বন-না। আপনি গিয়েছিলেন আপ্রার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেকুসান্দ্রভনা জিগোস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বঙ্গে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেণ্কার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেভে লক্ষ করছিলেন যে স্ত্রেপান আর্কাদিচ, ডল্লি, কিটি আর ভেম্লোভিম্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহসাময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহসাময় নয়, প্রাণবস্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর স্কুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্কুনির মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

দ্রন্দিক আর আহাা সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অথিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের ব্যড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা কববে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মন্কোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দ্ব'জনে একসঙ্গে গেলে। তৃই করে যাবি ?' ভাসেনকাকে ভিগোস করলেন স্থেপান আর্ক'দিচ।

'আমি ওদের ওখানে থাকব জ্বলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' দ্বীকে শ্বধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডব্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কণ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপর্প নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আপনি আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগোস করলেন ভেন্সেলাভঙ্গিক, 'অতি মনোহর। নারী।'

'হাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লে।ভিস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা সমরণ করে তাঁর অন্তুত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনক। ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হাাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিজের কাছেই বিছাছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ৬িল্ল স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশ্ব যেও' - বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। ত্মি র্যাদ যাও তাতে কিছ্ম এসে যায় না আমার, কিন্তু স্মুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খ্বৰ একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লেভিনের কী কণ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দ্রমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধ্বর দ্যিতীপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

সে দৃষ্টি নজরে পড়েছিল লেভিনের। ফ্যাকাশে হয়ে গেল জাঁর মৃথ,

ম্হতের জন্য দম আটকে এল তাঁর। 'আমার স্ত্রীর দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চলনে যাই' — চেয়ারে বসে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্মী এবং তার প্রণমীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের স্থেস্বাচ্ছন্দা ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বে তিনি সৌজনা ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দ্দ্ক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সোভাগ্যক্রমে প্রোঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কন্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কন্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তুতুস্বনের চেন্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল রুঢ়তায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি থেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোথে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদ্যুটের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘ্মোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় কয়েও গ্লাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধ্র ও কাব্যিক মেজাজে পে'ছে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিন্ডেন গাছের পেছনে উদীগমান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপ্রে'! ভেস্লোভস্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমংকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দ্'জনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমংকার রোম্যান্স নিয়ে এসেছে ও, দ্টি নত্ন। ভারভারা আন্দেয়েভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেন্সোভস্কির সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ অনেকখন বেড়ান তর্বীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোম্যান্স।

স্থার শয়নকক্ষে কেদারায় বসে মূখ গোঁজ করে সে গান শ্নছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগাঁরের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীর, ভীর, হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভস্কিকে তোমার খারাপ লেগেছে ব্রিঝ?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সর্বাকছ, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে প্র্কৃটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে ব্বক চাপলেন, যেন নিজেকে সংযত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনিক নিষ্টুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কে'পে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় ব্রঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দ্ভিতৈ চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃষ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেম্লোভিস্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মৃহ্তিটায় কিছু একটা হয়েছিল, কিস্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্ত্রণা আরো বাডিয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেণ্চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত…'

'আরে, না কন্তিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যথন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?' লোভনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষার হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন লোভনের প্রশান্তির জন্য, যে কণ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মাক্ত করার জন্য শাধ্য এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সবকিছাই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রকৃত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা ব্রেঝ দ্যাখো'— হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সতাই কিছ্ সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, স্তরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তৃমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কন্তিয়া' — কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অন্তরে অন্তরে খুমিই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিশ্ব, আমরা যখন স্খী, বিশেষ রকমের স্খী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দায়। কিন্তু আমার স্খ, তোমার স্খ কিসের জন্যে?..'

'আমি ব্যুতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শ্রুর করল কিটি। 'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'ত। ঠিক, তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাং।

'কাতিয়া, তোমায় কণ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করে। লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কণ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কণ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কণ্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের সুখ পণ্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুন্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হাাঁ, সত্যি, কাল আমরা যাছি।'

n v n

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগুলো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্কা ব্রেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি। তাঁর প্রকাণ্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যন্ত, পরনে সবুজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্ডুজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে मानात्ना ऐिल, भिकीन ছाড়ा नजुन এकটা বিলাতি वन्म्बक। नामका नाकिस्य গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগোস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাডা করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্তেপান আর্কাদিচের ফটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দ্বক হাতে চুরুট মুখে প্রয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চাঁচাতে লাগলেন, 'নাম ক্রাক, নাম !' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেড্য পেণ্টালনে, পারে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দ্রকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্ত্জের বেল্ট নতন না হলেও বেশ মজবৃত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা। দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জনলজনলে, সম্প্রী, অভিজাত হল্টপ্লট ম্তিটা দেখে তিনি এখন সেটা ব্রালেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রক্মের বেশ ধারণ করবেন।

'কিন্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিন। 'তর্ণী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিণী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্থার কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খিনুস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধারা দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দ্ব'দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশাই অস্তত দ্বটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দ্ব'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কণ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লোভনের সজীব ম্র্তি, শিকারীর হাই-ব্রট আর শাদা রাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিণ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দ্বর্বে।ধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লোভনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দ্বঃখটুকু ভূলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগ্রলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেডে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বসেছিলেন গাড়িতে, সেখান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছ্বতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল। 'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?' 'আরও একটা পাক দিতে আব্দ্রা কর্ন। মাত্র তিনটে ধাপ জ্বড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নিঝ'ঞ্চাট হবে।'

'আমার কথা শ্নেলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বলেছিলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সি'ড়ির ধাপগনলো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি থেমন বলেছিলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছ্বতোর সি'ড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নন্ট করে ফেলে এবং তা বথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢাল্ব হয়ে গেছে। এখন সে ওই সি'ড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে।

'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছনতোর, 'একেবারে ফ্রেমে চুকে যাবে। মানে শ্রন্ করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দ্র-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পে'ছিবে?'

'মানে নিচু থেকে শ্বর্ করলে পেণছে যাবে' — একগংরের মতো নিশ্চিত কপ্টে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফু'ড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আজে দেখুন কেনে — নিচু থেকে যে শ্রে হচ্ছে। এক ধাপ, দ্'ধাপ করে বাস — পে'ছে যাবে।'

বন্দকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধ্বলোর মধ্যে লেভিন সি'ড়ি এ'কে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছ্বতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হাাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিংকার করে বললেন লোভন, 'চালাও! কুকুরগ্নলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লেভিন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছু নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনাস্ক জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, টাকের তুলনায় কেমন কীতি দেখাবে লাস্কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গর্নল করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লম্জা পেতে না হয়, অব্লোন্স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্ডাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্লোন্ স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শৃথ্য ভাসেনকা ভেল্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনগল। এখন তাঁর কথা শৃথনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমান্য, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাব্রিগরির হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নথ, টুপিটা এবং উপযোগী আরো অনেককিছ্ম আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গ্রুত্বপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু স্বেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমান্যি আর সৌজন্যের জন্য। তাঁর চমংকার সহবত, ইংরাজিও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন স্ত্রেপ অঞ্চলের ঘোডাটাকে। কেবলি তারিফ করছিলেন তার।

'কী চমংকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, আঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ার চেপে তিনি যে ছন্টছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উন্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিন্টি হাসি, সন্ত্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খুবই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লোভনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্থালনের জন্য তাঁর মধ্যে স্বকিছন্ ভালো দেখতে চাইচ্ছেন বলে, স্নে যাই হোক, লোভনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভাস্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভিস্কর হঠাৎ টনক নড়ল যে চুর্টের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগনলো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সন্তর রুব্ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমংকার হবে, এগা?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আর্পনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অন্তত ছয় প্রদ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

u & u

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? ব্রিঝয়ে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্ভজ্দেভোতে। গ্ভজ্দেভোর এদিকটায় বড়ো ন্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপ্র্ব ন্নাইপ ঝিল, বড়ো ন্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেণছব (বিশ ভাশ্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছ্ম শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছ্ব পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দ্বটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছ্ম মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদ্বটোয় যাবার, কিন্তু বাড়িথেকে তা বেশি দ্বের নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছ্ব মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চল্মন যাই! কী চমংকার!' অন্রোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গিক, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পারলেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদ্বটো পাল্ল।পাল্লি করে ছন্টল জলার দিকে।

'ক্রাক! লাস্কা!..' কুকুরদুটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘে'ষাঘে'ষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লোভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছ, ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দ্বলে দ্বলে উড়ে কর্ণ কালা জ্বড়েছে।

'উ'হ্ ! চল্বন লেভিন, চল্বন একসঙ্গে !' ডাকলেন ভেস্লোভিস্ক। 'সত্যিই ঘে'ষাঘে'ষি ! লাস্কা ফের, লাস্কা ! দ্বটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে ?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছ্ই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নন্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দ্রক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'কী চমংকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিন্তু জলায় শিগ্যিরই পে'ছিব কি?'

হঠাং হে চকা মেরে ছ্টতে গেল ঘোড়াগ্লো, কার যেন বন্দ্বকের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গ্লিল ছোড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেস্লোভিস্ক তাঁর বন্দ্বক লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে যায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্পসনায় মাথা দ্বলিয়ে মদ্ব হাসলেন ভেস্লোভিস্কর দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরস্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত্ব যেকোনো রকম তিরস্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে; দ্বিতীয়ত, ভেস্লোভিস্ক প্রথমটা

এত সরল রকমে ম্বড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আংকানিতে এমন ভালোমান্বী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দ্বিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভিস্কি ফের অন্বরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সর্ব বলে লেভিন ফের অতিথিবংসল গৃহস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেণছতেই ক্রাক সোঞা ছুটল ঘেসো চাপড়াগ্রলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছুটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভন্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেণছতে না পেণছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো শ্লাইপ। ভেস্লোভন্কির গ্রাল ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভন্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খ্রুজে বার করে দাঁডিয়ে পডল, ভেস্লোভন্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাড়ির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্যা কুরে কুরে থেতে শ্বর্ করেছিল লেভিনকে। ভেশ্লোভিশ্কর হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে কর্ণ স্বরে কে'উ কে'উ করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছ্বটে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভারযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি।

'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছ**্ব পেছ**্ব।

চেনা চাপড়াগনুলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অল্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গ্রুব্বের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শন্ধ্ মূহ্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগনুলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে'পে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্থিভা!' লেভিন চিংকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি ব্ক তাঁর কী প্রচণ্ড চিপচিপ করছে, হঠাং যেন তাঁর উর্ত্তোজত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খ্লে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দ্রেছের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিছে তাঁকে। স্লেপান আর্কাদিচের পদধর্নন শ্বনতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দ্বে ঘোড়ার খ্র ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শ্বনতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা ন্নাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দ্বে জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খ'জে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে। 'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্লাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দন্ক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভিন্দির গলা, অন্তুত রকম চিংকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাথিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্তেও গালি করলেন।

গর্নল যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেচ্লোভঙ্গ্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগ্মলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শ্বকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খ্বলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগনুলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া থোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভঙ্গিক কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দন্তানের কার্রই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শ্রুকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগনুলোকে খ্লে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভঙ্গিক গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন ব্রিঝ, লেভিন নিজেকে এই বলে ভংসনা করলেন যে গতকালকার অন্ভূতির প্রভাবে ভেস্লোভঙ্গিক সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিভ্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেণ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'** — ফের খ্লি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুরুট্শাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনকা। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘ্টেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শ্ধ্ আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এয়৾ ? উ'হ্, আমি অটোমেডন। দেখ্ন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উ'হ্, আমায় পাপ স্থালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমংকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগন্লোকে উনি কণ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পার্টাকলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগন্লো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শন্নতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেণছলেন গ্ভজ্বদেভো জলায়।

n son

ভাসেনকা ঘোড়াগ্নলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তখনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তাণি এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লোভন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পন্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লোভন তাঁর মুখে দেখলেন দুফিস্তার ছাপ, শিকার শুরুর আগে সত্যিকার

- * ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)[†]
- 🕶 এই কুরুটশাবক ধাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধ্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমংকার, তা দেখতে পাচ্ছি, বাজপাখিও আছে'— হোগলাগ্রলোর ওপর ভাসমান দ্বটো বড়ো বড়ো পাখি দেখিরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হাাঁ, ওই দেখন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাংসেশ্ডে মাঠে কালোয় সব্জে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শুরু হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সব্জ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগ্রুলোর মধ্যে বড়ো শ্লাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যস্ত। আর ঐ দেখন, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরোটা শ্লাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কা-দিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দ্ব'জনে যান, আমি বাঁরে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমংকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলনুন যাই, চলনুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দ্টো কুকুরই শাকতে শাকতে ছাটল একটা জারগার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনিদিশ্ট অন্সন্ধান লোভিনের জানা: জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেম্লোভস্কি, আমার পাশে পাশে আস্ক্রন, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ণ্ট গ্লার, কলপেনস্কি জলায় সেই আচমকা গ্রালটার পর তাঁর বন্দ্বকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটার অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন। না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'
কিন্তু আপনা থেকেই লোভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার
সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দ্'জন দ্'জনকে গ্লিল করে ব'সো না যেন।'
একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তু ধরে কাছিয়ে আসছিল
কুকুরদ্বটো; স্লাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা
থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্লাইপের ডাক,
বন্দ্বক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গন্ম, গন্ম!' শোনা গেল এফেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উচ্চতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গন্নি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুর্ং করে বের্ল একটা, দ্টো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা দ্বাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শ্বর্ করার ম্বৃত্তেই তাকে ঘারেল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহ্বড়ো না করে অব্লোন্স্কি তাক করলেন, গ্বলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ডানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লোভন তেমন সোভাগ্যবান হন নি: প্রথম শ্লাইপটাকে তিনি গর্বলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গ্রেলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শ্রুর্ করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীয়বার।

বন্দর্কে যখন ফের গর্বলি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেস্লোভন্দিকর গর্বলি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওযায় জলের ওপর তিনি ছররা গর্বলি চালালেন দ্'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদর্টো জোগাড় করে জবলজবলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খ্রিড়য়ে খ্রিড়য়ে বন্দ্রক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেন্সোভিন্ক গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গ্রালিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দ্রক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্লাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগ্মলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান প্রষিয়ে নিতে পারতেন: কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হে'ট হল ভেস্লোভাস্কর কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গুর্নল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ করছিলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহ, ড়ো করছিলেন, ধৈর্য ধরতে পার্রাছলেন না, ক্রমেই উর্ত্তোজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পেণছলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্কা যেন সেটা ব্রুঝেছে। পাখি খ্রুজতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবৃদ্ধি অথবা ভংসনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকান্ড, প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্লাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেম্লোভম্কি, অন্যটা পড়েছে দু'জনেরই গুর্নিতে। তবে জলার অন্যাদিকে শোনা যাচ্চিল স্তেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুর্লির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুর্লির পরেই কানে আসছিল: 'ক্রাক, ক্রাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল স্নাইপগ্নলো। মাটিতে তাদের ফুর্হু করে বের্বার শব্দ আর আকাশে ক্রেডকার ডাক থামছিল না. শোনা যাচ্ছিল তা চার্রিদক থেকে। যে স্নাইপগ্নলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দুটো বাজপাথির বদলে এখন কয়েক ডজন চিচি করে উড়ছিল জনার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভিস্ক পেশছলেন সেই জারগাটার যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হযে গিরেছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাাদচকে কথা দিয়োছলেন যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দ্ব'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেয়েরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোন্দর্রে ঝকমকে একটা সব্জ বোতল তুলে চাাঁচালে রস্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'* জিগোস করলেন ভেলোভাস্ক।

'ভোদকা থেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা করছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রল্বের হয়ে ভেস্লোভিস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিস্তু আমাদের নেমন্তম্ন করছে কেন?'

'এর্মান, ফুর্তি করতে। সাত্যি, যান ওদের কাছে। মজ্য পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'**

খান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খ'বজে পাবেন!' লেভিন বললেন চে'চিয়ে আর খ্মি হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভিন্দ কু'জো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হোচট খেতে খেতে বন্দ্মক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চামীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চার্যা, ভর কি! পিঠে থেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কণ্ট করে, মৃহ্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তৎক্ষণাং, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

[🕶] কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

চলন্ন যাই কোত্রলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা মাইপ; লেভিন গ্রনি করে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গ্রনি করলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গ্রনি ফসকে গেল। আর যেটাকে মারা গিয়েছিল, খ্রুজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্কাকে যখন খ্রুজতে ডাকলেন, সে ভান করল যেন খ্রুজছে, কিন্তু খ্রুজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেস্লোভস্কিকে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও দ্বাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গালি তাঁর ফসকাল।

স্থের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এ'টে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের ব্টটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্পচ্ করে উঠছে; বার্দের থিতানিতে নােংরা ম্খ বেয়ে গড়াছে বিন্দ্ বিদ্দ্ ঘাম; ম্খটা তেতাে, নাকে বার্দ আর মরচের গন্ধ; কানে স্লাইপের ক্ষান্তিহীন ফুর্ং শন্দ; বন্দ্বকের নল এত গরম যে ছােঁয়া যায় না: ব্কের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হে'াচট খাছে কান্ত পা, জড়িয়ে যাছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গ্লি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লন্জাকর একটা বার্থতার পর টুপি আর বন্দ্কে তিনি ছাুড়ে ফেললেন মাটিতে।

'না, আত্মন্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দ্রক তুলে নিয়ে তিনি লাস্কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শ্রকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জরতো খ্লালেন, বাঁয়ের বর্ট থেকে জল ঢেলে ফেলালেন, তারপর গোলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট প্রের, বন্দ্রকের আতপ্ত নলদ্রিটকে ঠান্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধ্রেলন। তাজা হয়ে তিনি ফের গোলেন সেই জায়গাটায় যেখানে য়াইপটা এসে বসেছে, দ্ট সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন সূম্প্রির থাকবেন, কিন্তু দাঁডাল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙ্লে তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালভার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

শ্রেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে।
আ্যালভারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার
দুর্গন্ধ-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শুকল লাস্কাকে।
লাকের পরে অ্যালভার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের
দর্শনিধারী ম্তি। রক্তিম মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায়
আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুর্তিতে হেঙ্গে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শ্বধালেন। কিন্তু শ্বধাবার কিছ্ব ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোদ্দিটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমংকার জলা! তোমার নিশ্চয় অস্ববিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দ্বজন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জনা বললেন স্লেপান আর্কাদিচ।

11 55 11

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বাদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেছিলেন, দেখা গেল ভেস্লোভিস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেণি ধরে ছিলেন তিনি, আর গ্হকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খ্লছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!* ভেবে দেখন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপূর্ব! Délicieux!**

- চমংকার লোক (ফরাসি)।
- ** স্ক্রাদ্ (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছ্বতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পরসা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজ। ব্রট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের ব্টের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বার্দের গন্ধ, এবং ছুর্নি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছল হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়্দেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেখানে বাব্দের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গ্লি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল খেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের স্বাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধ্রতা, বিচালির স্বগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শ্বধ্ খ্লে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদ্টো) অপ্র্তা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের স্দাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্রর্বুক্ত ভাসেনকার উচ্ছনাস উপলক্ষে অব্লোন্স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপর্প কাহিনী। গত বছর গ্রীছেম সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্বেপান আর্কাদিচ বললেন ত্ভের গ্রেকারিয়ায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁব, আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি ব্বিঝ না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লোভন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না ব্বিঝ না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খ্বই উপাদেয় তা ব্বিঝ, কিন্তু ঠিক, এই বিলাসটাই কি তোমার বিছাছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার সময় লোকের ঘ্ণার পাত্র হলেও সে ঘ্ণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধ্ উপায়ে অজিত টাকায় আগেকার সে ঘৃণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্স্কি এটা করছেন bonhomie,* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্স্কিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথায় অব্লোন্ স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধ্য বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খার্টুনি? একটা পার্রামট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খার্টুনি হল?'

'অবশ্যই খার্টুন। এই অর্থে খার্টুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খাটুনি তো চাষী-মজ্বর বা ব্রন্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমানুপাতিক নয় তা কামানো অসাধ্ব।'

'কিন্তু সমান ুপাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধ্ পদথায়, কলে-কৌশলে' — সাধ্ আর অসাধ্র মধ্যে যে স্পন্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অন্ভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাণ্ডেকর মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি: 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপল্ল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শা্ধ্ এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!** ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা, দিয়েছে রেলপথ, ব্যাংক: এও না খেটে ম্নাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খ্বই ঠিক এবং ব্দিন্ধস্ত... থাম, ক্রাক!' চেচালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

^{*} ভালে। মনে (ফরাসি)।

^{**} রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পণ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধ্ আর অসাধ্ শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাব্ কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধ্?'

'জানি না।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খাটুনির জন্যে তুমি যে পাছ ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের স্বাধীন চাষী যতই খাটুক পণ্ডাশ র্ব্লের বেশি পাছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধ্ যেমন আমি পাই আমার নিন্নতন বড়োবাব্র চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিস্তির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বির্পতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ধা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেম্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছ্ম একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অন্ভব করি, কিস্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি বললেন, স্পণ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দ্বই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রতা গড়ে উঠেছিল: দ্বু'জন দ্বই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শ্বর্ হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রতা প্রকাশ পেল কথাবার্তার একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিছে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

র্ণদয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু দেব কেমন করে? ওরু সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?'

'তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই…'

'মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অন্তব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।' 'না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না...'

'আমি সেই কাজই করছি, শ্বধ্ব নেতিবাচক দিক থেকে, শ্বধ্ব দ্ব'জনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা আমি করব না।'

'না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।'

'হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে' — সমর্থন করলেন ভেম্লোভিম্ক; 'আরে, কর্তা যে!' দরজা ক্যাঁচকে'চিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, 'কী, এখনো ঘুমাছ্ছ না?'

'কোথায় ঘ্ম! ভাবলাম আমাদের বাব্রা ঘ্মিয়ে পড়েছে, শ্নি কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?' সাবধানে থালি পা ফেলে জিগোস করলে সে।

'আর তুমি ঘুমাবে কোথায়?'

'রাতের ডিউটিতে।'

'আহ্, কী রাত!' খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভস্কি, 'আরে শুনুন, শুনুন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?'

'গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।'

'চলনুন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘ্রম তো হবে না। অব্লোন্স্কি, চলনুন, বেডানো যাক!'

'শ্ব্রে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে' — দেহ টান করে বললেন অব্লোন্সিক, 'শ্বুরে থাকাটা চমৎকার।'

'তাহলে আমি একাই যাব' — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্ট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভঙ্গিক, 'আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছ্ন থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভূলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভফ্সিক চলে গেলে এবং চাষী দ্রজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্লোন্ফিক।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অন্ভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দ্ব'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাকো বলেছেন যে কুয়্ভিতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দ্বটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যাযা, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো; নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খ্বই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ স্ববিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পণ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভার্বছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশন করলেন, 'ন্যায় হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছুতেই ঘুমাব না। ভাসেনকা কিছু একটা জমিয়েছে ওখানে। শুনছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকাবে টুপি খ্জতে খ্জতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিস্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেরে উঠে দাঁড়িরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী করে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথার দাঁড় করিয়েছ? দ_্শিদনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে কী গ্রেক্প্রে হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শ্নেছি।
এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো
তাতে চলবে না। প্রেষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের প্রেষলী
আগ্রহ। প্রেষকে হতে হবে পোর্বময়' — অব্লোন্স্কি বললেন দরজা
খ্লো।

'তার মানে? গাঁরে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যোস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.* এতে আমার স্থান কিছ্ খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গ্রুটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছ্ না হয়। কিস্তৃ নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শাভ্চকেশ্ঠে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messicurs, venez vite!'** শোনা গেল ভেম্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!*** আমি আবিষ্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেঠেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাস্কারী' — এমন প্রাকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাস্কারীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তৃষ্ট।

ঘ্নের ভান করলেন লেভিন আর ব্ট পরে চুর্ট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্লোন্স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘ্ম এল না লেভিনের। শ্নতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিব্চ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গ্হকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে; পরে শ্নলেন চালাঘরের অন্যাদকে সৈনিক তার ভাগনে, গ্হস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শ্চেছ; সর্ গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগ্লোর কথা, সেগ্লোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

এতে পরিণামের কিছু নেই (ফবাসি)।

তাড়াতাড়ি আস্বন মশাইরা! (ফরাসি।)

^{***} মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগ্বলো, ঘ্রম-ঘ্রম ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গ্রিল চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্কা, ঘ্রমা, ঘ্রমা, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারিদিক; শোনা যাচ্ছিল শ্বে ঘোড়ার হেষাধর্নি, স্লাইপের কর্ক'শ ডাক। 'সাতাই কি শ্বে নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। ন্নাইপ অঢ়েল, বড়ো ন্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি প্রেষ নই, মাগা বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘ্রমের মধ্যে তিনি শ্নলেন ভেম্লোভঙ্গ্নি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছ্বাড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেম্লোভঙ্গ্নি প্রনর্ত্ত্বেখ করলেন নিশ্চর চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জ্যোড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘ্রমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘ্রিময়ে পড়লেন।

115611

ভোরে খ্রম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেণ্টা করলেন লেভিন। উপ্র্ড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘ্রমাচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘ্রমের মধ্যেই অব্লোন্স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘ্রমাচ্ছিল লাস্কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদ্রটোর আড্মোড়া ভাঙল। হাই-ব্ট পরে, বন্দ্রক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকে চনরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘ্রোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুখু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধ্সর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা ?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যাস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভু'ই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভূ'ইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগ্নলো কাল সাঁঝে ঘোড়া খেদিয়েছে ওখানে।'

ফুর্তিতে লাস্কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘ্ব পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছ্ব পেছ্ব। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পেণছবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জবলজবল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছুক্ষণ আগেও শ্বকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খ্রন্ধতে হচ্ছে; দুরের ক্ষেতে যে ছোপগ্নলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগর্বল। উ'চু উ'চু স্বগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। সূর্যির আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর রাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যন্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ দ্রন্ধতায় সামান্যতম ধর্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলির শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জनात मिर्क मिनिया याट्यः। अथोा जल शिष्ट जनायः। जनागे राज्ञा সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দলেছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর মরদেরা রাতে ঘোড়াগ্বলোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘ্রাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদ্রে চরছে ছাঁদনদাড় বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝানয়ে চলছে বাঁড়। লাস্কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘ্রমন্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেশছে লেভিন তাঁর কাতুজি পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছরের একটা প্রবৃষ্টু ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁংঘাঁং করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগ্রলোও। ছাঁদনদাড় বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ভুবে যাওয়া খ্র টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগ্রলোর দিকে সবিদ্রপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশন দ্িটতে। লেভিন তার গায়ে হাত ব্লিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শ্রুর করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্কা ছ্রটল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্কা তক্ষ্মি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছডিয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ. ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খবেই তীর, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা ন্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গতি সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্কা প্রাক্প্রত্যেষ যে বাতাস বইছিল পরে থেকে তার ডান দিকে ছুটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দ্বলিক চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষ্মনি টের পেল যে শুধ্ গন্ধ नয় পাখিগ লোই রয়েছে তার কাছেই এবং শ ধ একটা নয়, অনেক। লাস কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগলো এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পার্রছিল না সে। জারগাটা খ'ুজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শুরু করা মাত্র শ্বনল প্রভুর ডাক। 'লাস্কা! এইথানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাস, দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্কা: যা শ্রে করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা খেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন প্রনরাব্তি করলেন তাঁর হুকুমের। তাঁর কথা শুনল লাস্কা, প্রভুকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন থ'জছে, ডিপিগনুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস্কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উচ্চ উচ্চ ডিপিগ্বলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু স্থিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে স্বাকিছ, পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তীর আর স্ক্রনিদিশ্টি রূপে অভিভূত করছিল তাকে, আর হঠাং তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই. পাঁচ পা দরের তার সামনের ডিপিটার পেছনে. থেমে গেল সে. আড়ণ্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পার্রাছল যে বসে আছে সে পাঁচ পার বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিত্রিপ্ততে দাঁড়িয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মুখ সামানা হাঁ করা, কান খাড়া। দোড়ের দর্ম একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্কা, কিন্তু भावधात्न এवः आद्या भावधात्न, भाषा ना घर्रावरः वतः भर्धः काथ फिरा তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভাস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হেটেট খেতে থেতে এবং লাস্কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে আসলে কিন্ত তিনি দৌডাচ্ছিলেন।

লাস্কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শ্রেয় পড়ে, পেছনের বড়ো থাবায় মাটি আঁচড়ায় আর মৃথ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে বড়ো লাইপের ধান্ধায় আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটায়, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছ্রুটে গেলেন সাস্কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উচ্চু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দ্রটো ডিপির মাঝখানে একটায় তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা লাইপ। মাথা ঘ্রিয়ের ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গ্রিয়ের বিদঘ্টে চঙে পিছিয়ে ল্রকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্কাকে ঠেলা দিয়ে চেচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন 'নে লাসোচ্কা. নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গোল সামনের ডিপিদ্টোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না ব্বে শ্ব্ধ দেখছিল আর শ্নছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দ্রে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যস্চক পক্ষধর্নি তুলে উড়ল একটা পাথি। আর গ্রনির পরেই শাদা ব্রকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাথিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘ্রলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দ্র চলে গেছে সে, তাহলেও গ্রেলিটা লাগল। আরো কিছ্টো উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘ্রপাক থেয়ে সশব্দে সে পড়ল শ্রুকনো ডাঙ্গায়।

'হাাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' --- মাংসল শ্লাইপ দ্বটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দ্বকে গর্বলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্চিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে মাড়েম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো: একটা তারাও দেখা যাচ্চিল না আর। শিশিরে নাবালগ্রেলা আগে ছিল রুপোলি, এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগ্রেলা এখন আদ্দারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সব্রুক্ত। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লদ্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গ্রেলায় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাথি খড়ের গাদিতে বসে এপাশেওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসম্ম দ্ভিতৈ চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়াছল দাঁড়কাকগ্রেলা। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্রপদ একটি বালক ঘোড়াগ্রেলাকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গ্রেলির ধোঁয়া দ্বেধর মতো ধনধব করছিল সব্রুক্ত ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছন দ্বের পেছন পেছন যেতে যেতে চে'চাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোথের সামনে পর পর আরো তিনটে স্নাইপ মারতে পেরে দ্বিগ্নণ থানিশ লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মাথে।

11 50 11

প্রথম পশ্ব কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সতিয়।

বেলা নয়টার পর ক্লান্ত, ক্ষ্মার্যতর্গ, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভাস্ট পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবদ্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘ্ম ভেঙেছে অনেকখন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাত্রাশ সেরেছেন তাঁর।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগনুলোর যে রূপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শনুকিয়ে ওঠা মাইপগনুলোকে দ্বিতীয় বার গনেতে গনেতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুদি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি. হাসিখাদি। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিশু থাকতে পারে। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গ্রেম্পর্শ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি প্ররোপ্নরি স্কুত্ত: তোমার আসা পর্যস্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখাদি, তুমি বাপন্ তাড়াহনুড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মস্ত শিকার আর দ্বার চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপলে যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পাটকিলে ঘোড়াটাকে গতকাল স্পন্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছ্ ম্বড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছ্বিটরেছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভাষ্ট পথ, কম নয়ত।'

দিতীয় যে ঘটনাটা তাঁর প্রথম দিককার খোশ মেজাজকে মাটি করে দিয়েছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খ্ব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছ্ই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার খেকে ক্লান্ত ও ক্ষ্মার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগ্লোর ছবি এত জবলজবলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-ম্থে তার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্কা পায় ম্গ্রার, ফিলিপকে তক্ষ্মিন খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শ্ব্দ্ পিঠে নয়, ম্রগির ছানাগ্রেলাও অন্তর্ধনি করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেম্লোভস্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভূগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য'…'

'তা কী করা যাবে!' ভেচ্লোভস্কির দিকে বিষণ্ণ বদনে চেয়ে লেভিন বললেন, 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গর্র মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে, 'হাড়গংলো আমি দিয়েছি কুকুরদের।'

লেভিন এত ক্ষুব্ধ হলেন যে সথেদে বললেন:

'অন্তত কিছু রাখলে পাবতেন আমার জন্যে!' কামা পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন, 'যাও, পাখিগ,লোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছর্টি দিতে ভলো না। আমার জন্যে অন্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লঙ্জা হয়, নিজের ক্ষুধার্ত উৎমা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা, ভেম্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাথি মারতে পারেন কয়েকটা, বাড়ি ফিরলেন রাত্রে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিতে। ভেন্লোভঙ্গিক কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা, যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোথে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছু;ড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগ্যেস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্কার দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বির্পতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সোহার্দের্যর একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

11 28 11

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘ্রোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'*— ভেম্পোভস্কি বললেন চে'চিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions** সারলাম' -— শ্বধ্ব অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছ্ম নেই' -- জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘ্রম হয়েছে তো?'

'ঘ্রমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?' 'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লজ্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

- আস্বন (ফরাসি)!
- + श्रकानन (स्त्रामि)।

বাগান দিয়ে হে°টে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রায়ং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেম্লোভস্কি বললেন, 'শিকার হয়েছে চমংকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিভোষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কণ্ট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহেস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। আতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁর।

মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বর্সেছলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের जना किंग्रिक भक्ता नित्य याख्या এवः छाउँ ठिकठाक कवा नित्य कथा পাডলেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসন্ত্রের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার কুচ্ছতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রসবের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙ্বলে গ্রণে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিবাৎ শিশুকে কিভাবে কাঁণা জডিয়ে রাখতে হবে, সে সব কথাব্যর্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেণ্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহসাময় কিসব ফালি, কিসব স্তী গ্রিভুঞ যাতে বিশেষ গারাত্ব দেন ডল্লি, এ সব না দেখার জনা তিনি মাখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। পুরের যে জন্ম হবে বলে লোকে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে (তাঁর দত বিশ্বাস ছেলেই হবে), ভাহলেও বিশ্বাস করতে পার্রাছলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপাল সাতরাং অসম্ভাব্য একটা সাথ, অন্য দিক থেকে এতই রহসাময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আর সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোডজোড তাঁর কাছে মনে হচ্চিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অন্তর্ভূতি ব্ঝছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁব অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘ্টিততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্লাটটা দেখার ভার তিনি দিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিটের ওপর আর এখন কাছে ডাকলেন লেভিনকে।

'আমি কিছুই ব্ঝি না প্রিন্সেস। যা চান, কর্ন' — লেভিন বললেন। 'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ শিশ্ব জন্মাচ্ছে মন্তেকা এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়…'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেবই বসন্তে নাটালি গলিংসিনা মারা গেল খারাপ ধারীবিদ্যার জন্যে।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিধী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শ্নাছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগ্নলো তাঁকে ক্ষ্ম করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

স্কর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝু'কে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না. এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দ্বিটতে, তার হাসিতে অসাধ্ কী একটা থেন ছিল। লেভিন এমনিক কিটির ভঙ্গিতে আর দ্বিটতেও অসাধ্ কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের স্ব্ প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অন্ভব করলেন নিজেকে। ফের স্বাই এবং স্বকিছ্ব হয়ে উঠল তাঁর চক্ষ্মশ্লে।

'যা চান তাই কর্ন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দ্থিপাত করে লোভন বললেন।

'মহারাজের উষণীয় ধারণ বড়ো সহজ নর' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পন্টতই ইক্লিডটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শ্ধ্ননয়, তাঁর অস্থিরভার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডল্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁডিয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের বে অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জনুলিয়েছে। ভালো ঘুম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' --- ডব্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শ্রুর্ করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আহ্লার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির উধের্ব হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না. তার বিষয়বন্ধু এবং যে স্বরে তা ব্যক্ত হচ্ছিল, দ্রেতেই অস্থির বোধ করছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিচিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে. এমনকি এই যুবা প্রর্ষটির স্কুপন্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুন্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত ল্কাতে পারিছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে কর্ক স্বামী যে সেটা লক্ষ্ক করবেন এবং স্বকিছ্বই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যথন ডল্লিকে জিগোস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দ্ভিটতে তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তথন সতিইে লেভিনের মনে হল যে জিক্তাসাটা হ্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাব?' জিগোস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সৌজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় হাচ্ছ কন্তিয়া?' দৃঢ় পদক্ষেপে স্বামী যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগ্যেস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সমর্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বের্তে না বের্তেই শ্নলেন স্থার পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দ্রুত কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শুকনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার করেকটা কথা বলার আছে।' জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন: 'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন দ্বীর সঙ্গে।

'তা কী আর্পান বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহ।রা হয়েছে কর্ণ, বিধন্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না। 'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যক্তা ' কিটি বললে।

'ব্ৰুফেতে লোক আছে' — ক্ৰুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেথানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচেছ।

'हरला. वाशास्त्र याहे!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুথে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অপ্রুসিক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিস্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অন্ভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসন করতে হবে, একলা থাকতে হবে, দুজনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিত্রাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কন্ট পাচ্ছি, তুমি কন্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিশ্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেণিও পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শা্ব্য একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার স্থার অশোভন, অসাধ্য, অপমানকর-ভয়ংকর কিছু ছিল কি?' ব্যকে ম্যুটো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাপা-কাপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কদ্তিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেরেছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক।... কেন ও এল? কেমন স্থে ছিলাম আমরা!' অশ্রব্যন্ধ কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছ্ই তাঁদের তাড়া করে নি, স্বতরাং কোনোকিছ্বর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেণ্ডিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছ্ব পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশাস্ত জবলজবলে মুখে।

11 24 11

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডাল্লর কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দ্বঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দন্ডায়মান মেয়েটিকে ক্রন্ধ কপ্টে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পত্ত্বও তুই পাবি না, নতুন ফ্রকও সেলাই করব না তোর জন্যে' — আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোখেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিস্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছ্ব পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র্যাম্পবেরি ভূ'ইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছ,ই উনি দেখেন না, একটা যক্ত্য... Figurez vous, que la petite...*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ ৷

[💌] কল্পনা কর্ন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছ্ই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুন্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মন্মরা? কেন এলে বলো তো?' জিগোস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার স্বরটা দেখে লেভিন ব্রুলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে দ্রিভা এসেছে।'

ডাল্ল তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দ্রুটিতে।

'কিন্তু ব্বেক হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছ্ব কি ছিল, যা সম্ভবত স্বামীর কাছে অপ্রীতিকর। না. অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডিল্লি, মায়ের মনুথে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপার্ম যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme* এবং বাস্তব ব্যক্তির স্বামীর তাতে গোরব বোধ করা উচিত।'

'হাাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শ্বধ্ব আমি নই, স্থিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পন্টই বলে: je crois que ভেন্লোভদ্কি fait un petit brin de cour à** কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।
'পাগল হলে নাকি?' সভরে চে'চিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কস্তিয়া,
সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফাল্লির কাছে বেতে
পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, বদি চাও, আমি স্থিভাকে
বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা
করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

- * সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।
- 🕶 আমাব মনে হয় ভেম্পোভশ্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর **সঙ্গে ঝগ**ড়া করবে তো?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জনলজনল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডাল্ল, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফাল্লির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খুঁজছিল এবং আশা করছিল মায়ের দ্রিস্পাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেরেটি ডুকরে কে'দে উঠে মূখ গাঁজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শীর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খ্রতে গেলেন ভেস্লোভস্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হ্রকুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' — চাকব বললে।

'তাহলে তারাস্তাস জ্বততে বলো, কিস্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তখন তিনি স্টেকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগর্লো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস প্রীক্ষা করে দেখছিলেন।

লোভনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অন্ভব করছিলেন যে ce petit brin de cour* যা তিনি শার করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লোভন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উচু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতব্দিদ্ধ হয়ে প্রেছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হাাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হ্রকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমান্রী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীরতা লক্ষ করে ওঁর

🔹 সামান্য এই ফণ্টিনণ্টি (ফরাসি)।

জনা লেভিনের কণ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লঙ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগ্নলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শ্রুর করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকৈ এবং যাকিছ্ব ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দ্বিউতে ভাসেনকার চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জ্বততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শ্বর্ করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'
'যাবেন রেল স্টেশনে' — মূখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে
কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছা একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বালষ্ঠ আঙ্বলে কমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিন্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুনি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্রিঝয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ব্রুতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে ব্রিঝয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদ্র স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেন্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছ্র জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগ্নলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লেভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশ? ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুচকে ঘৃণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'অব্লোন্স্কির সঙ্গে দেখা করা চলে না?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখনন আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!** কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তথনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যথন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছ্ন করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খ্বই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কণ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার স্বার কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!***

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কণ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!****

লোভন দ্রত ওঁর কাছ থেকে বাঁথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারাস্তাসের ঘর্ষর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দ্বঃখের বিষয় গাড়িটায় গাদি-আঁটা সীট ছিল না) রাস্তায় ধারা খেয়ে চলে যাচ্ছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ অবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

- 🔹 এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)
- ** এ ধে চুড়ান্ত রক্ষের হাস্যকর! (ফরাসি!)
- +++ তা ছাড়া এটা হাস্যকর। (ফরাসি।)
- *** ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মারায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভূলে গিরেছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভিস্ককে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দ্ব'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় শ্রেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষ্ম্ব হয়েছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মান্রায় ridicule* শ্ব্ধ্ব নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ কর্রছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্থ্রী যে কন্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এর্প ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিথী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবস্ত, হাসিখর্নি, শান্তি থেকে মর্নক্তি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশ্রা, অথবা দর্ঃসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পেরেছিলেন রগড় করে কথা বলার গর্ণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রায়ংব্যুমে যেতেই হঠাং তিনি শ্রনলেন চাকার ঘর্ষর — আর কে গাড়িতে বসে আছে খড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গলপ করছিলেন ডল্লি আর হেসে লর্নিয়ে পড়ছিল ভারেৎকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শ্নলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেডে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগুলো!..

n 54 n

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকলপ প্রণ করলেন, গেলেন আহার কাছে। বোনকে দ্বঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্তাক্ত করতে খ্বই কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। দ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি ব্রাছিলেন; কিন্তু আহার অবস্থা

^{*} হাস্যাম্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁরে। সেটা জানতে পেরে ডাল্লর কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেণছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নিদিশ্ট দিনে শ্যালিকার জনা লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজনুদ, দেখতে খ্বই অসনুদর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেণছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেণছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মনুশকিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ রুব্ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খ্ব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছ্টল ঘোড়াগ্রলো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মৃহ্রির, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেণছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

শিভয়াজ্শিকর কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেরে, মেরেদের সঙ্গে ছেলেপ্রলেদের গল্প করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট ভ্রন্দিককে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাডিতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে. যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অভুত ঠেকছিল চিন্তাগ্রলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও দ্বিভন্তা হচ্ছিল। 'মাশা আবার দৃষ্ট্মি শ্রু না করে, গ্রিশাকে চাঁট না মারে ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মন্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ছুয়িং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দ্রে ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মান্য করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'নেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োচ্ছি না। বলাই বাহ্নল্য যে স্থিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সম্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মান্য করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সন্তান হয়...' তাঁর মাথায় এই চিন্তাটা এল যে যন্ত্রণায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভূল। 'জন্ম দেওয়াটা কিছ্মনয়, কিন্তু গর্ভধারণ করা — এইটেই হল যন্ত্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবন্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেস করায় স্কুনরী যুবতীটি ফুর্তির স্কুরে বলেছিল:

'খ্রকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, লেণ্ট পরবের সময় গোর দিয়েছি!'

'খ্ব কণ্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দুডনা।

'কণ্ট হবে কেন? এমনিতেই ব্ডোর নাতিপ্রতি অনেক, শ্ব্ধ্ ঝামেলা বাড়ে। কাজ নেই, কম্ম নেই, হাত বাঁধা।'

যুবতীটির মন-থোলা মিণ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিন্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগনলো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দ্ভিপাত করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সতি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবনিষা, ভোঁতা বৃদ্ধি, সবকিছ্বতে উদাসীন্য, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, র্পসী তর্ণী কিটি - তারও র্প গেছে, আর আমি গর্ভবিতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্ত্রণা, বিকট যন্ত্রণা, শেষ ঐ মৃহ্ত্রিটা. তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্ত্রণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃত্ত থে ফেটে গিয়েছে, সেই যল্যার কথাটা শুধ্ মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্সাল্ডলা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অস্থাবিস্থ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (র্যাম্পরেরি ভূ'ইয়ে ছোটু মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন – এ সবই অতি দুর্বোধা, কটকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মাম স্মৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘুংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যোগি, ছোটু গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার ক্রুণ আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মৃহ্তের্ত তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুণ্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোটু যে মনুখখানা দেখা গিরেছিল তাতে শুধ্ তাঁরই বৃক্-ফাটা নিঃসঙ্গ যক্ষণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শ্ব্দ্ এই যে ক্ষণেকের শাস্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবিতী, কখনো স্থনাদাত্রী হয়ে সর্বদা থিটথিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষ্ম্ল, নিজে জনলেপ্রডে, অন্যদের জনলিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগা, কুশিক্ষিত কপদকিহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহ্লা, কিটি আর কিন্তিয়া এতই মাজিতি যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিস্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জো থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছ্ বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মান্য করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর ময়ছে না, আমি কোনোরকম করে তাদের মান্য করে তুলছি, তাহলে বড়ো জোর তারা দ্রাত্মা হয়ে উঠবে না। শয়ের্য্ এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শয়্বর্য এর জনোই কত কণ্টস্বীকার, কত মেহনত... গোটা জীবনটাই নণ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল য়্বতীটির কথা এবং ফের সেটা সমরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিস্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগ্রলায় খানিকটা র্ড় সত্য আছে।

'আর কত দ্র, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহ্বিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'শুনেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কন্ঠে ফুতিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখানা মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসাক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে যে মাখগালি উন্তোলিত তা সবই সাক্ষ্পবল, আমাদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দালিক চালে ছাটতে থাকল, পারনো গাড়িটার নরম স্পিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দালতে দালতে ডালির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেচিবর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জালা যন্দ্রণায় মেয়ে ফেলা এক দানিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতনা হল কেবল মাহাতের জন্যে। সবাই বেচিত আছে: এই মেয়েরা, নাটালি বোন, ভারেন্ডনা, যার কাছে যাছি সেই আয়াও, শাধ্র আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আল্লাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আল্লা তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বেচে থাকতে চায়। আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আয়া যখন মস্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শানে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন শ্বামীকে তাগে করে নতুন জীবন শারুর করা উচিত ছিল আমার। সতিত করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছ্ব ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রন্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – স্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহা করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রুপ ছিল আমার' –– ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর শ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন; কিন্তু কোচোয়ান আর মহুর্নির দোদলামান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ যাদ তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লঙ্জা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মূখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি. সেপেই ইভানোভিচকে মনে পডল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সোজন্য দেখিয়েছেন আর স্থিভার বন্ধ, তুরোভ্র্পেন, স্কার্লেট জনুরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবায়ত্ব করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তর্ণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধ্যে ডল্লিই সবচেয়ে সন্দের রসিকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উন্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমংকার কাজ করেছে আহ্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে স্থী, অন্য একজনকে সূত্র দিচ্ছে, আমার মতো বিধনন্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বৃদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুণ্ডিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আন্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমৃতিভূত এক কল্পিত পুরুষের সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আমার মতো তিনিও স্বামীকে সর্বাকছ, খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতব্দ্ধিতাই হাঁসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজাদভিজেনস্কয়েতে।

11 29 11

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেথানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মুহুর্রি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের স্বরে চেচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বে'ধে ডাঁশ মাছিগ্রলো ছে'কে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেন্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — স্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশহুষ্ক চাঙড়গর্লোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রুদ্ধ কপ্ঠে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মুহুর্নরি, 'পা চালিয়ে!'

ব্রড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কুঁজো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাড়গার্ড ধরলে।

'ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউন্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গাল ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনিদিশ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধ্নোয় পাঁচ আঙ্কল সমেত পরিষ্কার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — প্নরাবৃত্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেণ্টিয়ে বলছিল এক ছোকরা, তার দিকে ফিরল সে, 'ও হাাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপ্য?'

'আমরা দ্রের লোক' — কোচবল্পে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দ্র নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, ষেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলুলে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগেসে করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘ্রবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' -- ব্র্ড়ো বললে দ্পণ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চে'চিয়ে উঠল : 'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চে'চাচ্ছিল দ_{্ব}ন্ধন মিলেই।

কোচোয়ান গাডি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চে'চাল চাষীটি: 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' – রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকৈ দেখিয়ে বললে সে।

এ'রা হলেন অশ্বপ্রেণ্ঠ দ্রন্দিক, তাঁর জকি, ভেদ্লোভিদ্কি আর আমা, গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর দিভয়াজ্দিক। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগ্রলো দেখতে।

ডিল্লের গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লাগলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেস্লোভিস্কির পাশাপাশি আল্লা। শাস্ত কদমে আল্লা আসছিলেন একটা বে'টে প্রকৃষ্ট্ বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উচ্চু টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা আল্লার কালো চুলে ভরা স্কুদর মাথা, স্ডোল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শাস্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডলিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আমা যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটঃ তার্ণ্যোচিত লঘ্ রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না: কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তংক্ষণাং মেনে নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গাঁতবিধিতে স্বাকছ্ই এমন স্বজ, সোম্য, মর্যাদাপ্রণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না।

আমার পাশে পাশে ক্ষচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধ্সর, তেজী একটা ক্যাভেলরি ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেল্লোভিন্কি, স্পণ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মৃদ্ধ। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন দ্রন্স্কি। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পণ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে দ্রন্স্কি সংযত রাখছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জিকর উদিতি ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পরনো গাড়িটার কোণে ছোটো ম্তিটা যে ডিল্লর সেটা চিনতে পারা মাত্রই আল্লার মুখ উন্তাসিত হয়ে উঠল আনদের হাসিতে। চেচিয়ে উঠলেন আল্লা, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহাষ্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উচ্চু করে তুলে ধরে ছুটে গেলেন ডিল্লির কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুম্ব খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে ম্ব সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আল্লা।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি দ্রন্স্কির দিকে চেরে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উ'চু টুপি খুলে দ্রন্স্কি এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খ্রিশ যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাংপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসমন্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খ্লে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে। স্কুদর গাড়িখানা কাছে এলে ডব্লির চোখে জিজ্ঞাস্কু দ্ছিট দেখে আয়া বললেন, 'উনি প্রিক্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বে মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসন্ভোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খ্রিড়, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রন্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন দ্রন্স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অসমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর ম্খভাব লক্ষ করেছিলেন আলা, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খটে ছেডে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নির্ত্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগোস করলেন তর্ণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধ্বর, তারপর চকিত দ্ভিটপাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাডগাডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন দ্রন্ স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। দ্রন্দিকর ঘোড়াটা বাধা, প্রিনেসসও চমংকার সার্থি।'

'না. যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহ্লিগ্না করে নিয়ে গোলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন নি। চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা: চমংকার ঘোড়াগন্লো, জনলজনলে সন্ত্রী এই যে মুখগন্লো তাঁকে পরিবেল্টিত করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমংকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পান্নী আল্লার মধোকার পরিবর্তানটা। অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগা, আল্লাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আল্লার মধ্যে অসাধারণ কিছ্ব বৈশিল্টোর সন্ধান পেতেন না। কিন্তু শন্ধ্ব প্রেমাবেগের মৃহত্রতা নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক র্পোচ্ছনাস দেখা দেয়, সেটা এখন আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের স্ববিচ্ছ্ -গালে আর থুতনিতে সুস্পন্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে
ভাসমান হাসি, চোখের ছটা, ভাবভিঙ্গির চার্তা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠম্বরের
প্র্তা, এমনকি ভেস্লোভস্কি যখন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেরেছিলেন ডান
পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তখন যে সঙ্গেহ রাগে তিনি জবাব
দিরেছিলেন ---- স্বই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা
জানেন আর তাতে খুশি।

দ্ব'জনেই যথন গাড়িতে উঠলেন, হঠাৎ কেমন অস্বস্থি লাগল দ্ব'জনেই। ডিল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাস্ব দ্ণিউতে চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্থি নোধ করছিলেন আলা; আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই প্রনো, নোংরা গাড়িটাতেই আলা বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডিল্লের। কোচোয়ান ফিলিপ আর ম্বহ্রিরও সেইরকম লাগছিল। ম্বহ্রির তার অস্বস্থি চাপা দেবার জন্য শশবাস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচোয়ান ফিলিপ ম্ব তার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমংকারিম্বকে পাত্তা না দেবার জন্য। কালো ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল বাঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘোড়াটা লোক-দেখানির জনাই ভালো, কিন্তু এক দফায় চিল্লশ ভার্ম্ব্র পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎস**্বক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ** আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খ্রাশ, অনেক দিন দেখাসাক্ষাং নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খ্রুড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওরালে হত, ফুর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যান্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আমার মেয়েলী জিনে চেপে বর্সোছলেন তিনি। 'না গো, পুরুষ, দেখো কেনে কেমন উঠে বসল!'

'কী হে, ঘুম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘ্রম!' তীর্যক দৃষ্টিতে স্থেরি দিকে চেয়ে বললে ব্ড়ো: 'দেখছিস, বেলা দ্ব্'পহর বয়ে গেইছে। হ্বকগ্লো নিয়ে চলে যাও গো!'

ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধুলো জমেছে, তা দেখে আল্লার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো স্ক্রেরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দৃষ্টি সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্লা বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমার দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি স্থী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের স্থা। কী একটা অলোকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাং ঘ্রম ভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছ্ব নেই। আমি ঘ্রম ভেঙে উঠেছি। যক্তণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি স্থা!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীর্ হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন স্বরটা হল তার চেয়ে নির্ব্তাপ; 'তোমাব জন্যে খ্বই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভূলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ইচ্ছা হরেছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগন্নো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সব্জ চালগন্নো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আহা কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগোসে করলেন আল্লা। 'আমি মনে করি...' শ্রের করতে যাচ্ছিলেন ডব্লি, কিন্তু এই সময় কব্ যোড়াটাকে ডান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপথপিয়ে ছুটে গেলেন।

চে'চালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যস্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শ্রু করায় স্বিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছ্বই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমার, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার স্বটাই ভালোবাসতে হর, আমি যেমন চাই শুখু সেটুকু নয়।'

আন্না বান্ধবীর মূখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুচকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগুলোর অর্থ প্রেরাপ্রির হুদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পন্টতই নিজের মতো করে তা হুদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই ক্থাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

ডল্লি দেখতে পেলেন চোখ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আন্নার হাতে চাপ দিলেন তিনি।

তা এই বাড়িগনুলো কিসের? অনেকগনুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পনুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগনুলাে আমাদের শ্রমিক-কর্মাচারীদের বাড়ি, কর্মাশালা, আস্তাবলা'—
আয়া বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শনুর হচ্ছে। এ সবই চুলাের
যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খনুবই
ভালােবাসে আর আমি যা মােটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন
বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে
নেবে, সেটা সম্পর্ণ করবে চমংকার করে। এখানে ওর শনুধ্ যে মন কেমন
করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও
হয়ে উঠছে হিসেবা, চমংকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে
কুপণই, কিন্তু শনুধ্ বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ ষেখানে ব্যাপারটা
হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আয়া বললেন খ্রশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, যেভাবে শুধু তারই কাছে উদ্খাটিত প্রিয়তমের গণুণের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada* এখন। আর জানো কী থেকে এর শুরু; চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহুল্য, শুধু এই কারণেই নয়, সর্বাকছ মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শুরু করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কুপণ নয়, ব্যুবছে তো। বলতে পারো c'est une petitesse**; কিন্তু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিন্তু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী স্বন্দর!' বাগানের ব্জো গাছগ্বলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে স্তম্ভশ্রেণী শোভিত স্বৃদ্শ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমংকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই স্কুদর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

ন্তি ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভূ'ইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দু'জন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগ্বল্যেকে অলিন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আলা বললেন, 'সত্যি, স্বন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, 'আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দ্ব'জন ভৃত্য ছ্বটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভস্কি সমভিব্যাহারে দ্রন্স্কিকে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথার তুমি থাকতে দেবে প্রিলেসস দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আল্লাকে জিগ্যেস করলেন দ্রন্সিক, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

^{*} খেয়াল, নেশা (ফরাশি)।

^{**} এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আমা।

'Et vous oubliez votre devoir'* — ভেস্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আল্লা।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'** — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙ্কল ঢোকালেন ভেস্লোভস্কি।

'Mais vous venez trop tard'*** — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা র্মাল দিয়ে ম্ছতে ম্ছতে বললেন আন্না। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কতদিনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মূখ অতি ধ্লিধ্সর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি... সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

দ্রন্দিক যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আল্লা। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নি কোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগন্লোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ভল্লির কাছে কিছ্কুক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্তিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

আপনি আপনার দায়িয় ভুলছেন (ফরাসি)।

^{**} মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

^{***} কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছ্ম বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ভাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হাাঁ, বেশ ভাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নির্ব্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আন্না, যে তুমি আমায় ঘেন্না করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; 'স্থিভা তো আলেক্সেইয়ের প্রনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু' - এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্থিভরে বললেন ডব্লি।

'হাাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শৃংধ্ কী থ্লি হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুম্ খেয়ে বললেন আল্লা, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খ্লি। আমার কাছে বড়ো জিনিস. আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শৃংধ্ বাঁচতে চাই: নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে

11 22 11

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘরখানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্নীর দ্বিটিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে. এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সর্বাকছ্তেই একটা প্রাচুর্য, বাব্বিগরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন নি কথনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শ্রে, করে সারা ঘর জোড়া গালিচাটা পর্যন্ত সবই নতুন। শয্যায় স্পিঙের গদি, বিশেষ ধরনের শিরোধার। ছোটো বালিশে সিলেকর ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

সন্দর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দ্রস্তু পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের স্বকিছ্র মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্তিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভূল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগনুলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খ্বই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়'ষট্র কোপেক দরে চন্বিশ আশিনিক নানস্ক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের র্ব্লের বেশি, এই পনের র্ব্লটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শ্ব্দ্ লজ্জা নয়, কেমন যেন অস্বস্থিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পূর্বেপরিচিত আমৃশ্কা, স্বস্থির নিশ্বাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভূপত্নীর কাছে, আমৃশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ডল্লি আসায় আল্লন্শ্কা স্পণ্টতই খ্বই খ্রিশ হয়েছিল, কথা করে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ্ণ করেছিলেন যে গ্রুহবামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আলা আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউন্টের ভালোবাসা ও অন্রাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খ্বই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শ্রু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আলা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগ্নলো ধ্বতে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দ্বটি মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যেই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় য়ন্তে। কাউণ্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী…'

আরা আসায় আর্ম্শ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খ্রিশ হলেন ডাল্ল। আত সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসোছিলেন আরা। মন দিয়ে ডাল্ল লক্ষ্ণ করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী মূল্যে তা অজিত হয়।

'আমার পর্বপরিচিতা' — আল্লন্শ্কা সম্পর্কে আল্লা বললেন।
এখন আর তিনি বিরত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি প্রোপ্রির
স্বিন্থর, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আল্লার যে
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি প্রোপ্রির কাটিয়ে উঠে এমন একটা
বাহ্যিক নিরাসিক্তির স্বর অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোপ্টে
তাঁর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিক ভাবনাগ্রলো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আল্লাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে। মোটা হয়েছে খ্ব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' — বলতে শ্বে, কয়লেন উনি, 'একটি ইতালীয় মেয়ে ছিল স্তন্যদানী। এমনিতে ভালো, কিস্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম ছাড়িয়ে দেব। কিস্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আল্লার মুখে দ্রুকুটি দেখে প্রশনটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আন্না ব্ৰুবেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কন্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আল্লা বললেন চোখ এতটা কুচকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জুড়ে আসা আখিপক্ষা; 'তবে' — হঠাং উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.* এর মধ্যেই হামাগ্রাড় দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বন্ত অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশ্কক্ষে। এখানে ছিল ইংলন্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরঞ্জাম, হামাগর্ড়ি দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, দানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগর্লো সবই বিলাতি, মজব্ত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খ্বই উ'চু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শুখ্ একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে কাথ খাছিল মেরেটি, সে পানীয়ে ব্বক তার ভেসে যাছিল। ওকে খাওয়াছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাছিল শিশ্বকক্ষের পরিচারিকা একটি রুশী মেয়ে। স্তন্যদারী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শুখ্ এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আম্লার গলা শ্নতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল চ্যাঙ্কাতা, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অস্কুদর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগন্লো ঝাঁকিয়ে তক্ষ্নি সে কৈফিয়ৎ দিতে শ্রুর করলে যদিও আম্লা কোনো দোষ দেন নি তাকে। আম্লার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'**

আগস্থুকের দিকে কঠোর দ্থিতৈ তাকালেও কালো-ভুর্, কালো-চুল, লালচে-গাল খ্কিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে ম্রগির চামড়ার মতো চামড়া; তার স্মৃষ্থ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডল্লির। খ্কি যেভাবে হামাগ্র্ডি দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেরেদের কেউই অমন হামাগ্র্ডি দিতে পারে নি। খ্রিটির পোশাক

- ভারি সে মিণ্টি (ফরাসি)।
- ** वारख हाौ, कहौँ (देश्टर्शक)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য স্কুলর লাগছিল তাকে। ছোটু একটা অস্তুর মতো সে তার জনলজনলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মৃদ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পণ্টতই আনন্দ হছিল তার। হেসে দ্ব'পাশে দ্ব'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশ্বকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সন্বন্ধে আল্লার যথেন্ট ব্দিশ্বদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুর্পা. অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আল্লার মতো এমন বিশ্ভখল পরিবারে ভালো আয়। আসবে না। তা ছাড়া তক্ষ্বনি কতকগ্নি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্রুলেন যে আল্লা, শুন্যদারী, আয়া আর শিশ্বটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশ্বকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আল্লার ইচ্ছে হয়েছিল খ্রিককে খেলনা দেবেন, কিন্তু খ্রেজ পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাম্জবের ব্যাপার এই যে খ্রাকর কটা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভুল জবাব দিলেন আল্লা, শেষ দ্বটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কণ্ট হয় আমার'— শিশ্বকক্ষ থেকে বের্বার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের ল্বিটিয়ে যাওয়া প্রছাংশ তুলে ধরে আল্লা বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বলালেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোখ কু'চকে আরা বললেন যেন অনেক দ্রের কিছ্ একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তুমি, আমি ঠিক সেই ব্ভূক্ষ্র মতো যার সামনে হঠাং প্রেরা একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাচ্ছে না কোনটা দিয়ে শ্রু করবে। প্রো ভোজটা হল তুমি আর্র তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি: অথচ ভেবে পাচ্ছি না শ্রু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.* স্বাক্ছ, বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে, তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আল্লা শুরু করলেন: 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্থিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্থিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমার উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খ্রাডর চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটার্সবির্গে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.** এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমান্য উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবির্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দরঃসহ তা ভূমি ব্রুছ না' — যোগ করলেন তিনি: 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর সংখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্স্কি -- উনি অভিজাতপ্রমা্থ এবং খাবই সম্জন লোক, কিন্তু আলেক সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। ব্রুবতে পারছ তো, গাঁরে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্সেই এখন মফস্বলে খুবই প্রভাবশালী লোক। তারপর তৃশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট্সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,*** যা বলেন প্রিন্সেস ভারভারা। তারপর ভেম্লোভন্ফি — ওকে তো তুমি চেনো, চমংকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কান্ডটা করলে লোভন? ভেম্লোভস্কি গণ্প করেছে আলেক্সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naïf'**** ... আলা বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'প্রের্খদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

কিন্তু একটুও কৃপা কবব না তোমায় (ফরাসি)।

^{**} সংচরী (ফরাসি)।

^{***} তা ছাড়া, অতি ভবা লোক (ফরাসি)।

^{****} উনি অতি মধ্র স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জনোই এ'দের আমি কদর করি।
আমাদের এখানে চলকু ফুর্তি, সব থাক হাসিখর্নি, যাতে নতুন কোনো
কিছ্র জন্যে আলেক্সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের
গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ
বোঝে। খ্বই ওর কদর করে আলেক্সেই। তারপর ডাক্তার, অল্পবয়সী,
একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছ্র্রির দিয়ে... কিন্তু
খ্ব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'*

11 05 11

'এই আপনার ডল্লি, প্রিলেসন, যাকে আপনি খ্ব দেখতে চাইছিলেন'—
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকান্ড বারান্দাটায় ঢুকে
আলা বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এন্দ্রয়ডারি ফ্রেমের
সামনে বসে কাউন্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য
একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছ্বই খাবে
না সে, কিস্তু কিছ্ব জলযোগ দিতে বল্বন, আমি আলেক্সেইকে খ্জতে
চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিশেসস ভারভারা ডাল্লিকে নিলেন সম্নেহেই এবং খানিকটা মুর্নুব্বিয়ানার চঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আপ্রার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আপ্রাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আপ্রাকে যিনি মান্য করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আপ্রাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দ্বঃসহ এই অস্তর্বতাঁ কালটায় আপ্রাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'শ্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিছে ফিরে বাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বন্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভন্দিক আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকাদ্মভ, ভার্সিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছ্ব বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খানি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খ্ব ভালে। করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছ্ব করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,** সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দার প্রের্ষদল সহ আল্লার প্রত্যাবর্তনে।
তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো
অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দ্বেণ্টা কিভাবে কাটানো
যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার
উপায় ছিল প্রচুর, পক্রোভ্স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত,
মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'*** — নিজের সেই স্কুদর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেপেলাভঙ্গিক, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আল্লা আক্রাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গ্রম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন দ্রন্দিক।
'আমি সবেতেই রাজি' — স্ভিয়াজ্সিক বললেন।

'আমার মনে হয় ডাল্লর সবচেয়ে ভালো লাগবে হে°টে বেড়াতে. তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আল্লা।

তাই স্থির হল। ভেম্লোভম্কি আর তুশকেভিচ গেলেন স্নানের ঘাটে,

এখানকাব অবস্থাটা ভারি মিণ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংবেজি কায়দায়।
 প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপর থে যার ছড়িংথ পছে।

^{+*} এটা হবে স্ফর (ফরাসি)।

^{***} এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে স্বাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন।
পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গে
আন্না, দ্রন্স্কির সঙ্গে ডিক্লা। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায়
তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিরত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন
ডিল্লা। আন্নার আচরণকে তিনি বিমৃত্ভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে
নিয়েছিলেন শুখু তাই নয়়, সমর্থনই করেছিলেন। সাধনী জীবনের
একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়া নিম্কল্ব্র সাধনী নারীদের ক্ষেত্রে
সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শুখু মার্জনাই
করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্যাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই
তিনি ভালোবাসতেন আন্নাকে। কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে অনাত্মীয়
এই সমন্ত লোকেদের মধ্যে আন্নাকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে যাঁদের
মতামত দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর এম্বন্তি হাছিল।
বিশেষ করে তাঁর থারাপে লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি
সর্বকিছ্ব ক্ষয়া করে দিচ্ছেন যেসব স্ক্রিধা ভোগ করছেন তার জনা।

আল্লার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিম্তিতি, কিন্তু যে লোকটির জন্য এরপে আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া দ্রন্দিককে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মতো কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লগেছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লক্জা নয়, অন্বন্তি হয়েছিল, দ্রন্দিকর সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লক্জা নয়, অন্বন্তি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রসঙ্গ খ্রাছলেন ডব্লি।
দ্রন্দিক ষা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন
উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডব্লি তাঁকে শেষ
পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

প্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি স্ক্রের একটা কুঠি।' 'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খ্ব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিত্ঞিতে জনলজনলে মনুখে বললেন তিনি। 'এ বারের বসস্তে আঙিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তর্পণে, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডব্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উন্নয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় দ্রন্স্কি নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আপনি যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চল্কন যাই, বেশি দ্রে নয়' — ডিল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর ম্বখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

খাব। তাই না?' দিভয়াজ্দিককে বললেন আল্লা। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেদেলাভদিক et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হাাঁ, এখানে একটা শ্ম্তিস্তম্ভ ও গড়ছে' — ডল্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধ্র্ত, অভিজ্ঞ হাসি নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাসপাতালের কথাটা পেডেছিলেন।

'আহ্, চমংকার একটা কীতি বটে!' স্ভিয়াজ্স্কি বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে প্রন্স্কির ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিম্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউণ্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যে এতকিছ্ব করলেও স্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'** — বললেন দ্রন্দিক, 'আপনি ব্রুতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তর্বীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক সাম্প্রভনাকে বললেন তিনি।

- কিন্তু বেচারা ভেম্পোভস্কি আর তুশকেভিচকে নোকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য করা
 উচিত নয় (ফরাসি)।
 - ** স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মাম্বলি ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। করেকটা মোড় নিরে ফটক দিরে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উচ্চু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজ্বরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইট গাঁথছিল, চুন-স্বকির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন স্ভিয়াজ্স্কি; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরং নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে' — বললেন আলা।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন দ্রন্দিক, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজনুরের: চুন-সনুর্রাক তুর্লাছল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তোজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আমাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলোছলাম যে বনিয়াদটা উ'চু করা দরকার' -- আহা। বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিস্ত এখন আর উপায় নেই।'

বাস্ত্রকমে আন্নার জ্ঞানে বিক্রায় প্রকাশ করায় স্পিন্তরাজ্যিককে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খ্বই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শ্রে, করা হয়েছে বিনা পরিকলপনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্স্কি মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে। বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সির্ণিড় দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেন্ডারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শ্ব্দ্ মেঝের পাকেটি তখনো শেষ হয় নি। উর্চু হয়ে ওঠা চৌখ্রিপালোর ওপর রয়াঁদা ঘষা থামিয়ে ছ্বতোরেরা মাথার চুল বেব্ধে রাখার পটি খ্লে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

দ্রন্দিক বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেম্ক, টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আন্না পরথ করে দেখলেন রঙ শ্বকিয়েছে কিনা, 'আলেক্সেই, রঙ শ্বকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে ভ্রন্ দিক তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বায়ন্-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মারে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের দিপ্রং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গ্র্নাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর. অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জাগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছ্ন। নতুন সমস্ত উল্লাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো দিভয়াজ্ ম্কি কদর করলেন সবকিছ্র। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে প্রেফ থা হয়ে গেলেন ডল্লি এবং সবকিছ্ন বোঝার জন্য খাঁটিয়ে প্রমন করতে লাগলেন। সেটা স্পন্টতই ভালো লাগল ভ্রন্ স্কর।

হার্ন, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় প্ররোপ্নরি স্নানিমিতি একমাত্র হাসপাতাল' -- বঙ্গলেন স্ভিয়াজ্ঞিক।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রস্কৃতি বিভাগ থাকবে না?' ডব্লি জিগোস করলেন: 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই…'

নিজের সৌজন্যশীলতা সত্ত্বে ভ্রন্সিক থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রস্তি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' -- বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখ্ন...' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলস্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখ্ন' -- চেয়ারটায় বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন; 'রোগী হাঁটতে পারছে না. এখনো দ্ব'ল, অথবা পা র্মা, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

স্বকিছ্বতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, স্বকিছ্বই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু স্বচেয়ে ভালো লাগল দ্রন্দিককে, এই স্ব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি স্বন্দর মিণ্টি মান্ব' — মাঝে মাঝে দ্রন্দিকর কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর ম্বভাব বোঝার চেন্টা করে, নিজেকে আন্নার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন দ্রন্দিককে তাঁর এত ভালো লাগল যে ব্রুতে পারলেন কেন আন্না তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

11 25 11

আন্না আন্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন দিভয়াজ্ দিক। কিন্তু আন্নাকে দ্রন্দিক বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পে'ছি দেব আর কিছু কথাবাতা কইব' — ডিল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছ্ব ব্রবিধ না, আপনার কথায় আমি খ্ব রাজি' — দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

দ্রন্দিকর মৃথ দেখে তিনি ব্ঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছ; চাইবার আছে। ভূল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আলা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আলা যে তাঁদের দেখতে বা কথা শ্নতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে দ্রন্দিক শ্রু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোখে ডল্লির দিকে চেয়ে দ্রন্সিক বললেন; 'আমি ভুল করক না যদি ধরি আপনি আলার বন্ধ,' — টুপি খুলে র্মাল বার করে তা দিয়ে মাথার টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন। কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শৃংধ্ ভীত দ্বিউতে চাইলেন তাঁর দিকে। দ্রন্দিকর সঙ্গে একা হয়ে হঠাং ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মন্দেনায় আন্নার জন্যে খাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি আর আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়তবা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধ্ব যা খারাপ, তেমন স্বকিছ্ব ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে দ্রন্দিক কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

দ্রন্দিক বললেন, 'আলার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহায্য করুন।'

ভীত সপ্রশন দ্ভিতৈ দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজগ্বী ম্থের দিকে, যার ওপর কথনো সবটাতেই, কথনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিপ্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে দ্রন্দিক আরো কিছ্ম বলবেন, কিন্তু উনি নীরবে ন্ডির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যথন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার প্রেনো বন্ধ্দের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তথন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দ্বঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহাষ্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক ব্রেছে কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' --- ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিস্কু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দ্রন্দিক অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভূলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অন্ভব করে না আন্নার অবস্থার দ্বিব্রহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান প্রেয় বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা ব্রব্বেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অন্ভব করি।

'ব্বতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় দ্রন্দিক কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মৃদ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি ব্বতে পারছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহ্য।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মূখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন দ্রন্সিক। 'পিটার্সবিগে দ্বুসপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস কর্ন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আল্লার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ!' ঘ্ণাভরে বললেন ভ্রন্স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সন্থী, নিশ্চিন্ত। আলাকে দেখে আমি ব্বধতে পারছি সে সন্থী, প্রোপন্নির সন্থী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আলা সন্থী।

কিন্তু মনে হল দ্রন্স্কির কোনো সন্দেহ নেই ভাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মায়ন্দ্রণাগন্লোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সন্থী। বর্তমানে সে সন্থী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছ্র এসে যায় না।'

'তাহলে বস। যাক এখানে।'

তর্বীথির কোণে বাগানের বেণ্ডিতে বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, দ্রন্দিক দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে স্থী' -- প্রনরাব্তি করলেন তিনি আর

আমা যে স্থা নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি থারাপ, সেটা অন্য প্রশন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন প্রন্দিক রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিছে, সমস্ত দুঃখকডেটর পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আমা সেগ্লো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাস্ক দুণিউতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছন বললেন না, শন্ধন চেয়ে রইলেন ভ্রন্স্কির দিকে। উনি বলে চললেন:

'আর কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত স্থীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি ব্রেথ দেখুন এরকম অবস্থার কণ্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আলার সঙ্গে কথা বলাব চেণ্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখুন। আমি ওর প্রেমে স্থী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গবিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফোজে আমার ভূতপর্ব বন্ধুদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খার্টছি, এতে আমি স্থুণী, সনুখের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছ্বর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,* ঠিক উল্টো...'

^{*} আব সেটা এই জন্য নয় যে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জারগায় এসে উনি গ্রনিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গতিটা তিনি ভালো ব্রুতে পারিছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আমার কাছে প্রাণের যে কথাগ্রলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শ্রেন্ করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাণ্ডলে তাঁর কাজের প্রশন্টাও আমার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগ্রলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিতি থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কলপনা কর্ন এমন এক প্রেষ্বের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উর্ত্তেজিত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা ব্বতে পার্রাছ। কিন্তু আন্না কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'হাাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কন্টে স্বাস্থ্র হয়ে তিনি বললেন; 'আয়া পারে, এটা নির্ভার করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভার করছে আয়ার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শ্র্যু ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাস্বাজি বলেছিল, আয়া যদি ইছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহ্নুলা' — বিমর্য মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভন্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হদরহীন এই সব লোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কন্ট হয় আয়ার আর আয়াকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি ব্রিঝ আয়ার পক্ষে সেটা যল্যণাকর, কিন্তু কারণাক্লো এক গ্রের্ড্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces sinesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses

enfants.* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দ্বঃসহ, খ্বই দ্বঃসহ' — তাঁর কাছে দ্বঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি ষেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিক্সেস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জনো ওকে ব্রিষয়ে সাহাষ্য কর্ন আমার!'

'হাাঁ, সে তো বলা বাহ্বলা' — চিন্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাংটা স্পদ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হাাঁ, সে তো বলা বাহ্বলা' — আন্নার কথা মনে করে দ্যুভাবে প্রনর্তিক করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না:'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাং তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অন্তুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — দ্রন্দিকর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জ্বাব দিলেন দারিয়া আলেকসান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

11 5 5 11

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আলা তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিন্তু কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

 ভাবপ্রবণতার এই সব স্ক্রাতা পেরিয়ে বাওয়া! ব্যাপারটা আয়া আয় তার সন্তানদের স্থে এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি)! একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছুই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছুটা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেসে তিনি বললেন আল্লাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হাাঁ, আমরা এখানে বড়ো খ্তখ্তে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটায় মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্সেই এত খ্নি যা সে হয় প্রায় কদাচিং। নিশ্চয়ই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছ্ নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রায়ং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা প্রুমের।। স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডাল্লর পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জনলজনলে চাছাছোলা মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে অনুরোধ করলেন আলা আর্কাদিয়েভনাকে বাহন্লমা করতে, নিজে গেলেন ডিল্লির কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিলেসস ভারভারার দিকে ভেন্স্লোভিদ্ক হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-র্ম, বাসনপত্র, পরিচারকেরা, স্রা, খাদ্যদ্র শৃধ্ব গ্রের নতুন বিলাসের অন্রপেই নয়, মনে হল স্বকিছ্র চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গ্রেকতাঁ হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রার অনেক উধের্ব এই সব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না রাখলেও আপনা থেকেই সমস্ত খুটিনাটিতে মন দিলেন, ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমনকি সিভয়াজ্ সিক এবং আরো বহু, যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সম্জন গ্রুম্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাষাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায়, যথা: এত চমংকার যে আয়োজন হয়েছে. তাতে তাঁর, গ্রেম্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না. ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমন কি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মন্ডও আপনা থেকে হয় না. তাই এমন জটিল ও অপূর্বে আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দ্ভিসাত করলেন যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়। আলেক্ সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শর্বাজর নাকি মাংসের কোন স্পেটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি ব্রুবলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে স্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভস্কির কুতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, স্ভিয়াজ স্কি, প্রিন্সেস আর ভেস্লোভৃষ্পি --- স্বাই একই রক্ষের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আল্লা পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভ্যস্ত এই বিলাসে সংকৃচিত না হবার জন্য চেচ্ছিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম. তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খ্বই কঠিন আল্লা তা চালিয়ে যাড্ডিলেন তাঁর অভ্যন্ত মাত্রাবােধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ্ক করেছিলেন দারিয়া আলেক সালুভনা।

তুশকেভিচ আর ভেন্লোভিন্ফি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সাব্দর্গের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শ্রুর করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্লা তংক্ষণাং স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমংকৃত' — স্ভিয়াজ্ঞ্মিক সম্পর্কে বললেন তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগ্রুচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হ্ৰেন্থ্ৰের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সম্রদ্ধ স্কৃত্রির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্লেফ মতামত জানাই. একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।
'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরান্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষ্মনি আমা অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগালো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি: 'তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগ্নলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহ**্ব কাঁচি** তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর স্কুনর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছ্র্রির কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় ব্রেছিলেন থে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছেনা; কিন্তু তিনি স্কুনর করে কথা কইছেন, হাত দ্বাখানাও তাঁর স্কুনর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছ্বরির মতো অনেকটা' — আম্লার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কোতৃক করে বললেন ভেম্লোভম্কি।

আলা সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'* — এবং যন্তের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্দ্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দ্বঃখের কথা' — বললেন সিভয়াজ্ সিক,

* ও হাাঁ. এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান দ্রন্স্কিকে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'** — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পেনাসলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং দ্রন্স্কির নির্ব্তাপ দ্ভিট লক্ষ করে ক্ষান্ত হলেন। 'Zu complicirt, macht zu viel Klopot'*** -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'**** — ভাসেনকা ভেস্লোভন্দি বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'**** — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে। 'Cessez'*) — আন্না বললেন কগট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — রুগ্ন ডাক্তারটিকে বললেন আম্লা, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।' 'চমংকাব।'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'টাইফয়েড হোক না হোক, ভালোর দিকে যাচ্ছে না।'

'কী দ্বংখের কথা!' এই বলে গাহ'স্থ্য লোকেদের সম্মান জানিয়ে আন্না মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

- সব দাঁড়াক্টে এইটেয় . তারেব দাম হিসেব করতে হয় (য়ামান)।
- ** এটা शिस्त्रय कता यास, शुक्कृत (कार्मान)।
- *** বড়ো বেশি জটিল, ঝামেলা হবে অনেক (জার্মান)।
- **** আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।
- ***** জর্মান ভাষা খ্ব ভালোবাসি (ফরাসি)।
 - +) থামনে (ফরাসি)।

'যাই বল্বন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো ম্বশকিল, আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'কেন মুশকিল, কিসে?' হেসে জিগ্যেস করনেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্ত্রের গঠনকোশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধ্র কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্সিকরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডল্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বাস্তুকর্ম সম্পর্কে আহ্না আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' -- বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিং নিয়ে কথা বলতে শ্রুনেছিলাম আলা আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছা নেই' - - বললেন আলা; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেস্লোর্ভান্কর মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের স্কুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, তাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে দ্রন্দিক মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেস্লোভিন্দির বাচালতায় তিনি স্পন্টতই কোনো গ্রেত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বল্বন ভেম্লোভম্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেন্টে নিশ্চয়।'

'চমংকার! কিন্তু সিমেন্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পর্টিঙের মতো' --- ভেম্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেন্দে উঠলেন স্বাই।

বিষন্ন নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্সাম্প্রভনা খ্বই আহত হয়েছিলেন, এত উর্ব্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেষ্টা করেছেন অবাস্তর ও অপ্রীতিকর কিছ্ব বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্ স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অস্কৃত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশী কৃষিকর্মে যন্ত্র ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সোভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন দ্রন্দিক, 'কিন্তু যে যন্ত্রগুলোকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগুলো সম্ভবত তিনি কথনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোখেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভঙ্গি ।

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি স্বিশিক্ষত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারে ভালোবাসি, খ্বই বন্ধ আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন স্ভিয়াজ্ স্কি, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué*; যেমন জেমস্ত্রভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিম্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী উদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন দ্রন্দিক, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অন্ভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' -দ্রন্দিকর এই শ্রেণ্ঠত্বের স্কুরে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে প্রন্তিক বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (হিভয়াজ্হিককে দেখালেন তিনি) আত কৃতজ্ঞ। আধবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছ্ব করতে পারি তার মতোই সমান গ্রুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূহ্বামী হিশেবে যেসব স্ববিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

^{*} কিন্তু মাপ করবেন, কিছ্মন উন্তটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দৃঃখের বিষয়, রাজ্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গ্রেত্ব থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

প্রন্তিক নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শ্বনতে অস্কৃত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লেভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দ্টভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউণ্ট?' স্ভিয়াজ্সিক বললেন: 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেশিছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' — আলা বললেন: 'শ্ধ্ উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' – হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপ্র্যেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জনো একজন করে বরান্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিন্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য – ট্রাস্টি, জজ. পরিষদের সদস্য, জর্বি, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগ্লো কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াছে। আপনি কতগ্লো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' ভিয়াজ্বিককে জিগোস করলেন তিনি, 'মনে হয় কডিটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগ্নলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর স্বরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর দ্রন্দিককৈ মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দুভনা তক্ষ্নি টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় দ্রন্দিকর ম্থভাব হয়ে ওঠে গ্রুত্ব, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘ্রিয়ে দেবার, জনা তাড়াতাড়ি করে পিটার্সব্রের্বর কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

^{*} এই ধরনের জীবনযান্তার কল্যাণে (ফবাসি)।

দ্রন্দিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি ব্রুলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আহা ও দ্রন্দিকর মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, স্ক্রা, পরিবেশন — সবই অতি চমংকার, কিস্তু আন্কোনিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভাস্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্যাক্তকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অলপ কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছাছিরি লাগল তাঁর!

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শ্বর্ হল লন টেনিস थिना। थिलायाएवा मूटे मल ভाগ হয়ে शिया माँएालन সমতল ও রোল করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খ্রিটতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছা বুর্ঝাছলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিন্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন থেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও থেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্সিক আর দ্রন্দিক দ্ব'জনেই খেলছিলেন চমংকার এবং গ্রেব্র দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্য নজর রাখছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহ্মড়ো না করে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন তার দিকে, বলটার লাফিয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিলেন, তারপর র্যাকেটের নিখৃত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেম্লোভাস্ক। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুতিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াডদের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পূর্বদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট थ्रलालन, भाषा भार्षे भरत, घर्माक तिक्य म्राथ, म्रान्पत विभाल एएट দমকা মেরে দৌড়োদৌড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘ্রমাবার জন্য বিছানায় শ্রে চোথ ম্দতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছ্রটোছ্র্টি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোডস্ক্রে।

থেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আলার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল, আর শিশ্ব সম্ভান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হর, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষ্ম না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন খেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে।

দারিয়া আলেক্সাশ্যভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দ্ব'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি স্থির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগ্বলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘ্ণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগ্বলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আন্না এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

॥ २०॥

ডাল্ল শৃতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আন্না এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আয়া, কিস্তু দ্ব'চারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে. তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।' এখন ওঁরা একলা, কিস্তু আয়া ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। জানলার কাছে বসে তিনি ডব্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে কথাবার্তার যে ভাশ্ডার অফুরস্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন কিস্তু কিছুই খ্রেজ পাচ্ছিলেন না। এই ম্হুতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বলা হয়ে গেছে সবই।

'তা কিটি কেমন আছে?' গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'আমায় সত্যি করে বলো তো ডল্লি, আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?'

'রাগ ? মোটেই না' — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, যেলা করে?'

'না. না! তবে জানে। তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।'

'হাাঁ, তা ঠিক' — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আলা বললেন, 'কিন্তু আমার দে।ধ ছিল না। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্তিভার স্থানও, এ কি হতে পারত?'

'সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...'

'হাাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমংকার লোক।'

'শব্ধ্ চমংকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আর দেখি নি।'

'আহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমংকার বললে কম বলা হয়' --- পুনরুক্তি করলেন আমা।

ডল্লি হাসলেন।

'কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্ত। আছে। বাগানে আমরা...' কিন্তু দ্রন্স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্সেই কিরিলোভিচ — দ্বটো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্থিকর।

'আলেক্সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো' — আন্না বললেন, 'কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাস,জি জিগ্যেস করতে চাই, আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?'

'এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সতি। আমি জানি না।'

'না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভূলো না যে এটা দেখছ গ্রীন্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসপ্তের একেবারে গোড়ার, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছ্যু আমি কামনা কবি না। কিন্তু কম্পনা করে দ্যাখো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সর্বাকছ, থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আহ্না বললেন, 'বলাই বাহ্না, বলাই বাহ্না, ওকে আমি আটকে রাখব না জ্যার করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খ্বই খ্নিশ। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আলা; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না…'— থতোমতো থেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তব্ও যদি উপায় থাকে. তোমার বিয়ে করা উচিত...'

তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আল্লা বললেন; 'জানো, পিটার্স'ব্রেগ একমার যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্রিস ত্ভেস্কর্ণায়। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশ্থেল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাথতে চায় না। ভেবে না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' প্রনরাব্তি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কণ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপিরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপিরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমার মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

^{*} ম্লত এটি এক ব্যভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

'কিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডাল্লর দিকে না তাকিয়ে চোখ কু'চকে বললেন আমা।

'আনি আর ভবিষাতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।'
'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অন্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মৃথে একটা সরল কোত্ত্ল, বিস্ময় আর আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অস্থের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোখে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর থতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মৃহ্তুর্গন্লোতে টের পেতে হয় যে সবটা বৃবে উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দ্বিট শিশ্ব থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দ্বর্বোধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিবোধী ভাবাবেগেব উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শ্ব্ব অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আলার দিকে। আজ রান্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিছু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশেনর এ এক সহজ্ঞ উত্তর।

'N'est ce pas immoral?'* কিছ**্কণ চুপ করে থেকে শা্ধ**্ এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

^{*} এটা কি নীতিবিগহিতি নর? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দ্বয়ের একটা আমায় বৈছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অস্বস্থতা. নয় শ্বামীয় বন্ধ, সিখ হওয়া, যতই হোক শ্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লখ্ব স্বরে আল্লা বললেন।
'তা বটে, তা বটে' — যে য্বিক্তগ্বলো দিয়ে আগে নিজেকে ব্বিরেছিলেন তা শ্বনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রতায় ছিলা না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডব্লির ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আল্লা, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি ব্বে দ্যাখো. আমি স্ফী নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দ্ব'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মৃহত্রগ্লোয় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দুভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্থিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা স্কুদরী হাসিখানি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে তাগে করে যায় অন্যের কাছে। আলা সতিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউণ্ট ল্রন্স্কিকে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোছলে আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খাজে পাবেন। আলার নম বাহ্ যত ধবধবে, যত অপর্পেই হোক. যত স্কুদরই হোক তাঁর স্কুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি স্কুদরীকে ল্রন্স্কি পাবেন, যেমন খাজে পায় আমার জঘন্য, কর্ণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডাঙ্লি শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো যুক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভূলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকন্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভর নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশ্ব? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহুর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লঙ্জা পাবার আর্বাশ্যকতায়।'

'এইজনোই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার ব্যঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দ্বনিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডিল্লির দিকে ঢাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেরে বলে গেলেন:
'এই সব অভাগা শিশ্বদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান
করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অস্ততপক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর
যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগালো ঠিক সেই যা বিজ ষা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগালো শানে তিনি ব্রুতে পারিছিলেন না কিছা। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাং তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দ্বলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘ্টে, এত অন্তুত লাগল যে ঝাঁক বে'ধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগালোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিভৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধু এইটুকু বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ভূলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের বৃত্তির বিভব আর ডঞ্জির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন স্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভূলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশ্ন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশ্ন, চাই কি ছেলে হোক? দ্ব'য়ের মধ্যে অনেক তফাং। বৃক্তে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাং তিনি অন্দ্রভব করলেন যে আহার কাছ থেকে তিনি এত দুরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগ্নলো প্রশেন তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো। 'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাং আহ্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদ্মু, বিষয়।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শ্রেনিছি যে তোমার প্রামণী রাজি।'
'ডিলি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আল্লার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচছি যে তুমি সবকিছা দেখছ বেশি বিষাদের দ্ভিটতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খুব ফুর্তিতে, সুখে-স্বচ্ছদে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.* ভেস্লোভস্কি...'

'হাাঁ, সভিয় বলতে কি, ভেদেলাভিদ্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু স্কৃস্কি দেওয়া হয়, তার বিশি কিছ্ নয়; একেবারে খোকা, প্ররোপ্রি আমার হাতে; আমার যেমন খ্লি তেমনি ওকে চালাই, ব্রেছে! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডিল্লি! হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সর্বাকছ্ দেখছি বিষাদের দ্ভিতৈ। তুমি ব্রুতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছ্ না দেখার চেন্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সঙ্ব, দরকার তেমন সর্বাকছ; করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' প্নর্কুতি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লখ্ চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়'
পন্নরাব্ত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মার্ফায়া ছাড়া ঘ্নতে
পারি না। বেশ, শাস্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে
বিবাহবিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউপ্টেস
লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সহান্ত্রভিতে কাতর মুথে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আল্লাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে। মুদুস্বরে বললেন, 'তাহলেও চেণ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেণ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ', যে আমি ওঁকে মহান্ত্ব বলে মনে করলেও ঘ্লা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জনো... বেশ. ধরা যাক আমি নিজের ওপর জাের খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আয়া এই সময় ঘরের দ্র কোণটায় থেমে বাস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তাে ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেয়া করে ও বড়াে হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি ব্রেম দ্যাথাে, দ্রিট প্রাণী, সােরওজা আর আলেক্সেই দ্রুজনকেই আমি সমান ভালােবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মুতিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, বোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে কর্ণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

শব্ধন এই দর্টি প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শব্ধ এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছনতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জন্মলা, তোমার পবিশ্বতায় তার সবটা তুমি ব্রুতে পারবে না।

কাছে এসে তিনি বসলেন ডব্লির পাশে, দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ: কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে: ঘেলা ক'রো না আমার। ঘেলার আমি যোগা নই, একান্তই হতভাগ্য আমি। হতভাগ্য কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে তিনি কে'দে ফেললেন।

ভল্লি যখন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শা্লেন। আলার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সতিটেই বড়ো কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেণ্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধ্রে, কেমন একটা নতুন উজ্জ্বলাে। তাঁর এই জগণটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধ্র যে এর বাইরে কিছ্বতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি, স্থির করলেন অবশ্য-অবশ্যই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্তে কয়েক ফোঁটা ওষ্ট্রধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মির্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সঞ্জীব প্রাণে গেলেন শোবাব ঘরে।

আন্না শোবার ঘরে ঢুকতে ল্রন্দিক মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডিল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন, তাতে অবশ্যই যে কথাবাত। হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আল্লার সংযতউর্জেত যে মুখভাব কী যেন লুকিয়ে রাখছিল, তাতে লুক্সিক তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা লুক্সিকর ওপর কাজ কর্ক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভ্যন্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছ্ব পেলেন না। কী কথাবাত। হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আলা নিজেই কিছু একটা বলবেন। কিন্তু আলা বললেন শুধ্:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খ্রিশ। ভালো লেগেছে তো. তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমান্ব, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,* ভাহলেও ও আসায় আমি খ্ৰুক খ্ৰাশ।'

^{*} তবে বড়ে। বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাস, দ্বিউতে চাইলেন আন্নার চোথের দিকে।

দ্ভিটার অন্য মানে করে আমা হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গ্রের কর্তা-কর্ত্রীর অন্বরোধ সত্ত্বেও দারিয়। আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের প্রবনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুর্পী ঘোড়াগ্রেলা আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দ্টুসংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিম্পেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গ্রুম্বামীরা ম্পন্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরম্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শুধ্ব মন খারাপ হয়েছিল আল্লার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাংটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অন্ভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কন্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগ্বলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি যাপন করছেন তাতে দ্বত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দেরে একটা প্রীতিকর অন্ত্তিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল ভ্রন্স্কির ওখানে, হঠাৎ কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ । মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শ্ব্ধ জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচছে প'য়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া সামে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কুপণ জমিদার' — সমর্থান করলে মুহুরার।

'কিস্তু ওদের ঘোড়াগ্নলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডব্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — স্কুন্দর ভালোমানুষী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে। 'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পেশছব তো?'
'পেশছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাগ্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; দ্রন্দিকদের কেমন বিলাসবহল জাীবন আর স্বর্হিচ, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে দ্রন্দিকদের বিরুদ্ধে মৃথ খুলতে দিলেন না কাউকে।

'আন্না আর দ্রন্দিককে --- এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা যাবে কী মর্মস্পর্শী মধ্র মান্য তাঁরা' --- এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনিদিশ্টি অপ্রসন্মতা আর অপ্রতিষ্ঠ বোধ করেছিলেন, সেটা ভূলে গেলেন।

11 26 11

ভ্রন্ হিক আর আল্লা সেই একই অবস্থায়, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো বাবস্থা না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্ডের একাংশ। তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা এক। একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা অন্ভেব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে। মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে

মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে পারে না। ছিল পরিপূর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশ্ব, আর কাজ ছিল দ্'জনেরই। আতিথি না থাকলেও আলা নিজের রুপের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম, বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গ্রুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তথন বেশ চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্ত-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আলা, আর পড়তেন সেই মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিছে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্স্কি বাস্ত ছিলেন সেগ্বলি নিয়েও তিনি পড়াশ্বনা করেন বই আর বিশেষ পত্রিকা থেকে। ভ্রন্স্কি সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম, এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর ক্ষ্তিশাক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আহ্না দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন আমা। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছার ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে ভ্রন্দিকর প্রিয়তমা, তাঁর জন্য ভ্রন্দিক যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে দ্রন্ শ্কির ভালো লাগাক শাধ্য নয়, দ্রন্ শিকর দাসত্ব করারই এই আকা^ওক্ষাটার মূল্য দিতেন দ্রন্দিক, কিন্তু সেইসঙ্গে আলা যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌড়ের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুল্ট থাকতে পারতেন দ্রন্স্কি। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূদ্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কমে ও তিনি ক্রমেই বেশি করে বাস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর ত। চলছিলও ১মংকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপ্রলপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যন্তপাতি, স্কুইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরু এবং আরো অনেককিছার জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্যু, ভেডার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, জনু স্কি সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত, দামে ছাড় দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কমের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুর্ণিক থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্ফিক ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খ্রিটয়ে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষ্বিন লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। দ্রন্দিক গোমস্তার কথা শ্বনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খ্বই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়িতি টাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খ্টিনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপবায় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গ্রেনিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। দ্রন্দিক, দিভয়াজ্দিক, কড্নিশেভ, অব্লোন্দিকর মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগর্নল জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মস্কো, পিটার্সবির্গের লোকেরা এবং য়ে প্রবাসী র্শীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না,তারাও আসে এই নির্বাচনগর্লায়।

অনেকদিন আগেই ভ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে কথা দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে দিভয়াজ্দিক আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে দ্রন্দিকর কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে দ্রন্দিক আর আশ্লার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাণ্ডলের সবচেয়ে কল্টকর একঘেয়ে হেমন্ত কাল তখন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আশ্লার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নির্ব্তাপ মুখভাব নিয়ে দ্রন্দিক তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আশ্লা খবরটা নিলেন অতি শান্তভাবে, শুধু জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শান্ত ভাবের কারণ ব্রুতে না পেরে দ্রন্দিক গভার মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃণ্টি দেখে আশ্লা হাসলেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা দ্রন্দিকর কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আশ্লা এভাবে গুটিয়ে যান শুধু তখনই

যখন নিজের পরিকল্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খ্বই চাইছিলেন বলে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সতিাই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কাশ্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেয়ে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ের কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, ত। বরং ভালো' — ভাবলেন ভ্রন্ শ্বিক, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁডাত।'

আন্না তাঁর মনের কথাটা খোলাখনুলি প্রকাশ কর্ন, এ জেদ না ধরে দ্রন্দিক গুইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাব্নিঝ না করে আন্নাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দ্বিশ্চন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, ল্কনো কিছ্ন একটা থাকবে, তারপর অভ্যন্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পার্যোচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

แรงแ

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মন্ফো আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মন্ফোয় একমাস যখন কাটল, সেপেই ইভানোভিচ তখন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গ্রেনিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসল নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খ্র জর্নির একটা কাজও তাঁর ছিল — আছি আর ক্ষতিপ্রেণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মস্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্ল দামের অভিজাত উর্দির বরাত দিলে। উদির জন্য বায় করা এই আশি র্ব্লই প্রধান কারণ যা তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, বোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো স্বরাহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রম,থেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, তাই অছি সংক্রান্ত নিতান্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘা ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছাটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপের নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সম্জন যেসব ভদুলোকেরা পুরেরপর্রার বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহাষ্য করতে অক্ষম – তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিম্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার যদ্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল যেমনটা হয় দ্বপ্লে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহদয় এজেপ্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুশকিল থেকে লেভিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সর্বাকছ করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' — এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা স্বকিছুতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য পুরো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষ্মনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তব্ চেষ্টা করে দেখুন।' লেভিনও চেণ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমান্য এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিকান্ত বাধাটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না: জানে না তাঁর এজেন্টও। কিউয়ে না দাঁডিয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে ব্রঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না : কিন্তু কাজটার যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ট্র হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে স্বকিছ্ম না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষম্ব না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেণ্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সং ও স্কুনর যে লোকেদের তিনি শ্রন্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গ্রুত্বত্ব দিচ্ছেন. এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব ব্ঝতে চাইছিলেন। লঘ্চিত্ততাবশে আগে যা তাঁর কাছে অকিণ্ডিৎকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গ্রুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গ্রুত্বত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্ব।চনে যে ক্র'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গ্রেত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সেগেই ইভানোভিচ। গুরেনিয়ার যে অভিজাতপ্রমুখের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভূগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফৌজী তালিম. নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্ত্রভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গ্রব্রপণ্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার নাস্ত, সেই শ্লেণকোভ প্রেনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমান্ব, নিজের ধরনে সং. কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্রভো সংস্থাগুলোর বিপাল গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেস্থ স্ক্রিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়. জেমস্ত্রভার উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গুরেনিরা সর্বদাই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গ্রেবের্নিয়া, গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভূত। সূতরাং অভিজাতপ্রমূথ লেংকোভের জারগার স্ভিয়াজ্যুক্তক বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরে। ভালো হয় নেভেদোভিন্কিকে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমংকার ব্লিদ্ধমান লোক, সেগে ই ইভানোভিচের বড়ো বন্ধু।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের কৃতিয়, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতু তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগন্লার মতোই পবিত্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আস্থার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজাতরা কলরব করে, স্ফ্রতিতে, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছ্রিসত হয়েই অন্সরণ করলেন তাঁকে, উনি যখন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গ্রেনিয়। প্রম্থের সঙ্গে বন্ধর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সর্বাকছ্র বোঝা এবং কিছ্রই ছেড়ে না দেবার চেণ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শ্রনলেন: 'মারিয়। ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খ্রই দ্রেখিত, কিস্তৃতাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফুর্তি করে ওভারকোট খ্রুজে নিয়ে সবাই গেলেন গির্জায়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগালো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পারণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকর্ম সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুন্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শ্ননলেন, অভিভত হলেন তিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সেগেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশনদ্টোর কোনো গ্রেড্ব নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গ্রেনিয়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। ন্তন ও প্রাতন দলে মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষা ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিবৃতি দিলেন যে হিসাবে খং

নেই। গ্রেবির্নিয়ার অভিজাতপ্রমূখ উঠে দাঁডিয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কপ্ঠে শ্বভসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, করমর্দান করলেন। কিন্তু এইসময় সেগেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তর্ত্তণ কিন্ত বচনে অতি বিষজিহন এক ভদুলোক বললেন যে গুরেনি য়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব ব্রবিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্তু কমিশন সভ্যদের মান্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তুণ্টি থেকে বণ্ডিত করেছে। কমিশনের সভারা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে স্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পরীক্ষিত হয়েছে কিংবা হয় নি. এবং অতি খাটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাকাবীর আপত্রি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্ততা দিলেন দিভয়াজ দিক এবং ফের বিষজিহ। সেই ভদ্রলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেশছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচকে তিনি যথন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা. তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সং। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিততান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

পশ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্দ্ প্রমাথেরা। কয়েকটা উয়েজ্দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেশছয়। সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ থেকে সিভয়াজ্স্কি নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনার পার্টি দেন তিনি।

11 29 11

গ্রবিনিরা কর্মকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগ্রলো ভরে উঠেছিল নানান উদি পরা অভিজাতে। অনেকেই এসেছিলেন শ্বধ্ব এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সব্বর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাং হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগর্বালতে। প্রদেশপালের টেবিল খিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাত্ব। ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীতা ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দুর করিডরে চলে যাছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে — নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ পুরনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নোবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট প্রনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপটি; স্পন্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতাব নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি।
লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে প্রনোদের দলে।
আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর
সঙ্গে এবং স্পণ্টভই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।
ছোটো যে হলটায় লোকে ধ্মপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে
নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শ্রনছিলেন
কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি
খাটাচ্ছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমাণ, তাঁকে ঘিরে জোট
বে'ধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্সিক এবং আরেকটি উয়েজ্দের
অভিজ্ঞাতপ্রম্খ, তাঁর দলভুক্ত খিন্নউন্তোভের কথা শ্রনছিলেন। নিজের
গোটা উয়েজ্দ নিয়ে ক্লেকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপত্তি

করছিলেন খ্যিউস্তোভ আর সিভয়াজ্যাসিক তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জনা। সেগেই ইভানোভিচ অন্মোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন ব্রুতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত র্মালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উদি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে। দুই দিকের গালপাট্টা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাড়াচ্ছি তো সের্গেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্ত। হচ্ছিল তা শ্রনে তিনি সমর্থন করলেন স্ভিয়াজ্যিকর মত।

'একটা উয়েজ দ্ই যথেণ্ট, আর স্ভিয়াজ স্কি স্পণ্টতই হবে বিরোধীপক্ষ'

তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।

'কী কন্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে
তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খুমিই হতেন, কিস্তু
ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি বৢরে উঠতে পার্রছিলেন না। যারা কথা
কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে
বললেন যে তিনি বৢরুতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গ্রেবির্নয়া
প্রম্থকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'* বলে ব্যাপারটা ুকী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগনুলোর মতো সমস্ত উয়েজ্দ্ যদি গনুবেনিয়া প্রমন্থকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্দ্ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দ্টো উয়েজ্দ্ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেংকোভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন প্রনোদ দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিন্তু যদি শন্ধ্ন একটা উয়েজ্দ্, স্ভিয়াজ্স্কির উয়েজ্দ্ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেংকোভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোখে ধ্লো দেওয়া হবে. তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওয়াও ভোট দেবে তার পক্ষে।

^{*} অহো পবিত্র সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন ব্রুলেন, কিন্তু পর্রোটা নয়, আরে। কিছু প্রশন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

কী ব্যাপার ?' 'এগাঁ?' কাকে?' প্রত্যয়পত্র ে কার জন্যে?' 'এগাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' ফ্রেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শ্বনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহ্বড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছু একটা ব্রিঝ ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পে'ছিলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গ্রেবির্নিয়া প্রমুখ, সিভয়াজ্সিক এবং অন্যান্য পাশ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতক চলছিল।

แระแ

লোভন বেশ দ্রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস, এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেটে জনুতার সোলে পরিষ্কার করে শনুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগনলো। দ্র থেকে তাঁর কানে এল শন্ধ অভিজাতপ্রমন্থের নরম গলা, বিষজিহন অভিজাতির ক্যাঁককেক কণ্ঠস্বর, তারপর স্ভিয়াজ্সিকর গলা। লেভিন যতটা ব্রশলেন ওঁরা তর্ক করছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদন্তাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সেগেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্রেটারিকে অন্বরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শ্বনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শ্বর্ত্ত্ব করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উদি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকু'জো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা বাঁর ঘাড়ে গে'থে বসেছে, মোচে বাঁর কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেচিয়ে উঠলেন:

'वाानारे! ट्यारे! कथा वटन काटना क्याना इटन ना! ट्यारे!'

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, •আংটি পরা লম্বা ভদুলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চে'চাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকপ্তে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সেগেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সেগেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুণ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটার এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিণ্টতাসম্মত আলোশের উদ্রেক করছিল। শ্রুর্ হল চেচামেচি এবং মুহুতের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃংখলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গ্রুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা ব্রুববে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দূঘ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই ব্বনতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না, এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্রে অনুসারে সেগেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য অভিজ্ঞাতপ্রমুখকে পদচ্যত করা দরকার: আর পদচ্যত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে: সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন: আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক --- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফরসালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গ্রেন্ড দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অন্সরণ করা উচিত' — উপসংহার টেনেছিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেয়াল ছিল না, এই সব সম্জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, ক্রম্বে উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কন্টকর হচ্ছিল। কন্টটা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতর্কের অবসান পর্যস্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গোলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপাত্রগর্বলিকে যথান্দানে রাখায় ব্লাস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শান্ত সজাব মুখ লক্ষ্ণ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘ্বতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গ্রেমাট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগ্রন্পিছ্ব। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অলপবয়সীয়া, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপ্রকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। ব্রেরের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগিরি সংক্রেন্ত সচিব এক ব্রূষ্ণ যাঁর দায়িত্ব গ্রেবর্নিয়ার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন:

'দাদা আপনাকে থ্রুছেন, কনস্তান্তিন দ্মিরিচ। ভোট শ্র হচ্ছে।' হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সেগেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। হিভয়াজ্হিক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গ্রন্গন্তীর বিদ্রুপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শ্রুছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আন্তে করে, আশোপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু বারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্বনটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভুরে কোঁচকালেন সেগেই ইভানোভিচ।

কঠোর **প্বরে তিনি বললেন, 'এটা** প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপার।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাঙ্গে, কেননা বলটা ছিল তাঁরী ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিস্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছান্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানন্বই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেক্রেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দ্বটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ফ্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পর্রনাে দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শ্রনলেন যে ক্লেংকাভকে ভাটে দাঁড়াতে অন্রােষ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল খিরে দাঁড়িয়েছে গ্রেনির্না প্রম্খকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তার ওপর আছা, তাঁর প্রতি অন্রাগের কথা, বার অযোগ্য তিনি, কেননা্ তাঁর যা-কিছ্র কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদারের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তাঁর লােককর্মের বারাে বছর বায় করেছেন। বারকয়েক তিনি প্রনর্ভিত করলেন, 'বথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আছায় ম্লা দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বােধ করিছ।' হঠাৎ অগ্রন্থের কিণ্ঠ থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চােথের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অন্রাগের জন্য, অথবা নিজেকে শন্র পরিবেছিত বলে বাে্ধ করছেন এমন একটা অবছার চাপের দর্নন — সে যাই হোক, তাঁর ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলােড়িত হল, ক্লেকোভের প্রতি একটা কোমলতা বােধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গুরেনিরা প্রমুখ ধারা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউকে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীর্ভীর্ হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছু একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তাঁর অন্থিরতায়। তাঁর মাখভাব, ক্রস-আটা তাঁর গোটা উদি আর ব্নট করা শাদা পেণ্টাল্লেন পরা মাতি, যে শশবাস্ততায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছ্ থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশ্ যে ব্লতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তাঁর এই মাথের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্ণী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তাঁর অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিরেছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশয় সাংসারিক লোকের সমস্ত মহিমায়। মন্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপদ্র; চাল-না-মারা, নোংরা গোছের প্রবনো চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সপ্রদ্ধা, বোঝা যায় তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যায় নি; মোটাসোটা ভালোমান্য স্থা, লেস দেওয়া টুপি মাথায়, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেরের স্ন্দরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর করছিলেন; জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছোকরা গোছের ছেলে, যে জিমনাসিয়াম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুম্ খেল তার প্রকাণ্ড হাতে; গৃহকর্তার ভারিকি সম্বেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ সবই গতকাল লোভনের মধ্যে একটা অগোচর শ্রদ্ধা ও কর্ণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দ্বটো ভালো কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজ্ঞাতপ্রমুখ হচ্ছেন?'
'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-গুদিক তাকিয়ে বললেন অভিজ্ঞাতপ্রমুখ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজ্ঞাতপ্রমুখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গ্রেগ্ডীর মৃহ্ত। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙ্কা দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

শ্বেরভকে নিয়ে বিতকে নতুন দল শ্ব্যু একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজন অভিজ্ঞাতকে প্রনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দ্ভেন অভিজ্ঞাতের দ্বর্বলতা ছিল মদে, স্নেংকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর ততীয় জনের উদি কেড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে উদি পরাতে এবং মাতাল দ্বাজনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিয়েছিল বে জমিদার, শিভ্য়াজ্ শিকর কাছে গিয়ে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে বাবে।', 'বড়ো বেশি মাতাল নয় তো? টলে পড়বে না?' মাধা নেড়ে জিগোস করলেন শিভ্য়াজ্ঞ শিক। 'না, চাল্য ছোকরা। শৃধ্য এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

n 25 n

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধ্মপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজ্ঞাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোখে পড়ছিল সমস্ত ম্বেথই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খ্টিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এ'রা হলেন আসম সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিন্তবিনাদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নান্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধ্মপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাৎ সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উদি পরিহিত দ্রন্স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাৎ হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রন্পগ্লোর দিকে চেয়ে শ্লাতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন স্বাই চাঙ্গা, দ্শিচন্তাগ্রন্ত, বাস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উদি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অন্কেচেহারার কোলকু'জো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উদির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা ব্টের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিন। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দ্ভিটপাত করে জমিদার ঝট করে ঘ্রের গেলেন।

'কারসাজি আছে, সে আর বলতে' — সর্ গলায় বললেন ক্ষ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দ্বাজনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের প্ররো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিরে আসছিল লোভিনের দিকে। জমিদাররা স্পন্টতই একটা জায়গা খ্রেছিল বেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

'কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিক্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!'

'কিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে' — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, 'তাঁর স্থাীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।'

'চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজাত। বিশ্বাস করতে হয়।'

'হুজুর, চলুন যাই, চমংকার শ্যাম্পেন!'

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল অঃসছিল তার পিছত্ব পিছত্ব; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

'মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না' — শ্রুতিমধ্র গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উর্দি; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

'ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমুখ স্ভিয়াজ্যুস্কির ওখানে।'

'তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?' জিগোস করলেন লেভিন।

'সেই একইরকম লোকসানে' — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিস্তু এই প্রশাস্তি ও প্রত্যর নিয়ে যে তাই ই হওয়া দরকার। লোভনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: 'কিস্তু আপনি আমাদের গ্রুবেনিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?' ফরার্সিশব্দটা বললেন তিনি দৃঢ়ে কিস্তু খারাপ উচ্চারণে। 'সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্দ্রীরাও' — দ্রেপান আর্কাদিচের দর্শনিধারী ম্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেন্টাল্ন আর কামেরহেরী উদিতে তিনি হাটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজ্ঞাত নির্বাচনের গ্রহ্ম আমি ব্রিঝ কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গ্রেক্ছই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড়োর শক্তিতে। উদির্গনেলা দেখনুন, তা দেখেই ব্রুতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজ্ঞাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছ্ব পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সত্যি বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চাল্ব করে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পরুষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'
'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত
ক্ষেংকোডকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি।
ধর্ন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে
একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলডু'ই
আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলডু'ইগুলো
এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। ওটা তো আর এক বছরে
বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন
তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্মা কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হাাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছ, দাম

আছে। শন্নন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফরদা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাস্মাজ লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বাল' —- জানালার বাজনতে কন্ই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে ছেলের কোনোরক্ম আগ্রহ নেই। বোঝা যাছে পশ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক' -- লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফরদা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শন্বন বলি' — জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘ্রের দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ত্ব।' অথচ বাগান আমার অযত্ত্বে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিশ্ডেন গাছগ্রলোকে কেটে ফেলতাম, শ্র্ব রসটা বার করে নিয়ে। লিশ্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গর্বাছ্র বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পণ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শ্নতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান কর্ন, আপনার আমার যা আছে শ্ব্ সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শ্বনেছি, আপনি বিবাহিত?' জ্বিগ্যেস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চাল, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক প্রাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগন্ন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জামদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, থেমন অন্তত বন্ধন্বর নিকোলাই ইভানিচকেই ধর্ন, কিংবা কাউণ্ট দ্রন্দিক, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু প্র্নীক্ত লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবং কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিন্তু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফেলছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভদ্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগন্ন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সেজমি যত খারাপই হোক চযে যাচ্ছে। শ্ব্ধ্ব হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুন্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্থিয়াজ্যিক।

'তা ছাড়। কি চলে।' 'বুক জুড়ালেন।'

11 00 11

শিভয়াজ্শিক লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর দ্রন্দিককে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই।

'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিল্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সোভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রনৃষ্ঠিক বলজেন।

'হাাঁ, আমাদের সাক্ষাংটা আমার খ্বই মনে আছে' — সি'দ্বে লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষ্মি ফিরে কথা শ্বেরু করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে দিভয়াজ্ দিকর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন দ্রন্দিক. বোঝা যাচ্ছিল লোভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লোভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন দ্রন্দিকর দিকে, ভাবছিলেন তাঁর র্ড়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্স্কি আর ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'ল্লেংকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি কর্ন নয় সম্মতি দিন' - জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন দ্রন্দিক।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' দ্রন্দিকর দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্ স্কি বললেন।

'আপনি দাঁডাবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপনে নই' — বিব্রত হরে সেগেই ইভানোভিচের কাছে দ-ডায়মান বিষজিহন ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দ্ভিপাত করে স্ভিয়াজ্সিক বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভিম্ক?' লেভিন জিগ্যেস করলেন। টের পাচ্চিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভঙ্গ্কি আর স্ভিয়াজ্গ্রিক ছিলেন দূহে প্রতিশ্বন্দ্বী প্রাথাঁ।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহ্ব ভদ্রলোক। বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভস্কি। স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিলেন লেভিনের। 'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' দ্রন্দিকর দিকে চোখ মটকে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দোড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হাাঁ, ঘা লেগেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেন্তনেন্ত করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভূর্ কুচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্সিক! স্বাকিছ্ব ওর কাছে পরিষ্কার।' 'ও হাাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন দ্রন্সিক।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে দ্রন্দিক তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উদি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষয় দ্ভিট তাঁর দিকেই নিবন্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মস্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উর্দি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন দ্রন্স্কির সঙ্গে কথা বলার স্ব্যোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর র্ঢ়তাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শাস্ত বিস্ময়ে দ্রন্স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভার্ম্ট দ্রে। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্লে, তার জন্যে আমাকে এজেশ্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে মরদা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুংসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধ্যাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শরের হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বৃঝি না' — ভাইয়ের কতকগৃলি উদ্ভট কান্ড চোথে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বৃঝি না এই মান্রায় সর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো বায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, র্শীদের নেই। গৃ্বেনিয়া প্রমূখ আমাদের শন্ত্ — তুমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউন্ট দ্রন্দিক... ওঁকে আমি বন্ধু বানাব না; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি যাব না; কিন্তু উনি আমাদের দলে, কেন শন্ত্ করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভিদ্কিকে তুমি শৃধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।'

'আহ্, আমি কিছুই বৃক্তি না! এ সবই নিরথকি ব্যাপার' — বিষয় বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনথ'ক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গ্রনিয়ে ফ্যালো।' লোভন চুপ করে রইলেন, দু'জনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গ্ববৈনিয়া প্রম্থ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছ্ব একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অন্রোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেক্রেটারি উচ্চেম্বরে ঘোষণা করলেন যে গ্বেনিয়া প্রম্থ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ডা ক্যাপটেন মিখাইল স্থেপানোভিচ স্নেংকোভ।

উরেজ্দ্ প্রমনুখেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শরের হল ভোটাভূটি।

উয়েজ দ্ প্রমাথের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যখন টেবিলের দিকে যাজিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভুলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভুল করেন নি তো। ক্লেংকোভ তো তাঁদের শার্। ডান হাতে বল নিয়ে বাজের কাছে গিয়ে ভুল করছে ভেবে একেবারে শেষ মাহাতে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই বায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্রলোকটি বাজের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনাইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি ব্রেম নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসায় হয়ে মা্থ কোঁচকালেন। নিজের অন্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদন্ত ভোটের সংখ্যা।

গ্বেনিরা প্রম্থ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছ্টলেন দরজার দিকে। ল্লেংকোভ ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে বিরে ধরলেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যাস করলেন লেভিন। 'মাত্র শ্রুর হচ্ছে' — হেসে সের্গেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্থিয়াজ্যিক। উপপ্রমুখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন স্ক্রে চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই স্ক্রেতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্দ্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবিটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি স্কৃতিজত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেন্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বন্তই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গ্রেনির্বা প্রম্থ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমংকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শ্নেলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শ্বনে কীবে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমংকার! সবকিছ্ব পরিষ্কার, স্কৃপন্ট! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শ্বন্ধ্ব এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগ্রলায় বঙ্গে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্য সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রমন্থের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্গেনি ইভানোভিচ আপু-খ্তিন!'

মৃত্যুবং স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জরাজীণ ক্ষীণ গলা: 'প্রত্যাহার করছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্র পের্নভিচ বল্!'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা খ্যাঁকখে'কে গলা।

ফের একই জিনিস শ্রে হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে লেভিন দেখছিলেন আর শ্নছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, ব্রুতে চেন্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর ব্রুতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের ম্থে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিণ্ডিতে দেখা হল এক য্গালের সঙ্গে, হিল খটখটিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তথন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লোভন বোরিয়ে যাবার সি'ড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অন্গ্রহ কর্ন কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দুড়ভাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেক্রেটারি টোকা দিতে দরজা খুলে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছুটে এল দ্বস্তন, জমিদার।

'আমি আর পারছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উকি দিল গ্রবেনিয়া প্রম্থের ম্থ। আতংকে আর ক্রেশে সে মূখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হঃশ্কার দিলেন তিনি।

'আমি শ্ব্ধু ঢুকতে দিয়েছি হ্বজুর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেশ্টালনে পরা গ্রেনিরা প্রম্থ ক্লান্ত ভিলতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভিস্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গ্রেনিরা প্রমুখ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুষ্ট, স্খী, অনেকে উল্লাসিত, অনেকে আবার অসন্তুষ্ট, অস্থা। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গ্রেনির্মা প্রমুখ, সেটা তিনি ল্কোতেও পারছিলেন না। নেভেদোভিস্কি যখন হল থেকে বের্লেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অন্গমন করতে লাগল ঠিক যেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অন্গমন করেছিল প্রদেশপালের এবং য়েংকোভ যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন যেভাবে তারা অনুগমন করেছিল তাঁর।

11 0 2 11

সোদন নবনির্বাচিত গ্রবেনিয়া প্রমূখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন দ্রন্দিক।

নির্বাচনে দ্রন্দিক এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একথেরে লাগছিল, তা ছাড়া আমার কাছে নিজের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্রেভা পরিষদের নির্বাচনে দিন্তয়াজ্নিক তাঁর জন্য যতকিছ্ব করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজ্ঞাত ও ভূস্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তঙ্জনিত সমস্ত কর্তব্য কঠোরভাবে পালনের উন্দেশো। কিস্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উর্ব্বোজত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ্ করতে পারবেন। অভিজ্ঞাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিস্তু স্পণ্টতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভূল করেন নি যে অভিজ্ঞাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউন্ট পদ: শহরে খাশা একটা বাসা যা তার জন্য ছেডে দেন তাঁর পরেনো পরিচিত শিক্ভি. যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উন্নতিশীল একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা: গ্রামের বাডি থেকে নিয়ে আসা দ্রন শ্কির চমংকার পাচক; প্রদেশপালের সঙ্গে সখ্য, আগেই যিনি ছিলেন দ্রন্দিকর বন্ধ ও তাঁর পূষ্ঠপোষকতাধন্য: কিন্ত সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ, সমান ব্যবহার, যাতে তাঁর কম্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজ্ঞাতের ধারণা বদলায়। নিজেই দ্রন স্কি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাংস্কারার স্বামী এই যে খেপাটে ভদ্রলোকটি à propos de bottes* উন্মাদ আক্রোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেডেছেন, তিনি ছাডা যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে. তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তাঁর পক্ষপাতী। তিনি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অনোরা স্বীকার করছিল যে নেভেদোভস্কির সাফলো তাঁব অবদান যথেষ্ট। আব এখন নিজেব বাড়িতে খাবাবেব টেবিলে বসে নেভেদোভাস্কর জয়োংসর উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তাঁর একটা মধ্যুর অনুভূতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জ্বাকি প্রেম্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় খোডা ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। দ্রন্দিক বসেছিলেন টোবিলের শিয়রে, ডান দিকে য্বক প্রদেশপাল, জার স্ইটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জেনারেল। যে প্রদেশপাল গ্রুগন্তীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, স্বার কাছে তিনিই গ্রেনিয়ার কর্তা; দ্রন্দিকর কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাংকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, দ্রন্দিকর সামনে তিনি অপ্রন্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise** চেন্টা করছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর বাঁদিকে তাঁর তর্ণ, অটল, বিষাক্ত মুখে নিয়ে নেভেদোভিদ্ক। তাঁর সঙ্গে দ্রন্দিকর ব্যবহার ছিল সহজ, সগ্রন্ধ।

কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।
** চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

শিভয়াজ্ শিক তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভিশ্বির উদ্দেশে পানপার তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অন্সরণ করতে হবে, এ'র মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধ্ব ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োংসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে দ্রেপান আর্কাদিচও খান্দি ছিলেন। অপার্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গার্বেনিয়া প্রমাথের অপ্রান্সজল বক্তৃতাটা চিভয়াজ্ চ্কি শোনালেন কোতৃক করে। তারপর নেভেদোভ চ্কিকে লক্ষ্ণ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোথের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পন্ধতি নিতে হবে হাজারকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গার্বেনিয়া প্রমাথের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিস্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতৃন গার্বেনিয়া প্রমাথ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভিস্কিকে সম্বোধন করা ছচ্ছিল 'আমাদের গুরেনিরা প্রমূখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নর্বাববাহিত তর্গীকে 'মাদাম অম্ক' বলতে পেরে। নেভেদোভিন্দি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছ্ম এসে যায় না তাই শাধ্ম নয়, এটাকে তিনি ঘ্শাই করেন, কিন্তু স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খ্মিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তার পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাখছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছ্ব লোকের কাছে টোলিগ্রাম পাঠানো হল। খ্বই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টোলগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভন্দিক নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যদের দিও।' চে'চিয়ে চে'চিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মস্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ কর্ক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

রন্বল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং ব্রুলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'* শ্রিভার একটা দুর্বলিতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা স্বরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্প্রান্ত, সহজ আর হাসিখ্লি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বর্গিক সম্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্সিক বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গ্রেনিয়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গ্রুক্বামীর' স্বাস্থ্যপান করা হল, তাও অধেক রহস্য করে।

প্রনৃত্তিক খ্রিশ হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধ্র পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব দ্রাতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্বাী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন দ্রন্দিককে, স্বাী তাঁর সঙ্গে পরিচিতত্ত হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের স্কুনরীকে। সত্যিই অপরপো।'

'Not in my line'** — তাঁর মনে ধরে যাওয়া ব্রলিটা ভ্রন্ শ্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যথন ধ্মপান করছে ভ্রন্ শ্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্দ্ভিজেন্স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপূর্ণ দূষ্টিতে তাকিয়ে।

দ্রন্দিক যখন ভূর্ কু'চকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভৃত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক স্ভেজিংন্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য ।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আন্না। পড়ার আগেই দ্রন্দিক জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শূক্রবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জ্ঞানতেন

- টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।
- 🕶 ওটা আমার ধারায় নেই (ইংরেজি)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরুম্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধাায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পে'ছিয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আনি খ্ব অস্কুন্ছ, ভাক্তার বলছে নিউমানিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিশেসস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশ্র, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিল।ম. এখন লোক পাঠাছিছ জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছ্ব একটা জবাব দিয়ো যাতে ব্রুতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসমুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসমুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সত্তর।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ, দর্ঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে, দর্ইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

॥७२॥

শ্রন্দিক প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কাণ্ডগালো ঘটত, তা প্রন্দিককে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে প্রন্দিক নির্বাচনে যাবার আগে আলা স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বাশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দ্ভিতে প্রন্দিক তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আলা, প্রন্দিক রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দ্ভিতৈ প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিছে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আলা পেশছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। 'যখন আর যেখানে খ্রিশ যাবার অধিকার তার আছে। শ্ব্দ্ নিজে যাবার নয়. আমাকে রেখে যাবারও। সব অধিকার ওর আছে, আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনিদিন্টি, ধরা-ছোয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দ্ভিট বোঝাচ্ছে অনেক কিছ্ন' — ভাবলেন আল্লা, 'এ দ্ভিট দেখাচ্ছে যে প্রেম জ্বভিয়ে যেতে শ্রু করেছে।'

আর জর্ণ্ড্রে যেতে যে শ্রহ্ করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছ্ ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। দ্রন্দিক যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিস্তাটাকে তিনি দিনে কিছ্ একটা নিয়ে বাস্ত থেকে আর রাতে মির্ফারা নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আলা তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছ্ চান না, কিষ্ণু ওঁর সঙ্গে সন্মিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে দ্রন্দিক ওঁকে তাাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং দ্রন্দিক বা স্থিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আল্লা ভ্রন্স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুসন্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিল্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিস্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যথন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন দ্রন্দিক সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেথানে, সে সম্পর্কে চিস্তাগ্রেলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অন্ভব করলেন। এই সময়েই অস্থ হল মেয়ের। তার সেবাশ্রেয়ার ভার নেন তিনি, কিস্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গ্রুত্র ছিল না অস্থটা। যত চেন্টাই কর্ন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আল্লা, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধায় একা হয়ে দ্রন্দিকর জন্য এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিস্তু ভালো করে ভেবে দেখে দ্রন্দিক যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে দ্রন্দিকর চিঠি পেলেন আল্লা আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় দ্রন্দিক যে কঠোর দ্ভিপাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অসুখটা গ্রন্তর নয়, তখন তার প্নরাব্ত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খ্লি। আয়া এখন মানেন যে উনি দ্রন্দিকর ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য দ্রন্দিক তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আয়া খ্লি। হোক আয়াকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আয়ার কাছেই থাকবেন, আয়া তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

ভ্রমিং-র্মে বাতির নিচে বসে আয়া তে'-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শ্নতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মৃহত্তেরইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শ্নতেন, কিন্তু সেটা প্রমান্তক। অবশেষে শোনা গেল শ্ব্দ চাকার শব্দই নয়, কোচোয়ানের চিংকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারালায় চাপা আওয়াজ। পেশেল্স খেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আয়া লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দ্'বার যা করেছেন, সির্ণড় দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লক্জা হল তাঁর, কিন্তু প্রন্সিক কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জনালা আগেই মৃছে গিয়েছিল তাঁর। প্রন্সিকর মৃথে এখন অসমন্তোষ ফুটবে কিনা শব্দ, এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সমুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সমুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল দ্রন্সিককে, তাঁর হাত চোখ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠম্বর শ্ননলেন আয়া। অমনি সবকিছ্ব ভুলে তিনি আনন্দে ছন্টে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সি*ড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আল্লাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

ভ্রন্মিক বসে ছিলেন চেয়ারে। ভূত্য তাঁর গরম হাই-বৃট টেনে খ্লছিল। 'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'আর তুমি?' গা ঝাড়া দিয়ে শ্বধালেন প্রন্দিক।

নিজের দৃই হাতে প্রনৃষ্ণির একখানা হাত ধরে আহা টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মুখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আমাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আমা

তাঁর জনাই পরেছেন বলে জানেন, নির্ব্তাপ দ্ণিটতে এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মনুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি র্মাল দিয়ে মুছে আমার হাতে চুমু খেয়ে বললেন দ্রন্স্কি।

আরা ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে দ্রন্দিক না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘ্নুম আসত না যে… ভাবনা-চিস্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মহিল্য়া নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গলপ করলেন দ্রন্দিক আর প্রশন করে আশ্লা তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফলো। আর বাড়িতে দ্রন্দিকর যাতে আগ্রহ, সে সব গলপ করলেন আশ্লা, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিলেসস ভারভারা চলে যাবার পর আল্লা যথন দেখলেন যে দ্রন্দিক প্ররোপর্নর তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দর্ন সেই দ্যুংসহ ভারটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি ব্রুতে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি দ্রন্স্কির যত ভালোবাসাই জাগুরুক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। দ্রন্স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অন্তুত। এই আনির নাকি অস্থ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সতিয়।'
'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'
'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসম্ভূষ্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সতিা, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসাটে' যাবার কর্তব্য…'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছ্ আর বলব না' — বললেন দ্রন্স্কি। 'কেন বলব না?' বললেন আলা।

'আমি শ্ধ্ বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মন্তেকা যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আন্না, কেন তুমি এত উত্তাক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাং গলার স্ক্র পালটে আল্লা বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আন্না, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত…'

কিন্তু আলা ওঁর কথা আর শ্বনছিলেন না।

'তুমি যদি মন্তেকা যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'তৃমি তো জানো যে শ্ব্ধ এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...'

'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি
যে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মন্তেকা যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হ্মাকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' -- হেসে বললেন ভ্রন্সিক।

কিন্তু এই নরম কথাগ্নলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গোল শ্ব্দ্ শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দ্ভিট চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি। 'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দ্বঃখ!' বললে দ্ভিটা। এটা ম্হুতের্র একটা অন্ভেতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন প্রামীকে। পিটার্সবিহুর্গে যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রন্দিকর সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মন্ফেরায়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন প্রামী-প্রীর মতো।

A RADAMAN SISTEMANA WA

সপ্তম অংশ

11 > 11



লেভিনরা তৃতীয় মাস
কাটাচ্ছেন মস্কোয়।
ওয়াকিবহাল লোকেদের
নির্ভুল হিসাব অনুসারে
কিটির প্রসব হবার কাল
পোরিয়ে গেছে অনেকদিন,
কিন্তু এখনো সে
অস্তঃসত্তা আর দ্বামাস

আগের চেয়ে প্রসবের মৃহ্তিটা এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধাত্রী, ডাল্ল, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসন্মের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শন্ধনু কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশ্ব. অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশ্বটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিষ্কার অন্তব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশ্বটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে স্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিন্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত যত্ন, সর্বাকছনতে তাকে খর্নিতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগালো শিগাগিরই শেষ হবে এটা অন্তেব না করলে এবং তা জানা নী থাকলে এর চেয়ে ভালো আর সন্মধ্র জীবন কিটি কামনা করতে পারত े ना। भर्दर এकটा व्याभारत ऋज्ञ र्राष्ट्रल এ জीवत्नत মाध्रर्य: य भ्वाभीत्क িকিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন। গ্রামে তাঁর সোম্যা, সম্মেহ, অতিথিবংসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অভ্রির, সতর্ক, যেন কেউ ব্রন্ধি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকৈ আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাড়াহ,ড়ো করতেন না কখনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশব্যস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না, অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কন্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে কর্ণ দেখায় ন।: বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে, অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দুষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে. প্রমিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে, সলম্জ সোজন্যে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহে, বিশেষ করে কিটির যা মনে হয়েছিল, ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মান্ত্র। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে: আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাডা কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ৎসনা করেছে তাঁকে: মাঝে মাঝে ব্যুঝেছে যে তুপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সতিইে কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্লোন্দিকর মতো ফুর্তিবাজ প্রুম্বদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এর্প অবস্থায় প্রুম্বেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তর্ন্ণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিষ্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিম্বের বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেয়ে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেণ্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছন্ই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিস্তাগ্র্লোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহরের জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিন্ধিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দ্ব'জনেই হয়ে উঠেছেন সতক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দ্ব'জনের পক্ষেই অতি গ্রেছপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে --ভ্রন্দিকর সঙ্গে কিটির সাক্ষাং।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি ল্লেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দর্ন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে দ্রন্দিককে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাং প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অর্মান নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বৃকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুখু কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা দ্রন্দিকর সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুর্ করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই দ্রন্দিকর দিকে শান্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি প্রেরাপ্রির তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া বরিসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইবে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার কাণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অন্যোদন করেন তার স্বামী এই মৃহ্তের্ত যাঁর অদুশ্য উপস্থিতি অনুভব কর্মাছল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে দ্রন্দিকর সঙ্গে, রসিকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেন্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রসিকতাটা কিটি ব্রেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মূখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার

দিকে আর বিদায় নিয়ে দ্রন্সিক উঠে না দাঁড়ানো পর্যস্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পণ্টতই শ্ব্ধ্ এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হে'টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সঙ্গ্রেছ মনোভাব দেখে কিটি ব্রুবল যে তিনি তার ব্যবহারে সন্তুল্ট। নিজেই সে খ্রিশ হয়েছিল নিজের ওপর। দ্রন্দিক সম্পর্কে তার আগেকার হদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবর্দ্ধ করে শ্র্ব্র দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্তিই তাঁর সম্পর্কে প্রেরাপ্রির নির্বিকার আর অচণ্ডল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে দ্রন্ স্কির সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খ্বই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খ্রিটনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছ্ব জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শুধ্ব ভুরু কুচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খ্বই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বৈশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বের্বার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোথ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুন্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রখন করতে শ্রুর করলেন আর শ্রুর এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শ্রুর প্রথম মুহুতেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পাবে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খুটিনাটি পর্যন্ত, তথন আহ্মাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খ্রুই খুদি, এবার দ্রন্দির সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম স্ব্যোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধরে মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রূত্তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শন্ত্র বলা চলে, তব্ তার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে দ্বিব্যহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কণ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

nen

'বল্দের ওখানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বের বার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে; 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শ্ব্ধ্ কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন। 'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেরভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্স'ব্রগের এই নামজাদা অর্থানীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পণ্ডমূখ হয়েছিলে এ'রই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগোস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও: নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশ্যই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' -- ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন।
'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউপ্টেস বলের
কাছে।'

'যাওয়ার বড়োই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কণ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।' 'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভাস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লঙ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছাছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে, 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'বেতাম, কিন্তু সর্বদাই লম্জা হত। আর এখন অনভ্যস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিবিা, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দ্ব'দিন উপোস দেব। এত লম্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন… যেও কিন্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে। 'জানো কন্ত্রিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পণ্ডাশ রুব্ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসস্ভোষের মূখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক, আমার দ্বশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছ্ব খরচ করছি না, অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছ্ব একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভূর্বর তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীর অসন্তোষের লক্ষণ। সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়, এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছ্ব একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভূলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — প্রনরাব্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদরিণী।'

'না, সত্যি, মায়ের কথা শ্রেনছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার। দিবা ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের সবাইকে জন্বলাচ্ছি, টাকারও শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যাকছত্ব তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সতি।?' লেভিনের চোথের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লেভিন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শুখু কিটিকৈ প্রবাধ দেবার জন্য। কিন্তু লেভিন যখন দেখলেন যে কিটির অকপট মধ্রর চোখদর্টি সপ্রশন দ্ভিটতে তাঁর দিকে নিবন্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবন্থাটা আমি বড়ো ভুলে যাই' --- ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দুই হাত ধরে ফিস্ফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছ্ই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?' অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি। বললে, 'এক বিন্দুও না।'

'তাহলে যদি কিছ্ ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'
'কিছুই ঘটবে না আর ও সব চিন্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার
সঙ্গে বেড়াতে যাব ব্লভারে। তারপর যাব ডাল্লর কাছে। ডিনারের আগে
এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হাাঁ, জানো, ডাল্লর অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে
একেবারে নির্পায়। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর
আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার
দ্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দ্'জনে
মিলে দ্বিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিন্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগোস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

অলিন্দে লেভিনের অবিবাহিত জীবনের সময় থেকে প্রনো চাকর কুজুমা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'স্কুদরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁয়ে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোঁড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মস্কোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বাদ্যকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যেস করলে কুজুমা।

মন্দেরা জীবনের প্রথম দিকে ভজ্দভিজেন্কা স্ট্রিট থেকে সিভ্ৎসেভ দ্রাজেক পর্যস্ত যেতে ভারি একটা জন্ডি গাড়িতে যে জন্ডতে হত দন্টো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভাস্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ র্ব্ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দ্বটো ঘোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জ্বততে।'

'যে আজে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহনুরে স্বাবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিংস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সব্বর্গের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রের এসে গ্রামবাসীর কাছে দূর্বোধ্য যে অনুংপাদক কিন্ত অপরিহার্য খরচাগ্রলো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে. সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শ্বে গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘটেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাথি। লেভিন যথন তাঁর প্রথম একশ রুব্লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিম্প্রয়োজন কিন্তু নিম্চয়ই অপরিহার্য (এগ্রলো ছাডাই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগ্রলোর দামে ভাডা করা যেত দু জন গ্রীষ্মকালীন মজুর, অর্থাৎ ইস্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিন্দা শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' রবেলের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুবুল মূল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পড়েছিল যে এই আটাশ রুবুলটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা খোসা ঝরানো, চালানি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই পাদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহু দিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাণির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে, সেটা তন্দ্রারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিতৃপ্তির সমানুপাতিক কিনা, এ খৃতখুতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না, এই হিসেবিআনাও র্লোভন ভূলে গেলেন। রাইয়ের দাম র্লোভন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি প্রদ পিছা পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গরেম্ব রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাঙ্কে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাণ্ডেক সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাঞ্চের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোখেকে তাঁ পাওয়া যায়। কিটি বখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়. তখন এই ব্যাপারটাই

মন্হতের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেরভের সঙ্গে আসন্ন পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

n o n

মস্কোর এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তাঁর বিশ্বদ্দির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দ্দিউভিঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওদিকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতোটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছ্ অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেরভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেরভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খ্ব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেরভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খ্বই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রায়িং-র্মটায় লোভিনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘাণ্ট শ্নে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মণ্টেনেগ্রীনরা? জাত যোজা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাভিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি স্ফ্রী। ইনিই মেন্তভ। কিছ্কেণ আলোচনা চলল

রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগ্নলোকে পিটার্সবৃর্গ সর্বোচ্চ মহল কে কী চোখে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্ত্রী কী বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত স্ত্রে পাওয়া একটা খবর থেকে। কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত স্ত্র থেকে শ্ননছেন যে জার বলেছেন একেবারেই অনা কথা। এমন একটা এবস্থা লেভিন কল্পনা করার চেণ্টা করলেন যাতে দ্টো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা থেমে গেল।

'হ্যাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মান্মকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগ্নলির বহির্ভূত করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভূরশীল আর এই নির্ভূরশীলতা থেকে খ্রুছেনে বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেব্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শ্রুর করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে গিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পে'ছিলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দ্বিভিঙ্গি। তিনি জানতেন যে চাল্ম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেত্রভ, কিন্তু নিজের নতুন দ্বিভিঙ্গিতে তাঁর সহান্মভৃতি কতদ্রে পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশাস্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতন্ত্র্যে নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিস্তাটা তিনি ^{*} উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে প্রের বিশাল অনিধিকৃত জমিকে অধ্যাষিত করা তার কাজ। বাধা দিয়ে মেন্তভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিদ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রামিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভার করবে জমি আর প্রাজির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।' এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেন্তভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্টা কিসে সেটা লেভিন ব্ঝলেন না, কেননা কণ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খন্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন প্র্নীজ, মজ্বরি আর খাজনার দ্যিকোণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে ব্হদংশের, প্রোণ্ডলের জামতে খাজনা এখনো শ্না, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজ্বরি প্রকাশ পাছে নিজেরা থেয়ে বেচে থাকায়, আর আদিম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রুপে প্র্নীজ এখনো নেই, তাহলেও তিনি শ্বের্ব ওই দ্যিউভিঙ্গি থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজ্বরি সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শ্নলেন অনিচ্ছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল মেন্নভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যব্যয় হয়ে পড়ে নিঙ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দ্বিভতৈ দেখছেন যে কেউ কাউকে ব্যাবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শ্যুই শ্ননে গেলেন। মেন্তভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তিপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আছা নিয়ে, শ্রুয় এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা ব্রিয়য়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান প্রলিকত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধ্বান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বলার পর মেন্তভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেগ্রভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞ্চাশস্তম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হাাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেগ্রভ, 'চল্বন আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, স্ববিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা ষে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খুশি হয়েই।'

'ওহে শ্বনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

भारतः रल विश्वविकालस्त्रत श्रम्न निरस आत्नाहना।

এই শীতে মস্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খ্রই গ্রেত্বপূর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। প্রক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘন্য গ্রেচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এ'দের মধ্যে দেখতেন ছেলেমান্নির আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অগ্রন্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেলেভিনের কোনো সংপ্রব না থাকলেও মস্কো থাকাকালে বার করেক ব্যাপারটা শ্নেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজস্ব একটা মতামত গড়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রনো দালান পর্যন্ত তিনজনে না পেশছনো অবধি রাস্তার যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও বোগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শ্রে হয়ে গিরেছিল... বন্দ্র-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেরভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন, একজন পাণ্ডালিপির ওপর ভয়ানক বাকে কী বেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

টোবল ঘিরে যে চেয়ারগ্নলো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছাত্রটিকে জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসন্ন দ্রিন্টপাত করে ছাত্রটি বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শ্নতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিন্তাকর্ষক নতুন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জয়ন্তী উপলক্ষে কবি মেন্ড্ যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উন্দেশেও কৃতজ্ঞতাস্চক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজাের খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যথন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে, ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেত্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মেহুভের চিন্তায় হয়ত-বা গ্রেছ থাকতে পারে: কিন্তু তাঁর নিজের চিন্ডাটাও গারে, ত্বপূর্ণ, আর এই চিন্ডাগালোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছুতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দু'জনে র্যাদ তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগ্রলাকে মেলালে কোনো লাভ হবে না। এবং মেত্রভের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন শ্বির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেত্রভ রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি করেছেন আজ সকালে, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য তক্ষ্মীন যা মাথায় খেলল, তেমন একটা নতুন নিজম্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শুনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেরভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমদ্যণের সদ্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত, মাথা ন,ইয়ে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন ল্ভভের কাছে।

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দ্ই রাজধানীতে* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অস্ববিধার পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অস্ববিধা হত না তাঁর), নিজের দ্ই প্রকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রথর পার্থক্য থাকলেও, ল্ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ে। হলেও এই শীতটায় দ্'জনের মধ্যে খ্ব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তাঁরা।

ল্ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জনুতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পেশনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে যাওয়া চুরন্টটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছন্টা দূরে।

ম্থখানা তাঁর স্শ্রা, চিকন, এখনো য্বকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া র্পোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে ম্থ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমংকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে কিটি? এইথানে বস্ন, স্বস্থি পাবেন…' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেন্ট পিটার্সব্যূগ'-এ প্রকাশিত শেষ সাকুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্স বির্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাডাভাসোভের কাছে লোভন যা শনুনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেত্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্ভভ।

পিটার্সবৃগ্ আর মন্কো।

'এই দেখনে, বিজ্ঞানের এই চিন্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষ্মনি তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে স্মিবধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দর্ন এ থেকে আমি বিশ্বত; তা ছাড়া বলতে লক্ষ্মা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতুল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনম্ন দেখানো, এমন কি বিনম্ন হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই। ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে স্মৃতির অনেককিছ্ব ঝালিয়ে নিতে, স্রেফ শিখে নিতে হছে। কেননা শ্র্য্ব শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, য়েমন আপনার ক্ষিকর্মে মজ্বর আর তত্ত্বাবধায়ক দ্বই-ই দরকার। য়েমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা ব্সলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় ব্বিয়য়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লেভিন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার: কিন্ত লাভভ মানলেন না।

'বুঝেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু, নেই' — লুভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শ্ব্ধ জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মার্জিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেন্টা করছিলেন ল্ভভ, কিন্তু জনলজনলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শ্বধ্ ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনযান্তার বারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জানেন না।' 'ওটা পর্বিয়ে নেবেন। ভারি ব্রিদ্ধমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা --নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা করা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা, ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খন্টি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহাষ্টিট ছাড়া শন্ম নিজের শক্তিতে ছেলে মান্য করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল স্কুনরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বের,বার জন্য সাজসক্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং স্পত্টতই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দৃঃখ নর, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আসেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাড়ি নেবে তো...'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শ্রু হল প্রামী-দ্বীর মধ্যে আলোচনা। স্বামীকে যেহেতু সাক্ষাৎ করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর দ্বীকে যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-প্রে কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছ্ ভেবে স্থির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। স্থির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেশছে দেবেন তাঁকে; আর যদি তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরৎ পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নণ্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি আতি স্নুন্দর' — স্মীকে বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বাদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যার' — দ্ব্রী বললেন, 'যদি নিখ'তের পেছনে ছোটো, তাহলে তুন্ট হতে পারবে না কখনো। বাবা ঠিকই বলেন বে আমাদের মানুষ করায় একটা চূড়াস্তপনা ছিল — আমাদের রাখা হত চিলেকোঠায় আরু মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগা্লোয়: এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগা্লোতে ছেলেমেয়েরা।

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধ্ব হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সং-মা।'

'না, কিছ্মতেই চ্ড়ান্তপনা ভালো নয়' -- টেবিলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছ্মিরটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখৃত আমার ছেলেরা' — স্কুদর যে ছেলেদ্বটি ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল্ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় যরে চুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধু মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উদি পরে এসেছেন। শ্রুর হয়ে গেল হাজে গোভিনা, প্রিন্সেস কির্জানস্কায়া, দ্মা, আপ্রাকসিনার অকালমৃত্যু নিয়ে অনুর্গল আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বেরুবার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ফ্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সি'ড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশ্বড়ি চান যেন আমরা, les beaux-frères*, ওর ওপর ঝাঁপিরে পড়ি' — হেসে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' — কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চলুন যাই।'

ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল "মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উন্তট সঙ্গীত। অন্যটি বাখ সমরণে একটি কোয়াটেটি। দ্টো জিনসই নতুন, পরিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শ্নাবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা কণ্ডান্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিছছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য সয়ত্নে রিবন ঝুলিয়ে কান ঢেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসবলোক হয় কিছুতেই আকৃষ্ট নন, নয় শর্ম্ব সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দ্িটপাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তািকয়ে আর শ্বনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শ্নতে লাগলেন ততই স্নির্দিণ্ট একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দ্রে চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শ্রু হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষ্নি তা ভেঙে পড়ছিল নতুন স্তুপাতের টুকরোর আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধ্ননিতে স্রকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছ্র সঙ্গেই যেগ্লির যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিছছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই, একেবারে হঠাং করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধ্র্য আর গাস্তীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়, আবেগগ্রেলা বিল্যপ্তও হচ্ছিল হঠাং।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বাধর যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহন্ন হয়ে পড়েন লেভিন্দু মনোযোগের যে চাপটা প্রক্ত হল না কোনো কিছ্ দিয়ে, তাতে ক্লান্ডি লাগছিল তাঁর। তুমাল করতালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। সবাই উঠে দাঁড়াল, যাতায়াত শ্বর্ করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেস্ত্লোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খ্রিশ হলেন।

জলদগন্তীর স্বরে পেন্ত্রোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য! নমস্কার কনন্তাত্তিন দ্মিরিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ায় আগমন অন্ভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শ্রুর করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিরুময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহুলতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডে'লিয়া এল কোথা থেকে?' অন্তুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগ্যোস করণেন লেভিন।

'কডে'লিয়ার আগমন... এইবে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙ্কল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্তুসোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস্পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেন্ত্সোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্ত্র্সোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অনুগামীদের ভূলটা এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিলপকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভূল করে যখন তা কোনো মুখের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভূলের দ্খান্ত হিশেবে তিনি একজন ভাষ্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিম্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগ্রলির ছায়া খোদাই করে বঙ্গেন। 'ভাষ্করের এই ছায়াগ্রলা এত কম ছায়া যে সেগ্রলা টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিস্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

[•] শাশ্বত নারীশ্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেন্ড্রােডকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অর্ম্বন্তি হল তাঁর।

পেস্ত্রোভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সম্ক্র প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগে।

দিতীর অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্তুসোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মান্রাতিরিক্ত, অতিমধ্র, কপট সহজতার জন্য এবং এ সরল-তাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্-রাফায়েলী চিন্নকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাৎ হয়ে গেল কাউণ্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা ল্ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষ্নি চলে যান, হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আস্বেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

nen

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউপ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দ্ঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খ্লে বললে হল-পোটার।

'কী দ্বংখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দন্তানা খ্রেল টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাচ্ছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রারং-র্ম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায দেখা হয়ে গেল কাউন্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিগ্ন ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হ্নকুম করছিলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিম্নে গেলেন পাশের ছোটো ড্রারং-র্মটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বসেছিলেন কাউন্টেসের দ্ই কন্যা আর লেভিনের পরিচিত এক মন্ফো কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর। 'কেমন আছেন আপনার স্ফী? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অস্ত্যেভিটিক্রায়।'

'হাাঁ, আমি শ্নেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' — লেভিন বললেন। কাউন্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর স্থাীর খবর আর কনসার্টের কথা জিগোস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্সিনার অকালম্ভ্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার প্রনরাক্তি করলেন।

'তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।'
'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?'
'গিয়েছিলাম।'

'চমংকার গেয়েছেন লুকা।'

'হাাঁ, খ্বই চমংকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছ্ই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শ্নেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউন্টেস বল্ ভান করলেন যেন শ্নছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যথন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিন। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে ঢলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউন্টেসের মুখ দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দ্রেক তাঁর থাকা দরকার। বসলেন।

কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগ,লো কী আহাম্মকি, তাই কথোপকথনের বিষয়বস্তু খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আর্পান জনসভায় যাচ্ছেন না? শ্রেছি খ্ব আকর্ষণীয় হবে' — কাউপ্টেস শ্বরু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur** কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব গুখান থেকে' --- বললেন লেভিন।

পাগলা দিন (ফরাসি)। শ্যালিকাকে (ফরাসি)। নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন। মহিলারা করমর্দনি করলেন তাঁর, অন্বোধ করলেন স্থাকৈ যেন তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষ্মনি একটা বড়ো, চমৎকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহ্না আমার এতে কিছ্ন এসে যায় না, তাহলেও লজ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন কমিটির জনসভায়, যেথান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যথন পেণছলেন তথন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খ্বই চিন্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং দিভয়াজ্ দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশাই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমংকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমাত্র এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শ্নলেন। কিস্তুমামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শ্রুর করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভুল করে বসেন এবং পরে সেই ভুলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসয় শান্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিছকার করে শান্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বদ্ধুর সঙ্গে কথেপকথনে যা শ্রেনছিলেন তারই স্বনরাব্রিত্ত করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শান্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধার কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজের

^{*} হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধ, সেটার প্রনরাবৃত্তি করেছিলেন সংবাদপতের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পেণছে লেভিন দেখলেন কিটি স্কু, মেজাজও ভালো, তাই চলে গেলেন ক্লাবে।

11 9 11

ক্লাবে লেভিন পে'ছিলেন ঠিক সময়েই। তখনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মক্টোয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খাটিনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধব্যতাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকডা গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর ক'চি দেওয়া উদিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে: পোর্টারের ঘরে যেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খালে রেখে যাওয়ায় খার্টুনি কম: যেই তিনি শ্বনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোডা সি'ডি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চন্বরে প্রস্তরমূতি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উর্দি পরা, বুডিয়ে যাওয়া তৃতীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দুষ্টিপাত করে তাঁর জন্য দরজা খুলতে শশব্যস্তও হল না, গডিমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার পরেনো আথেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোর, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকদিন আসেন নি। গতকালই প্রিশ্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিশ্স স্ত্রেপান আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শুধু লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত বোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষ্মিন। চ্চিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে, সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগর্লো পেরিয়ে ষেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লোক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবক, কেউ নামমাত্র পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। রুষ্ট বা দর্শিচন্ডাগ্রন্ত মূখ দেখা দিল না একটাও। পোশাক রাখার ঘরে তারা যেন তাঁদের টুপির সঙ্গে সক্ষে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধীরে স্বস্থে জীবনের পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে চান। স্ভিয়াজ্মিক, শ্যেরবাংস্কি, নেভেদোভাস্ক, বৃদ্ধ প্রিল্স, দ্রন্স্কি, সেগেই ইভানোভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' --- এই বলে তিনি ঘ্রে সাবধানে নিলেন মাছেব স্পের প্রেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দ্বে থেকে ভেসে এল একটা হদ্য ভাক। লোকটি তুরোভ্ৎসিন। তিনি বসেছিলেন তর্ণ একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দ্টি ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমান্য লোচ্চা তুরোভ্ৎসিনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্ৎসিনের সহদয় চেহারা তাঁর খ্রই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদ্বিট তোমার আর অব্লোন্স্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অত্যন্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ যে অফিসারটির চোখ অনবরত হাসছিল, তিনি পিটার্সবির্গের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের।

'अव्रावान्त्रिक वतावत्रहे एर्गत करता।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষ্নি এলে তুমি?' দ্রুত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'হ্যাল্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাঁট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগনুলো থেকে নিজের রুচি মতো কিছু বাছা সম্ভব, কিস্তু স্থেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাঁটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগন্লি দাঁড়িয়ে ছিল তাদেব একজন তক্ষ্মনি নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের স্বপের সঙ্গে তক্ষ্বনি এক বোতল শ্যাম্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পারটায় আপত্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভোজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখ্নি সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সব্রের্গর নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অঞ্চাল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহাই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে খাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' — চাপরাশিকে হৃকুম করে চুটকি বলতে শ্রু করলেন তিনি।

'পিওত্র ইলিচ ভিনোভ্ন্দি পাঠিয়েছেন' — শ্রেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ চাপরাশি সর্ম সর্ম দ্ই প্লাসে ফেনিল শ্যান্দেন এনে দিলে শ্রেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জ্বন্য। শ্রেপান আর্কাদিচ তাঁর গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গ্রুফশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তাঁর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।
'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।'
স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন।
স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খুবই মজাদার। লেভিনও বললেন

নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, স্রন্দিকর 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম প্রেফ্কার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বঙ্গেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে দ্রন্দিক আর একজন ঢ্যাঙা গার্ডা কর্নেলের দিকে হাও বাড়িয়ে দিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ। দ্রন্দিকর মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমানুষি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্ত্রেপান আর্কাদিচের কাধে কন্ই বেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানণদ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন দ্রন্দিক; 'নির্বাচনে আমি তথন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শ্নলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খুবই জবর দোড়।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছ্ জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'থামগ্বলোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢাঙো কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী প্রেম্কার, ঘোড়ায় ওর যেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খুইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহাম্লমে' — বলে কর্নেল টেবিল ছেড়ে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্ভিন' — তুরোভ্ৎসিনকে বললেন দ্রন্দিক এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পারটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের, প্রভাবে লেভিন দ্রন্দিকর সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গর্ম নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বোধ করছেন না দেখে খুদি হলেন।

এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে স্ত্রীর কাছে তিনি শ্ননেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে।

'ও, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা।' বলে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা সবাইকেই হাসাল। বিশেষ করে দ্রন্স্কি এমন প্রাণথোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অন্তব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে যাওয়া থাক!'

n & n

টোবল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহ্বর দ্বল্যনি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘ্। গাগিনের সঙ্গে উচু ঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মে। উচু হলটা পোরিয়ে যাবার সময় শ্বশ্বের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি. 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কু'জো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বৃট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভাবছ উনি ঐরকম সাতখাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিন্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বন্ধত তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বন্ধটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিন্স চেচেন্স্কিকে জানো তো?' শ্বশন্র জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর ম্থ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'না. জানি না।'

'সেকি! প্রিন্স চেচেন্ স্কিকে সবাই জানে। সে যাক গো। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড খেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভার্সিলিকে? ওই যে মুটকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিন্স চেচেন্ স্কি ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভার্সিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আপনি তৃতীয় জন।' হাাঁ ভায়া, এমনি ব্যাপার!'

গলপ চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিলস সমস্ত ঘরগ্লেলায় চক্কর দিলেন: বড়ো ঘর যেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অলপস্বলপ বাজিতে খেলছিল অভ্যন্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, যেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সেগেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়ার্ড-র্ম, যেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যাম্পেন সহযোগে চলছিল আমন্দে তাসখেলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; আহায়মেও উর্গক দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁরা চুকলেন অন্ধকার পাঠকক্ষে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে রুছ্ট মুথে একটি যুবক বসে একের পর এক পরিকা উল্টে চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিময়। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিশস বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আস্ক্ন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জ্বড়ি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শ্বনছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খ্জতে গেলেন অব লোন্দিক আর তুরোভ্ৎসিনকে, এ'দের সাহচর্যে তাঁর ফুর্তি লাগে।

তুরোভ্ংসিন পানপাত হাতে বঙ্গেছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মের উ'চু একটা সোফায় আর ঘরের দ্বে কোণের দ্যোরের কাছে দ্রন্দিকর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আমার একঘেরে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনিদিপ্টতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেত্রে সর্বদা দেখা দেয় যথন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খ্বই আলোড়িত। আজ দ্বটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, যেও না' — কন্ইয়ের ওপরে বাহ্বতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে. কিছুতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অকৃত্রিম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন্' — প্রন্দিককে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধ্ব আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দ্ব'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শ্বধ্ বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহদয় রহস্যে বললেন ভ্রন্ফিক।

কটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।
করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অত্যস্ত, অত্যস্ত খ্রিশ হলাম আমি।'
'ওহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'আমিও ভারি খ্রিশ' — দ্রন্দিক বললেন।

কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এ°দের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছ্ব ছিল না, আর দ্ব'জনেই সেটা টেব পাচ্ছিলেন।

'জানো, আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' দ্রন্স্কিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আন্নার কাছে নিয়ে যেতে দঢ়েপ্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন!'

'তাই নাকি?' দ্রন্দিক বললেন, 'ও খ্ব খ্লিশ হবে।' তারপর যোগ দিলেন, 'আমি এখ্নিন বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইয়াশ্ভিনের জন্যে দ্শিচন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড' এক দান? খেলবে লেভিন? চমংকার' — বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি। 'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘ্রারিয়ে ঘ্রারিয়ে খেলা করছিল। 'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে দ্রন্স্কি আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টেবিলে আর টেকা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। দ্রন্স্কি কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্ভিনের খবর জানবার জনা যাচ্ছিলেন জাহাল্লমে। সকালে ব্দির্বৃত্তির ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। দ্রন্স্কির সঙ্গে শগ্রতার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে শ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আন্নার কাছে। এক্ষ্মনি? এটাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নর। দিভয়াজ্ দিককে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমংকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' --চাপরাশিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লোভন টেবিলের কাছে গিয়ে টেব্ধার খেলায় যে চল্লিশ র্ব্ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হাত দোলাতে সমস্ত হল পাড়ি দিয়ে গেলেন বহিশ্বারের কাছে।

n & n

'অ্বলোন্ স্কির গাড়ি!' রাগত হে'ড়ে গলায় চ্যাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দ্'জনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শ্ধ্ প্রথম কিছ্কেণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিত্পি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অন্ভব করে যাছিলেন: কিন্তু যেই গাড়ি রান্তায় গিয়ে পড়ল আর বন্ধুর রান্তায় গাড়ির দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের ক্র্ছ্ম চিংকার শ্ননলেন, দেখলেন অস্পন্ট আলোয় শ্বড়িখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আন্নার কাছে যে যাছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খ্বড়খ্বিত ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খ্রাশিই না হয়েছি। জানো, ডল্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্ভভও আল্লার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' -- বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপুর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দুঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্স্কিকে। কী নিবেধি এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শুধ্ব বাগড়া দেয় লোকের স্ব্থে!' তারপর স্তেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে স্ক্নিদিণ্ট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্তু গণ্ডগোলটা কেন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস ব্তান্ত! আমাদের স্বকিছ্ই ভারি অনিদিছি। কিন্তু ব্যাপাবটা হল এই যে আল্লা বিবাহবিচ্ছেদের আশায় এখানে, মন্ফোয়, স্বাই যেখানে ওদের দ্বজনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোয় না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, ব্বকেছ তো, ও চায় না যে কেউ কুপা করে আস্কৃক ওর কাছে: ব্রিদ্ধিহীনা ঐ যে প্রিল্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গোলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জার পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমংকার গ্রেছিয়ে নিয়েছে নিজের জবিন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁয়ে গলিতে, গির্জার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মৃখ বাড়িয়ে চেচিয়ে উঠলেন দ্রেপান

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খালে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমস্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'বাস্ত থাকতে হলে অবশাই শিশ্বদের নিয়ে। না. মেয়েটিকে সে চমৎকার মান্য করছে মনে হয়, কিস্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে বাস্ত। দেখতে পাছিছ তুমি বাঁকা হাসছ, কিস্তু ওটা মিছে। শিশ্বদের জনো বই লিখছে ও, কিস্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শ্বনিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমৎকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সবাত্রে ও হল হদয়বান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে বাস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বৃদ্ধি?'

'এখানেও তুমি কিছ্ একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে ভ্রন্-শিকর ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিন্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,** পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আল্লা ওদের দেখে, সাহাষ্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শ্ব্ কুপাবর্ষণ নয়, টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগ্লোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আল্লা নিজেই তাদের র্শ শেখাচ্ছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখ্নি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচন্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোড়ায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভূত্যটি দরজা খ্লল তাকে আমা বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

ডিমে তা দেওয়া ম্রগি (ফরাসি)। স্কাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)। করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চম্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছ্ন, জালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতলে যে হন নি এই দ্টেবিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই স্তেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সি'ড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি স্তেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আল্লার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা ?' 'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-র মের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাডিয়ে শ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে ঢুকলেন আধাে অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। বিফ্রেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পড়েছে দেয়ালে, তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দূর্ণিট আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আমার পোর্টেট। অব্লোন্স্কি স্ফিনের ওপাশে যেতেই জনৈক প্রেয়ের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতিকৃতির সামনে, উজ্জবল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে: চোথ সরাতে পার্রছিলেন না তিনি: ভূলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে, আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দুষ্টিকে। এ যেন ছবি নয়, অপরপো জীবন্ত এক নারী, কালো চল যাঁর কণ্ঠিত, বাহা, স্কন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ন আধ্যে হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর দিনদ্ধ দ্ভিতৈ, যাতে অস্বস্থি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সুন্দরী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' — কাছেই কাকে বলতে শ্ননলেন তিনি স্পণ্টতই তাঁকে উদ্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যাঁর পোর্টেটে তিনি মৃদ্ধ। স্ফিনের ওপাশ থেকে আন্না বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আর স্টাডির আধাে আলােয় লেভিন পাের্টেটের সেই নারীকেই দেখলেন গাঢ়, বর্ণবহ_বল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্টেটে শিল্পী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছ্ম একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্টেটে নেই।

11 0 2 11

ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আমা উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোটু চণ্ডল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের স্মুশ্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বঙ্গেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উচ্চু সমাজের সর্বদা স্মৃশ্বির ও স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খ্বন, খ্বব আনন্দ হল' — প্রনরাব্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগ্বলো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য'; 'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে জানি, স্থিভার সঙ্গে আপনার বন্ধত্ব আর আপনার স্থার জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অল্প, কিন্তু অপর্প একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহ্নড়ো না করে, মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অন্ভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেল। থেকেই আহ্লাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পেরভিচকে নিয়ে আমি আলেক্সেই-এর স্টাভিতে বর্সেছি ধ্মপান করার উদ্দেশ্যেই' — ধ্মপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যোস করায় আল্লা বললেন। তারপর লেভিনের দিকে ত্যাকিয়ে উনি ধ্মপান করেন কিনা এ প্রশেনর বদলে কচ্ছপের খোলার বাস্ক্র টেনে নিয়ে সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শা্বা স্নায়া।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ্ক করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্ট্রেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্টেট ছেড়ে ম্লের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দ্চিট নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্যুতি ঝলক দিল আমার ম্থে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যেস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আমাই:

'ইভান পের্রাভচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হাাঁ দেখেছি' -- লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছ্ম বলতে চাইছিলেন, আমি বাধ্য দিলাম...'

লেভিন জিগ্যেস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে।

'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা।
মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হাাঁ, ছবিগন্লো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আমা যে প্রসঙ্গটা শ্রুর করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন। এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দ্ভিট থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আম্লার সঙ্গে তাঁর

অ।লাপে প্রতিটি কথাই পাদ্ধিল বিশেষ তাৎপর্য। ওঁব সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছিল আর আন্নার কথা শুনতে আরো ভালো।

আন্না কইছিলেন সহজভাবে, বৃদ্ধিমানের মতো, কিন্তু বৃদ্ধিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গৃত্তর্ভ দিচ্ছিলেন না, গৃত্তবৃদ্ধ অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধাবা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থলেতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি, তাই বাস্তবতার প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথো না থাকাতে এখন তারা খল্লৈ পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদদ্ধ যত কথা লোভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উষ্জ্বল হয়ে গেল আমার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিলেপর চমংকার চরিরায়ণ করা হয়েছে, চিরকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক ম্তিণ্যুলো থেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত ম্তিণ্যুলোয় বিরক্তি ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য ম্তির্ব কথা ভাবতে শ্রু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আলা জিগোস করলেন ভাইকে।
'হাাঁ, একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আলার স্কুদর চণ্ডল মুখখানা
একাগ্র দ্ছিটতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আলার সে মুখ এখন
হঠাং বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন
শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে
অপর্পে আগের ওই মুখখানায় হঠাং ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔংস্কা,
রোষ, গর্ব। কিন্তু এটা শুধ্ব মিনিট খানেকের জনা। চোখ কোঁচকালেন
তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হাাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'फ़्रीग़ং-त्रुत्य हा मिटल वटना ना।' त्यादाि डेटर्रे हटन राम।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চমংকার। খুবই বুদ্ধিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিন্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'
'এই হল প্রেষের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছ্ নেই। নিজের

মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আলা আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেয়েটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।

'তা যা ভাববেন ভাবনে, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশন দৃণ্ডিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সম্রদ্ধ সমর্থনের দৃণ্ডিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উৎসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কয়েকবার। ভারি ওরা মিঘ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মনলাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানি না কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দ্থি লেভিনকে বললে যে তিনি কথ। কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি ম্লা দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা ব্রুতে পারবেন প্রস্পরকে।

'এটা আমি খ্বই ব্বি' — লেভিন বললেন, 'স্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আমা চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হাাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খ্নিতে ভরা প্রেরা একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large * Cela ne m'a jamais réussi.** কত নারীই তো এ থেকে position sociale*** গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্য বিশ্বাসপ্রবণ ম্খভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইরের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শ্ব্র লেভিনকে; 'এখন কিছ্র একটা নিয়ে বাস্তু থাকা আমার পক্ষে যখন খ্বই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'--

⁺ তেমন প্রশন্ত হৃদয় আমার নেই (ফ্রাসি)।

^{**} ওটা আমি কখনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

^{***} সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাং ভুর, কু'চকে (লেভিন ব্রালেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন বলে উনি ভুর, কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শ্রেছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি যেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'যেমন যেমন আক্রমণ এসেছে সেই অন্সারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরকো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমায় দিন আল্লা আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না, এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কেন বলতে গেলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িত্ব।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আন্না বললেন, 'এই হতভাগ্যরা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বৃদ্ধি, সোষ্ঠব আর রৃপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আয়া তাঁর অবস্থার সমস্ত দৃঃসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘ শ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, মৃখভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে ওঠে শিলাভূত কঠোর। এই মৃখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও সৃন্দর; কিন্তু এ মৃখভাবটা নতুন; স্থে উন্থাসিত ও সৃথ সম্পাতী যে ভাবগ্রলো শিশ্পী ধরেছেন তাঁর পোরেটি, এটা তার বহির্ভূত। আরেকবার পোরেটিটা দেখলেন লেভিন, তারপর আয়াকে, ভাইয়ের বাহনুলগা হয়ে তিনি তখন যাছিলেন উন্থানরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুয়েভকে ড্রায়ং-র্মে যেতে বললেন আমা, নিজে রয়ে গোলেন ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাবহবিচ্ছেন্তু দ্রন্দিক, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন,

এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশ্বদের জন্য লেখা আমা আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গ্র্ণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাছিল না।

চায়ের টেবিলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন।
আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং
মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই
থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শৃংধ্ আল্লা নয়, ভরকুয়েভ আর
স্তেপান আর্কাদিচও যাকিছ্ব বলেছেন আল্লার মনোযোগে ও মন্তব্যে তা
সবই একটা বিশেষ অর্থ লাভ করছে বলে লেভিনের মনে হল।

আগ্রহোন্দীপক কথাবার্তাটা শ্ননতে শ্বনতে লেভিন সর্বক্ষণ মৃদ্ধ হচ্ছিলেন আমাকে দেখে — তাঁর রুপে, মনীষায়, বৈদদ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হদ্যতায়। তিনি শ্বনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আমার কথা, তাঁর অস্তর্জাবনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হদয়ান্ত্তি। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কী এক বিচিত্র গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আমার জন্য কণ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে দ্রন্দিক তাঁকে প্রুরো ব্রুববেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমাত্র এসেছেন। সংখদে উঠলেন লেভিনও।

'আস্বন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দ্ণিটতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন আমা, 'খ্ব আনন্দ হল, que la glace est rompue'.* তাঁর হাত ছেডে দিয়ে চোখ কোঁচকালেন আমা:

'আপনার স্চীকে বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গেছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা কর্মন তাকে।'

'নিশ্চয় বলব...' লাল হয়ে বললেন লেভিন।

যে বর্ফ ফেটেছে (ফরাসি)।

স্তেপান আর্ক্যদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিক্ষয়কর, মধ্বর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ' — চিস্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শ্ব্ধ্ব্ ব্যদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হুদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খুলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আন্নার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খুটিনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন ব্রুবতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কণ্ট হচ্ছিল তাঁর জন্য।

বাড়ি পেণছতে কুজ্মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভন। ভালো আছেন, বোনেরা এইমার চলে গোলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দুটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদুটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ রুব্ল, টাকা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যথন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ র্ব্ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খ্ব কঠিন মনে হয়েছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষ্মিন সেটার নিজ্পান্ত করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য, কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয়্মিন বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সাত্য সময় ছিল না তার।' অবশ্যই ওটা

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্থার কাছে। যেতে ষেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোখ বৃলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শুনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শৃথে দুটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আয়া সম্পর্কে তাঁর যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হচ্ছে, তা যেন ঠিক নয়।

স্থাকৈ লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খ্ব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে সবাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা। 'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগ্যোস করলে তাঁর চোখের দিকে

চেয়ে। সে চোখ এত জবলজবলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের সর্বাকছ্ব বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ ল্বকিয়ে সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শ্বনে গেল কিভাবে সম্বেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'শুন্দিকর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খাদি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর দ্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অদ্বস্থিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেন্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' — বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেন্টা করে তক্ষানি যে আল্লার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তাে, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাাক আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীর। অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু…'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আহ্না আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আন্নার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চ্ডান্তর্পে। এখন তিনি জানেন যে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আমার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উন্তাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অস্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে। শুধু বললে, 'অ!'

'আমি গেছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্তিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোখে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শ্বভংকর নয়।

আমার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি স্কুন্দর, ভালো. অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খ্বই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে: 'চিঠি পেলে কার কাছ থেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লোভন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডকরে কে'দে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই ব্রুতে পেরে।

'ওই বদ মেয়েটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমায় যাদ্ করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাছিছ। হাাঁ, হাাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জ্বুয়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না, কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন স্থাকৈ শাস্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যস্ত সে প্ররোধ মানল লেভিনের এই কব্লাতিতে যে আন্নার প্রতি অন্কম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ধরা দেন আন্নার চাতৃরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শ্দ্র্ কথাবার্তা আর খানাপিনা নিয়ে মস্কোয় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অবধি। শ্ব্র্ রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘ্রমতে পেরেছিলেন। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলা বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্তে (সমস্ত যুবাপ্র্র্মদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তব্ তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সঙ্কে সম্ভবপর সবকিছ্ করলেও, সং, বিবাহিত প্রর্বের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদ্রে সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (প্র্র্বের দ্গিট থেকে ভ্রন্স্কি আর লেভিনের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য সত্ত্বে নারী হিশেবে তিনি দ্বজনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্স্কি আর লেভিন, দ্বজনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছ্ব ভাবলেন না আল্লা।

নানা আকারে শ্বধ্ব একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করছিল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, দ্বীর অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি র্যাদ এত প্রভাব ফেলে থাকি, তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতম্প্র?.. না, ঠিক বীতম্প্র নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্থিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ্ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না, নজর রাখতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশ ভিন कि स्थाका? किन्नु धता याक कथाणे ठिक। ও कथत्ना भिर्पा वरन ना। जत এই সত্যির মধ্যে আছে আরেকটা স্থতা। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সংযোগ পেয়ে সে খ্রিশ। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মন্ফোয় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দুঃসহতা সে যদি বুঝত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শুধু ফয়সালার প্রতীক্ষা যা ক্রমাগত মূলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্থিভা বলছে যে আলেক্সেই আলেক্সাম্দ্রভিচের কাছে সে যেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি, কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মহ্বিয়া। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আল্লা, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকর্ণার অশ্রজল চোখে জমে উঠেছে।

দ্রন্দিরর দমকা-মারা ঘণ্টি শ্বনতে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি চোথের জল মৃছলেন, কিন্তু শ্বধৃই মৃছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খ্লে। দ্রন্দিককে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শ্বধৃই অসন্তুষ্ট, নিজের দ্বংখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকর্ণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি কর্ণা করতে পারেন, কিন্তু দ্রন্দিক তাঁকে কর্ণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, দ্রন্দিক সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্মনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আল্লা অজ্ঞাতসারে সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখনুশি মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগ্যাস করলেন ভ্রন্সিক, 'কী যে এক নেশা — জন্মা!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি। স্থিভা আর লেভিন এসেছিল।

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আমার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছ্মুক্ষণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাৎ তাঁর দিকে চোথ তুলে জিগ্যেস করলেন আমা। মুখভাব তাঁর শীতল, শুরুভাবাপম। 'স্থিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

দ্রন্স্কির মূথেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তৃতি।

প্রথমত স্থিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তাই থেকেছি' -- বললেন উনি ভুর্ব কুচকে; 'আমা, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আমার দিকে ঝুকে আর খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আলা সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন ভ্রন্ফিন।

কোমলতার এই আবেদনে আমা খ্রিশই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমর্পণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অননুমোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রশন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হাাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — দ্রন্ স্কির দিকে একদ্রেট চেয়ে থেকে তাঁকে যা জনালাচ্ছিল হঠাং যেন তাঁর সেই ম্খভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আলা; 'হাাঁ, জেদ ছাড়া কিছ্ নয়। তোমার কাছে প্রশনটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিস্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য কর্ণা হল তাঁর, প্রায় কে'দে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শত্র্তা, হাাঁ শত্র্তাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব ম্হ্রেত্ আমি সর্বনাশের কডটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কালা চাপা দেবার জন্য ম্থ ঘ্রিয়ের নিলেন আলা।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝু'কে হাত টেনে নিয়ে চুম, খেতে খেতে বললেন দ্রন্দিক; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আল্লা বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে স্থী হও তার জন্যে সর্বাকছ্ম করতে আমি রাজী' — আমার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দ্বঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আমা!'

'ও কিছ্ না, কিছ্ না!' আলা বললেন; 'আমি নিজেই জানি না:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায় নে কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। ঘোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছা বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেষ্টা করে আন্না জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন দ্রন্স্কি, ঘোড়দোড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার স্ক্রে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দ্ভিট থেকে আলা ক্রেলেন যে তাঁর জিতটা দ্রন্স্কি ক্ষমা করেন নি, তাঁর যে একগা্রেমির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আলার প্রতি বেশি নিরুদ্ধাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগ্রেলা তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল. যথা: 'আমি ভরংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আলা ক্রেলেন যে এটা বড়ো বিপজ্জনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না দ্রন্স্কির মন থেকে; তাঁর নিজের মন থেকে তো আরো কম।

11 2011

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মান্ধ অভাস্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে তাঁর; উদ্দেশাহীন অর্থহীন এক জাবিন, তদ্পরি যে জাবিন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর ক্লোবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্বাী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘ্টে বঙ্কুছে স্থাপন, যে নারীকে সর্বনন্দী ছাড়া আর কিছ্ বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘ্টে এক যাহা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্থার মনঃকণ্ট — এত সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিছু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর সমুরার প্রভাবে তিনি গভার ও নিশ্চিত্ত ঘুমে চলে পডেন।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘ্রম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টি শনের ওপাশে একটা চলস্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শ্রনতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘ্মে, 'কিটি? কী হয়েছে?' 'কিছ্ন না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে; 'একটু অস্কু বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধ্র আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শ্বর্ হয়েছে, শ্বর্ হয়েছে?' সভরে জিগ্যাস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শ্বর্ করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অস্বস্থু বোধ হয়েছিল মাত্র খানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শ্রুয়ে পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার স্তব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টি শনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছ্ল না' বলোছল অতি কোমলতা আর আকুলতায়, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘ্রম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘ্রমিয়ে পড়লেন। শ্রুম্ব পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্তব্ধতা সমরণ করে লেভিন ব্রেছিলেন নারীজীবনের মহন্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধ্র প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকাল সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর মৃদ্র ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আর তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা — এ দ্রেয়র মধ্যে যেন লড়াই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভয় পেও না। এ কিছ্ না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেহভনকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জনালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বঙ্গেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই বাস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছ্ম নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পারছিলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দ্ভিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকন্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষণ্ড আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে ঘেরা তার আরক্ত মুখখানা জন্লজন্ল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও কুত্রিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্তেও. তাঁর সামনে যা উদুঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খুলে রেখে শুধু তার হৃদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জ্বলজ্বল কর্নছল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পণ্ট করে। হাসিম,থে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে: কিন্তু হঠাৎ ভুরু কে'পে উঠল তার, মাথা উ'চুতে তুলে, দ্রুত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর মুখে। কণ্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কণ্টের জন্য যেন সে নালিশ কর্রছিল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবংশ প্রথম মুহুতের্ণ নিজেকে দোষী মনে হল লোভনের। কিন্তু ওর দ্যুচ্চিতে যে কমনীয়তা সেটা বর্লাছল যে ও ভর্ণসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কন্টের জনাই তাঁকে ভালোবাসছে । 'এর জন্যে যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী ?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের, এ কন্টের জন্য যে দায়ী তাকে খ'লতে লাগলেন শান্তি দেবার জনা: কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কণ্ট হচ্ছিল কিটির তার জন্য নালিশ করছিল অথচ এই কন্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল, এই কণ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপর প কী একটা ঘটেছে, কিন্তু কী? লেভিন ব্রুতে পার্রছিলেন না। এটা তাঁর বোধের ঊধের।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেরভনার কাছে... কন্তিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি। 'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।' আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে বুনতে শুরু করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শ্নুনতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছ্বটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল ষেন ডানা মেলে। দ্বটি দাসী উদ্বিশ্ব মন্থে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্বত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হ্বকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেগ্রভনার জন্যে লোক গেছে তবে আমিও ঢু মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হাাঁ, ডল্লি?' কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শ্বনতে পায় নি।

'হাাঁ, হাাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুর্বু কুণ্চকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রায়িং-র মে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা কর প কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন ব্রুতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছ্বটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করো, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাং এসে যাওয়া কথাগনলো। আর নাস্ত্রিক লেভিন এ সব কথার প্রনরাবৃত্তি করছিলেন শ্রুধ্ ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন, এই মূহুতে উনি ব্রুলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, ব্রুদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গেছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন নাস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর যা যা করার আছে তার জন্য এক মনুহুত ও যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হে°টে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্মাকে বললেন সে যেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা স্লেজ তাড়াহ,ড়ো করে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ছোটু স্লেজটায় মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথায় রুমাল বে'ধে বসে আছেন লিজাভেতা পেরভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোটু মুখখানা চিনতে পেরে উল্লিসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' মুখের ভাব ওঁর গ্রুগ্ডীর, এমনকি কঠোরই। গাড়ি থামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেরভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছুটতে ছুটতে।

উনি জিগোস করলেন, 'ঘণ্টা দৃই ? তার বেশি নয় ? পিওত্র দ্মিগ্রিচকে নিয়ে আস্নুন, তবে দেখবেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হ্যাঁ, ওষ্ধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাথলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কুপা করো, সাহায্য করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্মার পাশে বসে হতুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

n 28 n

ভাক্তার তখনো শ্যা তাগ করেন নি। ভূতা জানাল যে, 'কাল রাত করে শ্রেছেন, হ্কুম দিয়েছেন না জাগাতে, তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করিছল আর মনে হল সে কাজে একাস্ত নিমগ্ন। কাঁচের প্রতি ভূত্যের এই মনোযোগ আর লেভিনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা স্তান্তিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষ্মনি ভেবে দেখে ব্রুলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধ্য নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চ্র্ণ করে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য দরকার ধীরক্ষির হয়ে, ভেবেচিন্তে, দ্ঢ় সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অন্তেব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহ্মড়ো নয়, কিছ্মই দ্ভিট্যুত করা চলবে না।'

ভাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো থাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওয়্ধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভৃত্যকে ঘ্য দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হে।ক।

ভূত্য যেভাবে কাঁচ পরিম্কার করছিল, ঠিক তেমনি ঔদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষ্বধ বানাচ্ছিল ওষ্বধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেণ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উর্ব্তেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধার্যার নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও যাচ্ছিল। সেটা আর লেভিনের সহা হল না: জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তখনো ওঠেন নি আর ভৃত্য এবার গালিচা পাততে ব্যস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে रित्र कारेल ना। लिखिन ठा**फ़ार**्राफ़ा ना करत मन त्रुत् लात अकिंग नार्के वात করে ধীরেস্কুস্থে কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নণ্ট না করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওতর দ্মিত্তিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওত্র দ্মিতিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট পুরুষ ও গ্রুত্বধারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভূত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে র্গী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শ্বনতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন. হাঁটছেন. হাত মুখ ধ্চেছন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্র দ্মিত্রিচ, পিওত্র দ্মিত্রিচ! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দুখিন্টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠদ্বর আর স্তম্ভিত হয়ে লেভিন শনেলেন ডাক্টার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসছি।'

ভাক্তারের বুট পরতে গেল আরো দ্র'মিনিট, আরো দ্র'মিনিট পোশাক পরতে আর চুল আঁচড়াতে।

'পিওত্র দ্মিতিচ!' কর্ণ কপ্তে লেভিন ফের শ্রন্ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার চুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছ্ব নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যথন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'স্প্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জনালাতে জনালাতে ডাক্তার বললেন। 'ব্যপ্তসমন্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার?'

আদ্যোপাস্ত হবার চেণ্টায় লেভিন দ্বার অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিন্প্রয়োজন খ্রিনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার কন্ধনি তাঁর সঙ্গে চলুন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহ্মড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন যাব। কোনো তাড়া নেই। বসনে, বসনে-না, কফি চলবে?'

ভাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোখে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ভাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ভাক্তার স্বপ্নেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়, জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি কর্ণ জীব↓ আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে চোকে আন্তাবলো।' 'কিন্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্র দ্মিগ্রিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষরনি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যেস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

जारात किंक रोटन निर्दान। हुन करत त्रहेरान पृ'क्रान।

'তবে তুর্কিদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা রুটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন। 'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন; 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

লোভন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিন্সেসের সঙ্গে, দ্বজনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিন্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লোভনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিগ্ন উম্জাবল মুখে লিজাভেতা পেরভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যেস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেরভনা?' 'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'ব্রিঝায়ে স্বিঝায়ে ওকে শোয়ান। ভাতে সহজ হবে।'

লেভিন যথন জেগে উঠে ব্ৰেছিলেন ব্যাপারটা কী, তথন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছ্ না ভেবে, কিছ্ অন্মান না করে, নিজের সমস্ত চিন্তা অন্ভূতি রুদ্ধ করে, স্থাকৈ ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে স্কৃত্বির করে, তার সাহসে সাহস জ্বিগয়ে সামনে যা আছে তা সব দ্ড়ভাবে সহা করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেষ হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমান না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগ্যেস করে তা জেনে নিয়ে, বুক্ বে'ধে পাঁচ ঘণ্টা সহা করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন,

তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যখন আবার দেখলেন তার কণ্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো!' মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কে'দে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই ফান্টা। ইচ্ছিল তাঁর। এথচ কেটেছিল মান্ত একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দ্বই, তিন, সহ্যের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তথনো একইরকম; আর স্বাকছ্ব তিনি সহ্য করে গেলেন, কেননা সহ্য করা ছাড়া করবার আর কিছ্ব ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহ্যের শেষ সীমায় পেণছৈছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় ব্বক তাঁর এই ব্বিশ্ব ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্ত্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীব্রতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিন্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। যেসব মুহূতে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মান্ত হাত ধর্মছলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মুহুত্গুলো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পর্দার পেছনে বাতি জন্মলাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তখন সঙ্গে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহত্তল, যন্ত্রণাকাতর, কখনো শ্মিত, তাঁকে সান্তুনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোখে জল, জোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কাল্লা গিলে নিচ্ছিলেন দেখতে পাচ্ছিলেন ডাক্লকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টার্নাছলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে. মুখ তার দুঢ়ে, সুপ্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী : বৃদ্ধ প্রিসকে, কুণ্ডিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্তু কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায় তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কখনো ভাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাভিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টোবল: কথনো তিনি নন, ডল্লি। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাত্রিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্তার উত্তর দিয়ে পোর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে যাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপুট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে স্যত্নে বালিশের তলে গ্র্জে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায়, কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি: কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে কর্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে শাস্ত হতে বললেন তাঁকে. ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছ্ম খেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে. এমনকি ভাক্তারও গম্ভীর মুখে সমবেদনার দ্বিউতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষ্কধ খেতে বললেন তাও তিনি ব্রশ্বতে পারেন নি।

তিনি শাধ্য জানতেন আর অন্ভব করছিলেন যে একবছর আগে মফন্বল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছ্ম একটা। কিন্তু সেটা ছিল দাংখ আর এটা আনন্দ। কিন্তু সেদাংখ আর এই আনন্দ দাই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রক্ষ্ম যার ভেতর দিয়ে আডাস দিছে সমানত কিছম একটা। দাটো ঘটনাই একইরকম দাংসহ, বেদনার্ত, এবং এই সমান্যতি একইরকম চিন্তার অগমা, প্রাণ যে উচ্চতে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, যাকি সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহাষ্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দ্ব'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা --যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দ্বে, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট থেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়, ডব্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি, মারিয়া পেরভনার অস.খ নিয়ে: লেভিন তখন হঠাং ক্ষণেকের তরে একেবারে ভূলে যেতেন কী ঘটছে, নিজেকে মনে হত সবে ঘ্ম-ভাঙা এক মান্য। অন্যটা — যখন থাকতেন কিটির কাছে, তার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় বুক ফেটেও ফাটত না, অবিরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যথন তাঁকে বিস্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত, প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিদ্রান্তিটা পেয়ে বসত তাঁকে: প্রতিবার আর্তনাদটা শুনে লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে যেতেন কৈফিয়ং দেবার জন্য, আর থেতে থেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহাষ্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রুতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মানসিক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভূলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শাস্ত: আর কিটির কন্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অন,ভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছুটে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারম্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত স্মিত মুখ, শ্নাতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কণ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, কর্ণা চাইতেন।

11 26 11

লেভিনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগুলো সব পুড়ে গৈছে। ডিল্ল এইমাত্র এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে। ব্জর্ক এক সম্মোহকের গল্প বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা শ্নছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তখন একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভূলে গেলেন। ডাক্তারের গল্প শ্বনে তা ব্রুতেও পার্রাছলেন। হঠাং শোনা গেল একটা বিসদৃশে চিংকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুখু ভাত সপ্রশ্ন দুট্টিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা হেলিয়ে চিংকারটা শুনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অধ্বাভাবিক যে কিছুই আর অবাক কর্মছল না লেভিনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে वत्मरे तरेलन त्माकायः कार्य हिल्कात अहा ? नाकित्य छेतं, भा हिल्म हिल्म তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেতভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিংকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা যেন বদল হয়েছে এখন। কী সেটা তিনি দেখছিলেন না, ব্ৰাছলেনও না, দেখতে বা ব্ৰুতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি ব্ৰুত্তে পারলেন লিজাভেতা পেরভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেরভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দুঢ়েসংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদ্বাদ্টিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিকত भू ए इत्नत लाहा त्नभर लिए पारम । त्नि इत्तत पिरक स्म भू थ स्वताता, খ্জছিল তাঁর দ্বিট। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খ্জছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠান্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে।

'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দুত বলে গেল সে; 'মা, মাকড়ি খুলে নাও, অস্ক্রিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাচ্ছ না? শিগ্যগিরই, শিগ্যগিরই, লিজাভেতা পেত্রভনা...'

দ্রত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেণ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভয়ংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদৃশ চিৎকার।

মাথা চেপে ধরে লেভিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বল্ক, লেভিন অন্ভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শ্নতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিংকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। এ শিশুর ওপর তাঁর এখন ঘৃণাই হল। কিটি বেচে থাক, এমনকি এটাও তিনি আর চাইছিলেন না, শ্বেদ্ চাইছিলেন বীভংস এই যন্ত্রণাটা থাম্ক। ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' --- ডাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগন্তীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মৃত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেন্তভনার মুখ। সে মুখ আরো দ্রুকুটিত, আরো কঠোর। কিটির মুখ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নির্গত চিংকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন বুক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিংকারগুলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চ্ড়ান্ত সীমায় পে'ছিয়ে হঠাং থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিংকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শুধু মুদ্র ব্যন্ততা, খসখসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবস্ত, সুখী, কোমল কণ্ঠ আন্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ স্বন্দরী, স্মন্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেন্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহসাময়, অপাথিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেথান থেকে তিনি হঠাং ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে. কিস্তু তাতে স্থের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তল্ত্রীগ্লো সব ছি'ড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোথের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছবিসত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজান, হয়ে স্দ্রীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে. চুন্বন করলেন আর আঙ্বলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুন্বনে! ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেরভনার স্ক্রনিপ্রণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে. নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বে'চে থাকবে, বংশ বিস্তার করবে।

'বে'চে আছে! বে'চে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শ্বনলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন শিশ্ব।

'মা, সত্যি?' কিটি শ্বাল। জবাব দিল শব্দে প্রিন্সেসের ফৌপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠস্বর সন্দেহাতীত জবাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবিভূতি নতুন এক মানব সন্তার দ্বঃসাহসী, স্পর্ধিত, অব্বেথ চিংকাব।

কিছ্ম আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদ্ত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে ব্যুক্তে হল কিটি বে'চে আছে, ভালো আছে, অমন মরিয়া চিংকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বে'চে আছে, শেষ হয়েছে যক্তা। আর তিনি অবর্ণনীয় সমুখী। এটা তিনি ব্যুক্তে পারছিলেন, এবং সেই জনাই তিনি সমুখে ভরপ্র। কিন্তু শিশম্টি? কোখেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি ব্যুক্তে পারছিলেন না কিছ্মতেই, স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবান্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভান্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

11 20 H

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সেগেই ইভানোভিচ আর স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের ঘরে বসে প্রস্তিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগ্যুলোয় লেভিনের অজাস্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অর্বাধ, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে তারপর। কী এক দ্র্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেন্টা করে নেমে আর্সছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষুক্তনা হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর ক্ষ্মী, তার এখনকার অবস্থার খাটিনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অন্তিষ্টা

মেনে নেবার চেণ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে
নতুন একটা, তদবিধি অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত
উ'চুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারছিলেন না লেভিন। ক্লাবে
গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শ্নেছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন: 'কী
এখন হচ্ছে কিটির? ঘ্মিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সে
ভাবছে? ছেলে দ্মিত্তি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ
না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষ্বনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘ্রমাচ্ছিল না, মৃদ্বস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশ্র আসম খিকেট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছয়, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শ্রেয়ে আছে সে. লেভিনের চোখে চোখ রেখে দ্বিট দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন খত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উজ্জ্বল দ্বিট হয়ে উঠছিল আরো উজ্জ্বল। মুখে তার পার্থিব থেকে অপার্থিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুম্ম্র্র ক্ষেত্রে; কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে স্বাগতম। প্রসবের মুহ্তে যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অন্বভব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর ব্রকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘ্ম হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দ্বর্বলতায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘ্রমিয়ে নিয়েছি, কন্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাং পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশনুর চি'চি' কামা শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পোৱভনা, আমার কাছে দিন, কন্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখকে' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অস্কৃত কী একটা বস্তু তুলে এনে বললেন লিজাভেতা পেরভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি করে নিই' — এবং আঁকুপাঁকু কর। লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মাত্র একটা আঙ্কল দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে কী যেন ছিটালেন।

ক্ষ্বদে এই কর্ণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেণ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিত্রেহের কোনো লক্ষণ খ্রুজে পেতে। তিনি অন্ভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সর্ব সর্ব হাত, পা, তাতেও আবার আঙ্কুল, অন্যান্য আঙ্কুল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি ব্র্ডো আঙ্কুলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পৈরভন। কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগ্রলাকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কণ্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেরভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্ৰভনা হাসলেন।

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হবার পর শিশন্টি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি পন্তুলে, লিজাভেতা পেগ্রভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আডচোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।

'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

'কী করছেন কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সব্র কর্ন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাচ্ছি কেমন বাহাদ্র খোকা!'

এই বলে লিজাভেতা পেরভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অস্তৃত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শ্ব্যু আঙ্কুল দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, প্তেপ্ত করা ঠোঁট।

'স্কর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেরভনা।

হতাশায় দীর্ঘাস ফেললেন লেভিন। স্কুদর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিতৃষ্ণা আর কর্ণাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নয়। লিজাভেতা পেরভনা যখন শিশ্বকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘুরে দাঁড়ালেন।

হঠাং খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশ্ব মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা, কিন্তু কিটি শিশ্বটিকে ছাড়ল না। তার বুকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' --- লেভিন যাতে শিশ্বটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশ্বটির ব্রড়োর মতো কুঞ্চিত ম্থ হঠাং আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্ফ্রীকে চুম্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্চন্ত ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হৃদয়াবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখাশি আনন্দময় ছিল না কিছ্ই; বরং এটা নতুন একটা যন্ত্রণাকর ব্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কণ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশাটি যখন হাঁচে তখন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

11 59 11

ল্রেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁডিয়েছিল খারাপ।

বনের দুই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভূণ্টিনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় সবটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা সে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তাঁর সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা ক'রে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রিসদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল্প সাংসারিক খরচায় আর নিরস্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

স্তেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অস্বস্থিকর, বিছছিরি, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পন্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো. কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার: কোম্পানির একজন ডিরেক্টার স্ভেত্তিংস্কি পাচ্ছে সতের হাজার: ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পঞ্চাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘ্রেমাচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভূলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন শ্রেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খুবই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধবান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মম্কো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক হয়ে উঠল, তখন বসস্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবির্গো। বছরে হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বেতনের তেমন সব চাকরির এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘ্রুষ পাবার জায়গাগ্রলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে: এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সন্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপল্ল জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেতু এই গুণগুলি কারো মধ্যে একত্রে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধ্ব লোকের চেয়ে সাধ্ব লোকেরই চাকরিটা নেওয়া ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শ্বধ্ব সাধ্ব নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধ্বই (প্ররাঘাতে জোর দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মন্ফোয় যখন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধ্য ধারা, তখন ধরা হয় যে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শুধ্য অসাধ্য নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধু। মস্কোর যেসব মহলে তিনি ঘুরতেন সেখানে চালু হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধ্ব লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্লোন্ স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভর করছিল দর্টি মন্দ্রক, একজন মহিলা আর দর্জন ইহর্দির ওপর; এ'দের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবির্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আল্লাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিয়েছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ

সম্পর্কে কারেনিনের চ্ড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডল্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুব্ল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবির্গে।

কার্রোননের স্টাভিতে বসে রুশী ফিনান্সের দ্বরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শ্নতে শ্নতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আল্লার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাস্ক দ্দিটতে চাইলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খ্বই ঠিক কথা, খ্লিটনাটিতে খ্বই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জোর দিয়ে, রিপোর্টের কোন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শোনাবার জন্য ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগনলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সন্দর হাতে লেখা পান্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' - পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্লোন্দিকর দিকে চেয়ে তিনি বললেন: 'কিন্তু ওঁরা এটা ব্রুতে পারেন না, ওঁরা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং ব্যলিতে ভেসে যান।'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকলপ গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দৃদ্শার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন ব্রুতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে: তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে গেলেন, চিন্তায় ভূবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পাণ্ডুলিপির পাতা।

'হাাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোম্পির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সন্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভাস্ত যে ভুল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছ্ম আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ থেহেতু অতি জিটল আর তাঁর প্রকল্প থেহেতু অতি বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষ্মিন ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খ্লে বললেন:

'হাাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অবধি, আর আমার সঙ্গতি...'

নয় হাজার' — কথাটার প্রনর্বক্তি করে ভূর্ব কোঁচকালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতবায়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভুল অর্থনৈতিক assiette*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ তো!'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম. তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে. যেমন আমি যখন দেখি যে দ্ব'জন ইঞ্জিনিয়ার বের্ল একই ইনস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গ্ল, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অনাজনকে সন্তুণ্ট থাকতে হচ্ছে দ্বই হাজারে: কিংবা যখন বাাত্ক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হ্বসারকে, যাদের

নীতি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় স্কৃবিধা, এমনিতেই তা গ্রের্ম্বপূর্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কুফল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধ্তার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' -- 'সাধ্তা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধনু' কথাটার মন্তেকা অর্থ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বোধগম্য ছিল না।

'সাধ্তা হল শুধ্ নেতিবাচক একটা গুণ' বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' - - বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে পমোহ্বিক'কে দুটো কথা বলো। এমনি কথায় কথায়...'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভার করছে বলগারিনভের ওপর' — আলেক সোন্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে প্ররো মত আছে' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহুদি বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাণ্টা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবস্ত আর সং কাজ; কিস্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দৃখণ্টা, তখন হঠাৎ অন্বস্থি হয়েছিল তাঁর।

অস্বস্থি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিস্স অব্লোন্ স্কিকে দ্বেণটো বসে থাকতে হয়েছে ইহ্বিদর প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শ্ধ্ব সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ প্রেপ্রেরেরা রেখে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে - সে যাই হোক, ভারি অস্বস্থি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দ্বেণটা ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাটা ঠিক করে, অনা উমেদারদের সঙ্গে কথা বলে এবং ইহাদির জন্য বেহাদা অপেক্ষার যে কোতুকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেন্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অম্বস্থি চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অপ্বস্থি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহ্দির জন্য বেহ্দা অপেক্ষার' কোতুকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অন্য কিছ্বর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত বলগারিনভ যথন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্প্রমে, স্পণ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লাসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আর্জি, তথন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভুলে যাবার চেণ্টা করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। শৃথ্য এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

n syn

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অন্মভূতিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আম্লার ব্যাপার ৷'

অব্লোন্ স্কি আমার নাম করতেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ম্থখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সজীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্থি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘ্রুরে বসে পাঁশনেটা ক্লিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাজ্মীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না), 'নিতান্ত মান্য, সহৃদয় লোক আর খিক্লেটান হিশেবে। ওকে তোমার কর্ণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদ্ফবরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন। 'হাাঁ, কর্ণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি কাটিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে কর্ণা করতে ওকে। সাংঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাংঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সর্, প্রায় চিল্লানির গলায়. 'আহ্না আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো প্রেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রতি দাবি করলে আহা আর্ক'দিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আপত্তি করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্য কপ্ঠে চে'চিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জান্ব ছায়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অন্মতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়. তোমার আচরণ ছিল মহং, যতটা মহং হওয়া সম্ভব: ওকে তুমি সর্বাকছ্ব দিয়েছিলে, ম্বাক্তি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সাত্যি বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মাত্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম ম্হত্গ্লোয় সে স্বাকিছ্ব ভেবে দেখে নি, দেখতে পারতও না। স্বাকিছ্ব সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিষ্ঠিত, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যক্ত্বাদায়ক। দ্বঃসহ।'

'আপ্রা আর্ক'দিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' -- ভুর, তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না' — নরম স্বরে আপত্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছ্ চাইছে না। সোজাস্বজি সে এই কথাই বলে যে কিছ্ চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমস্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অন্বোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কণ্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?' 'মাপ কর্ন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় ব্বঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছংয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শ্বধ্ব একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্ত্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তুমি তো কথা দিয়েছিলো।

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আন্না আর্কাদিয়েভনার যথেষ্ট মহান্ভবতা থাকবে…' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কণ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সবিকছ্ব সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সে শ্ব্ধ্ব একটা অন্বরোধ করছে, মিনতি করছে, যে দ্বঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তা থেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তুমি দয়াল্ব মান্ব। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মন্স্কায় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাৎ ওর ব্বকে ছর্রির মতো বে'ধে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদন্তিতকে গলায় ফাঁস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর স্বকিছ্ব ব্যবস্থা করার দায়িছ আমি নিচ্ছি. Vos scrupules...'*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়…' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

তোমার খ্রুতখ্রতি... (ফরাসি।)

প্রতিশ্রুতিটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রতি যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গ্রুত্বপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে থিক্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।

'কিন্তু খিক্রন্টান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদরে আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি...'

'অন্মোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' — কিছ্ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্দিক; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খি দুটীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মতাগে প্রস্থুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অন্রোধ করছি' — হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিব্বকে চি'চি° করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আপনাকে অন্রোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ কর্ন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমায়' - বিব্রতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দতে, যা বলতে বলা হয়েছিল, শ্ব্যু তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছ্ম একটা নির্দেশ পেতে হবে আমায়। আমার চ্ডান্ড সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশ্ন' — কিছ্ম একটা কথা চিন্তা করে বললেন উনি।

তোমার মৃক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে খবর দিলে:

'সেগে ই আলেক্সেয়িচ!'

'কে এই সের্গেই আলেক্সেয়িচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সেগেই আলেক্সেরিচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেন্ট কর্তা ২বে ব্রিঝ।' মনে পড়ল তাঁর, 'আল্লা ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীর্-ভীর্ কর্ণ নয়নে চেয়ে আলা বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশ্লা করছে তার। আচ্ছা স্তিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্তেপান আর্কাদিচ ব্রেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খ্রাশ।

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মা'র কথা কখনো বলা হয় না এবং অন্বরোধ করলেন যে আন্নার কথা তিনি যেন মনে না পডিয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাংটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খ্বই অস্কু হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম ব্রিঝ বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিৎসা আর গ্রীন্মে সম্দ্র স্থান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ভাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভার্তি করা হয়েছে। সতািই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে স্কুল, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী স্কুন্দর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগান্টি সের্গেই আলেক্সেরিচ!' নীল জ্যাকেট আর লন্বা প্যাণ্ট পরা চওড়া-কাঁধ স্কুশ্রী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উন্দাম ভঙ্গিতে, অকুণ্ঠে, তার উন্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে স্কুস্থ, হাসিখ্লি দেখাছিল। মামার উন্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিপ্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে, যেন কিছ্ম একটায় সে আহত, দ্রম্ম বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশ্ব নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' --- ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকুচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে সম্ভর্পণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। স্তেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশ্ন দ্ভিতৈ পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রুত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বয়্বদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কলপনা আর স্মৃতি তাকে অস্কুল্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যখন মনে আসত, রস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেন্টা করত তাতে অভ্যন্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লঙ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগ্নলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতুলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালা্তাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জনা এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ যখন তাকে দেখতে পেলেন সি^{*}ড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গ্নলো কিভাবে সে কাটার, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রশেনর উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দ্ব'জন বসে বেণ্ডির ওপর। এরা হল প্যাসেন্জার। একজন বেণ্ডির ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খোলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!'

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'হাাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি
যদি হঠাৎ থামে, কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হার্ট, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশ্বর মতো নয়, প্ররো অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদ্টির দিকে বিষন্ন দ্বিপাত করে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ। আর আল্লার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি অ'র পাবলেন না।

হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোথ নামাল সে। তার কাছ খেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিণ্ডিতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফু'সছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট খেয়েছ, কথন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গ্রহিশক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপশ্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'চোট খেলেও কারো নজরে পড়ে নি। নিশ্চয় করে বলছি।' 'তাহলে?'

'আমায় রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমায়!' এখন আর শৃন্ধ্ গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দুনিয়াকে। পিটার্সবির্গে স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিক্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্সবির্গে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মন্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর ভাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মন্দের তার বিলাসী কাফে আর ওর্মানবাসগ্লো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অন্ভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মন্দেরার বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সামিধ্যে থেকে তিনি অন্ভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচছে। কোথাও না গিয়ে মন্দেরার দীর্ঘাদিন কাটালে স্মীর চড়া মেজাজ আর তিরস্কার, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো স্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনকি ওর যে ঋণ আছে, সেটা পর্যন্ত অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিন্তু পিটার্সব্রেগ যে মহলটায় তিনি ঘ্রতেন, লোকে যেথানে জীবন যাপনই করে, মন্কোর মতো উদ্ভিদ হয়ে বে'চে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগ্রনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দ্বিশ্বন্তা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

প্রা ?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্ ফির সঙ্গে কথা করেছেন। প্রিন্স চেচেন্ ফির ফ্রী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বরুক্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্ ফিক নিজেকে বেশি স্থা বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে। বড়ো ছেলেকে তিনি দ্বিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কা দিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে যলে তিনি মনে করেন। মন্কোর লোকেরা কাঁবলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবির্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মন্কোতে, দ্টান্তম্বর্প প্রিন্স ল্ভভ — বিদঘ্টে এই যে ধারণাটা চাল, আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দ্বিশ্চন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে স্বৃশিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চার্কুরি? চার্কুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশাজনক জোয়াল নয় যা সবাই টেনে যায় মস্কোয়; চার্কুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাং, আন্কুল্য, অব্যর্থ রিসকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপ্রণ্য — বাস, লোকে হঠাং তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্ংসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হরেছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবি,গাঁ দ্, ছিউভাঙ্গর প্রভাব প্রসম্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমংকার একটা কথা বলোছলেন বার্ণনিয়ান্ স্কি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন:

'মনে হয় তোমার যেন মদ্ভিন্ স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে
দ্বটো কথা বলবে তাকে। একটা চাকরি খালি আছে, সেটা আমি পেতে
চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহ্নিদদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্তেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজটা কাজের মতো; বার্ণনিয়ান্ স্কি সেটা ব্রশতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বে'চে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহান্ত্রতি দেখিয়ে বললেন বাংনিয়ান্স্কি। 'অনেক, হাজার বিশেক।'

द्या-द्या करत दर्द छेटिছिलन वार्शनियान् निक।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে বাচ্ছে!'

আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, ঘরে কানাকড়িটিও নেই, তব্ব দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউণ্ট ক্রিভংগভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হরেছিল, অথচ দ্বাজন রক্ষিতা রেখেছেন উনি। পেরভ্নিক পণ্ডাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিন্তু চলেছেন হ্বহ্ব একই হালে. তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাড়াও পিটার্সব্রেগর দৈহিক প্রভাব পড়ত স্তেপান আর্কাদিচের

ওপর। বরস যেন কমে যেত তাঁর। মদ্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘ্নিয়ের পড়তেন ডিনারের পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সিণ্ড দিয়ে, তর্ণীদের সামিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সব্রেণ কিস্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিণ্স পিওত্র অব্লোন্স্কি তাঁকে কাল যা বলোছলেন, পিটাসবিংগে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্ হ্লি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বে'চে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সত্যি বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্ফ্রীর কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দ্বুসপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিংগাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভূষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার স্বযোগ কই! একেবারে ব্রিড্রে গেলাম। বাকি ছিল শ্ব্যু আয়াটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস — ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্স্কির মতে। স্তেপান আর্কানিচও বােধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সতিয়ই আত্মা বাঁচানাের পর্যায়ে; পিটার্সবির্গে কিন্তু তিনি আবার দিব্যি মানুষে হয়ে উঠতেন।

প্রিলেসস বেট্সি ত্ভেরম্কায়া আর স্তেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্তেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অপ্পাল এমন সব কথা বলতেন যা শনেতে বেট্সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দুরে গিয়ে পেশছালেন যে ফেরার পথ খারোপতে অজ্ঞাতসারে এতই দুরে গিয়ে পেশছালেন যে ফেরার পথ খারোপতে না তিনি, অথচ দুঃথের বিষয় প্রিলেসসকে তাঁর ভালো লাগত না শুর্ম্ব নয়, বিছছিরিই লাগত। এই স্বরটা বাধা হয়ে গিয়েছিল কারণ বেট্সি সাতিশয় পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিলেসস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের হৈত নিভতি ছিওে যাওয়ায় তিনি খাশি হয়েছিলেন খ্বই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আপনি এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গুণ খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খুব ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সাব্রেগ এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় ভ্রন্স্কিকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বাত্র যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বলনে।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলন্ন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিল্সেস মিয়াগ্ কায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শ্রুর্ করেছিলেন, 'হাাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত...' কিন্তু প্রিল্সেস মিয়াগ্ কায়ার যা অভ্যাস, তংক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শ্রুর্ করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু ল্ব্কিয়ে রাথে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমংকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণব্রন্ধি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি ব্রন্ধিমান, ব্রন্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নিবের্ণাধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণব্র্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

'আচ্ছা, বল্বন তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিরে এবং চ্ড়ান্ত জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবার নিমন্ত্রণপত্ত।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'ওরা লাঁদোর পরামর্শ নেবে।'

'লাঁদোর কাছে কেন? কী জন্যে? এই লাঁদোই বা কে?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant* আপনি চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবৃদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

বিখ্যাত জ্ব লাঁদো, দিব্যদ্ভিট জ্ব লাঁদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভর করছে ওর ওপর। এই দেখন, মফদ্বলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আপনি। মানে, প্যারিসের এক দোকানকর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘর্নিয়ে পড়ে। তারপর ঘ্রেমর মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব পরামর্শ। ইউরি মেলেদিন্ দিক — জানেন তো, তিনি অস্কুস্থ – তাঁর বউ লাঁদোর কথা শ্রনে তাকে নিয়ে আসেন স্বামীর কাছে। স্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিস্তু কোনো উপকার হয় নি, কেননা একইরকম দ্বর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এদের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে স্বাই ছেক্ষে ধরলে তাকে, সেও স্বার চিকিৎসা শ্রুর্ করলে। কাউন্টেস বেজজ্ববোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষ্যপত্র করে নেন।

'পোষ্যপত্র মানে?'

'পোষ্যপত্ত আর কি. ও আর এখন লাঁদো নয়, কাউণ্ট বেজজুবোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিস্তু লিদিয়া ওকে আমি খুবই ভালোবাসি, কিস্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহলা, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিছেছ, ওকে ছাড়া লিদিয়া বা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনাব বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজুবোভের হাতে।'

11 62 11

বার্ণনিয়ান্ স্পির ওখানে চমংকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ কনিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেশছলেন নিদিশ্ট সময়ের কিছ্ম পরে।

'কাউপ্টেসের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অস্কৃত একটা বাতুল গোছের কোটের দিকে দ্ভিপাত করে শ্বধালেন স্তেপান আর্কাদিচ ৮

হল-পোর্টার কাটখোট্রা জবাব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন আর কাউণ্ট বেজজুবোভ।' 'প্রিনেসস মিয়াগ্কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সি'ড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য'! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোস্কিকে দ্বটো কথা বলেন, তাহলেই সব

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিন্তু বাতি জবলছিল কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ড্রায়িং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বঙ্গে কাউপ্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদ্বুস্বরে। ড্রায়ংর্মের অন্য প্রান্থে বে'টে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগ্র্লো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে ঢুকে যাওয়া, দেখতে স্ব্প্র্র্য, খ্বই বিবর্ণ, স্কুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহক্রী আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দ্রিট আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'ম'সিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তর্পণতা নিয়ে কাউপ্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্লোন্স্কির। দ্ব'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তৎক্ষণাৎ ফিরে গোলেন পোর্টেট দেখতে। কাউণ্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অর্থময় দ্র্টিটতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত' — কারেনিনের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদ্
করে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজজ্ববোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুধু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হাাঁ, শ্বনেছি কাউপ্টেস বেজজ্ববোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন কর্ণ নাগছিল!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউন্টেস, 'এটা ওঁর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচন্ড একটা আঘাত!'

'নিশ্চিতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শ্রনেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠম্বর!' কথাটার প্নেরাবৃত্তি করলেন অব্লোন্ ম্কি, অনুভব করলেন যে এই মহলটায় অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্লোন্স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.* তবে বন্ধন্ হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি ব্রুতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপ্র্ব ভাবাল্ব চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউন্টেস, আমি বৃঝি যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না বৃঝে, স্বতরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব্লোন্সিক।

'পরিবর্তনটা বাইরের অবস্থায় নয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাঁদোর কাছে, সপ্রেম দ্ভিতৈ তাঁকে অনুসরণ করে কড়া করে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেয়েছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি প্রেরা ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কল্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধ ছিলাম আর এখন…' কোমল দ্বিটতে কাউণ্টেসের দ্বিটর প্রত্যুক্তর দিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দ্বই মন্দ্রীর

आমাদের বন্ধর বন্ধরা আমাদের বন্ধর (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দুটো কথা বলতে অনুরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি ব্রুতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রে'তে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'প্রুরোটা নয়, কাউন্টেস। বলাই বাহত্বল্য ওঁর দর্ভাগ্য...'

'হ।াঁ, ওঁর দর্বথ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমান্তায় এক সর্থ, যখন হৃদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই সর্থে' — প্রেমাতুর দ্ভিতৈ স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দ্'জনের কাছেই স্পারিশ করতে অন্রোধ করা সম্ভব' --ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগালো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহায্য করতে হবে পরস্পরকে।'

হাাঁ, ভাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রভায়ের খ্বই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাড়া...' কোমল হাসি হেসে বললেন অব্লোন্স্কি।

'পবিত্র সত্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, কিস্তু…' বিৱত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

'আমার মনে হয় এখানি উনি ঘামিয়ে পড়বেন' — লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থপার্ণ অর্ধান্সবের বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দা্ভাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দা্টিপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশার মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘ্ ভঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ করেছি…' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিথে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শ্রু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মস্কোর লোকেরা, বিশেষত প্রুবেষবা ধর্মের ব্যাপারে একাস্ড উদাসীন।'

'না, না, কাউপ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মস্কোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' — জবাব দিলেন শ্রেপান আর্কাদিচ।

তবে আমি যতটা ব্রেছে আপনি দ্বংখের বিষয় উদাসীনদের দলে'— ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।
'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' – সবচেয়ে
মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে
এই সব প্রশ্ন নিয়ে বাস্ত হবার সময় এসেতে আমার।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়' — কড়। করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই, সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বৃদ্ধি মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কুপা করে না তাদের, আবার মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ করছিলেন ফরাসিটির ভাবভক্তি।

লাঁদো উঠে এলেন তাঁদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপন্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শন্নন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' --- সঙ্গেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বসনে আমাদের সঙ্গে।'

'শর্ধর জ্যোতি থেকে যাতে বঞ্চিত না হই তার জন্যে চোথ খরলে রাখা দরকার' -- তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অন্ভব করে কী যে স্থ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিস্থু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উচ্চতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' --- বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও পমোহ্নিক্তিকি যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্ছিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মুক্ত চিন্তা কব্লে করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিচ্ছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' - আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যাণ্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিন্তু নিষ্ণিয় বিশ্বাস নিষ্পাণ' — প্রশ্নোন্তর বচনামৃত থেকে এই কথাটা সমরণ করে, এখন শুধু হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেণ্ট জেম্সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভংশনার স্বরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জারগাটার ভূল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপ্রীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নায় বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধ্সন্তদের এ এক বিটকেলে চিন্তা... তদ্পরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তর্গী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অব্লোন্স্কির দিকে চাইলেন।

'আমাদের রাণ করেন খিক্রন্ট, আমাদের জন্যে যিনি যন্ত্রণা ভূগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দ্বিউপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউন্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লৈদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খ'লতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও স্খী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশন দ্চিতিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খ্লালেন বইটা: 'খ্বই সংক্ষিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে স্থ পাথিবের উধের্ব তাতে চিত্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অস্থী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপশ্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দ্টোর সময়। — হাাঁ' — বইয়ের পাতায় আঙ্বল রেখে অপর্প ভাবালা চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সতিকারের বিশ্বাস কঞ্জ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দ্ভাগোর কথা শ্নেছেন? একমাত্র সন্তানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সশ্বকে। এমনি স্থুখই দেয় বিশ্বাস!'

'হাাঁ, এটা খ্বই...' স্তেপান আর্কাদিচ খৃদি হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শ্ব্রু হবে এবং তাঁর খানিকটা স্যোগ হবে সম্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অন্যোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছ্বু না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খ্ব ছোটো।'

'ও, আমি ব্ৰুতে পারব' --- ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোখ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপূর্ণ দ্বিটতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শ্রুহ্ হল পড়া। তাঁর কাছে নতুন, অন্তুত যেসব কথা তিনি শ্নেলেন, তাতে একেবারে হতভদ্ব হয়ে গিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। পিটার্সব্যূগাঁ জীবনের বৈচিন্তা সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মন্ফোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিন্তা তিনি ব্রুতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠাদের মহলে। কিন্তু এই অনাত্মীয় পরিমন্ডলে তিনি হতভদ্ব, ন্তান্তিত হয়ে যান, কিছ্নুই তিনি ব্রেথ উঠতে পারছিলেন না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শ্নুনতে আর নিজের ওপর লাঁদোর স্কুদর, সরল নাকি ধ্র্ত দ্বিত (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্মাদিত যে তার শিশ্বসন্তান মারা গেছে... এখন একটু ধ্মপান করলে হত... ত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধ্যসন্তেরা জানে না, জানেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উদ্ভট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যস্ত আমি অশোভন কিছ্ম করি নি। কিন্তু তব্বও তাঁকে অন্রোধ করা আর চলে না চার্ছরির জন্যে। শনেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার वाधा ना करत। स्मिणे शरव वर्षण रविंग निवृक्तिका। की ছाই छन्ना পড়ছে, কিন্তু উচ্চারণ করছে ভালো। লাঁদো — বেজজ্ববোভ। কিন্তু বেজজ্ববোভ কেন?' হঠাৎ স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝলে পডছে হাই তোলায়। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাট্রা ঠিক ক'রে। গা-ঝাড়া দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘূমিয়ে পড়েছেন, নাক ডাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোক্ছেন' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র ভোগে উঠলেন তিনি।

স্তেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্থিতে। কিন্তু 'উনি ঘ্রমাচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষ্মনি শাস্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘ্রমিয়ে পড়েছেন স্তোপান আর্কাদিচের মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘ্রমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অন্তুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘ্রম ওঁদের, বিশেষ করে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খ্রশি করে দিলে।

'Mon ami'* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁজ সম্ভপণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভান্ত সম্ভাবণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভুলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?** শ্শ্!' চাপরাশিকে তুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘ্রমোচ্ছিলেন অথবা ঘ্রমের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘর্মাক্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ার মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। স্তেপান আর্কাদিচও ঘ্রমিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছ়্ চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আসন্ত্রন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্কৃ হয়ে প্রনরাব্তি করলেন ফরাসিটি।
'এটা আমার সম্পর্কে', তাই না?'

সমর্থনস্কে জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভুলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শৃধ্ধ যথাসম্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাঙ্কা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বেরুলেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

[•] বন্ধুবর (ফরাসি)।

^{**} হাত বাভিয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছ্বটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি স্বৃশ্ছির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রুসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পেণছে, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন থেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধ্যাটায় তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না।

পিটার্সবির্গে তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্বৃলান্ স্কির ওথানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শ্র্ব হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছ্কে, শ্রেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে ম্খ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে থেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশব্দ।

শ্রেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্দিকর। এতই তিনি মাতাল যে সি'ড়ি দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হ্রুফ্ম করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গোলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সন্ধেটা কেমন কাটালেন, সে গলপ শ্রু করেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হনকদাচিৎ, ঘ্নাতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছ্ই তাঁর মনে পর্ডাছল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওথানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লঙ্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আমার বিবাহবিচ্ছেদে চ্ড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং ব্রবলেন, কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘ্যমে ফরাসিটা যা বলেছেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

nesn

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-স্থার মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-স্থার মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনিদিশ্টি অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায় না। কোনো কোনো পরিবার যে দ্বজনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে প্রেরা মিল বা অমিল নেই।

সূর্য যখন আর বসন্ত নয়, গ্রীষ্মকালের মতো কিরণ দিছে, ব্লভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগালো ধ্লিধ্সর, তখন এই উত্তাপ আর ধ্লোয় দ্রন্ফিক আর আল্লার কাছে মম্কো জীবন হয়ে উঠেছিল অসহা; কিন্তু তাঁরা ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে গেলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরক্তিকর মস্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

যে জনালাটা তাঁদের তফাং করে দিছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবন্থির সমস্ত চেন্টায় তা দ্রে না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জনালা, আমার পক্ষে তার কারণ প্রন্দিকর প্রেমে ভাটা, প্রন্দিকর পক্ষে — উনি যে নিজেকে একটা দ্বঃসহ অবস্থায় ফেলেছেন, আমা যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দ্বঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অন্শোচনা। দ্ব'জনের কেউ তাঁদের জনালার কারণ বলেন নি, কিস্তু দ্ব'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছ্বতো পেলেই চেন্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আন্না মনে করতেন, দ্রন্দিক তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিন্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিন্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিন্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বোধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; স্কৃতরাং, তাঁর যুক্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, দ্রন্দিকর প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খ্রাজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অন্যজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দর্ক দ্রন্দিক অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিশুরে বাতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজ্যের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশুতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কল্পিত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে দ্রন্দিক যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষটো বেশি বন্দ্রণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মৃহ্তে দ্রন্দিক নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্ষাবশে দ্রন্দিরর ওপর রাগ হত আমার এবং স্বাকছ্বতে সেরাগের অজ্বাত খ্রুতেন তিনি। আমার সমস্তই যে দ্বুংসহ, তার স্বকিছ্বর জন্য তিনি দায়ী করতেন দ্রন্দিককে। প্রতীক্ষার যে যল্যাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মন্কোয়, আলেক্সেই আলেক্সাল্রভিচের দীর্ষ্প্রিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — স্বকিছ্বর দায় তিনি চাপাতেন দ্রন্দিকর ওপর। যদি তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, তাহলে ব্রুতেন তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আমা যে গ্রামে নয়, মন্কোয় রয়েছেন, সে তো ওরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আমা চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আমাকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দ্বঃসহতা তিনি ব্রুতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওরই দোষ।

মমতার যে বিরল মৃহত্র্গন্লো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শাস্তি পেতেন না আল্লা; দ্রন্দিকর মমতায় আলা এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশাস্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধ্লি। আলা একা, দ্রন্দিক গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর ফ্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আলা ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খ্রিনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগ্লো থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আলা শেষ পর্যস্ত কথাবার্তার শ্রুটায় পে'ছিলেন। বহুক্ষণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শ্রু হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শ্রু হয়েছিল এই থেকে যে দ্রন্দিক হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগ্লো নিম্প্রয়োজন, আর আলা তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রন্ধা ছিল দ্রন্দিকর, বললেন যে হালা নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আল্লা নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আলা। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অন্ভূতিকে ব্রুবেন যে ভালোবাসে সে যেভাবে ব্রুবতে পারে, তবে সাধারণ সৌজনাবোধটুকু আশা করেছিলাম' বলেছিলেন আমা।

এবং বাস্তবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন দ্রন্দিক, কা একটা অপ্রতিকর কথা বলেন তিনি। আল্লার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পষ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেরেটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সতি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক।'

দ্বৈত্ব জীবনকে সইবার জন্য অত কণ্টে আন্না যে জগৎটাকে গড়ে তুর্লোছালন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিণ্টুরতা, তাঁকে কপট, অস্ব:ভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আন্না ফেটে পড়েন।

'খ্বই দৃঃথের কথা যে কেবল স্থ্ল আর বৈষ্যিক ব্যাপানগৃলোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' এই বলে আনা বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধায় ভ্রন্ফিক যখন আসেন আন্নার কাছে, কলহটার কথা তাঁরা তোলেন না, কিন্তু দ্বজনেই টের পাচিছলেন যে ঝগড়াট। চাপা পড়েছে মাত্র, চুকে শায় নি।

আজ সারা দিন প্রন্দিক বাড়ি ছিলেন না, আলার এত একলা-একলা লাগছিল, প্রন্দিকর সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সর্বাকছ্ম ভূলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে প্রন্দিককে নির্দোষ প্রতিপল্ল করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্যাপরায়ণ। ওর সঙ্গে, মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' মনে মনে বললেন তিনি।

'অস্বাভাবিক' - হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকল্পে।

জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশ্বকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক! শিশ্বদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শ্ব্রু আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শাস্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সত্যিই কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সত্যিই কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শ্রুর করলেন গোড়া থেকে; 'ও সং, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শান্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোয, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জনুলন্নি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণিট বাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাঙ্কগন্লো এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক করতে বললেন।

ভ্রন চিক এলেন দশটার সময়।

118911

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আল্লা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আমার দিকে একবার চাইতেই ব্রুবলেন যে আমার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভান্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হাাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাঙ্কগ্নলোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হাাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিয়েছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শৃধ্ব ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষ্বান আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

দ্রন**িক গেলেন তাঁর স্টাডিতে**।

শিশ্ব যখন দ্বভূমি থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হার্টা, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছ্ব একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আলার দোষী-দোষী আর ওঁর আত্মানিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আলা টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আলা সেটা দমন করলেন, দ্রন্দিকর সামনে রইলেন একইরকম হাসিখর্শি।

দ্রন্দিক যখন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার প্রনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছ্ম শ্বনতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছ্ম এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই!' আহ্নার উত্তেজিত মৃথের দিকে অপ্রবিশুভরে তাকিয়ে বললেন ভ্রন্সিক।

'তোমরা কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শ্বধালেন আলা।

অতিথিদের নাম করলেন দ্রন্স্ক।

'ডিনার ছিল চমংকার, বাইচ-টাইচ দোড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মন্ফেনায় একটা-না-একটা ridicule* ছাড়া কিছ্ম ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, সূহুডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভূর্ কুচকে জিগ্যেস করলেন আহা।

[🔹] হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,* ব্রাড়, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছি?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছ্ব?' প্রশেনর জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলেন আলা।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আন্না মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান।
কবে যাচ্ছি? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গ্রাছিয়ে ওঠা
যাবে না. পরশূ।

'বেশ... না, সন্তব হবে না। পরশন্ধ রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'—
দ্রন্দিক বললেন অদ্বস্তিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মার্র তিনি অন্তব
করলেন তাঁর ওপর স্থির সন্দিদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর অস্বস্তিতে পৃষ্ট হল
আন্নার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন
আর স্কৃইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিন্সেস
সরোকিনার ছবি, মাস্কোর উপকপ্ঠে গ্রামে যিনি থাকেন কাউপ্টেস দ্রন্স্কায়ার
সঙ্কে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আন্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা, সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।'

'কেন ?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন ভ্রন্সিক, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি ব্রুতে চাও না। এখানে একমাত্র যেটা আমায় ব্যস্ত রেখেছে, সে — হামা। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খুকিটিকৈ

সুইমিং কৃষ্টিউম (ফ্রাসি)

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমাব পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!

মৃহ্তের জন্য আন্নার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকলপ ভঙ্গ করছেন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, দ্রন্স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালো-বাসাটায় আমার সহান,ভূতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পণ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?' 'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ভেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেটাকে চেপে রেখে মৃদ্ধুস্বরে বললেন তিনি; 'খুবই দ্বঃথের কথা যে তুমি সম্মান করছ না…'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শ্ন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সং।'

'না. একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চে'চিয়ে বললেন দ্রন্দিক। তারপর আন্নার সামনে থেমে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার সহাশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তে।' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছ্ব বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না. 'ওর একটা সীমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আহ্না চে'চিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মূখে, বিশেষ করে নিষ্ঠর ভীষণ চোখে সূম্পন্ট ঘূণা দেখে।

'আমি বলতে চাই ...' শ্রে করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শ্র্ধ্ব চাইতে পারি যে আপনি আমায় যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — দ্রন্দিক যা সম্পূর্ণ করে বলেন নি, সেটা ব্রে নিয়ে আদ্রা বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গোণ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁড়াও! দাঁ-ড়াও!' ভুরুর অন্ধকার কুঞ্চন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আল্লাকে থামিয়ে দ্রন্স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধ্য লোক।'

'হ্যাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভংসিনা করে আমায়' — আমা বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা স্মরণ করে, 'অসাধ্ব লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদরহীন লোক।'

'নাহ⁻, সহ্যের একটা সীম। আছে!' চে⁻চিয়ে উঠে উনি ঝট করে আহ্নার হাত ছেডে দিলেন।

'আমায় ও ঘ্ণা করে, এটা পরিষ্কার' — ব্যাহ্যা ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্থালত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিক্কার' — নিজের ঘরে চুকে আমা ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগনলোর পন্নরাব্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিস্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মানুষ করেছেন, ডিল্লির কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন দ্রন্দিক করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চ্ড়ান্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সম্ভব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সব্রেগ তাঁর ভূতপূর্ব পরিচিতেরা, আলেক্ সেই আলেক্ সান্দ্রভিচ ব্যাপারাটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অস্পদ্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শর্ম্ব সেটাই আকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছিলেন না তিনি। আলেক্ সেই আলেক্ সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পীড়া এবং যেসব অন্ভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিন্তাবেগ। আর হঠাৎ আল্লা ব্রুতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভাঁরে। হাাঁ. এটা সেই চিন্তা শন্ধ্ব যেটাই সব্কিছ্বর সমাধান করবে। 'হাাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্সেহ আলেক্সান্দ্রাভিচ আর ছেলের লঙ্জা ও কলংক, আর আমার ভরঙকর লঙ্জা — সব মৃছে যাবে মৃত্যুতে। মরব — আর ও পরিতাপ করবে, দৃঃখ করবে, ভালোবাসবে, কণ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তার ঠোঁটে, আরামকদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খ্লতে আর পরতে লাগলেন তিনি, মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবস্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

দ্রন্দিকর এগিয়ে আসা পদক্ষেপ, ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগন্লো রাখা নিয়েই তিনি বাস্ত, এমন ভাব করে আলা তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আমার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে দ্রন্স্কি মৃদ্বস্বরে বললেন: 'আমা, যদি চাও পরশাই যাব। আমি সবকিছতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন দ্রন্স্ক।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আল্লা ডুকরে উঠলেন।

কান্নার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করো আমার, ত্যাগ করো! কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছ্ করব। কে আমি? ব্যভিচারিগী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কণ্ট দিতে আমি চাই না, চাই না! তোমায় মৃতি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না, ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শাস্ত হবার জন্য অন্নয় করতে লাগলেন দ্রন্দিক, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কথনো তিনি ক্ষাস্ত হন নি, হবেন না, এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আমা, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও, আমাকেও?' তাঁর করচুন্বন করে বললেন দ্রন্দিক। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আমার মনে হল তিনি যেন কানে শ্বনছেন তাঁর কণ্ঠন্বরে অদ্রবর্ষণধ্বনি, হাতে অন্তব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহু্র্তে আমার মরিয়া ঈর্ষা পরিগত হল মরিয়া, আ্বেগম্থিত কোমলতায়। দ্রন্দ্রিককে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুন্বনে। প্রোপ্ররি মিটমাট হয়ে গেছে অন্ভব করে আয়া সকাল থেকে সোংসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও স্থির হয়় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দ্'জনেই দ্'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আয়া সযঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছ্ম এসে যায় না। খোলা একটা টাঙ্কের ওপর ঝু'কে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে ভ্রন্দিক এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এখনি মায়ের কাছে যাচ্ছি, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমাত্রই আন্নার বৃকে যেন ছোরা বি°ধল।

'না, আমি নিজেই গ্রাছিয়ে উঠতে পারব না' — আল্লা বললেন এবং তক্ষ্মনি ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ডাইনিং-র্মে যাও, আমি শ্ব্দ্ম এই নিষ্প্রয়োজন জিনিসগ্লো বেছে এক্ষ্মনি আসছি' — এই বলে তিনি আল্লম্শ্কার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধোই সে হাতে জমে উঠেছিল ন্যাতাকানির ডাঁই।

আমা যখন ডাইনিং-র্মে এলেন, দ্রন্দিক তখন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন।
'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগালায় কিরকম ঘেনা ধরে গেছে
আমার' — দ্রন্দিকর পাশে বসে নিজের কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি;
'এই সব chambres garnies*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না।
ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে
ওই ওয়াল-পেপারগালো — বীভংস। ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি,
মনে হয় প্রতিশ্রত দেশ। তুমি ঘোড়াগালোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'
'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছ্ পোশাক নিয়ে যেতে হবে

আসবাব সমেত ভাড়া করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খ্রাশর গলায় জিগ্যাস করলেন তিনি: কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

দ্রন্দিকর সাজ-ভৃত্য পিটার্সবিশ্ব থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রসিদ চাইতে এসেছিল। দ্রন্দিকর কাছে টেলিগ্রাম আসায় অস্বাভাবিক কিছ্ব নেই, কিস্তু উনি যেভাবে বললেন যে রসিদ আছে স্টাভিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছ্ব একটা যেন লব্বিকয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাাড় করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথার কান না দিয়ে আহ্না জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'গ্রিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন ভ্রন্ স্কি।

'আমায় দেখালে না যে? স্থিভা আর আমার মধ্যে গোপন কিছ্ থাকতে পারে?'

সাজ-ভৃত্যকে ফিরিয়ে দ্রন্স্কি তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।
'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দ্বর্বলতা আছে
স্থিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছুরই?'

'বিবাহ বিচ্ছেদের ?'

'হাাঁ, ও লিখেছে: এখনো কিছ্ব করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে প্রন্সিক যা বলেছেন, তাই পডলেন আল্লা। শেষে আরেকটু যোগ করা ছিল: আশাকম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব সবকিছা করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আল্লা বললেন, 'আমার কাছ থেকে ল্বকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পদ্রালাপ সে ল্বকিয়ে রাখতে পারে আর ল্বকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আল্লার মনে হল।

'ও হাাঁ, ইয়াশ্ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — প্রন্দিক বদলেন, 'মনে হয় পেভ্ংসভের কাছ থেকে সবকিছ্ ও জিতে নিয়েছে. ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ঘাট হাজার।' 'না, বলো' — কথাবার্তার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে দ্রন্দিক যে স্প্টতই

দেখাতে চাইলেন যে আমা চটেছেন, তাতে চটে উঠে আমা বললেন, 'কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোদ্দীপক যে লুকিয়েই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে, তাই আমার ইচ্ছে।'

'আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি স্কৃপত্তা' — ভ্রন্সিক বললেন।

'দ্পণ্টতাটা বাহ্যর্পে নয়, ভালোবাসায়' — দ্রন্দ্রির কথায় নয়, যে নির্ত্তাপ স্কৃষ্ট্র কপ্টে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আহ্না বললেন, 'এ দ্পণ্টতা তুমি কেন চাও?'

'ভগবান, ফের ভালোবাসা' — মুখ কু'চকে ভাবলেন দ্রন্স্কি। বললেন, 'তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।'

'ছেলেমেয়ে হবে না।'

'থাবই দাঃখের কথা' — উনি বললেন।

'তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?' উনি যে 'তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে' বলেছেন সে কথা একেবারে ভূলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আন্না।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহু দিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিছে। ছেলেমেয়ের জন্য দ্রন্স্কির আকাঞ্চার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিছেন না।

'আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...' যেন যাতনায় কুণ্ডিত মুখে প্নরাবৃত্তি করলেন দ্রন্দিক, 'কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জন্মলার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনিদিভিটতা থেকে।'

'হাাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘ্ণাটা সম্হ দেখা যাচ্ছে' — ভাবলেন আলা। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিম্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, 'ওটা কারণ নয়, বৃঝি না, যাকে তুমি আমার জ্বালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি পুরোপ্রির তোমার অধীনে। অবস্থার অনির্দিণ্টতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।' 'খবেই দঃখ হচ্ছে যে তুমি ব্রুতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা প্রো বলবার জেদে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'অনিদিশ্টিতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আলা ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙ্কোটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুর্লোছলেন আন্না। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আন্না চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি ব্ঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুম্ক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমায় বলে রাখি. হদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।'

'আমা, অনুরোধ করছি, আমার মাকৈ অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের সূখ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' --- দ্রন্স্কি বললেন গলা চড়িয়ে, আল্লার দিকে কঠোর দ্র্ণিটতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ঠের দিকে, ঠের মুখ, হাতের দিকে স্থিরদ্দিটতে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর দ্রন্দিকর সাবেগ আদরের সমস্ত খ্র্টিনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মাকে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেষভরে দ্রন্সিকর দিকে চেয়ে আলা বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' -- এই বলে আন্না

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন ইয়াশ্ভিন। আন্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গেলেন।

কেন, ব্কের মধ্যে যখন ঝড় ফু'সছে, যখন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের মুখে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তখন কেন এই মুহুতে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা অল্লা বলতে পারতেন না; কিন্তু তক্ষ্মিন ব্কের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আলা বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেয়েছেন?' ইয়াশ্ভিনকে জিগ্যেস করলেন আমা।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি বৃধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুরু কু'চকে দ্রন্ফির দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশ্ব' — দ্রন্দিক বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে ন্থির' — আমা বললেন দ্রন্স্কির দিকে সোজাস্মৃত্তি যে দ্ণিটতে চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি ধেন স্বাধ্বেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্ংসভের জন্যে কণ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন আমা।

'কণ্ট হয় কি হয় না, আলা আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বের্ব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আল্লা বললেন, 'কেমন লাগত আপনার স্থানঃ ?'

ইয়াশ্ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।' 'আর হেলসিম্বফোর্স'?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আল্লার দিকে দ্বিশ্বাত করে বললেন ভ্রন্দিক।

সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমার মুখভাব হয়ে উঠল ২ঠাং শীতল-কঠোর। যেন তা দ্রন্দিককে বর্লাছল: 'কিছ্ই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'সত্যিই প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?' 'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শাধ্য ততটা, যাতে rendez-vous*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শাধ্য ততটা, যাতে সন্ধ্যার জা্যায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঙ্গফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আমা, কিন্তু দ্রন্স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আন্না উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বের্বার আগে দ্রন্দিক এলেন তাঁর কাছে। আরা ভেবেছিলেন টেবিলে কিছ্ব একটা যেন খ্রেছেন এমন ভাব করবেন। কিস্তু ভান করায় লম্জা বোধ করে সোজাস্কি তাঁর দিকে তাকালেন নির্ব্তাপ দ্র্যিতে।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গাম্বেত্-এর জন্যে সার্টিফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' --- প্রন্দিক বললেন এমন স্বরে যাতে পরিষ্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার, কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চায়, tant pis pour elle.**' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আল্লা কী যেন বললেন, সমবেদনায় ব্বক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাং।

জিগ্যেস করলেন, 'এর্রা, কী বলছ আহ্না?'

- + অভিসার (ফরাসি)।
- 🕶 ওর পক্ষে তাতে আরো খারাপ (ফরাসি)।

'কিছ্মই না' — একইরকম শীতল ও শাস্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছ্নই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শীতল হয়ে মনে মনে ভাবলেন প্রনৃত্তিক। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মূখ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সাস্ত্রনার দুটো কথা বলবেন ওঁকে, কিন্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদুটো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আলা আর্কাদিয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

n es n

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিষ্কার স্বীকৃতি। সাটি ফিকেটের জন্য ঘরে ঢুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় বৃক ওঁর ফেটে যাছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নিবিকার নির্বৃদ্ধি মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শৃধ্ব তাঁর জ্বাড়িয়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিষ্কার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা দ্রন্দিক বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পষ্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আল্লা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

দ্রন্তিক বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রার্থছি না, যেখানে খর্নশ আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রব্বল চাই আপনার?'

র্ঢ় একজন মান্য যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আমার কল্পনায় দ্রন্দিক তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আমা তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগলেলা সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে: এই ন্যায়নিষ্ঠ

সং মান্বটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পে'ছিই নি?' এরপর নিজেকে জিগোস করলেন আলা।

উইলসনের কাছে যাবার দ্'ঘণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আম্লার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখনি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আম্লা, আর সন্ধায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আলা শ্নেলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শ্নেলেন তাঁর পদশব্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, প্রন্সিক যা শ্নেলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছ্ জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বৃকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে দ্রন্দিকর সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিষ্কার, জীবস্ত মৃতিতি।

ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-তে থাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিম্প্রয়োজন। প্রয়োজন শৃধ্য একটা — ওঁকে শান্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যথন তিনি ভাবলেন কেবল ওই প্রেরা দির্শিশটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তথন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের তৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি যন্ত্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শ্রেয় শ্রেয় তুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ফিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিক্লার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওর জন্য যখন থাকবে শ্রেষ্ তাঁর স্মৃতি, তথন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর কথা আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছ্ন না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ছর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওথানে...' হঠাং ক্মিনের ছায়া দপদিপিয়ে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; ম্বুহুতের জন্য ছোটাছর্টি করল ছায়ারা, তারপর নতুন দ্রুততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল স্বাকিছর্। 'মৃত্যু!' মনে হল আয়ার। আর এতই তাঁর আতংক হল যে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি আছেন, যে মোমবাতিটা পর্ড়ে নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জরালাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খর্জে পেলেন না অনেকখন। 'না, না, যাই হোক শর্ধ্ব বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আয়া বলছিলেন, টের পাচছলেন জীবনে প্রত্যাবর্তনের আনন্দাশ্র গড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

স্টাডিতে দ্রন্স্কি গভীর ঘ্যে আছেল। আলা তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহ্ক্ষণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘ্যস্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অশ্র্র বাধা মানল না; কিন্তু আলা জানতেন যে জেগে উঠলে দ্রন্স্কি একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দ্ভিতৈ তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আলাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে দ্রন্স্কি কত দোষী। আলা তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম থেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দ্বঃসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাছিলে না।

সকালে ভয়াবহ একটা দ্বঃস্বপ্ন, দ্রন্স্কির সঙ্গে পরিচয়ের আগেও যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো দাড়িওয়ালা এক ব্ডো লোহার ওপর ঝু'কে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড় করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দ্বঃস্বপ্লটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো (এইটেই তার ভয়ংকরতা) আলা টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন দিচ্ছে না, কিন্তু লোহা নিয়ে তাঁর জনাই ভয়ংকর কিছ্ব একটা করছে। ঠাপ্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আলা।

যখন শ্য্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগ্নলো কুরাশার মতো ঝাপসা মনে প্রভল তাঁর। 'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধয়েছে, ও ঘয়ে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে ঘাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে — নিজেকে আমা বললেন। দ্রন্দিক তার স্টাভিতে আছেন জেনে গেলেন তার কাছে। ছায়িং-র্ম দিয়ে যাবার সময় আমা শ্নতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগন্নি টুপি পয়া একটি তর্নী তার ভেতর থেকে ম্খ বাড়িয়ে কী যেন হ্কুম করছিল ঘান্ট দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠে গেল, ছায়িং-র্মের পাশে শোনা গেল দ্রন্দিকর পদশব্দ। দ্রত পায়ে তিনি নামছিলেন সিণ্ডি দিয়ে। আমা আবার জানলার কাছে এলেন। দ্রন্দিক খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগন্নি টুপি পয়া তর্নী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। দ্রন্দিক হেসে কী যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল; দ্রুত সিণ্ডি দিয়ে উঠতে লাগলেন দ্রন্দিন।

যে কুয়াশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আন্নার মনে, হঠাং তা কেটে গেল। গতকালের অন্ভূতি আরো তীক্ষা হয়ে বি'ধল তাঁর র্ম হদয়ে। এখন তিনি ব্রুতে পারছিলেন নানিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য তিনি স্টাডিতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আমার মনুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর বন্ধতে না চেয়ে শাস্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলা নীরবে স্থির দ্ভিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্স্কি ওঁর দিকে তাকিয়ে ম্হুর্তের জন্য ভূর্ কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। ভ্রন্স্কি তখনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আলা দ্রোর পর্যন্ত গোলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হ্যাঁ' — আহ্না যখন দ্বোরে পেণছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপনি বাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আলা বললেন।

'আন্না, এভাবে চলা যায় না…' 'আপনি যাবেন, আমি না' — প্রনর্রন্তি করলেন আন্না। 'এ বে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচেছ।'

'আপনি... আপনি এর জন্যে অন্তোপ করবেন' — এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বে মরিয়া হতাশায় কথাগরলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে দ্রন্দিক
লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছৢয়ে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সন্বিত
ফিরতে ফের বসলেন, ভৣয়ৢ কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র,
দ্রন্দিকর তাই মনে হয়েছিল, হৢমিকটা কেন জানি কোপয়ে তুলছিল তাঁকে।
'আমি সবরকম চেন্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শৢয়ৢয় একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন
শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া
দরকার ছিল।

স্টাভিতে এবং ডাইনিং-র্মে তাঁর পদশব্দ শ্নলেন আমা। ড্রায়ং-র্মে তিনি থামলেন। কিন্তু আমার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শ্ধ্ব এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আমার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খ্লল, আবার তিনি বের্লেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছ্টে গেল ওপরে। এটা ওই ভুলে ফেলে আসা দস্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আমা, দেখতে পেলেন চোখ ভুলে না চেয়েই তিনি দস্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যন্ত ভিঙ্গতে, পায়ের ওপর পা ভূলে দিয়ে, তারপর দস্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

11 29 11

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আমা আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভরাবহ দ্বঃস্বপ্লটা একসঙ্গে মিলে হিম ত্রাসে বৃক্ তাঁর ভরে তুলল। 'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় কর্রাছল যে চাপরাশি আসা পর্যস্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আস্ক্ন।' লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্তাবলে।

'হ্কুম আছে যে আপনি বের্তে চাইলে গাড়ি এক্ষ্নিন ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষ্বনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আমা চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাব্বি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভূত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছনু পেছনু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশাকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীর্-ভীর্ মিণ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশ্কক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেবেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈ'চির মতো মিণতে সে মায়ের দিকে তাকাল শ্না দৃণ্টিত। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাচ্ছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আলা বসলেন মেয়ের কাছে, জলপারের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ কমন্ত্রমে হাসি আর ভূর্ তোলার ভিন্ন এমন জীবস্ত করে মনে পড়িয়ে দিল দ্রন্দিককে যে কালা ঠেকাবার জন্য তিনি বট করে উঠে চলে গেলেন। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শ্বহ্ একটাই, আর

ঘড়ি দেখলেন আহা। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না, এটা হতে পারে না। আমার কাল্লাভেজা চোখ ওকে দেখানো উচিত নয়।
যাই, মৃথ ধৃয়ে আসি। আর হাাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি
আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন
না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হাাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কথন মনে পড়ছে না
তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন
সাত্যই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হাাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কথন আঁচড়েছেন,
পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মৃথে অন্তুত
জবলজবলে চোখে ভাতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে
ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতনা হল তাঁর, এবং
নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ দ্রন্সিকর চুন্বন অন্ভব করে কে'পে
উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্ব খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আন্নঃশ্কা সেখানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আল্লন্শ্কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে আপনি যেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা ব্রুবতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখননি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আল্লা; 'কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেথে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফেরাব কথা। কিন্তু হিসাবে ভূল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গন্নতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে বাছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সির্ণাড় দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউণ্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।' 'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' — মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিয়েই চলে বাও গ্রামে, কাউপ্টেস দ্রন্স্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে। 'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হাাঁ, আমি যাব ডল্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষ্বনি চলে আস্ক্রন।'

টোলগ্রামটা পাঠিরে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মর্টিয়ে ওঠা আল্লন্শ্কার শাস্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধ্সর মায়াময় চোখে আল্লার জন্য সর্স্পট সমবেদনা।

'আন্ন-শ্কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ডুকরে উঠলেন আমা।

'অত অন্থির হবার কী আছে আমা আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হাাঁ, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলা বললেন; 'আমি না থাকতে কোনো টেলিগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে... না. নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হার্ন, ভেবে লাভ নেই, কিছ্ম একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — ব্যকের ভয়ংকর চিপিটিপ শ্রনে নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথার যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবাল্পে ওঠার আগে জিগ্যোস করলে পিওত্র।

'জ্নামেন্কায়, অব্লোন্স্কিদের ওখানে।'

nzvn

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি ব্রিষ্ট পড়েছে ঘন । কিছ্কুল আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল —

সবই ঝকঝক করছিল মে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের যোড়াদ্টোর দ্রুতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দ্রুলছিল. রাস্তার গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘর, নির্মাল হাওরার দ্রত বদলে যাচ্ছে দুশ্য: গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আলা দেখলেন বে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যুরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই মনে হল না অনিবার্য। যে হীনতায় তিনি নেমেছিলেন, তার জন্য ধিকার দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভূত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাড়া কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিড়াবে তিনি থাকবেন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গ্রদাম'. 'দাতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডাল্লিকে আমি সব বলব। দ্রন্স্কিকে সে পছন্দ करत ना। लण्डा कत्रत्व, कच्छे श्रत, किन्छ भव वलव जारक। आभाग्न स्म ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। দ্রন্ স্কির অধীন হয়ে থাকব না: ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-রুটি'। লোকে वर्र उता भाषा भग्नमात जान निरंश याग्न भिगोर्भवृत्र्व । भल्कात जन की ভালো। মিতিশ্যির কুয়ো, সর্চাকলিও।' আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগে. যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন রইংসে-সেগি রেভ্ স্কি মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল লাল যার হাত? তখন যা সন্দের আর আয়ত্তের বাইরে বলে মনে হত. তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতায় নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গবিতি আর আত্মসন্তুষ্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। সবাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' — আহ্না পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আল্লান্সকার স্বামী। মনে পড়ল প্রনৃত্তিক যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভয়ংকর যে অতীতকে সম্লে উৎপাটন করা যার না। উৎপাটন করা যায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা যায়। আমিও গোপন করি। আহার মনে পড়ল আলেক সেই

আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মুছে দিয়েছেন স্মৃতি থেকে। 'ডিল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। স্ত্রাং নিশ্চর অন্যায় করছি আমি। আমি কি ন্যায় করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আমা আর কামা পেল তাঁর। কিন্তু তথনই তিনি ভাবলেন মেরেদ্র্টি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চর ভালোবাসার কথার? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... ব্লভার আর শিশ্র। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হ্যাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত টেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাস্বিজ্ব বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেমা হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হুদয়কে বিষে ভরে তুলে আল্লা উঠলেন সি'ড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল দ্রন্দিক' — আলা ভাবলেন, 'সেই মেরেটি যার কথা দ্রন্দিক স্মরণ করত ভালোবাসা নিরে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিশ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশ্বকে খাওয়ানো নিয়ে দ্বই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডব্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' — ডব্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেয়েছি স্তিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেয়েছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিরে আমা বললেন।

'লিখেছে, ব্রুতে পারছে না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।' 'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হাাঁ, কিটি' — অস্বস্থিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশ্বকক্ষ। ভারি অসুস্থ হয়েছিল সে।'

'শ্বনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'এক্ষ্বনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, ব্রিভা আশা করে আছে' — ডব্লি বললেন দোরগোড়ায় থেমে।

'আমি কোনো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আলা।

ভিল্ল চলে গেলে আনা ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাং কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে দ্রন্দিকর প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমায় বর্তমান অবস্থায় কোনো স্মালা নারী আমায় সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সর্বকিছ্ব ত্যাগ করায় সেই প্রথম মৃহ্ত্ থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার প্রক্ষরাং! ওহ্, কী ঘৃণাই না দ্রন্দিককে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমায় শৃংধ্ব আরো খারাপ, আরো দ্বঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দৃই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বন্ত করব যে আমি অভাগা, তার আন্কৃল্য মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও ব্রুবে না কিছ্ব। ওকে আমায় বলবারও কিছ্ব নেই। শৃংধ্ব কিটির সাক্ষাং পেলে আমি যে স্বাইকে কত ঘৃণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ভল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আলা সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন। বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডব্লি বললেন আন্নার দিকে উৎসাক চোখে চেয়ে। আন্নাকে এমন অন্তুত উত্ত্যক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগ্যোস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আন্না চোখ কু'চকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে ল_কিয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে
লাল হয়ে বললেন আন্না।

'আহ্, যত বাজে কথা! ছেলেকে দ্বধ দিছেে সে, ওর সব ভালো না. আমি কিছ্ উপদেশ দিলাম... ও খ্ব খ্ৰিণ। এখ্নি সে আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকার আনাড়ির মতো ডব্লি বললেন : 'হাাঁ, ওই তো সে।'

আন্না এসেছেন জানতে পেরে কিটি বের্তে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডব্লি তাকে ব্রিয়ের রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আন্নার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

দ্রন্দী এই নারীর প্রতি বিষেষ এবং তাঁর প্রতি অন্কুল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্থি হচ্ছিল কিটির; কিন্তু আল্লার স্কুলর প্রিরদর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিষেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছ্বতেই আমি এখন অভ্যন্ত। আপনার অস্ব্থ করেছিল? হার্ট, অনারকম দেখাচ্ছে আপনাকে' — আল্লা বললেন।

কিটি টের পেল যে আন্না তাকে দেখছেন বিদ্বেষ নিয়ে। যে আন্না আগে তার প্রতি আন্কুল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জন্য কন্ট হল তার।

কিটির অস্থ, শিশ্বটি, স্থিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিস্ত বোঝা গেল কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই আম্লার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্চ?'

কিন্তু তার জবাব না দিয়ে আল্লা ফিরলেন কিটির দিকে।

হেসে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খ্রিশ হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শ্রেনছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' — স্পন্টতই দ্রভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আলা। 'এখন উনি কোথার?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে।

'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।' 'অবশ্যই জানাব' — সরলভাবে কিটি বললে আমার চোখের দিকে সহান,ভূতির দ্যন্থিতে চেয়ে। 'তাহলে বিদার ডব্লি!' ডব্লিকে চুম্ খেরে আর কিটির করমদ'ন করে তাড়াতাড়ি বেরিরে গেলেন আলা।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি স্কুন্দর!' আন্না চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে কর্ণ কী একটা বেন আছে! সাংঘাতিক কর্ণ!'

'নাঃ, আজ সে অন্যরকম' — ডব্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যন্ত পেণছে দিই, মনে হল এই ব্রিঝ কে'দে ফেলবে।'

n es n

বাড়ি থেকে বের বার সময় আনার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেরেও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হল অপমান আর অস্প্রশ্যতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অনুভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র। 'হার্ট, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আল্লা।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দ্বেশিধ্য, কৌত্হলজনক বস্তু'—দ্ভল-পথচারীর দিকে চেয়ে আয়া ভাবলেন: 'আহ্, সোংসাহে সে কী বলতে পারে অন্যক। নিজের যা অন্ভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডিল্লকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্যিস বলি নি। আমার দ্রুর্ভাগ্যে কী খ্নুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশ্যি; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দর্ন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শান্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খ্নুশি হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমায় সৌজন্য ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ইর্ষা করে, দেখতে পারে না। তদ্পরি ঘ্গাই করে। ওর চোখে আমি দ্নুর্নীতিপরায়ণ নারী। দ্নুর্নীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম… যদি চাইতাম। হ্যাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসন্তুন্ট লোকটা'— মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ওদ্রলোক সম্পর্কে তিনি ভাবলেন। ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টো দিক থেকে, তিনি আয়াকে পরিচিত

মনে করে চকচকে টেকো মাথা থেকে চকচকে টুপিটা তলেছিলেন, পরে ভূল ব্ৰুতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দুনিয়ায় যত লোক আমার যতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো, ওরা ওই নোংরা কুল্পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চর জানে' -- ভাবলেন উনি দ্বটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সে তার माथा त्थरक शामला चुल निरत त्मात्लत थ्री मिरत मृत्थत चाम मृह्हिल। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিন্টি, স্ক্রাদ্ব কিছ্ব। চকোলেট না থাকলে নোংরা কুল্পি বরফই সই। কিটিও তাই, প্রনৃত্তিক নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমার সে ঈর্বা করে। ঘূণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘূণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে, কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক জাংকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষ্বনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাডা মজার বা হাসিরই কিছ, নেই। স্বকিছ, জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখ'ড করে দ্রুশ করছে বেনিয়াটা! যেন কিছু বৃত্তির খোয়া যাবে বলে ভয় পাচ্ছে। কেন এই গিজা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শুধু গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘূণা করি পরস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাজ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্ভিন বলে, সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাডতে. আমিও ওকে। এই হল সতিয়।

এই যেসব চিন্তার তিনি নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

জিগ্যেস করলেন, 'জবাব এসেছে?'

'এখনন দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেম্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চোকো একটা খাম এগিয়ে দিলে। আমা পড়লেন: 'দশটার আসকে পারব না। দ্রন্দিক।'

'আর ষে লোককে পাঠানো হরেছিল, সে ফিরেছে?' 'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

^{*} আমি ভূাংকিনের কাছে কেশ প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আমা বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনিদিশ্ট একটা ক্রমবর্ধমান রোব আর প্রতিহিংসার তাগিদ অনুভব করে তিনি ছুটে গেলেন ওপরে। 'আমি নিজেই বাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সর্বাকছা বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত ঘুণা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আমা কে'পে উঠলেন বিতৃক্কায়। আমা ভেবে দেখেন নি যে দ্রন্সকর টেলিগ্রামটা ছিল তাঁর টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তাঁর মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শান্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা করে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর ককে। 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আমা কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অনুভূতিগ্রলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগ্রলা, জিনিসপত্র — সবই তাঁর মনে ঘেনা আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিণ্ট করছিল তাঁকে।

'হাাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছি'ড়ে ফেলব ওর মুখোশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়ন্মর্ঘ'ণ্ট দেখলেন আয়া। সস্ক্যা আটটা দুই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হাাঁ, সময় আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হুকুম দিলেন তিনি, দিন করেকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকল্পনা আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি স্থির করলেন যে স্টেশনে বা কাউন্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর পর্যন্ত গিয়ে তিনি সেখানে থামবেন।

টোবলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে র্টি আর পনীর শ্বৈ তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যকারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ের গোলেন তিনি। গোটা রাস্তা জ্বড়ে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আল্ল্ল্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাথছিল পিওত্র আর সহিস দাড়িয়েছিল স্পন্টতই বেজার হয়ে — সবাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবাতা আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছ**্ব এসে যায় না' — বিরক্তিভরে** বললেন আল্লা।

পিওত্র কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হ্রুম দিলে স্টেশনে যেতে।

noon

'ফের আমি, সেই আমি! ফের সবকিছ্ব আমি ব্বত পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ষর শব্দ তুলে দ্বলতে দ্বলতে এগনো মাত্র আহ্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমংকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যুৎকিন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশ্রভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘূণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। উ°হু, খামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোড়ায় টানা গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে : 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহায্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তো পালাতে পারবেন না।' পিওতার যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশার আধমরা এক মজাুরকে। মাথা নড়বড় করছে, পালিশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আন্না ভাবলেন, 'কাউণ্ট দ্রন্দিক আর আমি তপ্তি থ'জে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আহ্না উল্জব্ধ আলোয় দেখতে পেলেন দ্রন স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বর্খানি যা নিয়ে আগে তিনি এডিয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খ'ব্রেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন স্বাক্ছুতেই তা স্মাথিত হচ্ছে। 'হাাঁ, আত্মগারিমার বিজয় পেয়েছিল সে⊥ বলা বাহুলা, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরি-মার সাফল্য। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছ্ন নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিয়েছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহবিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা প্রভিন্নে দেওয়া যায়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আত্মসন্তুষ্ট' — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আলা ভাবলেন; 'হাাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খ্রিষ্ট হবে।'

এটা শ্বধ্ব অন্মান নয়, যে অন্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পন্থ দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রক্তর্বালত. আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাৎ হয়ে পর্ডাছ' — ভাবনার জের টেনে চললেন আমা, 'এখানে সাহায্য করার কিছু নেই। আমার সর্বাকছ, ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সর্বাকছ,। আর ও চাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যস্ত আমরা ক্রমাগত পরম্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছুতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রকমে ঈর্যান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্যা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না: কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসম্ভণ্ট। কিন্ত...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনার মুখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, ''যদি তার আদরের আকুল কাম্কী এক নাগরী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম: কিন্তু অন্যকিছু হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনার তার বিত্ঞা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিরে দেয়। এ ছাড়া অন্যকিছ, হতে পারে না। আমি কি জানি না বে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্ত তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে, কিন্তু আমি যা চাই সেটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্বেষের চেয়েও হাজারগাণ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর যেখানে ভালোবাসার শেষ, সেখানে ঘূণার শুরু। এই রাস্তাগুলো আমার একেবারে অজ্ঞানা। কি সব ঢিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ন্তা নেই। আর সবাই ঘূণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, সুখী হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন সেরিওজ্ঞাকে. ভ্রন্তিককে বিয়ে কর**লাম আমি।**' আলেক সাম্প্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীর ভীর নিজাঁব নিভন্ত চোখ. শাদা হাতে শিরা, আঙ্কো মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পত্টতায় জীবন্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেল্লায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়ে বিয়ে করলাম ভ্রন দ্বিকে। কী হবে, কিটি আজকের মতো আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশ্ন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর প্রনৃষ্ঠিক এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সুখে আর নয়, কিন্তু থন্দ্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না, না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়: 'না, না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমরা তফাৎ হয়ে বাচ্ছি, আমি ওকে অসুখী করছি, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার भक्त मध्य नहा। भव क्रिको कता इस्हाह, श्रांल अस्माह हेम्का भ। हाँ, हिल्लत সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে কর্ণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দ্বনিয়ায় আসি নি কি কেবল পরস্পরকে ঘূণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কন্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। সেরিওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিজে উঠত ল্লেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাড়াই, তাকে বিনিময় করে গেলাম অন্য একটা ভালোবাসার পেছনে, আর বর্তদিন সে ভালোবাসায় পরিতপ্তি পেরেছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিমরের জন্যে।' আর বেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ছেলা হল তাঁর। আর বে স্পন্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওত্র, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত লোক বারা থাকে ভলগা পাড়ে যেখানে বাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে

বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নিজনি নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যখন পেণছে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভাবছিলেন তিনি।

'আজ্ঞা কর্ন, ওবিরালোভ্কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্র।

আমা একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেষ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হাাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আহ্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থলিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমের দিকে যেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খাটনাটি আর যেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল খেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের পারনো আর্ত জায়গাগালো নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জরিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হদয়ের ক্ষতগালোকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চম্খী সোফায় বসে, যে লোকগালো ঢুকছিল আর বের্ছিল, ঘ্ণায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আল্লা ভাবছিলেন কিভাবে গন্তব্যে পেণছে তিনি উকে চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অনাযোগ করছেন (আল্লার যন্ত্রণাটা না ব্রেণ), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন উকে। তারপর ভাবলেন জীবন কত সাখের হতে পারত আর কী যন্ত্রণায় আল্লা তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘ্ণা করেন, কী ভয়ংকর চিপটিপ করছে তাঁর বৃক।

n con

ঘন্টা পড়ল। কী সব কুংসিত, বেহারা, হস্তদন্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশ্বং মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বুট পরা পিওত্র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-র্ম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্লাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আয়া বখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাহ্লা, ক্ষবন্য

কোনো মন্তব্য। আহ্না উচ্চু সি'ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফার, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা দিপ্রঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুপি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হ্রড়কো দিলে। বাস্ল পরা জনৈক কুংসিত মহিলা (আহ্না মনে মনে মহিলাটিকে বিবস্তা করে শুন্তিত হলেন তার কুশ্রীতায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছ্রটে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খৃড়ি!'

'খৃকি — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আন্না। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আন্না মট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুংসিত একটা লোক, মজ্বরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগ্বলোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুংসিত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আন্না। আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্যা দরজার কাছে। দরজা খ্বলে একজোড়া স্বামী স্থাকে ভেতরে চুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বের্বেন?'

আন্না জবাব দিলেন না। অবগৃ্ঠনের তলে তাঁর মুখের আতংক নবাগত বা কনডাক্টর — চোখে পড়ে নি কার্বই। আন্না ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণটিতে। স্বামী-স্ব্রী উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ করছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্ব্রী দৃ'জনকেই জঘন্য লাগল আন্নার। স্বামী জিগ্যেস করলেন ধ্মপান করা চলবে কি? স্পণ্টতই ধ্মপানের জন্য নয়, আন্নার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্ব্রীর সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন য। তাঁর কাছে ধ্মপানের চেয়েও নিরপ্রক। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শৃধ্ আন্নার কানে যাতে তা যায়। আন্না পরিজ্কার দেখতে পাছিলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কী ঘ্লাই না তাঁরা করেন পরস্পরকে। আর এই ধরনের কুল্লী জীবদের ঘ্লা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীর ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা. চে'চামেচি.

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খ্বই পরিৎকার যে কারো আনন্দ করার কিছ্ নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্দ্রণার মান্রায়, তা যাতে শ্বনতে না হয় তার জন্য কানে আঙ্বল চাপা দেবার ইচ্ছে হর্মেছিল তাঁর। অবশেবে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হ্বইসিল, ফোঁস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী ক্রুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্নো ভাবলেন। যারা ট্রেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাছেছ সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বসেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গ্বলায় তা সমতালে কে'পে কে'পে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; ট্রেনের চাকা হয়ে উঠল মস্ণ, অনায়াস, ম্দ্র আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সাম্ব্য কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযানীদের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেনের সামান্য দ্বল্বনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডুবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হ্যাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না থেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কণ্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খ্রিজ। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোমুখি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে মান্যকে' -- ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পণ্টতই নিজের বৃক্তনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে। কথাগুলো যেন আলার চিস্তার জবাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগ্লোর পন্রাবৃত্তি করলেন আলা। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্থীর দিকে তাকিয়ে তিনি ব্ঝলেন যে র্মা স্থী নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইন্ধন জ্গিয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আলা থেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগ্লো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হাাঁ, আমাকে খ্বই অন্থির করে তোলে আর মান্যকে ব্লিদ্ধ দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যথন দেখবার কিছু আর নেই, যথন এই সবকিছের দিকে তাকাতে ঘেন্না করে? কিছু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছুটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিৎকার করছে ওয়া, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশৃত্বভ!..'

আমার স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুণ্ঠব্যাধিগ্রন্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রাটফর্মের মাঝখানে, চেণ্টা করলেন প্ররণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকলপ ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কল্পনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈচে করা কদর্য লোকগ্র্লোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় মন্টেরা ছন্টে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দন্মদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চেম্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্রোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যদিকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন মন্টেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউণ্ট দ্রন্ স্কির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়েয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউণ্ট দ্রন্স্কি? ওঁদের কাছ থেকে এখনন গাড়ি এসেছিল প্রিসেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মন্টের সঙ্গে যখন আল্লা কথা বলছিলেন, তখন ব্বের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মন্থ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমংকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বন্ক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে ভ্রন্ স্কি লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পে'ছিব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আফ্রোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আন্তে করে। আস্তে করে বললেন কারণ ব্যুকের দ্রুত স্পান্দনে কণ্ট হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — দ্রন্দিককে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হ্মিকি দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দ্ব্রন্তন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শ্রনিয়ে শ্রনিয়ে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিংকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগোস করলেন আরো দ্বের তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্ল্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দ্বের চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আলা তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আলা তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আসছিল। থরথরিয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম আর আলার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

শ্রন্দিকর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাং তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ব্ঝলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সির্ণড় গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যস্ত, ক্ষিপ্র লঘ্ পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলস্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘে'ষে। ওয়াগনগ্লোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উণ্টু চাকাটার দিকে চাইলেন তিনি, চোখ আন্দাজে স্থির করার চেন্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওয়াগনের ছায়া থেকে করলা আর বালি ছড়ানো চ্লিপারগ্লেলোর দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আমা। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খুলতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। ব্লান করতে গিয়ে ঠান্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, ক্রস করলেন তিনি। ক্রস করার অভ্যন্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৌশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর সর্বাকছ, ঢেকে রেখেছিল, হঠাং তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, ম.হ.তেরি জন্য অতীতের সমস্ত ভাস্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্তু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দ্র্ভিট সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুডে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দুই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষ্মনি দাঁডিয়ে পডবেন এমন লঘু ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটর ওপর। আর সেই মুহুতে ই যা করেছেন তাতে আতংক হল তাঁর। 'কোথায় আমি? কী করলাম ? কেন?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁডাবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপলে, অমোঘ কোনো কিছু, ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আমা অস্ফুট মিনতি করলেন. 'ভগবান, আমার স্বাকিছ্ব ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিড়বিড় করে কাজ করছিল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা, প্রতারণা, দ্বঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পডছিলেন. তা এত উল্জাবল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি, আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তুলল, তারপর দপদপ কবে উঠে দ্লান হয়ে আসতে লাগল, নিভে গেল চিরকালের জনা।

E EKRRAGO PERRAGO 3

অফ্টম অংশ



nsn

প্রায় দৃই মাস কেটে গেছে ৷ আতপ্ত গ্রীন্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সেগেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মন্তেকা থেকে বের্বার আয়োজন করলেন ৷

এই সময়ের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের জীবনে নিজস্ব কতকগ্নলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিশ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিরায় রাদ্দ্রপাটের ভিত্তি ও রূপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছ্ম কিছ্ম অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক প্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সের্গেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সের্গেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গ্রুব্তের ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

সযত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও প্রন্তুকবিক্রেভাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগ্যেস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধনের এ প্রশ্নে অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম উদাসীন্যে উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি প্রস্তুকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রার্থামক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষা দ্ভিটতে, অসহ্য মনোযোগে অন্সরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দ্বই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পন্টতই সৌজন্যবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে বাস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নির্বিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পূর্ক।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খ্রিটয়ে হিসাব করেছিলেন সেগেই ইভানোভিচ, কিন্তু দ্বুমাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শ্ব্দ্ব্দ্ব্যালা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে 'উত্তরী গ্রবরে'
পিত্রিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্নিশেভের বই সম্পর্কে
তাচ্ছিল্যস্চক কয়েকটা মস্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহ্ব আগেই বইটি
সবার চোথে নিশ্বিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ্ব ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্ষী এক পরিকায় বের্ল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সেগেই ইভানোভিচ চিনতেন। গল্ব্ৎসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেথক খ্রই তর্ণবয়সী, অস্ত্র রম্য লেখক, লেখায় খ্র তুথোর, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ কম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীর্।

লেখকটি সম্পর্কে সেগেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিলা থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শ্বর্ককরেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ।

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে ব্রেছেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগর্লো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাচ্ছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিন্দার হয়ে যাবে যে বইটি গ্রুগছীর, তদ্পরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহুগর্লো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছ্ নয়, এবং লেখক অকাট একটি মুর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সেগেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাঙ্ম্খ হতেন না: আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ সমালোচকের যুক্তিগর্নলর ন্যায্যতা খতিয়ে দেখছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে হাস্যাম্পদ করার জন্য তুলে ধরা ভুলন্ত্রনিত মৃহ্তুর্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগ্নলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং ও আলাপের সমস্ত খ্রিটনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছুতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তর্নটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শ্বধরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিক্তে ভেসে গেছে।

সেগে ই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দ্বঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন ব্যক্তিমান, স্থিশিক্ষত, স্মৃত্ব, কর্মাঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সক্রিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রায়ং-রুমে, কংগ্রেসে, সম্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সবখানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহুকালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুণ্ঠা হত শুধ্ব কথাবার্তা কয়ে যেতে (মম্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ দ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁর রয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সোভাগ্যের কথা যে বইরের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দ্বঃসময়টায় ভিল্লধমাঁর প্রশন, মার্কিন বন্ধ, সামারা দ্বভিক্ষি, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের ছান নিল স্লাভ প্রশন, সমাজে আগে যা জবলছিল মাত্র ধিকিধিকি, এবং সেগেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশেনর অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে প্ররোপ্রার আত্মনিবেদন করলেন।

সের্গেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সাবাঁর যুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছ্ নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে! বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার, ভাষণ,

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শ‡ড়িখানা — সবই দ্লাভদের প্রতি সহানুভৃতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত, তার অনেকগর্মলর খাটিনাটিতে সায় ছিল না সেগে'ই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমনি এক হ্রজ্বগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়: এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জ্বটেছে স্বার্থগ্যা, উচ্চাহংকারী উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেককিছ, ছাপা হচ্ছে শুধু নিজের দিকে দুষ্টি আকর্ষণ আর চিংকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিংকার জ্বড়ছিল তারা যার। জীবনে ব্যর্থকাম, ক্ষোভ পুষে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাড়া পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘ্টিত্ত ও হাস্যকর অনেক্রিছ, আছে এর মধ্যে: কিন্তু স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একচে মেলাচ্ছে, যার প্রতি সহান,ভৃতি পোষণ না করে পারা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ দ্রাতাদের রক্তন্নানে জার্গছিল উৎপীড়িতের প্রতি সহান,ভৃতি আর উৎপীড়কদের প্রতি রে।ষ। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আর মন্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে দ্রাতাদের সাহায্য করার আকাৎক্ষা।

তবে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেটা হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ স্ক্রিনির্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সের্গেই ইভানোভিচ যা বলতেন, স্ফ্রতি পেয়েছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটায় যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় প্রোপ্রির আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভূলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পারছিলেন না তিনি। সারা বসন্ত ও গ্রীচ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপ্ত থেকে কেবল জ্লাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দ্ব'সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা প্তাধিক প্ত, গ্রামের দ্বাস্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছবাস দেখে মন্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেন্টা করার পর এখন সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

n > n

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্ন্ধরেল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছারতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় চুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সের্গেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগোস করলেন ফরাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিলেসস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন ব্রবি?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটশ' জন গেছে, তাই না? মার্লাভনিস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।' 'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখুন। আমি তাই বলেছিলাম' — সহর্ষে তাঁর কথা লাফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুকাঁরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সেগেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পরেন্টে পরান্ত হয়ে পালাচ্ছে তুকীরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজোয়ান, চমৎকার লোক, যুদ্ধে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অনুরোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।'

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিন্সেস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম শ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভার করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিন্সেসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট দ্রন্দিক, সেই যে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গবে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শ্বনেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না করে। এই ট্রেনেই?'
'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায়
জানাতে এসেছেন। যাই বল্বন, এর চেয়ে ভালো কিছ্ব উনি করতে পারতেন
না।'

'ও হ্যাঁ, বটেই তো।'

ওঁরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শ্নেলেন পানপার হাতে একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জনো, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!*' চিৎকার করে সজল চোখে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিংকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হ,ড়ম,ড়িয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাং আবিভূতি * জিলাবাদ! (সাবীয়।) হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমৎকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? রেভো! আর সের্গেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রন্ধাশীল সন্তর্পণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সের্গেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখননি চলে যাচ্ছ।' 'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' -- জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার স্থার সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পে'ছিবেন। বলে দেবেন — এাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে ব্রুবে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংয্কু... কমিশনের সদস্য নিয্কু হয়েছি। মানে, সে ব্রুবেত পারবে। জানেন তা les petites misères de la vie humaine*'—যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিন্সেসের দিকে, 'আর প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজ্নিশেভ।

'দ্বঃখের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দ্ব'জন স্বেচ্ছার্সৈনিকের জন্যে — পিটার্স'ব্রেগর দিমের্-বাংনিয়ান্ স্কি আর আমাদের ভেসেলোভস্কি, গ্রিশা। দ্ব'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদ্র ছেলে! তাই না প্রিসের?' মহিলাকে জিগ্যের করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এতটুকু দমলেন না স্ত্রেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ রুব্লের একটা নোট ফেললেন মগে।

🔹 মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দ্বংথকণ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পরসা আছে, এই মগগ্রলোকে দেখলে আমি ক্থির থাকতে পারি না' — বললেন তৈনি: 'আহা কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনেগ্রীন!'

প্রিলেসস যখন বললেন যে প্রন্দিক এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, স্তেপান আর্কাদিচ চেচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি!' মৃহ্তের জন্য দৃঃখ ফুটে উঠল তাঁর মৃথে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দ্লতে দৃলতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে প্রন্দিক ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর ব্কভাঙ্গা কামাটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়ে প্রন্দিককে দেখছিলেন কেবল বীর আর প্রনো বন্ধ হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্র্টি সত্ত্বেও ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্স্কি চলে ষেতেই প্রিন্সেস বললেন সেগেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে প্রোপ্রার রুশী, স্লাভ চারত! শুধু আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না দ্রন্স্কির। যতই বলুন, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মস্পর্শী। ট্রেনে ওঁর সঙ্গে কথা বলুন-না' — অনুরোধ করলেন প্রিন্সের।

'হাাঁ সুযোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্বয়ে যায়। উনি শ্ব্ধ নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হ্যা, শ্ৰনেছি।'

ঘণ্টি শোনা গেল, সবাই ভিড় করল দরজাগ,লোর দিকে।

'ওই যে উনি' — দ্রন্স্কিকে দেখিয়ে বললেন প্রিস্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অব্লোন্স্কি কী যেন বলছিলেন উত্তেজিত হরে।

ভূর্ কুচকে প্রনৃষ্ঠিক তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্থেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শুনুছিলেন না।

সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস বেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন দ্রন্স্কি। ব্ডিয়ে আসা যক্ষণার্ত মুখ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে। প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হ্ররে!' আর 'জিভিও!' চিংকার। ব্ক-বসে যাওয়া অতি তর্ণ ঢাঙো একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দ্বিলয়ে কুর্নিশ করছিল খ্বই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দ্বজন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রোঢ়, তারাও কুর্নিশ করলে।

n on

প্রিলেসসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিংসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তর্ণ একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তাঁর জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর : কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যচর্চায় ব্যস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার স্ব্যোগ পান নি, ভয়ানক উৎস্কু হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সেগেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলনে। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলেন।

ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগস্তুক কাতাভাসোভের মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেয়ে চেচিয়ে কথা কইছিল ব্ক-বসা তর্গটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উদির গোঞ্জ পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে য্বক বলা যাবে না। হাসিম্থে শ্রনছিল সে, আবার কথককৈ থামিয়েও দিচ্ছিল। গোলন্দাঞ উদি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্কাটকেসের ওপর। চতুর্থ জন ঘুমাচ্ছিল।

তর্ণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মস্কোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্মাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মান্ষ; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুংসিত ধরনে।

দিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সর্বকিছ্মতেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চাল্ম করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পণ্ডিতী শব্দের অপব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খ্বই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মান্ম, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-প্রের বীর্যবান আন্মোৎসর্গের কাছে স্পণ্টতই নতাশর, নিজের কথা কিছুই বলছিল না। কাতাভাসোভ যখন শুধান সাবিষায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীওভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্বদেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কণ্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' — বললেন কাতাভাসোভ। 'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোডসওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যখন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তার পদস্ত সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগনুলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। শ্বেচ্ছাসৈনিকেরা যখন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ তথন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বির্পে মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফৌজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শ্রনছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ বললেন:

'হ্যাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'—
নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধের মতামত জানার জন্য অনিদিপ্টি
একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দ্'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বন্ধু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগ্লোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শ্লেন, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাম্ক শ্লা করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফম্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটিলোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিন্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকায় সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিন্দা যে বিপক্জনক সেটা বৃথ্যে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শ্রুর্ করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুকাঁরা যখন সমস্ত পয়েন্টে বিধন্ম তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্নুলতা দ্ব'জনেই ল্কিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দ্ব'জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সের্গেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে: মনে হয়েছে চমংকার লোক এরা।

শহরের বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধর্নিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েয়া, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলায়া, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ব্ফেতে: তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামানা ও ক্ষীণ। মফম্বল শহরের স্টেশনটায় ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ ব্রফতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার দ্রন্দিকর ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউশ্টেসকে। কন্ধ্যনিশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন।

বললেন, 'এই যাচ্ছি, ওকে পে'ছি দেব কুৰ্ম্ব পৰ্যন্ত।'

'হ্যাঁ, শর্নোছ' — জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। কামরায় দ্রন্দিক নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমংকার কাজ।'

'ওর ওই দর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?' 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার।' সেগেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আস্ন-না...' সেগেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর প্নর্নুক্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কলপনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছু মৃথে তুলেছে কেবল আমি যথন কাকুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলাছেড়েরাখাচলত না। যা দিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সবকিছু সরিয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছু বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গর্নল করে নিজেকে' — ঘটনাটা সমরণ করে ভূর্ কুণ্ডিত হয়ে উঠল ব্দ্ধার; 'হাাঁ, এমন নারীর যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যস্ত

'বিচারের ভার আমাদের নর, কাউপ্টেস' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি ব্রশ্বি আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জ্ববাব লিখে পাঠিয়ে দিলে। আমরা তখন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যায় আমি সবে শ্বতে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বক্সাঘাত হল! ব্ৰুতে পরছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছুটে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বম্তিতে নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হয়েছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ডাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শ্রুর হল প্রায় মন্তিক্ক বিকৃতি। আহ্, বলার আর কী আছে!' হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউণ্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বল্লন, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দুটি চমংকার মানুষকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।'

'দ্বামী আছে কেমন?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'উনি আয়ার মেরেটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্সেই রাজি হয়ে যায় সবিকছ্বতেই। কিন্তু এখন খ্ব কন্ট পাচ্ছে, নিজের মেরেটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্ত্যেভিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেন্টা করি যাতে দ্বজনের দেখা না হয়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আয়া ওঁকে ম্বিক্ত দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবিকছ্ব — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইচ্ছে করে ওকে একেবারে ধরংস করে ছাড়লে। না, যাই বল্বন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দ্বাজ্যা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা কর্বন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মৃতিকে আমি ঘ্ণা না করে পারি না।'

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহাযা করেছেন আমাদের — সার্বিরার এই যুদ্ধটা। আমি বৃড়ি মান্য, এ ব্যাপারের কিছ্বই বৃঝি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যুদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহ্লা ভয় পাই আমি; প্রধান কথা শ্নহিছ নাকি ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg.* কিন্তু

[•] পিটার্স ব্রেগ এটাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে (ফরাসি)।

কী করা যাবে! শৃথু এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে।
ইয়াশ্ভিন — ওর বন্ধু, জয়য়য় সব হেরেছে, সার্বিয়য় যাবে ঠিক করে।
ও আসে আলেক্সেইয়ের কাছে, ওকেও ব্ঝিয়ে য়াজি করায়। এখন এই
নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন দয়া করে, আমি
ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ —
দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খ্বই সে খ্লি হবে। ওর সঙ্গে কথা
বলুন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খ্রিশই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

nen

প্লাটফর্মের ওপর স্ত্র্পাকৃতি বস্তাগ্রলো থেকে যে তীর্যক সান্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্মিক পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ায়ের মতো পায়চারি করছিলেন— বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট কয়ে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সেগেইইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্মিক তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছ্র এসে যায় না সেগেইইভানোভিচের, ভ্রন্মিকর প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের উধের্য তিনি।

এই ম্হতের সেগেই ইভানোভিচের চোখে দ্রন্দিক হলেন বিপ্লে এক সাধনায় গ্রুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

দ্রন্দিক থামলেন, সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সঙ্গোরে করমর্দান করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'কিস্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই বার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে এত কম অপ্রীতিক**রু** মনে হবে' — দ্রন্স্কি বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।' 'আমি ব্রুতে পারছি, কিস্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে'— দ্রন্স্কির স্কৃতি বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জন্যে?'

'আজে না!' যেন কণ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন প্রন্দিক, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসন্ন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গ্রেমাট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সন্পারিশ পত্র লাগে না। হয়ত তুকাঁদের কাছে…' প্রন্দিক বললেন শ্বহ্ মুখ দিয়ে হেসে, চোখে রয়েই গেল ক্র্ছ-আর্ড ভাবটা।

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শ্বনে খ্বই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছার্সৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

দ্রন্দিক বললেন, 'মানুষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খুন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদাম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খুদি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু নয়, আমার কাছে তা ঘুণ্য। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথয়ে অস্থির হয়ে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, তাঁর উক্তিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দর্ন তা পেরে উঠছিলেন না।

'আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন মর্মাপ্স্ট হয়ে; 'জোয়াল থেকে নিজের ভাইদের মৃত্তি এমন একটা লক্ষ্য বার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দৃই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অন্তরের শান্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সেগেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সজোরে চাপ দিলেন দ্রন্দিক।

'হাাঁ, অন্ত হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মান্ব হিশেবে আমি — বিধন্ত' — থেমে থেমে তিনি বললেন। শক্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধাঁরে ধাঁরে মস্ণভাবে গড়িয়ে যাওয়। ইঞ্জিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

হঠাৎ অন্য একটা জিনিস, যন্ত্রণা নয়, তেতরকার একটা কন্টকর অস্বস্থি মৃহত্বের জন্য তাঁকে ভূলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন, মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিচিয়ায় হঠাৎ আমাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উন্মন্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অবশিন্ট ছিল আমার, সেইটে: ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লভ্জের মতো পরের দ্ভির সামনে শায়িত রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে: অক্ষত মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগ্রুছ, রগের কাছে কের্ণ আর ব্রজিয়ে-না-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক মুখভাব যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় দ্রন্স্কিকে আমা যা বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আমাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই মৃতিতে তাঁকে সমরণ করার চেন্টা করলেন দ্রন্সিক — রহস্যময়ী, অপর্পা প্রেমদেবী, স্থের অন্বেষী ও তার ববদা, শেষ মৃহ্তিটায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা মৃহ্তেগ্লো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে মৃহ্তেগ্লো বিষয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিম্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অন্তাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োল্লাসেই শৃধ্য মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কামার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল মৃথ। বস্তাগ্লোর কাছ দিয়ে নীরবে দু'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে

বস্তাগ্রেলার কাছ দিয়ে নীরবে দ্'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি শাস্তভাবে জিগোস করলেন সেগেইি ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছ্ম পান নি? হ্যাঁ, তিনবার পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু চমুড়ান্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কলে।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপর্ল ফলাফল সম্ভর্ব: তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘণ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গেলেন। মন্ফো থেকে ঠিক কখন বেরুতে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধ্বলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেণছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশ্রেকে চিনতে পেরে ছুটে সে নিচে নেমে এল।

'লঙ্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সেগেই ইভানোভিচের করমর্দন করে তাঁর চুম, পাবার জন্য ললাট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমংকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধ্বলোমাখা যে ছবুতে ভর পাছিছ। আনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্লোতের বাইরে নিজেদের শাস্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শাস্ত স্ব্ধ। ইনি আমাদের বন্ধ্ব ফিওদর ভার্সিলিচ, শেষ পর্যস্ত সময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধ্বলেই হয়ে যাব মান্ব' — নিজের প্রভাবসিদ্ধ রসিকতার স্বরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খ্বই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত। 'কস্তিয়া ভারি খ্নিশ হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে পডার কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম নিয়েই আছে। ঠিক এই খাড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সাবাঁর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চর জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নয়।'

'হাাঁ, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সেগেঁই ইভানোভিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধ্লিধ্সের অতিথিদের ২।৩-ম্খ

ধোরা, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটার তোলা এবং তাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছ্বটে উঠল ঝুল-বারান্দার, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার এ অধিকারটা থেকে বণ্ডিত ছিল সে।

বললে, 'এ'রা সেগে ই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।' 'ওই, এই গরমে বরদাস্ত হবে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা, স্কুনর মিষ্টি লোক উনি, কল্পিয়াও ওঁকে খ্ব পছন্দ করে'—
পিতার ম্থে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন
বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মিটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি, 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্থিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দ্বধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাদছে' — স্থনে দ্বধের সঞ্চার টের পেয়ে দ্রত পায়ে সে চলে গেল শিশ্বকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শুধ্ব অনুমান করেছিল তাই নয় (শিশ্বর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল্ল হয় নি তখনো), নিজের ব্বকে দ্বধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশ্বটির পেট খালি।

শিশ্বকক্ষের কাছে আসার আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সত্যিই কাঁদছিল সে। তার গলা শ্বনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্বত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠস্বর স্বন্দর, স্বস্থ, শ্বধ্ব ক্ষ্ম্বার্ত ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দ্বুধ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধার আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!' ক্রুধার্ড চিংকারে ঝটকা দিলে শিশ্র।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিথাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কাটান শিশ্বকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গ্রেছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড্র দেব, নইলে নাড্র কোখায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশ্বটির উন্দেশে।

মারের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। ক্লেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, চিনতে পেরেছে আমায়!' দিশ্বে চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিথাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শ্নছিল না। শিশ্বটির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও অধৈর্য।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগে উঠছিল শিশ্বটি। অবশেষে স্তন্যপানের ব্যর্থতার রব্দ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দ্ব'জনেই একই সঙ্গে স্বিন্থর হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশ্বর গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পাবছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দুল্ট দ্ল্টু চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তাল্ব নিয়ে যে হাতটা শ্নেয় ব্স্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে।

'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলায় কিটি বললে হেসে. 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়. তাহলেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শ্ব্ব আগাফিয়া মিথাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছ্ব ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছ্ব যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, ব্রুতে শ্রুব করেছে শ্ব্ব ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদ্ব, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শ্ব্ব একটি জীবস্ত সন্তা যা কেবল বৈষয়িক পরিচর্যা দাবি করে; কিস্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সন্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটা গোটা ইতিহাস জড়িত।

'বেশ, ও যথন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জনলজনল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও খ্যমিয়ে পড়ছে।' পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগ্লো আর জানলার শার্সিতে ঝটপট করা ভীমর্লটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শ্কনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে। বললে, 'গরম বাপ্র, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা ব্লিউও দিতেন।'

'হাাঁ, হাাঁ, শ্-শ্-শ্…' সামান্য জবাব দিয়ে শিশ্বকে মৃদ্ব দোলাতে দোলাতে, কৰ্জির কাছে যেন স্বতোয় টানা নাদ্বসন্দ্বস যে হাতথানা সে কথনো চোখ মেলে কথনো বুজে সামান্য দোলাচ্ছিল সেটাকে সঙ্গেহে চেপে ধরছিল কিটি। হাতটায় অন্থির লাগছিল কিটির; ইচ্ছে হচ্ছিল তাতে চুম্ব খায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল পাছে জেগে যায় যদি। শেষ পর্যন্ত হাতটার নড়নচড়ন থেমে গেল, ম্বদে এল চোখ। শ্বদ্ব মাঝে মধ্যে ছেলেটা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, লম্বা লম্বা বাঁকা আঁথিপল্লব কিছ্বটা তুলে যে চোখ মেলে সে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, অন্ধকারে তা মনে হচ্ছিল কালো আর সজল। ধাই-মা হাওয়া করা বন্ধ করে চুলতে লাগল। ওপর থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ প্রিন্সের গ্রহ্বগ্রহ্ব কণ্ঠস্বর আর কাতাভাসোভের হাসির শব্দ।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দ্বংথের কথা যে কস্তিয়া নেই। নিশ্চয় ফের গেছে মিক্ষশালায়। ওখানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন খরাপ লাগলেও আমি খ্লি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের ঢেয়ে অনেক ভালো, হাসিখ্লি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কণ্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপ্র' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কন্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধরংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনা, তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হ্যাঁ, ধরংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অস্থী হয় নি কিটি; এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অন্তরটাকে দ্বনিয়ায় স্বকিছ্বর চেয়ে ভালোবাসায় সে তার অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগ্লেলা সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে, 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ন্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে বদি অসত্য থাকে, তাহলে কী দরকার পড়ার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা, একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে. বিশেষ করে কাতাভাসোভকে। ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশেন, — আলাদা নাকি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে একরে। অর্মান এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে. এমনকি মিতিয়াকেও বস্তু করে তুলল। এতে চোখ খুলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগলো দিয়ে যায় নি. আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সেগেই ইভানোভিচকে' — এ ভাবতেই মুখে রক্তোচ্ছনস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তায় এবং তার মনে পড়ল গ্রেড্পর্নে আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার প্রেরা ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেন্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কন্তিয়া অবিশ্বাসী'— মনে পড়তেই আবার মুখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে ষা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এমনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কখনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দ্বসপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অন্তপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিনতি করেছেন তাঁকে। ডল্লি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেয়া হয়েছিল স্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিল হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের স্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভন্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্ডাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহাযোর একমাত্র উপায় হিশেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশ্বকেও যেন দৃঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু নয়, সবই পরের জন্যে। সেগেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কস্তিয়ার কর্তব্য হল তার গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, শর্থা তোর বাপের মতো হবি, শর্থা ওর মতো' — এই বলে, ছেলের গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

11 11 11

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মৃহ্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চৌরিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের যে সমস্ত বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যয়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোখেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসন্তা, তার বিনাশ, বছুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ — এই সব কথাই তাঁর প্রেতন বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল। কথাগ্রাল আর তাদের সঙ্গে সংগ্লিফ বোধ মননের ক্ষেত্রে খ্রই ভালো; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাছিল না, নিজেকে লেভিনের মনে হাছিল সেই লোকের মতো যে একটা মসলিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা দা রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যন্ত্রণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই মুহুর্ত থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অনুভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, ষেগ্রনিকে তিনি প্রতায় বলেছেন, সেগ্রনি শ্ব্যু অজ্ঞানতাই নয়, এগ্রনি এমন একটা চিস্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি দ্বীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগ্র্লিতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু স্থাীর প্রসবের পর মস্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশ্ন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খ্যিস্টধর্ম যেসব উত্তর দের, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শ্বধ্ব উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছ্ব একটাও তিনি খ্রাজে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দকের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খ্রুজছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে অবাক লাগছিল, পাঁড়িত বোধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও বয়সের অধিকাংশ লোকে ওঁরই মতো আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতো নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কোনো সর্বনাশ দেখছেন না, খ্বই তুষ্ট আর শান্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশ্নটা ছাড়াও অন্যান্য প্রশনও লোভনকে জন্মলাচ্ছিল: 'এই লোকগন্নি কি অকপট? ভান করছে না তারা? নাকি যেসব প্রশেন তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরক্ষভাবে পরিষ্কার করে বোঝে?' আর এই সব লোকের মতামত, ষেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগন্নি সমঙ্গে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শ্রের্ করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তার্ণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধ্রাম্বদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নিম্নেছিলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তার জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মাবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তার যে অত অন্রাগী সেই ল্ভভ, সেগেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে যেরকম বিশ্বাস করতেন, তার স্বীও তেমনি বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্র্ই জন র্শী, যে চাষীদের জীবন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই খিন্স্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দ্বিভাঙ্গি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছ্বর সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশেনর উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগ্নলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়. উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশেনর: যেমন, জীবদেহের বিকাশ. অস্তরাত্মার যান্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া দ্বীর প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শ্রের্ করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মৃহ্তটো কেটে যেতেই তিনি তথনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তখন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভূল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শান্তচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছরাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভূল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল ম্ল্যবান, সেটাকে দ্বর্বলতা বলে মানলে সে মৃহত্তগ্লোর অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর ছন্দের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তশক্তি।

11 2 11

এই সব চিন্তায় তিনি কখনো অল্প, কখনো বেশি কণ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগ্বলো কখনো ছেড়ে ষেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অন্ভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষা ্থকে অনেক দুরে।

ইদানীং মন্ফোয় থাকাকালে এবং গ্রামে বন্ধুবাদে তিনি তার উত্তর খ্রেজ পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাৎ সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী ভিত্তিতে নয়।

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বছুবাদ খণ্ডনের যুক্তি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগুলো তাঁর কাছে মনে হভ কার্যকরী; কিন্তু প্রশেনর মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, ন্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পন্ট শন্দগুলোর নির্দিন্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শন্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছু একটা যেন ব্রুতে শ্রুর করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিন্ট স্ত্র অনুসরণ করে ভেবে যাতে তিনি সস্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভূলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিক্ষার হয়ে উঠত যে বৃদ্ধি ছাড়া জীবনের গ্রুর্ত্বপূর্ণ অন্যকিছ্বর ওপর যা নির্ভারণীল নয় তেমন সব শন্দেরই প্রনির্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগুলি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা'র স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত দিন দুয়েক তাঁকে তা সাম্বনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দুলিউপাত করা মাত্র তাও ধ্লিসাং হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো আক্রেছা।

দাদা সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খণ্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিত, স্বর্রাসক চাল তাঁকে প্রথমটা বির্পে করে তুললেও গির্জা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মান্বের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিশ্ট একদল মান্বের, যথা গির্জার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদ্যমান, সক্রিয় যে গির্জাগ্রিল সবরকম বিশ্বাসের লোক নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সন্তরাং যা পবিত্র, নিগ্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাখা কত সহজ; সন্দরে তুরীয় এক ঈশ্বর, রহ্মাণ্ড স্থিউ ইত্যাদি দিয়ে শন্বন্ না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, স্থিউ, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগন্নো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যাথলিক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর রন্শী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মাথের দিক থেকে অকল্মষ দ্বিট গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারলেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধ্বলিসাং হয়ে গেল।

সারা এই বসস্তটা তিনি আত্মস্থ ছিলেন না, দার্বণ মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, স্বৃতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বস্থুপিন্ডে, অনন্ত শ্ন্যদেশে জেগে উঠল জীবসন্তার ব্দ্বাদ, কিছ্মুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে ব্দ্বাদ আমি।'

এ সিদ্ধান্ডটা যন্ত্রণাকর একটা অসত্য, কিন্তু এই নিয়ে য্গেয্গের মানবিক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গড়ে উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রত্যয়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শুধ্ অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রুপ, এমন একটা অশুভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশ্বভের ওপর এই নির্ভরশীলতা ছিম্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে স্থা, স্বাস্থ্যবান প্রের্ষ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগ্রলো সব ল্র্কিয়ে রাখতে লাগলেন, যাতে গলায় ফাঁস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দ্রক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গ্রাল করে বসেন। কিন্তু লেভিন নিজেকে গ্রালিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলার। বে'চেই থাকতে লাগলেন।

n >0 n

কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যখন তিনি বন্ধ করতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, কেননা দুঢ়ভাবে স্ক্রনির্দিণ্ট কাজ করে তিনি বে'চে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও স্ক্রনির্দিণ্ট ও দুঢ়ভাবে।

জ্বনের গোড়ার গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপে। কৃষিকর্মা, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কা, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্বাী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কা, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসস্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বর্সেছিল, তাতেই থেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপপ্ত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর প্রেকার উদ্যোগগর্নালর নিষ্ফলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যাদকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে বাস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগ্রলায় তিনি বাস্ত থাকতেন শ্ব্র এই জন্য যে তিনি বা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছু পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা প্রণবিরুক্তা পর্যন্ত)
যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের
জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেন্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে
ভাবনাটা বেশ স্থপ্রদ, কিন্তু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই
প্রয়োজন এমন প্রেণ নিশ্চয়তা পাওয়া যেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে বেত শ্নো; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গশ্ভিতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে স্খ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অন্ভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগ্লো চলছে অনেক স্ফুতিতি, ক্রমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাগুলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিয়েছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল পদ্রেভ্স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশস্ত্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদ্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছু গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গরুবাছুর রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সেগেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভ্যন্ত হয়ে গিরেছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশ্বকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্ত্রিত শ্যালিকা এবং নিজের স্ত্রী-প্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলভ না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা ম্গেয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তার কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দ্যুভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনির জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগন্দোর চেরে জর্নার।

তিনি জানতেন যে প্রমিক নিয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজ্বরির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খংবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খ্বই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কন্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শাস্তি দিতে হবে যথাসম্ভব কড়া করে, কিন্তু গর্ চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারগরত পশ্বদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে সন্দ দিচ্ছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শ্বধবার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির স্বটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমস্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশন্মে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অনুপিছিতির দর্ন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণাদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্থার কাছে যে খানিকটা অস্কু ; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মোচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি ব্র্ড়োকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বিগুত থাকবেন, আর যে ঢাযীরা মিক্ষকালয়ে তাঁর পান্তা পেল কথা কইবেন তাদেব সক্ষে।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে যুক্তিবিস্তার তো দ্বেরর কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তা স্থির করতে পারা হত মুশকিল। যখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তে শুখুই জীবনযাপন করতেন, প্রাণের মধ্যে তিনি এক অদ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দুই

বিকল্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছু একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দর্নিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বে'চে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেয়তা তাঁকে এত পর্নীড়িত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন, অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, সর্নিদিন্টি জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

0 2 2 0

সেগেই ইভানোভিচ যৌদন পালেভ্স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই কণ্টকর।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশ্ম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীরতা দেখার লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খ্বই ম্ল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গ্রণগ্রনি যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার প্রবাব্তি না ঘটত, যদি এই তীরতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি প্রেরা ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বাঁজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিন্তু এগ্র্লিকরে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেব্রেড়া সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগ্রণ বোঁশ, শ্র্য্ ক্ভাস, কালো র্নটি আর পেরাজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে য়য় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘ্রেমায় দ্র'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন বে কাজের সমরে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, দ্বী এবং শ্যালিকার শয্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে কিফি খান এবং ফের পায়ে হে টে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যক্ত চাল্ম হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে স্থাী, ডব্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশানের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শাধ্য একটা কথাই ভাবছিলেন, স্বাকছাতে খ্রুছিলেন তাঁর এই প্রশেনর সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথার আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যাস্পেন কড়ি আর তখনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখুপি পাতাগ্লো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আছিনা থেকে শ্বকনো কটু খ্লো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জবলজবলে আছিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-ব্বক যে চাতকগ্লো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিল্রেট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর খ্লোর মধ্যে যে মান্যগ্লো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অন্তুত একটা চিন্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? বর্ড়ি মারেনা (অগ্নিকান্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে'— শীর্ণ যে বৃদ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পারে ছটফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিন্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছুই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপর্ণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্জারির খ্রদ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগ-দাগালি যোড়াটা, ব্রুক যার ন্রেম এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারদ্ধ বিস্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাছে। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোঁকড়া-চুল, খ্রদে ভরাট নরম দাডি আর শাদা কাঁধের ওপর ছেওা কামিজটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিছে, ধমকাছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাছে চাকায়। আর প্রধান কথা শুধু ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আমার। কী জন্যে?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘন্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অনুসারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘন্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শ্রের্ হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অলপ করে।

'অলপ অলপ করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে বাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

ষোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিংকার করে কী জবাব দিলে, কিন্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যন্তের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হাজরির সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যস্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দরে গ্রামের লোক, যেখানে লেভিন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জমি সম্পর্কে লেভিন কথাবার্তা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যোস করলেন সামনের বছর প্লাতন জমিটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁরেরই সমৃদ্ধ কমিষ্ঠি চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিচিচ' — ঘর্মাক্ত বুক থেকে মঞ্জার ঝেডে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহলে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা'্র(কিরিল্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিরিচ! লোকটা শ্বে নিজের টুকু বার করে নেয়। চাষাভূষাকে কোনো দয়া করে না গো। আর ফোকানিচ খ্রেড়া' (ব্দ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ডাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষার মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেডে দের?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভর্তি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ ব্র্ডো — হক্ মান্ত্র, আত্মার জ্বন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মমতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধর্ন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্রালাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বে°চে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটার এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অম্পণ্ট কিন্তু গ্রুত্বপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক খেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

11 25 11

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগ্রলোর দিকে ততটা নর (তখনো তিনি তা গ্রছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কখনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যাতিক ফুলকির কাজ করে প্ররো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশস্ত্র, পৃথক পৃথক যে ভাবনাগ্মলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কথন্যে, তাদের রুপান্তরিত ও ঘনীভূত করলে একাকার অখণ্ডতার। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগুলো তাঁর মন জ্বড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অন্ভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না ব্লেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হর কিছু? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাৎ যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দুর্বোধ্য কিছু একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগ্রলা কি আমি ব্রঝিনি? আর ব্রঝে কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যায্যতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অস্পন্ট, অযথার্থ ?

'না, আমি ওকে ব্রেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছ্ব আমি ব্রেছি, এ কথাগ্রেলা ব্রুলাম তার চেয়ে পরিপ্রেণ আর পরিছ্কার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শ্ব্ব একা নই, সবাই, সারা বিশ্ব প্রেরাপ্রির এটা বোঝে, শ্ব্ব এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ, সর্বদাই তা মেনে নেয়।

থিওদর বলছে যে কিরিক্লোভ বে'চে আছে তার পেটের জ্বন্যে।
এটা বোধগম্য এবং যৃত্তিযুক্ত, যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই
পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে
দিলে পেটের জন্যে বে'চে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের
জন্যে আর পলকেই আমি ব্রুতে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত
যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বে'চে আছে, চিন্তুসম্পদে দীন
চাষীরা আর প্রাক্তরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা
বলেছেন অস্পন্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের
জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দ্যুভাবে, পরিক্লার
করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা
করা যাবে না, তা যুক্তিবহির্ভুত, তার পেছনে কোনো কারণ নেই,
কোনোরকম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'শ্বভের পেছনে বদি কারণ থাকে, তাহলে সেটা আর শভে নয়: বদি

তার ফলাফল দেখা দেয় — প্রক্রার, তাহলে সেটাও শাভ নর আর। দাঁড়াচ্ছে শাভ কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভূত।

'আর শৃভেকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলৌকিককে পাই নি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলৌকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরস্তর বিদামান, সব দিক থেকে বেণ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এর চেয়ে বড়ো অলোকিক আর কী হতে পারে?

'সত্যিই কি আমি স্বিকছ্র স্মাধান পেরে গেছি, সত্যিই কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধ্লিমর রাস্তা দিরে যেতে যেতে ভাবলেন লোভন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অন্ভব করছিলেন দীর্ঘ যন্ত্রগায়। সে অন্ভাতি এত আনন্দময় যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাস্য। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগ্রোর শক্তি না থাকায়, তিনি রাস্তা থেকে নেমে বনে ঢুকলেন, বসলেন অ্যাস্পেন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খ্লে কন্ট্রে ভর দিয়ে শ্রে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হাাঁ, স্বৃদ্ধির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগ্রেলার দিকে একদ্নেট চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথর্দ্ধ একটা সব্জ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘ্রিয়ের আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস ন্ইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিন্দার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ভাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বন্ধুর রুপান্তর ঘটছে। এই আ্য়ান্সেন গাছগ্রলা, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, সবাইকে নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?.. চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সন্তব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্যাটিত ছাছিল না দেখে অবাক লেগেছিল আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিষ্কার যে সবসমর সেই অন্সারেই চলি, আর চাষীটা যখন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জনা, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

'কিছ্রই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শ্ব্রু সেইটে জানলাম। যে শক্তি শ্ব্রু অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে ব্রুজাম। আমি ম্কি পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।'

এবং বিগত দুই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকর্পে পীড়িত প্রিরজন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পন্ট ভাবনা দিয়ে যার শ্রুর্।

তখন সেই প্রথম বার পরিজ্ঞার করে এইটে ব্রুবতে পেরে যে প্রত্যেক মান্বের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্যা. মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছ্ব নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘন্য বিদ্রুপ বলে মনে না হয়, নতবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বে'চে রইলেন তিনি. ভাবতে থাকলেন, অন্বভব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন. অনেক আনন্দান্ভূতি হয়েছে তাঁর, নিজের জীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে স্খীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিস্তু ভেবেছেন ভূল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পর্ন্থ হয়েছেন তিনি, বে'চে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিন্তা করেছেন এই সব সত্যকে শ্ব্ধ গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এডিয়ে গিরে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুখ্য তারই কল্যাণে তিনি বে'চে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগৃলো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত । ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লুঠ করতাম, মিথ্যে বলতাম, খুন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পাশবিক সন্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কলপনাশক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশেনর জবাব খাজেছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশেনর জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খার না প্রশেনর সঙ্গে। স্বরং জীবনই আমার জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমার, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি তা পেতে পারি না।

'কোখেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রত্যয়ে পেণছৈছি যে প্রতিবেশীকে টুণ্ট চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা প্রেণে যা বাধা দেয় তাদের নিমুল করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহান।'

'হাাঁ, গর্ব' — উপা্ড় হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিনানি বানতে বানতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শব্ধ নয়, নিব্রশিদ্ধতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধ্ততি। মননের ধ্ততিই। মননের কারচপিই' — প্রেরাব্যন্তি করলেন তিনি।

11 50 H

লোভনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দ্শোর কথা।
কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগন্নে র্যাম্পর্বের ডার্জছিল,
দন্ধ খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে
লোভনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শ্রুর করেন যে তারা বেটা ভাঙছে
সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা
যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দন্ধ যদি ফেলে
দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগনলো ছেলেমেয়েরা যে শান্ত, বিষশ্ধ অবিশ্বাসে শ্ননছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শৃধ্য দ্বঃখ হঙ্কেছিল এই ষে চমংকার একটা খেলা বন্ধ হরে গোল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নর, কেননা তাদের বাবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, বে-জিনিসগ্লো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বেক্ত আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোন্দীপক বা গ্রন্থপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিম্নে আমাদের ভাষবার কিছু নেই, সর্বদা ওগ্নলো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র্যাম্পর্বের দিয়ে মোমবাতির আগ্রনে ভাজছি, দ্ধ খাছি সোজা পরম্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওরার চেরে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বৃদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মান্ধের জীবনের অর্থ খ্জতে গোছ?' ভেবে চললেন লেভিন।

সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মান্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দের যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগর্লোও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জ্ঞানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পর্ট করে নয়। শ্বেষ্ সন্দেহজনক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিস্তু শিশ্বদের যদি ছেড়ে দিরে বলা হর নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দ্বখ দ্বয়ে নিক, তাহলে দ্বড়ুমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা বাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিন্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওরা হোক একেশ্বর ও প্রছ্টার কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা স্ব কী তা না ব্বে, কু কী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগালৈ ছাড়া বানাও দেখি কিছা!

'আমরা **শব্ব, ভাঙি, কেননা প্রাণে**র দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই **শিশ্**গ**্লির ম**তো! 'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জুড়োয়? কোথেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খিন্সটান, খিনুস্টধর্ম যা দের, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জ্ঞীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বেচে আছি, অথচ ওই শিশ্বদের মতো কিছু না ব্বেথ ওগ্রেলা ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি যার ওপর বেচে আছি। কিন্তু জ্ঞীবনের গ্রেত্ব ধরে এমন মৃহ্তে আসা মাত্রই শীতার্ত্ব, ক্ষুধার্ত শিশ্বদের মতোই আমি তাঁর কাছে যাই। নন্টামির জন্যে শিশ্বদের তো ধমক দের মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অনুভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমানুষি চেন্টায় আমার দায়িছ ধরা হচ্ছে না।

'হ্যাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদন্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গিজা।

'গিরজা? গিরজা!' কথাটার পন্নরাবৃত্তি করলেন লেভিন, অন্য পাশে কাত হয়ে কন্ইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন স্দ্রের, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গর্র পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা যা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নন্ট করতে পারে এমন সবকিছ্ব ভেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অন্তুত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'স্পিট? কিন্তু অন্তিছের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অন্তিম্ব দিয়েই? কিছ্ব দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাপ? কু'রের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্থালনের?..

'না, আমি কিছ্ জানি না, জানতে পারি না, শ্ব্ব, সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাড়া।'

এখন তাঁর মনে হল গিজার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নষ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মানুষের একমাত্র কর্তব্য হিশেবে শুভে বিশ্বাস।

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পে্রেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লঙ্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, প্থিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মান্য, প্রাপ্ত আর ম্র্থ, শিশ্ব আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্ভভ, কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলোকিকে, শ্ব্ধ্ তার জন্যই বাঁচা সার্থক, শ্ব্ধ্ তাকেই আমরা ম্ল্য দিই।

চিত হয়ে শ্রে তিনি উর্চু, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শ্ন্যদেশ, গোল গম্ব্জ নয়? কিন্তু ষতই আমি চোখ কুচকে দ্বিট শানিত করি, শ্ন্যদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সমীম ছাড়া আর কিছ্ই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে বখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গম্ব্জ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দ্বে দেখার চেন্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনায় ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শ্ব্ব রহস্যময় যে কণ্ঠস্বরগ্বলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সত্যিই কি এটা বিশ্বাস?' নিজের স্বথে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কামা উদ্গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অশ্রস্থা চোথের জল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

11 28 11

লেভিন সামনে তাকিয়ে গর্র পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শ্নতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোংফোং। কিন্তু ভাবনায় তিনি এমন ভূবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাখা ঘামান নি। সেটা তাঁর মনে হয়় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে এসে চিংকার করে বললে:

'মা-ঠাকর্ন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভ্রলোক।' র্লোভন গাড়িতে উঠে বসে লাগাম টেনে নিলেন।

শ্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিং ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত প্রুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপক্ষিতিতে নিশ্চয় অভ্যির হয়ে উঠেছে স্থাী, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেন্টা করলেন। এবং দাদা, স্থাী আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অন্যরকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

'দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাবটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁংফোঁং করে প্রেন্থু যে ঘোড়াটা ছ্টতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদ্টো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজ্বহাত খ্জছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা য্তেছে বড়ো বেশি উচু করে, কিন্তু সেটা তিরম্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছ্ব মাথায় আসছিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গ‡ড়ি আছে' — লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছ্ব্রােনা, শেখাতে এসাে না আমার!' কোচােরানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতােই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে বায় তাঁর, আর তক্ষ্বিন সখেদে টের পেলেন বে তাঁর প্রাণের আবেগ তৎক্ষণাং বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পেশ্ছতে বখন সিকি ভাস্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কন্তিরা মেসো! মা-ও আসছে, দাদ্বও, সেগেই ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা। 'কে ?'

'সাংঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়ঙ্গক নাকি যুবক?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগোস করলেন লেভিন।

'শুধু অসহ্য কেউ না হলে বাঁচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিরে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন স্ট্র-হ্যাট মাধায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া বা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খ্বই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগ্নলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কথনো করেন নি: সম্প্রতি মস্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লোভনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পন্টতই কাতাভাস্যেভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি ছিতেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক করে লঘ্বচিন্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই।'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগোস করলেন স্বার খবর।

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডল্লি বললেন।

স্মীকে লেভিন সর্বাদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপক্ষনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' — হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠাণ্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডব্লি বললেন।

'তা কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইরের কাছে এসে বললেন সেগেই। ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু, না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' — উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মন্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধুর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অস্বস্থি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচছলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সেগেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সাবাঁর যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশ্ন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সেগেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুখালেন:

'কী, সমালোচনা বের্ল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিম্লক প্রশ্নটায় হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর আ্যাম্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল, ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখন, দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, বৃদ্ধি নামবে।'

আর শত্রতা নয়, পরস্পরের মধ্যে যে নির্ব্তাপ সম্পর্ক লেভিন এত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগ্রলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব করছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রাহী। কেন বল্কন ভো?'

'মানে, আমি এই চ্ড়ান্ত নিশ্চয়তায় পেণিছেছি যে আমি যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অন্যর্প ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে নাঃ এখন…'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আম্বদে মুখভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পণ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্যিত হয়েছে বলে এত কণ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' — যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালে।' — বললেন তিনি সবার উদ্দেশে।

সর্ হাটাপথটা দিয়ে তাঁরা পেণছলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জন্বজন্বলে কাউ-হাইটের নীরন্ধ্র ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সব্জ হেলেবারের উচ্চু উচ্চু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যাম্পেন গাছগালোর তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগস্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেণ্ডি আর গাণ্ডি পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গেলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রাটি, শসা আর টাটকা মধ্য আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেন্টা করে, ক্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গ্রন্থন শ্রনতে শ্রনতে তিনি একটা কুটিরে পেণছলেন। ঢোকবার ম্থেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়েরেরেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিস্তু সাবধানে লেভিন তাকে ম্বুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছয় অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মিক্ষকালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খ্রিটর সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে; আছে প্রনান মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগ্রলো। চাকের ম্খগ্রলায় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজাগজ করছে প্রের্ব আর অন্যান্য মৌমাছিয়া এবং সেখান থেকে কর্মী মাছিয়া বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে ফুটন্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে — আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা বাচ্ছিল নানা ধর্নি, কখনো কাজে বাস্ত দ্রুত উন্তীয়মান কর্মী মাছির গর্পন, কখনো প্রুষ্থ মাছির ভে'প্র, কখনো শহরে কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হ্ল ফুটাতে উদ্যত সান্দ্রী মাছিদের হইশিরারি। বেড়ার ওপাশে বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তাঁ থেকে সংবিৎ ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সনুযোগ পেয়ে খর্নাশ হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি
শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো।
'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে
তা মিলিয়ে যাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মৃহ্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অন্ভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গ্রন্থতর কিছু একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশান্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শৃধ্ব সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছম্ম করতে পারে, কিন্তু গোটাগ্র্টি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগ্নলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভর দেখিরে আর আনমনা করে পরিপূর্ণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বণিত করতে চাইছিল, কু'কড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাধ্য করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তা তাঁকে আছল্ল করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগ্নলো সত্ত্বেও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষ্মর, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

11 2 & N

'জানো কগ্রিয়া, কার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধ্য ভাগ করে দিতে দিতে ডব্লি বললেন, 'দ্রন্স্কির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় প্রেরা এক স্কোরাড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাডাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছাব্রতী যাচ্ছে নাকি?' সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি। সেগেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছ্র্রির দিয়ে সন্তর্পণে কাপের কিনারায় মধ্বস্রোতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেন্টা করতে লাগলেন।

'যাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড় দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা ব্ঝতে হবে কিভাবে? খিনুস্টের দোহাই, আমার একটু ব্নিঝয়ে বল্ন সেগেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছারতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পষ্টতই লেভিনের অন্পিছিতিতে যে আলাপ শ্রু হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধ্তে কালো হয়ে আসা যে মৌমাছিটা তাকে ছ্রীর থেকে একটা শক্ত অ্যাম্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোজভ?'

'যদ্দা কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দৃঃখকন্টে সহান্ত্তি বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' — বললেন সেগেইি হভানোভেচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশ্বরের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন; 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কস্থিয়া, একটা মৌমাছি! আমাদের সত্যিই হলে ফোটাবে!' একটা বোলতাকে ঝেডে ফেলে ডল্লি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আরে না, এটা মৌমাছি নয়, বোলতা।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলনে দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পণ্টতই তাঁকে তক্দ্বন্দে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খিন্সটান তো ততোধিক, যুদ্ধ শুরুর দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ, অনিবার্যরূপে তারা গিরে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং সুযুদ্ধি দ্ই-ই বলে যে রাণ্টীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুক্তের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আপত্তি নিয়ে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খি'চ যাদ্ম, এমন ঘটনা হতে পারে যে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপন্তিটা সেগেই ইভানোভিচের পছন্দ হল না। কাতাভাসোভের কথায় ভুরু কুচকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনথিক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্লেফ মানবিক খিন্দটীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। খুন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই যাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধর্মনীয়ও নয়, নিতান্ত শিশ্ব, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষ্বন্ধ হয়ে ওঠে চিন্ত, এই বীভৎসতা বন্ধ করায় সাহায়্য করার জন্যে ছৢৢ্টে যাচ্ছে রৄশীরা। কল্পনা কর, রান্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশ্বেক; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগোস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খুন করব না তাকে।'

'না, খুনই কর্রাব।'

'ঞ্জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না, দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'—
অসন্তোষে ভূর্ কুচকে বললেন সেগেই ইভানোভিচ; ''দ্রাত্মা হাগর
সন্তানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বে'চে
আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শ্নেছে তাদের ভাইদের কন্টের কথা এবং
কথা কইতে শ্রু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।' 'আমারও না' — প্রিন্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগঞ্জ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি ব্লগারীয় বীভংসতার আগেও ব্রুতে পারতাম না হঠাং কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত রুশীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাচ্ছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্লাব, নয় কার্লস্বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শৃধ্ব রাশিয়াকে নিয়ে. স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।'

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছ্ম এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সেগেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহান।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিম্প বললেন।

ু'না বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গিজার?' আলাপটা শ্বনতে শ্বনতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিন্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে সবাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গিজার? প্ররোহতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছ্ই ব্রুবল না, শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললে' --বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা গ্রাণের জন্যে টাকা তোলা হচ্ছে গিজার, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিন্তু কিসের জন্যে দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম ম্হুতে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মিক্ষকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

ব্দ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হরে দাঁড়িয়ে মধ্র পাত্র হাতে সঙ্গেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকদের দিকে, স্পন্টতই কিছুই সে ব্রুতে পার্রাছল না, চাইছিলও না। সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে, 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস কর্ন-না। কিছ্ই ও জানে না, ভাবছেও না কিছ্ই'— লোভিন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শুনেছ মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গির্জায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খিন্রুন্টানদের জন্যে আমাদের লড়া উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সমাট আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিষ্কার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শ্বাল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে।

'জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই আমার' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সর্বাকছ্ব ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সরখান থেকে, সোজাস্বজি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের ম্বিটভিক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

আমার মতে এতে বোঝায়'—উত্তেজিত হতে শ্রু করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মান্ধের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা প্রগাচোভের দস্যদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি...'

'তোকে বলছি শ্ব্ধ্ শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এখানে সমগ্র জনগণ সোজাস্কি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনিদিশ্টি। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছ্ব একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নিয়ে' — লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?' দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সেগেই ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেৱে।

'হাাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস. তাহলে বলাই বাহ্লা, সেটা ধরা খ্বই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবিত্ত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইচ্ছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হদয় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শ্রু করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংশ্কারাচ্ছম নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিক্লার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। ব্রিজজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যারা আগে ছিল পরস্পর অতি শাত্রতাপরায়ণ, তারা মিলে গোছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক মুখপত্র একই কথা বলছে, একটা ভৌত শক্তি অনুভব করছে সবাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।' 'হ্যাঁ, খবরের কাগজগুলো একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ হোক বা না হোক — খবরের কাগজ প্রকাশ কবি না আমি.
তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি বৃদ্ধিজীবী জগতে একই
চিস্তাধারার কথা' — সেগেহি ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে।
লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিস্তু বৃদ্ধ প্রিণ্স তাঁকে থামালেন।
বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, শুেপান আর্কাদিচ, আপনি তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুধু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডিল্ল, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সং লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনি বিশ্বাস না করে কি চলো।'

'হাাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পত্তিকাগনুলোর এক চিস্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা ব্রন্ধিয়ে দিয়েছে: যৃদ্ধ বাধলেই তাদের মুনাফা হয় দ্বিগন্ধ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পত্রিকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' — বললেন সেগেহি ইভানোভিচ।

'আমি শা্ধ্য একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিশ্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমংকার বলেছিলেন আলফে'াস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমংকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান ঝঞ্চাক্রমণে!'

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকেরা' — সমবেদ হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কম্পনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' — ডিল্ল বললেন, 'শ্ব্ধ্ ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গ**্লি কিং**বা চাব্ৰক হাতে কসাক ঘোড়সওয়ার' — প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়!' বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শ্র্র্ করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

সমাজের প্রতিটি সভাই তার উপযুক্ত কাজ করতেই আহতে। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপরের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মুখ ব্রুজে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে রুশী জনগণের ক'ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপাঁড়িত ভাইদের জনো তারা আত্মদানে রাজি: এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভাশ্ডার।'

'কিন্তু শুখু তো আত্মদান নয়, তুকীদের খুন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নয়' — যে চিস্তাগন্লো এখন তাঁর মন জন্তে আছে. তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকখনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দ্বর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাস্যে।

'খিএস্ট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপন্তি করে বললেন সেগেহি ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভদ্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি বোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দশ্ডায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দুন্দিসাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিংকার করলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নম্ন, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শ্রু করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের **সঙ্গে** তর্ক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচ্ছাদিত, আর আমি নগ্ন।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসম্ভব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধরংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্ভ স্বেছ্টাসনিকের কথা শানে পত্রিকাগ্লোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ভজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিস্তা ও ইছ্যা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিস্তা যা অভিবাক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগ্লোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই সব চিস্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিস্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেরে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বন্থু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তিনি দ্টেভাবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শৃথা শৃতের যে নীতিগালি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাক্রিয়ানদের আমন্দ্রণের কিংবদন্তিতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব কর্ন, শাসন কর্ন। সানন্দে আমরা পরিপূর্ণ বশ মানছি। সমস্ত মেহনত, সমস্ত হীনতা, সমস্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাবে নিচ্ছে; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সেগেই ইভানিচদের কথায়, মহামালো কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে দ্লাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায়্য হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছ্বই সমাধান হত না। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মুহুতে তক সেগেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃষ্টি নামার মাগে বাড়ি ফেরা ভালো।

n 59 n

প্রিম্প আর সেগেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িয়ে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কখনো শাদা, কখনো কালো মেঘ এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে ব্লিটর আগে বাড়ি পেশছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগর্লো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছর্টি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তখনো দ্ব'শ পা বাকি, হঠাং বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো মুহ্তের্ত ভূমুল বর্ষণ শ্রুর হয়ে যেতে পারে। সশংকিত সহর্ষ চিংকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা। পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোলমে যুঝতে যুঝতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দ্ভিট্যুত না করে শুরু করলেন দৌড়তে। প্রুষ্বেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। আলন্দের কাছে পেশছতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রণালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছু পেছু বড়োরাও ফুর্তিতে কথা কইতে ছুটলেন চালের আশ্রয়ে।

শাল আর কম্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।' 'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।' লেভিন কতকগুলো কম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই স্বল্প সময়ঢ়ুক্র মধ্যেই মেঘ তার ব্রুক দিয়ে স্থাকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিচ্ছিল লেভিনকে, লিশ্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অস্কৃত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফেকড়ি ন্যাংটা করে একদিকে ন্ইয়ে দিচ্ছিল স্ববিকছ্কে: অ্যাকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েরা কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছ্টে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে ব্রিটর পর্দায় দ্রের বন আর কাছের মাঠের আধথানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রুত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোটোর ভেঙে যাওয়া ব্রিটর আর্রুতা টের পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খদে গেল হাত থেকে, সামনের দিকে মাথা ন্ইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে, দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাং সব ঝলকে উঠল, আগন্ন লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গম্বুজ। ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খ্লে ব্লিটর যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সব্জ চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সত্যিই বাজ

পড়েছে নাকি?' লেভিন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দুত্তবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যান্য গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যুতের ঝলক, বন্ধ্রের নির্মোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বাধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিভবিড করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা ষেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহীন সেটা তক্ষ্বনি তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহীন প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছু আর তাঁর করার নেই।

যেখানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রাক্তে, ব্বড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দ্বটি মর্তি কিসের ওপর যেন গর্বাড় মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যথন ওদের কাছে ছবটে গেলেন, ব্যিট ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শ্বর্ করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শ্বকনো, কিন্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বক্সপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল ব্ ছিট থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দ্ব জনেই ঝাকে আছে সব্বজ ছাতা মেলা প্যারাম্ব লেটারের ওপর।

'বে'চে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জলে তাঁর জলভরা জ্বতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মুখ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লম্জা হয় না তোমার! ব্রুতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্থাীর ওপর খেকিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে ধাব ভাবছিলাম এমন সমর ও চে'চিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ৎ দিতে লাগল কিটি।

মিতিয়া অক্ষত, শ্বকনো, দ্বর্ধোগেও ঘ্রম তার ভাঙে নি। 'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!' ভেজা কাঁথাগনুলো জড়ো করা হল। শিশন্টিকে বার করে তাকে কোলে নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন যাচ্ছিলেন স্থাীর পাশে পাশে, আয়াকে লন্কিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির হাতে।

H 2 F H

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন যেন যোগ দিচ্ছিলেন শুখ্য তাঁর মানসের একটা বহির্ভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তনিটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অস্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মুর্ছনা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বের্নো যায় না; তা ছাড়া বক্সগর্ভ কালো মেঘ দিগস্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে। প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাস্যকে তুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সেগেই ইভানোভিচের অন্রোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সেগেই ইভানোভিচও বেশ খুলিতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শ্নতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশেবর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ আর স্কুম্বর করে যে সবাই তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

শ্ব্ব কিটির স্বটা শোনা হল না, মিতিয়াকে ল্লান করাবার জন্য ডাক পডেছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছ্ম পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশুককে।

চা ফেলে রেখে, চিন্তাকর্ষক কথাবার্তাটার ছেদ পড়ল বলে দৃঃখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হরেছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেডিন চুকলেন শিশুকক্ষে।

ম.ক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবযুগ শুরু করতে হবে, সেগেই ইভানোভিচের পুরো না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎস্ক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ডাকা হল তার জন্য কোত্হল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ধ করে তুললেও, ড্রায়া-র্ম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মাত্রই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিন্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গ্রুত্ব নিয়ে এই সব যুক্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে মুহুতে তিনি সে সব ভুলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিরেছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও স্ক্রনির্দিণ্ট। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সাম্বনার জন্য চিন্তার প্ররো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দন্টো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গশ্বজ্ঞটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি পনুরো ভাবি নি, কী একটা যেন লন্কিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক, আপন্তি করা চলবে না। পনুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

শিশ্বদক্ষ ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী ল্বিকরে রাখছিলেন তিনি। শ্ভ আছে তাঁর এই উন্মোচনটা যদি হয় ঐশী সন্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খিন্সটীয় গিজায়? এই উন্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, ম্সলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শ্ভের প্রচার, শ্ভকর্ম আচরণ করে থাকে?

তাঁর মনে হল এ প্রদেনর জবাব তাঁর আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশ্বকক্ষে।

আন্তিন গ্রাটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশ্রটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শ্বনে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিং হয়ে ভাসস্ত হৃষ্টপ**্ষ্ট** ঘটফটে-পা ছেলের মাথার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাছিল তার ওপর।

স্বামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া স্পন্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধ্নিকে, ঝুকে পড়ল সে শিশ্বর ওপর। শিশ্ব চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝুকে এল, হাসিতে জন্বজন্বল করে উঠল শিশ্ব, দুই হাতে স্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মত্মন্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শ্ব্ব কিটি আর আয়াকে নয়. লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছনস।

এক হাতে শিশুকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মূছে শিশুর তীক্ষা চিৎকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শ্রুর করেছ' — ছেলেকে ব্বেক করে শাস্তভাবে তার অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'খ্বেই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দ্বংথ হতেই শ্রুর করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে ভোমার টান নেই।'

'উ'হ;, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শ্ধ্ বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি, ওর জন্যে হতাশা?'

'না, 'ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের ক্লেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা সুখানুভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অনুকম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগ্রাল কিটি খ্লে রেখেছিল, সর্ম সর্ম আঙ্গুলে তা পরতে পরতে শিশ্বে মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শ্নাছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর কর্ণা অন্ভব করতাম র বেশি। আজ বজুবঞ্জার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে ব্রুগ্লাম কত ভালোবাসি ওকে।' शांत्रित्व डेन्क्बन श्राह्म डेरेन किंहि।

বললে, 'আর তুমি খ্ব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিন্টি লোক কাতাভাসোভ! হাাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সেগেঁই ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। ন্নানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

n 22 n

শিশ্বকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পন্টতা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

ড্রায়ং-র্ম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কনুই ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, য়েদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দ্রের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শ্নছিলেন লিপ্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোটায় ফোটায় জল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শ্ব্দ ছায়াপথ নয়, জবলজবলে নক্ষত্রগ্রেলাও অদ্শ্য হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল তাদের, যেন নির্ভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছুড়ে দিয়েছে।

'কিস্তু কী আমাকে জনালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশরের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই, যদিও সেটা ঠিক কী, তথনো তাঁর জানা নেই।

'হ্যাঁ, ঐশী সন্তার স্কৃপষ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শাভের নীতি, বা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অন্ভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজ্ঞটাকে গির্জা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাছি না, চাই না-চাই মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহ্বিদ, ম্সলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ — কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপদ্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জ্বীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষ্বিন সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সন্তার সঙ্গে গোটা মানবজাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশেবর কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাবে। কিন্তু কী আমি করছি? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হয়েছে এমন জ্বান যা যুক্তির অন্যিগামা, অথচ একরোখার মতো সে জ্বানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিক্ষ্ব্ নর?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উজ্জ্বল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন নিজেকে, 'কিন্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে প্রথিবীর ঘ্র্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

'জ্যোতির্বিদরা যদি প্থিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নেয়, তাহলে কিছু তারা ব্রুডে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিত্বগৃহালির দ্বেজ, ভার, গতি ও অভ্যুরতা নিয়ে তাদের বিস্ময়কর সব সিদ্ধান্ত তো শ্রুঘ্ নিশ্চল প্থিবীকে ঘিরে দৃশ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ্ক করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগস্তকে ধরে দৃষ্টিগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শৃত্তের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খিন্সটধর্ম আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমস্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সন্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশ্ন সমাধানের অধিকার ও সন্তাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি ষাও নি?' হঠাং শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রায়িং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?' তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মৃহ্তে আবার বিদৃত্যুৎ ঝলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মৃখ। বিদৃত্যুতের আলোয় তাঁর সমস্ত মৃথখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ্ক করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও ব্রুতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লোভনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উ'হ্ন, বলব।' কিন্তু বে মৃহ্তে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তখন। বললে:

'শোনো কন্তিয়া! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সের্গেই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসমবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যান্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চর যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুম্ খেয়ে। 'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহস্য, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল আমার কাছেই তা গ্রেত্বপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, স্থী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কল্পনা করেছিলাম আমার প্রস্লেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জানি না কী এটা, কিন্তু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দৃঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিগ্রাধিক পবিগ্র এবং অন্য লোক, এমনকি দ্বা — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অন্তাপ করব তার জন্যে, কেন আমি প্রার্থনা করছি যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না ব্বেওও প্রার্থনা করে যাব, কিন্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার প্রুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষে, তার প্রতিটি মিনিট শৃথ্য আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শৃত্তের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সঞ্চারিত করতে!'

উखन्न निरंबपन

n > n

ল. ন. তলপ্তর (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাংপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাংপর্যের চেরেও ব্যাপকতর। শূধ্ শিল্পী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জন্মস্ত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষার তিনি র্শ অভিজ্ঞাত সম্প্রদারের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ায় তাঁর প্রপ্র্র্বদের কাউণ্ট খেতাব দিরেছিলেন র্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বস্থ হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়াস্নায়া পলিয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মংস্যাশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলতেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগ্রলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলন্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্রোর কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের ম্বাক্তর ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহে তিনি একটা আশ্বিক ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার ম্লকথটো হল, 'নিজের সমাজের জীবনকে তিনি বজনে করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর স্ব্বিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলস্তরের ক্রিয়াকলাপে রুশ অভিজ্ঞাতপ্রধান রাদ্ম আত্মনিতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলস্তর করেন, তা বিশেষ তীর হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্তালে। অভিজ্ঞাত সম্প্রদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করে জনগণের, 'যারা জীবন গড়ছে তাদের'* *

म. न. ठमलत्र, 'श्वीकारताखि"।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিলপী ইলিয়া রেপিন তলগুরকে এ'কেছেন এক মহাবল কৃষকের মর্তিতে যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আলা কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা নাটেনে তিনি আর মর্নিক্ত পাবেন না'।* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলগুর।

n e n

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলগুর রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যস যুদ্ধ ও শান্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'প্নের্খান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আল্লা কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তয় লিখেছিলেন: 'অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্টা, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তয়ের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শ্রুর হয়ে আয়ো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাষ্ট্র পরস্পর অছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জর্মির সমস্যা। 'আয়া কায়েনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'র্স্স্কিত ভেন্ত্নিক' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কায় একজন সমালোচক তলস্তয়ের উপন্যাস্টিতে অস্তভেদী দ্ঘিতৈ লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অন্ভববোগ্য ধর্শে।

এই দিয়েই শ্রের হচ্ছে উপন্যাস। অব্লোন্স্কি দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আলা কারেনিনা এলেন মস্কোর আর ঠিক এই সময়েই প্রভল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শান্তি ও স্বস্থি বজায় রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্তেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

'আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৮, অধ্যার ১০, প্র ৪৬৫।

কারেনিন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দৃঢ় সমর্থক। কিন্তু তলগুর যথন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সম্ভরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিল্ল করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ কর্রাছল। উপন্যাসের একটা খসডা পার্ন্ডার্লাপতে বলা হয়েছে. 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ আনুষ্ঠোনিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্ত উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজ্ঞাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বাহিক। 'স্ফা?.. আজকেই তিনি প্রিম্স চেচেন্স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্লোন্স্কির পিটার্সব্রগ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্তর লিখছেন. 'প্রিন্স চেচেনান্কির স্থাী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে: প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন দিক নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'* সমস্যাগ্রলোর সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে, কিন্তু তার পেছনে বেডে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলম্বয়। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্সবির্গে পিতার জীবন্যাপনে एषंटलस्परवरा वाथा रस ना। विमालार्ज्य कना एष्ट्रलस्परवर्गत रम्थवा रस শিক্ষায়তনে। '** 'আল্লা কার্রোননা' উপন্যাসে তলম্বয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না: বিবাহের প্রশ্নে নিহিলিন্ট তত্ত তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্ত তিনি পরিব্দার দেখতে পাচ্ছিলেন যে বনেদী অভিজাত পরিবার ভেঙে পডছে। 'পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি খ'লতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশাস্থ জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্থাকৈ। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মন্ত্র করে লেভিনকে। তলস্তম লিখছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মৃদ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি. কিন্তু আজই প্রথম

^{* &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প্: ৩৮৫।

^{👐 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প্: ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তর্পী বৌয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিক্ষার ধারণা হল যে কণ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই প্রমশীল নির্মল, সার্বিক এক অপর্প জীবনে পরিগত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।'* লেভিনের প্রপ্ন তাঁর নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল না, তলন্তরের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

n o n

অভিজাত সম্পত্তির প্রশ্নটা ছিল আরো গ্রের্ম্বপূর্ণ ও তীর। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভমিদাস প্রথা তলে দেওরায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধনুসে পড়ে। ব্যর্থ হয় কৃষিকর্ম ও জীবন্যাত্রার পরেনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেষ্টা। 'আল্লা কার্রোননা' উপন্যাসে তলশুয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মান্যকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অব্লোন্স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলন্তম লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁডিয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'** চাকরি নিতে হল তাঁকে: শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদশায়। অব্লোন্স্কির স্থা ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশ্বদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ড্রায়ং-রুমে। রাঁধনুনি ছিল না। নয়টা গরুর মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছুর দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত: মাখন নেই, এমনকি শিশ্বদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুর্রাগ পাওয়া যাচ্ছে না: ভাজা আর সেদ্ধ করা হাচ্ছল ব্রডো ব্রডো বেগানি রঙের ছিবডে মাংসের মোরগ। মেঝে

- 🔹 'আলা কারেনিনা', খন্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ১২, পরে ৩৬০।
- 🕶 'আহ্রা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যার ১৭, প্র: ৩৭৩।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আল, চাবে বাস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দশ্ভের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জারগাটা: এমনকি বেড়িয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গর্র পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ বাঁড়, গর্জন করত সেটা, সূতরাং সে ঢি'স মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উন্নের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড সিদ্ধ করার বড়ো পাত ছিল না. এমনকি ইন্দ্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত ক্র্যিকর্মের এই হল হাল। অব লোন স্ক্র বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্তু যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই ক্রমকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই পরুরনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলম্ভয় লিখছেন: 'আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস। ** লেভিন দেখতে পান 'নোকোর তাঁর জল উঠছে ফুটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খ'জছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসর্জনের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের পরেনো জীবনকে, নিজের অকেজ্যে জ্ঞানকে, সবার কাছে নি•প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন।'***

nsn

একটা উদ্বেগ ও বিহ্বলতায় 'আল্লা কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শব্ধ আল্লা নন, লেভিনও, যিনি

- 💌 'আল্লা কারেনিনা', থ'ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ৭, পঃ ৩৪১ ৩৪২।
- ** 'আরা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ২৯, পঃ ৪৪৪।
- *** 'আলা কারেনিনা', খ'ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পঃে ৩৬১।

'নির্ভারবিন্দন্ন' খ্রুডে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মনুখে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবকিছন ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহন্নল আতংক আর আছরতার কবলছ হয়ে পড়ে সবাই। যখন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভস্কিও বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছন একটা কারচুপি থাকেই।'* আর চাষী যতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্লোন্স্কিও মনে করেন 'অসাধন্ন'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে না দেখার চেন্টা করেন লেভিন, কিছু সে পার্থক্যটা এত বেশি গ্রন্থতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রবনো সম্পর্কটা 'উলটিয়ে গেছে' আর নতুন ব্রজোয়া পর্নজবাদী যে সম্পর্কটা ক্রমণ দানা বাধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দ্বর্বোধ্য। তিনি তাতে আছাহীন, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্লোন্চ্কি 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পর্নজির ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভরশীল। অব্লোন্চ্কির সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধ্ব পন্থায়, কলে-কৌশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপ্লে টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শ্ব্ব এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে ম্নাফা।'**

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তম, তাঁর মতে কর্ষকের 'শস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মাল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গ্রুত্বপূর্ণ ছিল স্ভিয়াজ্সিক আর 'ভূমিদাস প্রথার গ্রুপ্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জামদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দৃর্দশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সেউন্দেশো তিনি সাবেকি সামস্ততান্তিক রাশিয়ার এবং বৃজ্জোয়া ইংলন্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের প্রশন এখন সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

^{* &#}x27;আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, প্র ২০৫।

^{** &#}x27;আহ্রা কার্রোননা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যার ১১, পঃ ২০৪।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়. উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা সুনিদিপ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন সবকিছা ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র সাম্ভির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন ষখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শুধু এইটেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশন।'* সমকালীন জীবনকে তার জরুরি প্রশনগালির সমস্ত বৈচিত্ত্যে দেখানো হয়েছে তলস্ত্রয়ের উপন্যাসে। কনস্তান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। কৃষিকর্মে যেমন প্রেনো সামন্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন ব্রজোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'পাজি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খাটুনির সব কন্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে বে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়তি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পঃজিপতিরা।'** লেভিন অনুভব করেন. সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীষী তলস্তর নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলপ্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল।'*** এখানে আত্মোন্নতি সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্তেও 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঢেলে সাজার' তীব্র সামাজিক সমস্যার মুখেম থে করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লোভন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থ নৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আল্লা কার্রোননা' পড়ে দন্তয়েভঙ্গিক চমংকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে তলন্তর বন্ধুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ. বর্তমান রুশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশেনর মধ্যে যেগালি গারেছপূর্ণ তা সবই যেন জডো করা হয়েছে একটা বিন্দুতে।'****

^{🔹 &#}x27;আমা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, প্রে ৪২৮-৪২৯।

^{**} আহা কার্রোননা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যার ২৫, প্র ১২২।

^{*** &#}x27;আহা कार्रहानना', খ'ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৬, প(ঃ ১২৮।

^{****} ফ. ম. দন্তরেভন্কি, 'লেখকের দিনলিপি', ফের্ব্বরার, ১৮৭৭।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজাত রুশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলন্ত্রের ভাবনা কারেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত ম্পন্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি। 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্তাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কারেনিনের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে তলন্তম এ'কেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিন্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন প্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পন্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সাক্রিয় একজন রাজপুরেব। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান কর্ণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর স্বকিছ্ন। তলস্তম লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জ্বনের কমিশনে জারাইস্ক গ্রবেনিয়ায় সেচকর্মের ব্যাপারটা ওঠে যা আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে মন্দ্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগুজে মনোভাবের প্রথর দৃষ্টান্ত এটি।'* 'কার্রোনন জানতেন যে এটাই সঙ্গত', তাহলেও তিনি লডতে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর স্বাকিছাতে পরাজিত হয়ে তিনি সান্তনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা পত্তক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আন্না কারেনিনার অশাস্ত হদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি প্রন্দিক আর বিশৃত্থলায় নেমে যেতে থাকা এই দ্বিনার ওপর দিয়ে আন্না ছটে গেছেন 'ছন্নছাড়া ধ্মকেত্বর' মতো। কারেনিনের প্রতি আন্নার ভালোবাসা উবে গেল অখব। কখনে।ই তা ছিল না; ওদিকে আবার সত্যানিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আন্নার প্রতি প্রন্দিকর ভালোবাসাও উবে গেল অখবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে ব্ঝতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হাাঁ' — চিন্তার ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শৃধ্ব ব্রিক্ষাতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কন্ট হচ্ছে

^{🔹 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, পৃ; ৩৭৩।

ওঁর জন্যে!'* মস্কোর বলনাচের আসরে আম্লাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যাৎ স্থানী, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছাড়ছি না'... তলস্তম আহ্না কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থনও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আহার ভয়াবহ ট্রাজেডির তিনি ছিলেন ইতিব্রুকার আর সে ট্রাব্রেডি তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্তরের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন, 'উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার : ** 'প্রভু কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শূমিব' উপন্যাসের এই শীর্ষালিপিটিকে ফেত ব্রেছেলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাংপর্যে: ''শূমিব' কথাটা তলস্তম উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গুরুমশায়ের বেত হিশেবে নয়. অবস্থাচন্দ্রের শান্তিদান শক্তি হিশেবে। *** স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলস্তম, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধরংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশ্পেলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলন্তর বলতেন, 'সর্বাকছাতে প্রতিশোধ, সর্বাকছতেে অবসান, তাকে পালটানো যায় না ৷'

n e n

তলস্তরের 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শুন্ধ্ সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতায় নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবস্ত খাটিনাটিতেও। উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীন্মে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অন্সরণ করে যদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজ্বলামান হয়ে ওঠে। আমা কারেনিনা

^{• &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যার ১১, প্র: ৩৫১।

^{** &#}x27;সাহিত্যিক উত্তর্রাধকার', পরাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলন্তরের পর-বিনিময়। ্র 'আলা কারেনিনা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

^{***} न. न. जनस्तात्र त्नापे-व्क।

মন্দেকা আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা দেটশনের দৃর্ঘটনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীছ্মে দ্রন্দিক গেলেন সার্বিরায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরন্পরা গড়ে উঠেছে শৃধ্ পঞ্জিকাশ্রয়ী ঘটনাধারায় নয়, সমসাময়িক জীবনের খ্টিনাটি থেকে স্নৃনির্দিক্ট নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দ্বভিক্ষ আর খিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভূত্তি ও রবিবারের স্কুল (১৮৭৪), প্রাকনের স্মৃতিস্তভের প্রকলপ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন (১৮৭৫), মিলান অরেনোভিচ আর র্শৌ ন্বেছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তয় উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আলা কারেনিনা' সম্পর্কে দন্তয়েভিন্কর একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের ঘটনাবলি তদানীস্তন জ্বীবনের প্রম্পরায় গ্রথিত।

'আল্লা কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলশুয় কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আল্লা কারেনিনায়, কিছুই বাকি নেই।'* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকখানি প্রকাশ করার চেন্টা করেছি 'রুস্স্কি ভেন্তুনিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'** এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলশুয়ের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পত্রোভ্স্কয়ে জমিদারি মনে পড়িয়ে দেয় তলশুয়ের ইয়াসনায়া পলিয়ানা। দর্শনি অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলশুয়ের আত্মজীবনীমূলক, যেন ভারেরি।

 ^{*} ল. ন. তলন্তয়, পয়বিলি (আলেক্সাশের ও তাতিয়ানা কুজয়িনিশিকদের নিকট
চিঠি থেকে)।

^{++ &}amp;1

'লেভ তলস্তম ও তাঁর বৃগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তম যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য म् थक्षे त्राप र्थाण्यांनल, त्राणे रन ১৮৬১ थिक ১৯०৫ मालत युगणे। রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল — কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসে, যেখানে তিনি লেভিনের মুখ দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের সব উলটে গেছে, সবে দানা বাঁধতে শ্রের করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথায়থ চরিত্রায়ন কম্পনা করা কঠিন' -- মন্তব্য করেছেন লোনন। 'আহ্রা কারেনিনা' উনিশ শতকের মহন্তম একটি সামাঞ্চিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে। 'মানব প্রাণের বিপলে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য' গভীরতা আর বলিষ্ঠতার, আমাদের এখানে এযাবং যা অভতপূর্বে, শিল্পিত চিত্রণের সেরূপ বাস্তবতায়' উচ্ছবসিত হয়েছেন দস্তয়েভন্কি।* তর্গেনেভ দ্বীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিংকার করে ওঠেন: 'এত চমংকার করে লেখা সত্যিই কি সম্ভব!' তলগুয় নিজে কিন্তু নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কৃণ্ঠিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খুবই প্রশংসা করেছে আর জীবন্দশাতেই যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টাস্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গ্রেণবিচার অসম্ভব, সাতরাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রাশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছা বন্ধা এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিক্ষাত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধদের অতি সম্ভাব্য প্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।***

কিন্তু যেমন দস্তরেভিন্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলপ্তরের অন্যান্য

[🔹] क. भ. महरत्रक्षिक, 'म्बिस्कित मिनीमिश'। ১৮৭৮।

⁺⁺ न. ন. তলন্তম, পতাবলি।

বন্ধরাও ভুল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শাস্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলগুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জন ফরেন্টের চিঠি পান। ফরেন্ট লেখেন: 'মানব চরিত্রের যে বিষ্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আমা কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আহ্না কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, কোরা, অত্যক্ষরল, মরিয়া আলা! -- জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউণ্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যাষিত নির্জন ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি. দস্তরেভন্কি আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশা, সোনিয়া, আহ্না, পিয়ের* আর লেভিনের খোঁজ করব জারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দুঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রুশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? দ্বল্পপরিচিত শুর্দালের রচনায় ছাডা এমনটা আর আগে কখনো দেখা যায় নি।'**

তলশুয় এবং র্শ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেস্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিন্তাকর্ষক। তলশুয়ের রচনায় অনেককিছ্ব তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিয়েও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খ্বই কদর করতেন তলশুয়। তিনি বলেন, 'যেসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা স্কুদ্রে হওয়া সম্ভব ততটা স্কুদ্রে বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের দ্রাতৃত্ব অনুভব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'*** 'আল্লা কারেনিনা'কে তলশুয় প্রশাস্ত ও মৃত্তুক্ত উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্লেশে' স্বকিছ্ব প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে ব্যেক্তেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

💌 নাভাশা, সোনিয়া, পিয়ের — স. ন. তলন্তরের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের চরিত্র।

^{** &#}x27;সাহিত্যিক উত্তর্যাধকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলপ্তরের বৈদেশিক পত্রলেথক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোর, তলপ্তরের সাহিত্য মিউজিরমে। *** ল. ন. তলপ্তর. পত্রবলি।

তলন্তরের মুক্ত উপন্যাসে শুখু মুক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আবশ্যিকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নর, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাস্টির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলম্ভয়ের খবেই বড়ো একটা বৈশিষ্ট্য হল 'জীবনের প্রতি শ্রন্ধা'. 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কখনো-বা অফুরম্ভ প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে যদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশ্যরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি।'** এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বংসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলপ্তয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশ্বদের কথা ভেবেছিলেন তলন্তর, তাদের নাতিরা এখন মূখ গ'ুজে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিৎকার। তবে আবিৎকার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বন্ত পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন। *** সূজনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই।

এ, বাৰায়েড

[🔹] ল. ন. তলন্তম, পতার্বাল।

^{** 👌}

^{+++ &}amp;1

लिङ उल्रा





আলা কারেনিনা। ম. ত্রুকো, ১৮৫৬-১৯১০

लिंड उल्रेश



আট অংশে সম্পূর্ণ উপন্যাস (পঞ্চম অংশ — অণ্টম অংশ)

প্রথম সংস্করণ



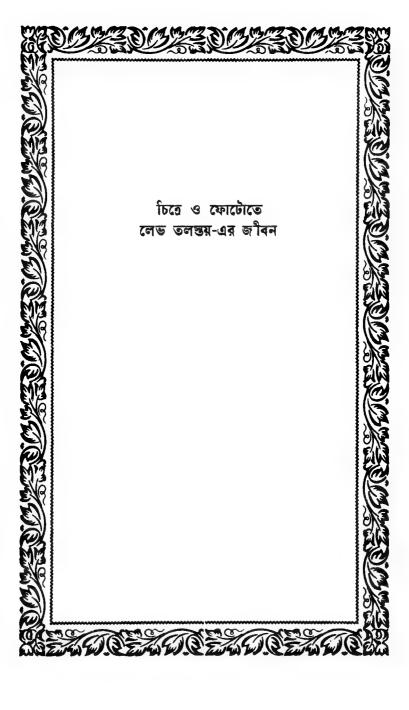
ম্ল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক

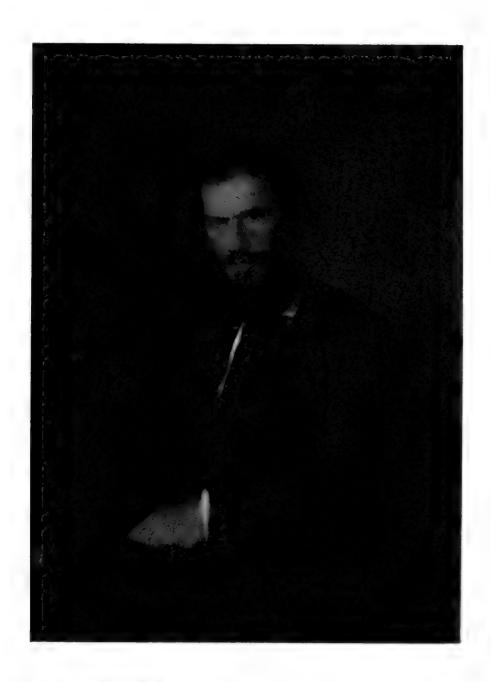
Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali

न्रीं

পণ্ডম	অং	ન	•	•	٠	•	•	•	•	9
ষষ্ঠ	অংশ			•	•			•		১৫৬
সপ্তম	অংশ		•	-	-	•	•		-	022
অঘ্টম	অং	*		-		•		•		806
উত্তর	নি	বদ	ন							ខិតិត





ল. ন. তলন্তম। শিলপী ই. ন. ক্রামম্কর, ১৮৭০





ইয়ায়ায়া পলিয়ানায় কুঠিবাড়ির দেউড়ি। শিলপী ল. আ. ক্ভাচেভন্কি তলভয়দের বাসগৃহ। ১৮৯৬, ইরায়ায়া পলিয়ানা। অলিন্দে — সোক্ষিয়া আন্দেয়েভনা তলভায়া



কাউণ্ট তলস্তমদের কুল প্রতীক



নিকোলাই সেগেঁয়েভিচ ভলকন্দিক, লেখকের মাতামহ। অজ্ঞাত শিল্পী কত মিনিকোর ১৮০৬



ইলিয়া আন্দ্রেমেডিচ তলজন, লেখকের গিতামহ। উনিশ শতকের প্রথম পাদে অজ্ঞাত শিল্পী কৃত মিনিয়েচার



প্ৰিন্দ ভলবন্তিকদের কূল প্ৰতীক



মারিয়া নিকোলায়েডনা ভলকন্ম্কায়া। অভাও শিল্পী কৃত সিল্ফেট আটারো শতকের শেষ। লেখকের মাতার একমান্ত এই প্রতিকৃতিটি আমাদের কাল অব্ধি পৌছেছে



নিকোল।ই ইলিচ তলস্তম, লেথকের পিতা। শিল্পী আ, মলিনারি, ১৮১৫



একত্রে ককেশাস যাত্রার প্রের্ব ভাই নিকোলাই সহ লেভ তগন্তর। মদেকা, ভাগেরোটাইপ, ১৮৫১





ককেশাস, গিরিদ্স্য। শিল্পী ক. ন. ফিলিপড, ১৮৬৬

ভাই সেগেই, দ্মিত্র ও নিকোলাইয়ের সদ্ধে লেভ তলন্তর। মদেকা, ভাগেরোটাইপ, ১৮৫৪। 'পাহাড়ীকের বিরুদ্ধে লড়াইরে কৃতিথের জন্য' ল. ন. তলন্তর এনসাইন পদে উমীত হবার কিছু পরেই ছবিটি তোলা হয়

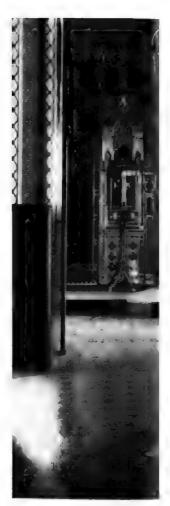


লেভ তলন্তম, ১৮৫৬। পিটাস বৃগে। স. ল. লেভিংতিকর তোলা ফোটোগ্রাফ: '...তার চমংকার একটি প্রতিকৃতি... স্কের মুখ — গঠনে স্কের, সৈনিকের সংজ-সরলতায় স্কের...' ই. আ. ব্নিন



সাহিত্যিক মহলে, 'সম্রেমেল্লিক' পাঁচকার লেখকদের মাঝে তলন্তর, ১৮৫৬। গিটাস্বি,গ'। স. ল. লেভিংশিকর তোলা ফোটোগ্রাফ। দণ্ডারামান: লেভ তলন্তর ও দ্মিতি গ্রিগরোভিচ; উপবিষ্ট: ইভান পঞ্রোভ, ইভান ভুগেনিভ, আলেক্সাফর চুজিনিন ও আলেক্সাফর অস্তোভ্শিক





লেড ডলতর, ১৮৬২। মশ্বেন। ম. ব. ছুলিনডের ডোলা কোটোগ্রোক





ক্রেমালনে 'কুমারী ঈশ্বর-সাভার জন্ম' নির্জা। কেন্দ্র নিকোলায়েভিচ তলতর এবং সোক্ষিয়া আন্দ্রেরভনা বেস'-এর পরিণয় হয় এখানে

লোকিয়া আক্রেরেডনা ডলভারা, ১৮৬৩





ইয়ান্ধালা পলিয়ালা কুঠিবাড়িয় সাধারণ বৃশ্য, ১৯০৮: ক. ক. ব্লোর ডোলা কোটোপ্রাঞ্চ

ইয়াছামা৷ পৰিয়ানায় তলশুয়ের স্টাভিতে তাঁর লেখার টোবল





ভলভয়নের বাড়ি সহ দলগোখালোভ্নিচেদিক গলি। গদেকা, ১৮৯০-এর দশকে ভোলা ক্রান্ত্রকে





লেভ তলভয় ১৮৮৫ । মদেকা। শেরের, নাবগোল্ংস এণ্ড কোম্পানির ভোলা ফোটোগ্রাফ



আন্দ্রীয়ণ্যকল আর পরিচিতদের মধ্যে তলন্তম। তার ঘনিন্ট বছ, শিলপী নিকোলাই নিকোলায়েছিচ গ্লে-কেও দেখা যাবে এখনে। ১৮৮৮। ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। স. স. আনামেলেক-লাজারেডের তোলা ফোটোগ্রাফ। উপাৰণ্ট: স. আ. তলন্তায়া, আ. ম. কুজমিন্শ্কায়া, ন. ন. গে, আ. ল. তলন্তম, ল. ন. তলন্তম, ম. আ. কুজমিন্শ্কি,



ত. আ. কুজমিন্ত্ৰায়া, ম. ভ. ইত্লাভিন, মিস চোমেল; প্রোভাগে উপবিভ: আ. ল. তলভায়া, ভ. আ. কুজমিন্তিক, ল. ল. ও ত. ল. তলভায়া; কডমেনান: আ. ম. লামেনানভ, ম. ল. ও ম. ল. তলভায়ায়, ম. ভ. ক্মিলিকেড-আমোনভ, মানাল হোক্ৰেড্, ভ. আ. কুজমিন্ত্ৰায়া এবং ই. ই. রারেড্তিক



পরিবারমণ্ডলীতে তলন্তম, ১৮৮৭। ইয়ালায়া পলিয়ানা। স. আ. তলন্তায়ার তোলা ফোটোগ্রাফ। উপবিষ্ট: সেগেই, লেড, কন্যা সাশাকে নিমে লেড লিকোলায়েডিচ তলত্ত্ব, সোফিয়া আন্দেরেভনা, মিথাইল, ইলিয়া; দণ্ডায়মান: মারিয়া, আন্দেই ও তাতিয়ানা





তলন্তরের মন্তক। শিল্পী এ, এ, লাল্সেরে, ১৯০১

হলস্তরের আৰক্ষ ম্তি, ন. ন. গে ছত ১৮৯০



১৮৯২ সালে রিয়াজান গ্রেনিরিয়ায় ব্ডুক্, ক্ষকদের সাহায্যদান কালে সঙ্গী সমাভিব্যাহারে তলগুরা। বেগিচেভকা। প. ফ. সামারিনের তোলা ফোটোগ্রাফ। গ. ই. রায়েভক্কি, প. ই. বিরিউক্জ, প. ই. রায়েভক্কি, ল. ন. তলগুর, ই. ই. রায়েভক্কি, আ. ম. নভিক্জ, আ. ভ. পসিজের এবং ত. ল. তলগুরা



আজীয়দৰজন ও অতিথি পরিবৃত তলগুর। তাঁদের মধ্যে আছেন স্লাদেস প্রচৌদট মতনাদ প্রচারক প্রফেসার শার্লা বোনে মোরি। ১৮৯৬, ইরাছারা। পরিয়ানা। স. আ. তলভারার তোলা কোটোপ্রাক্ষ। দ'ভারামান: আ. আ. শ্কার্ভান (কাঁধে — ম. ল. তলভার), আ. ল. তলভার (কাঁধে — সাশা বেস্ক্রি), শার্লা বোনে



লোরি, ন. ল. অবোলেন্তিক, ত. ল. তলভারা, ই. ই. শিবানোভ (ভ্ডা), ড. গ. চেংকিড, ল. ন. তলভার, আ. ন. ম্নায়েভ; উপবিচ্চ: ফরাসি স্হশিকিকা ম. ওবের, ম. ল. ডলভারা, আ. আ. তলভারা, স. আ. তলভারা

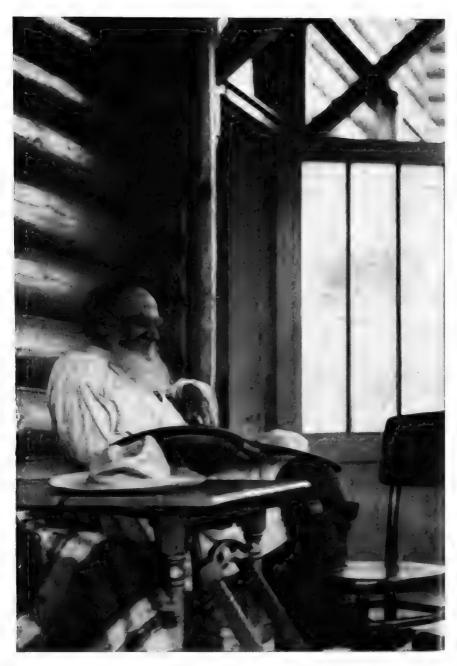




ল, ন, তলন্তর ও মারিম গোকি, ১৯০০। ইয়ালয়ো পলিয়ানা। স. আ. তলন্তারার তোলা ফোটোপ্রাফ

ল. ন. তলন্তন ও আন্তন পাভলোভিচ চেখভ। ক্রিমিয়া, গাসপ্রা, ১৯০১। স. আ. তলকামান তোলা কোটোগ্রাক





চের্থকভনের বাড়ির বারাশেয়ে ল. ন. ডলজ্ঞা, আলেক্সালের বারসোভিচ গোল্ডেন্ডেইলার, লেভ ল্ডেভিচ ভল্ডর ও



ইলিয়া ইলিচ নেচনিকোড, ৩০ নে, ১৯০৯ ৷ ড. গ. চের্থকডের ডোলা ফোটোপ্রাক



ইরারায়া পলিয়ানার উপাত্ত কেলিরে, ১৯০৮। ক. ক. ব্লোর ভোলা কোটোগ্রাফ





চলত্তরের মূর্তি গঠনে শেকচ-রত ভাশ্কর পাওলো সুবেংশ্কয় (ভাইনে — ই. ই. গ্রন্থানিড-পসাদভ)। ১৮৯৯, ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। স. আ. তলতায়ার তোলা কোটোল্লাফ নাতনি ইলিউশা আর সোনিয়াকে তার শসা কাহিনী শোনাচ্ছেন তলতায়। ১৯০৯, ফ্রেকিশিনো। ড. গ. চেংকিডের তোলা ফোটোপ্রাফ





ভ. গ. চেংকিডের সজে দাবা খেলা। ১৯১০, মেশ্যেদ্র্করি। ত. আ. তাপসেলের তোলা ফোটোগ্রাফ

ট্রিনিটি পরবের দিনে কৃষক ও তাদের ছেলেমেনেদের মধ্যে তলন্তর। ১৯০৯, ইরালায়া পলিয়ানা। ভ. গ. চের্গকভের তোলা ফোটোগ্রাফ



স্টাভিতে কর্মারত ল. ন. তলন্তর। ১৯০৯, ইয়ালায়া পলিয়ানা। ভ. গ. চেংকিভের তোলা ফোটোগ্রাফ



বিৰাহের ৪৮তম বর্ষে ল. ন. তলস্তর ও লোফিয়া আন্দ্রেরেডনা তলস্তারা। তলস্তরের শেষ ছবি। কোটোর পেছন দিকে স. আ. তলস্তারার হাতে লেখা: '২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০। টিকবে না!'



Or onous, see nowed un nonopoland of on one was not your o whate. In outjun end of the see word of the see of

ইয়ালায়া পলিয়ানায় অস্ত্যেভি মিছিল। ৯ নভেম্বর, ১৯১০

১৯১০ সালের ২৮ অক্টোবর সোফিয়া আন্দেয়েভনা তলন্তায়ার কাছে ল. ন. তলন্তরের চিত্রি

- CANASANASANASANASANASANASA

পঞ্চম অংশ

E E E E

11 5 11

প্রিন্স-মহিষী শোরবাংশ্কায়া ন্থির করলেন
লেণ্ট পরবের আগেই
বিবাহান্টোন অসম্ভব,
তাব বাকি ছিল মার
পাঁচ সপ্তাহ আর এই
সময়ের মধ্যে যৌতুকের
অধে কিটাই তৈরি হয়ে

উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিল্স শোরবাংশ্কির আপন ব্দ্ধা পিসি এতি রুগ্না এবং মারা যেতে পারেন শিগগিরই, তথন শোকতপণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ — ছোটো আর বড়ো অংশ ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহান্টোনে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি বাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গুরুত্বসহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি স্ক্রিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তর্ণযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতুকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হলে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদ্যমান স্বকিছ্ব প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সূ্থ, এখন তাঁর আর কিছ্ম নিয়ে ভাববার, ব্যতিবাস্ত হবার কিছ্ম

त्नरे, অনোরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জনাই। এমনিক ভবিষাং জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না: সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, এব জানাই ছিল যে সবই চমংকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার স্বকিছুতেই প্রেরা সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন. প্রিন্স-মহিষী পরামর্শ দিলেন বিয়ের পর মন্তেকা ছাড়তে, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভারতেন: 'যা ইচ্ছে হয় কর্ন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই করুন-না কেন, সূত্র্থ আমার বাডবেও না, কমবেও না। স্তেপান আর্কাদিচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে কথা কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষাত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজম্ব স্ক্রনিদি ছট কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্ম গুলো কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, বুঝতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গ্রেম্বপূর্ণে বলে গণ্য করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে তাঁদের বাড়ি, তাই বিদেশে যেতে চায় নি, যেখানে সে বাস করবে না. চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাড়ি। স্কুপট্রেসে ব্যক্ত এই সংকল্পটা বিক্ষিত করেছিল লেভিনকে। কিন্ত এতে তাঁর যেহেতু কিছু এসে যায় না, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁব জ্ঞানবৃদ্ধি মতো এবং যে সুরুচি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব। গ্রামে তর্ণযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান

গ্রামে তর্ণয্গলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিস্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

'নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধ্বেত্তারি ছাই!' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।' 'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নান্তিক অথচ অন্যদের ধর্মাবিশ্বাসের প্রতি সপ্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গির্জার উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কন্টকর। এখন তাঁর প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সবকিছার প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্বীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তাঁর যশ, তাঁর স্রাবিদ্ধি যেরকম দাঁভিয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বরিনন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগ্যেস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল -- দুটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক বুদ্ধিমান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তাঁর মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল.
প্রথম দিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার
চেন্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা
তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেন্টা করলেন এই সবিকছ্কে
একটা তাৎপর্যহীন ফাঁকা রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেন্টা করতে.
যেরকম রেওয়াজ হল আন্টোনিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের
পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিছ্ক্তেই। ধর্মের বাপারে
লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনিদিন্টি
এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই
অন্যায় -- এমন একটা দ্টে বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন
তার অর্থমাহান্ত্যা বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আন্টোনিকতা হিশেবে,
এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না
থাকায় উপবাস-দক্ষির এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্থিও লক্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অন্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু, একটা মিথ্যাচার ও অনায়ে।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কখনো শ্নছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেন্টা করছিলেন যা তাঁর দ্ভিউঙ্গির বির্দ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি ব্রুবেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অন্ভব করে চেন্টা করছিলেন প্রার্থনা না শ্নতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবস্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘ্রঘ্র করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধা উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, চা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামৃত শোনার জন্য।

একজন কাঙাল সৈনিক, দ্'জন বৃদ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তর্ব ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগতে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভু কুপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রত প্রনর্রক্তিতে যা শোনাচ্ছিল 'কু'পক, কু'পক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবর্দ্ধ ও সীলমোহরাঙ্কিত হয়ে পড়ছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শ্লেন, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজের ভাবনা ভেবে চললেন। কাল সন্ধ্যায় কোণের টেবিলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন, 'আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক কিটিব হাত। বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছু, ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মুঠো করছিল আর খ্লছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুমু থেয়েছিলেন তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তালুতে মিলে যাওয়া রেখাগুলো। 'ফের কু'পক...' শরীর নুইয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে।

বলেছিল, 'তোমার চমংকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বে'টে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগাগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উ'হ; আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শ্রুর হল' — প্রার্থনা শ্নতে শ্নতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন র্বলের নোট পেয়ে ভিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শ্ন্য গির্জার পাটাতনে নতুন ব্টজ্বতোর তৎপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে ম্খ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবর্দ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রকমে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ভান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থানাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা নৃইয়ে উনি তক্ষ্বিন অভান্ত গলায় প্রার্থানাপাঠ শ্রুর করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খি স্ট এখানে অদ্শ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র আ্যাপোস্ল গিজা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

'সর্বাকছনতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রাতিকর একটা কণ্ঠস্বরে লোভন বললেন এবং চুপ করে রইলেন। আরো কিছ্ যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বলৈ 'ও' স্বরের ওপর দ্রত জোর দিয়ে ভ্যাদিমির অগুলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মান্বের দ্বর্লতার লক্ষণ, কিন্তু কর্ণাময় প্রভূ যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ কী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নণ্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মান্বের দ্বলিতার লক্ষণ' --- একই কথার প্নরাব্যস্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'স্বিকছ্তেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' — অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার আনোচিতো আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অন্তিম্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যথন তাঁর স্কৃষিও আপনি দেখছেন?' দুতে অভ্যন্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমণ্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? প্থিবীকে কে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে? প্রভটা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাস্ক দ্ছিটতে তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে প্ররোহতের সঙ্গে দার্শনিক বিভকে প্রবান্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শাধ্য সেইটে বললেন যা প্রশ্নটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

লেভিন বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব স্থিট করেছেন, তাতেও সন্দেহ করেন আপনি?' আমানে একটা বিহানলতায় বললেন যাজক।

আমি কিছুই বৃঝি না' — লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শ্বয়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা কর্ন, প্রার্থনা কর্নুন তাঁর কাছে। উপাসনা কর্ন' -- তাড়াতাড়ি প্নর্নুক্তি করলেন তিনি। কিছ্কেণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছ্ব একটা ভাবছিলেন।
আমি শ্বেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক প্রে প্রিন্স
শ্যেরবাংশ্চিকর কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি,
'চমংকার মেয়ে।'

'হাাঁ' — যাজকের বদলে লণ্ডায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।'

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

্রাপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে পুরুষ্কৃত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন যা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশ্বদের?' নিরীহ ভর্ণসনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি भार्यः धनमम्लम्, विलाम्, भानमस्भान्ये **हाय्ट्रिन नाः** आर्थान हाय्ट्रिन उटम्ब ত্রাণ, সত্যের আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যখন আপনার নিষ্পাপ শিশ্বসন্তান আপনাকে জিগ্যেস कर्त्रत -- 'वावा, এ मूर्नियाश आभात या-या ভाলো लाल - भूशिवी, जल. भूप, फूल, घाम - এ मर रक गर्छ मिल? তাকে कि आर्थान रलायन, 'আমি জানি না?' ন। জেনে আপনি পারেন না যথন প্রভু তাঁর পরম করুণায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে, 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যথন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন তাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধ্যর্য? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তার সহদয় নিরীহ দুষ্টি নিবদ্ধ করে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছ্বই বললেন না — সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তর্কে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশ্ব এই সব প্রশন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' - যাজক বলে চললেন, 'যখন পথ স্থির করে নিয়ে সেটা অনুসরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ন যেন তিনি তাঁর দয়ায় আপনাকে সাহায্য

করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশ্ব থিক্রন্ট লকের মানবপ্রেমের উদারতায় শিশ্বকে ক্ষমা করেন...' — অনুমতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্থিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহদয় মিণ্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছন্নয়, তাঁর কথায় এমন কিছ্ব একটা ছিল যেটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।' আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের মধ্যে অপ্পণ্ট ও দ্বিত কিছু একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধ দিভয়াজ্যিককে।

ভাবী বধ্রে সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খ্বই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হ্বপের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা ব্বঝে যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টেবিলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

n e n

বিয়ের দিন রীতি অন্যায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জনা কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাং এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন

নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্বর, মস্কোর সালিশী আদালতের জজ, ভাল্ক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খ্বই আনন্দ করে। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন খ্বই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মৌলিকভায় বেশ মজা লাগল ভার। ভার মৌলিকভায় কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অন্ভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধ কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, গ্র্ণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের্বার সময় তথন বিজ্ঞানও ভালোবাসত, মানবিক আগ্রহ-কৌত্হলও ছিল; এখন তার আধখানা গ্রণ যাচ্ছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপল্ল করতে।'

'আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শন্ত আমি আর দেখি নি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'না, শত্র্ নই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছুই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন কর্ক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর স্থে সহায়তা করবে। আমি তো এই ব্ঝি। এই দ্বই ব্তিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি ক' স্থীই যে হব!' লেভিন বললেন, 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভুলবেন না যেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্ল্ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন প**্**ছি আর…'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছু। আসল কথাটা হল, আমি সত্যিই কাট্ল্ মাছ ভালোবাসি।'

'কিন্তু সে তো দ্বীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'
'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় দ্বী।'
'কেমন করে?'

'নিজেই দেখবেন ৷ এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্থিপ এসেছিল, বললে প্রাদনোয়ের কাছে হরিণ আছে অনেক আর দাটো ভালাক' --- বললেন চিরিকভ।

'তা ওগ্রলোকে আপনি ধরাশায়ী কর্ম আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' -- বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভালকে শিকারে সেলাম, বৌ যেতে দেবে না!'

লোভন হাসলেন। বৌ তাকে থেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভাল,ক দর্শনের আনন্দ তিনি তথন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভাল্বককে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেয বার সেই থাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা'--- বললেন চিরিকভ।

কিটিকে ছাড়া কোথাও কিছ্ন চমংকার হতে পারে, এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চুপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'যতই সুখী হও, স্বাধীনতা বিসর্জ'ন দুঃখের কথা।'

'দ্বীকার কর্মন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই রয়েছে... এক্ষ্মনি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্ল্ক্মনী, গ্রহাতেই পাওয়া যাবে। সতিয়, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেন! আর এ'রা থাকুন যেমন খ্রিণ' · · · হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দঃখ যে খ¦জে পাচ্ছি না!'

'হাাঁ, আপনার প্রাণের ডেতর এখন এমনই বিশৃঙ্খলা যে কিছ্ই খংজে পাবেন না' — কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা কর্ন, খানিকটা গ্রিছয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা -- কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর সা্থ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোব জন্যে অস্তত থানিকটা দৃঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খ্ব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শ্ব্ব কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্লের অন্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন সুখ যা প্রথিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোংসব উপলক্ষে বেশভূষা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথাবার্তা স্মরণ করে লেভিন পন্নর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দ্বঃখবোধ আছে কি? এ প্রশেন হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? সন্থ শ্বেধ্ ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাং কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল সন্থ!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাং কার যেন কণ্ঠদ্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিস্তাচ্ছত্র হয়ে পড়লেন তিনি: সহসা অন্তুত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, স্বকিছ্বতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শ্ধ্ বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। ব্রশ্বে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অন্তুত, অতি বিশ্রী সব চিন্তা। এক বছর আগের মতো দ্রন্দিকর প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, দ্রন্দিকর সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে স্বকিছ্ম বলে নি।

দ্রত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলব:, আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওয়াই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অসর্খী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' ব্বেকর মধ্যে

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দ্রকের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীঝে কী যেন হত্তক্য দিচ্ছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উন্তাসিত হয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যন্ত কিটি তাঁকে বলত কথনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগ্লোর পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্টা কাকে দেব...'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দ্ভিতত চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দুনিরাশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই স্থির সংকল্পে 'তুমি' সম্বোধন করে জিগ্যেস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অদ্ভূত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

'কিটি! কন্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কন্ট সইতে চাই না' — কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সান্নয় দ্ছিতে তার চোথের দিকে হতাশাদীর্ণ কপ্টে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে চলচল সরল ম্থখানা দেখে তিনি ইতিমধ্যেই ব্বেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত কর্ক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি। এ সবই ঘ্রিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি ব্ৰুতে পার্রাছ না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাথো। ভূল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাথো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অসম্থী হব। বলকে সবাই যা খ্নিশ; অসম্থী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যখন সময় আছে, সেটাই ভালো...' গ্রেক্টা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগোস করা হরেছে, জনালানো মোমবাতি জনালানো হবে, নাকি না-জনালানো? দশ রবেলের তফাং' — ঠোঁট দ্ব'থানা হাসিতে আকুণ্ডিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না।
'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।'
'না-জনালানো, না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলো!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিস্তু এ অবস্থার কিরকম বোকা মেরে যার লোকে'— লোভন যখন বিহন্ত দ্ভিতৈ তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউন্টেস নড্স্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভর করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দুমিতিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাধা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মৃখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আছবিশ্যত দ,দ্টিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল সুখের একটা অকৃতিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখালা পরে নিলেন, প্রেরিছত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপাঁঠের দিকে। লেভিনকে কী বেন বললেন প্রেরিছত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেলানা।

শাফের ব্রিথয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লঙ্জার একটা বোধ থাকলেও শ্বস্তি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর স্তেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসঙ্জা করে তাঁর অপেক্ষা করিছিলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুঞ্চিত ছেলেটিকে আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের* জন্য, তারপর আরেকটি সেগেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খ্বই জটিল সব ভাবনা-চিন্তা ছিল অনেক। শ্ব্র্য্ব একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে ঢিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়েছ'টা বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্কাদিচ দ্বীর পাশে একটা হাস্যকর-গ্রুগন্তীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আভূমি নত হতে, তারপর একটা সহদয় ও সকোতৃক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুন্বন করলেন তিনবার; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষ্মিন বাস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর প্রনরায় গাড়িগ্রলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সেগেই ইন্দানোভিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানন্দে যাব।'

'আমি এক্ষ্বনি ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হ্রকুম করলেন কুজুমাকে।

গিজায় বিবাহানয়ভানে বর-কনের পেছনে যে য়য়ৢড়ৢৢ৳ ধরে থাকে।

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গিরজা ঘিরে জাটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার সাযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধাচ্ছিল, উর্ণকি দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে নিজের উদিতে ঝলমল কর্রাছল জনৈক পর্লাস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ তুলে ধরে, কখনো পুরুষেরা তাঁদের খাটো টুপি অথবা লম্বা কালো হ্যাট খুলে ঢুকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জনালানে। হয়েছে দুটি ঝাডল ঠন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে ম্বর্ণাভা, দেবপটগুর্লের গিল্টি-করা খোদাই-কাজ, কান্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগুলের রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগালি, কয়ের-লফ্টের ওপরে পবিত্র নিশানগালি, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্ম'পদ্ধতির প্রস্তুকগর্নাল, আলখাল্লা আর জমকালো কৌশিক — সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গিজার ডান দিকে. ফ্রক-কোট আর শাদা টাই, উদি আর জামদানি, মথমল, চিকন রেশম, কেশ, কুস্ম, অনাবৃত স্কন্ধ ও বাহ্ম, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কৃজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধর্নন তুলছিল উ'চু গম্বুজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আসছিল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার চুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্তিতদের কিংবা প্রলেস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনার্থিনী. যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহ তদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিলম্বটায় কোনো গ্রেত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-কন্ধে এই এল বলে। পরে শ্রেত্ব হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্থিকর, আত্মীয়-স্বজন আর আমন্দ্রিতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের ম্ল্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন এমন অথৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কে'পে উঠল। কয়ের-লফ্ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কখনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাক-ঝাড়া। প্রোহত অনবরত কখনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোগ্রপাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবন্ধে আঁটা বেগ্ননি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখছিলেন বর এল কি না। শেষ পর্যন্ত আমনিত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অন্তুত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তখন ভারি অন্বন্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিসময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগ্নে্ঠনে তৈরি হয়ে মায়ের বদলি আর বড়দি ল্ভভার সঙ্গে বসেছিল শােরবাংন্ফি ভবনের হল্মরে, আধঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে খ্র্টিয়ে দেখছিল, বর গির্জায়

লোভন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শুধ্ প্যাণ্টালনে পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খুলে দেখছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিন্তে ধ্মপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘ্টে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শান্ত হও, এখুনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরজ্ঞিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহাল্লমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপ্ত যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টটা পরবে।' 'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।' 'হাস্যাম্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দিতে বলেন, প্রাতন ভূত্য কুজ্মা তখন ফ্রক-কোট, ওয়েষ্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবিকছ্ই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চে'চিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শান্ত হেসে বলেছিল কুজ্মা। পরিষ্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাংস্কিদের পেণছৈ দিতে হবে যেখান থেকে সেই সন্ধ্যাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে — এই আদেশ পেয়ে কুজুমা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্যাটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন সেটা দলামোচড়া হয়ে গিয়েছিল, ফ্যাশনদরেস্ত খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে তা একেবারেই মানায় না। শোরবাণিস্কদের বাড়ি বহু; দরে, লোক পাঠিয়ে कल शरूव ना। नजून এकটा भार्षे रकनात जना भार्ताता शल थानमाप्रारक। रम ফিরে এসে বললে সব দোকান বন্ধ, রবিবার। লোক পাঠানো হল দ্রেপান আর্কাদিচের ওখানে শার্ট আনার জন্য: দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওড়া আর খাটো। শেষ পর্যস্ত শোরবাংস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল খুলতে বলা হল। গির্জায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশ্বর মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, ভাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আব হতাশায় তাঁর মনে পডছিল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে. এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্মা প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শ্রুর হয়ে গিয়েছিল' --কুজুমা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে ন্নের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দ্কুপাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছ্ব পেছ্ব বিনা বাস্ততাম তাঁর সঙ্গ ধরে স্তেপান আক'। দিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অলপবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনম্ত!' দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যথন গিজায় ঢুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সবকথা।

শ্বীকে বিলম্বের কারণ জানালেন স্তেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন: তাঁর দুন্দি নিবন্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গৈছে, আগে তাকে যেমন স্কুদর দেখাত, বিবাহান্কুটানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উ'চু কবরী, আল্কুলায়িত শাদা অবগ্রুঠন, শাদা ফুল, কু'চি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শ্চিতায় ঢেকে রেখেছে দ্'দিক থেকে, খোলা শ্ব্রুসামনের দিকটা, আশ্চর্য স্কুল, তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত স্কুদর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগ্রুলো, ঐ অবগ্রুঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রপে ব্রিষ্ব বাড়িয়ে তুলেছে কিছ্র, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার স্কুমধ্রে ম্বুভাব, তার দ্িট, তার হেধরে ছিল অপাপবিদ্ধ সততার সেই একই লাবণ্য।

'আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি ব্রিঝ পালাতে চাইছিলে' — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

'এমন হাঁদার মতো কান্ড ঘটল যে বলতেও লম্জা হয়' — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, 'মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!'

'হ্যাঁ, সত্যি' — লেভিন বললেন কী কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না বুঝেই।

'তা কস্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হর' — কপট <u>রাসের ভাব</u> করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গুরুতর প্রশ্ন। ঠিক এখনই এর সমস্ত গ্রুষ্টা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হরেছে. জনালানো মোমবাতি জনালানো হবে, নাকি না-জনালানো? দশ র্বলের তফাং' — ঠোঁট দ্খোনা হাসিতে আকুণ্ডিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভর আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লোভন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না। 'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।' 'না-জনালানো, না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লোভন যখন বিহন্তল দ্ভিটতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউপ্টেস নড্শ্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

াকি ভয় করছে না?' জিগোস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দুমিতিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়িদ ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলে। ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লোভিনের মতোই একটা আত্মবিক্ষাত দ্যান্টিতে। তাকে যা কিছ্ম বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল স্বথের একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গিজার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, প্ররোহিত আর ডিকন গেলেন গিজার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন প্রেরাহিত, কিস্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের ব্রাঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বর্সোছল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধরিছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি ব্রুলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহ্। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যথন বাহ্লপ্রা করলেন কনেকে, প্রেরাহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গ্রেজন করে পোশাকের কলাপ থসর্থসিয়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন ন্য়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গির্জা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাছিল।

বৃদ্ধ প্রোহিতের মাথায় উ°চু শিরোভূষণ, ঝক্ঝকে শাদা চুল দ্'পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ভারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী র্পোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো ব্ডোটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোথ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

প্রোহিত প্রপালংকৃত দ্টি বাতি জনালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মুখ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই প্রোহিতই যাঁর কাছে পাপস্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লাস্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তাবপর একইভাবে, কিস্তু কিছ্টো সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গিণ্টগিণ্ট আঙ্বল রাখলেন কিটির অবনত মাধার ওপরে। ওঁদের বাতিদ্টি দিয়ে ধ্প নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সতি। ?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উচ্চু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির মুখানয়ব, তার ঠোঁট আর আখিপল্লবের চাণ্ডলা থেকে ব্ঝতে পারছিলেন যে তাঁর দ্ণিটপাত সে অন্ভব করছে। কিটি মুখ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কুচি দেওয়া খাড়া কলার কেপে কেপে উচ্চু হয়ে ঠেকল তার ছোটু গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবর্দ্ধ হয়ে পড়ল তার ব্বকে, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোটু হাতথানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গেকথাবার্তা, তাঁদের অসস্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আর আনন্দ হল তাঁর।

দ্ব'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে র্পোলী আলথাল্লা পরা স্কুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যন্ত ভঙ্গিতে দ্বই আঙ্বলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন প্রোহিতের সামনে।

'আ-শী-র্বাদ করো হে প্র-ভূ!' একের পর এক বায়্ত্রঙ্গ ভূলে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল সাগভীর ধর্নন।

'আমাদের প্রভূ চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া প্রাময়' — নম্ন স্বরেলা গলায় জবাব দিয়ে প্ররোহত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গন্বজ্ব পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কথনো উদান্তে, কথনো মুহুরের্তির জন্য থেমে, আন্তে আন্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপূর্ণ, উদার, স্বরুষ্য স্বরুষ্কতি।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল স্বর্গাঁর শান্তি আর গ্রাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকার্তেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগনেলা লেভিন শনেলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায়া, ঠিক সাহায়াই যে দরকার সেটা ওঁরা অনুমান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভরংকর ব্যাপারটায়' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায়া ছাড়া? ঠিক সাহায়াই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, প্রের্রাহত তখন বিবাহকত্তার গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত স্বরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনন্ত ঈশ্বর, যাহারা প্রথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী: আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধরদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সম্দেয় কল্যাণের পথে চালিত করহ। কর্নাময় তুমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও প্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া।' — 'তথাস্তু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদ্শ্য ঐকতান।

''যাহারা প্থক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভীর এই কথাগ্লি এবং মনের এখন যা অন্ভূতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দ্র্গিবিনিময় হল ওঁদের।

আর সে দ্রিটর বাঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়: বিবাহ।ন, স্ঠানের সময় যেসব গ্রে,গভীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগালি হৃদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগুলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভূতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খুবই প্রবল। দেড় মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে পর্লাকত করেছে, কণ্ট দিয়েছে, অনুভৃতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাং রাস্তার বাডিতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আর্মানবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে, শ্রে, হয় একেবারেই নতুন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে প্রেনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যন্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তখনো দুর্জ্জের এই মানুষ্টিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ্টার চেয়েও দুর্জ্জেয় এক इनशात्वरभ, या कथरना তारक काছिয়ে निरा घार्ट्स, कथरना रहेरन जीतरस দিচ্ছে, ওদিকে দিন কেটে যেতে লাগল পুরনো জীবনের পরিন্থিতিতেই। পরেনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতীত — বস্তু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমন্ত লোক, এই উদাসীনত।য়

মায়ের দৃঃখ, তার ক্ষেহশীল স্ক্রেমল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দ্বিনয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপ্র্ণ অপরাজেয় একটা উদাসীন্যে ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই উদাসীন্যে, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই উদাসীন্যে নিয়ে এসেছে। এই মান্যটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছ্ব ভাবা, কিছ্ব চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিস্তু সে জীবন তখনো শ্রুর হয় নি, সেটা এমনকি পরিভ্কার করে কল্পনা করতেও পারছিল না কিটি। ছিল শ্ব্রু একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — স্বকিছ্বর অবসান হয়ে নতুনের শ্রের্হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অস্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহ্ব আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্ত্রপ্ত করা হচ্ছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কন্টে প্ররোহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙ্বলের প্রথম গি'টে। 'ঈশ্বরের দাস কনস্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দ্বলতায় কর্ণ আঙ্বলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেট। অনুমান করার চেষ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, পুরোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শুধরে দিলেন। অবশেষে যা কথার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে পুরোহিত ফের কিটিকে দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দ্ববার হাতবদল হল আংটিদ্বটির; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহাযো।
শ্র্ব হল চাণ্ডলা, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিস্তু বর-কনের গ্রেত্পার্ণ
মর্মস্পর্শী ম্থভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে,
ফেলার পর তাদের ম্থভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গ্রেত্গান্তীর আর
যে হাসি নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পর্ক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে ওরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও প্রের্য স্থিত করিলেক' — অঙ্গুরী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন প্ররোহত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্ত্রী। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিপ্র্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন, তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপ্র্রুবদের নিকট, হে প্রত্মশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনার, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্ন, সে সবই নেহাৎ ছেলেমান্মি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতিদন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম ব্রছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; ব্রকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খার্মাচ বোধ হতে থাকল, চোখ ফেটে বেরলে অবাধ্য অগ্রঃ।

11 & 11

গির্জায় ছিল গোটা মন্কো, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহনেন্তানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায়, স্কান্জত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফোজী উদি পরা প্র্র্থদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদ্ব কথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত প্র্র্থেরাই, মেয়েরা ছিল অন্তানের সমস্ত খ্টিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগ্লিল তাদের পবিত্র অন্ভৃতিকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডল্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-ছির স্কুন্দরী বড়দি ল্ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগন্নি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কস্নিস্কায়া। 'ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার' — মন্তব্য করলেন দ্রবেৎস্কায়া, 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধ্যায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ...'

'সন্ধ্যেতেই আরও স্কুন্দর লাগে। আমারও বিয়ে হয়েছিল সন্ধায়' — বলে দীর্ঘাস ফেললেন কস্কুন্দ্রায়। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায় কী মধ্র দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ আর এখন সবই কী অন্যরকম।

'লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না। আত্মরক্ষার জন্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল হয়ে গেছে আমার জায়গাটা' — স্লেরী প্রিলেসস চার্ল্কায়াকে বলছিলেন কাউণ্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর স্লেদরীর নজর ছিল।

চার্ম্পরা জবাবে শুধ্ব হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউণ্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই রসিকতার কথাটা।

বষ রামী রামী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাং স্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর মুকুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

'পরচুলা পরতে হত না' — বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, 'এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।'

দারিয়া দ্মিতিয়েভনাকে সেগেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লম্জা পায়।

'আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিণ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?'

'আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্তিয়েভনা' — জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্ষ, গ্রেক্সন্তীর।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কোতকের কথা। 'ফুলের ম্কুটটা ঠিক করে দিতে হয়' — ওঁর কথা না শন্নে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দ্বঃথের কথা' — ল্ভভাকে বলছিলেন কাউপ্টেস নড্'স্টন, 'যাই বল্বন, ও কিটির কড়ে আঙ্কলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খ্বই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্ভভা, 'আর কী স্কের চালিয়ে যাছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্রাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছ্ এসে যায় না' — উত্তর দিলেন ল্ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ক্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ভল্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, ওঁদের কথা শ্নছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কে'দে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জন্মজনলে-ম্থ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভূলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পড়ছিল কেবল তাঁর প্রথম নিন্দ্রলংক ভালোবাসার কথা। তিনি স্মরণ করলেন শ্বে নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমন্ত নারীদেরই; সমরণ করলেন তাদের একমাত্র জয়জয়ন্তীর দিনটা যখন কিটির মতোই ব্কের মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাকুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষাতে। এই ধরনের যত নববধ্রে কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আন্নাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহবিচ্ছেদের ব্স্তান্ত তিনি শ্নেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগন্তনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিন্কলাম ম্তিতিত। আর এখন?'

'ভারি অন্তুত' — বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খ্রিটনাটি লক্ষ্ণ করছিলেন শ্বধ্ব বোনেরা, বান্ধবীরা এবং আত্মীয়ন্দ্রজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থীরাও পাছে বরকনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দ্বিউচ্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ্ণ করছিলেন এবং নির্বিকার প্রুষ্বদের রহস্য করে বলা অথবা অবাস্তর উল্ভির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শ্বনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?' 'অমন স্কুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

'শাদা রেশমের পোশাকে - - ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হে°কে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখনন ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দুটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে কুনোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখন, শ্রনছি নাকি রাজ্যদত্তের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মেষ্টি! যতই বলো, কর্মণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সে'ধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে। অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গির্জার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বল্ত পেতে দিলে গির্জার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শ্বর্ করল জটিল ও নিপ্র্ণ একটি স্তোর, যাতে তারা ও উদারা স্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। প্র্রোহত ঘ্রের দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বল্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বরকনেকে। গালিচার প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধানা, এই স্লক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তারা শ্বনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তারা যথন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কার্র সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দ্বাজনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুম্ল মন্তব্য ও বিতর্ক ও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবন্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশেনর যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অন্তুত শোনাল, তারপর শ্রুর হল নতুন আঢার। প্রার্থনার কথাগ্লোর মানে বোঝার চেন্টা করে তা শ্রুছিল কিটি, কিন্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগ্লিছল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সম্ভন্ধন আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা করা হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শ্র্চিতা ও গর্ভফল. উহাদিগে আহ্মাদিত করো প্র ও কন্যার ম্খদর্শন করাইয়া।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরাশ্বি থেকে স্ত্রী স্থিতি করেছেন এবং 'তার জন্য মান্স পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দ্বই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপ্পোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্থাদি দিন, এরা যেন নিজেদের প্রেরে প্রদের দেখে যায়। এ সব শ্রনতে শ্রনতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপ্র্ব. এ ছাড়া অনা কিছ্ব হতে পারত না' — তার দীপ্ত ম্থে জবলজবল করছিল স্থের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যায়া তাকাচ্ছিল তার দিকে।

পররোহিত যথন ওদের মর্কুট পরালেন আর শ্যেরবাংশ্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মর্কুট কিটির মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'পররোপর্যার পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জনা বাইরের লোক অধার হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শ্নতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাণ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ স্বরা পান করতে। আর সবচেরে বেশি ভালো লাগল যখন প্রেরাহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দ্হাতে ওঁদের নিয়ে গেলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগভীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শোরবাংশিক আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হার্মছিল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল তারা আর প্রেরাহিত থেমে গেলে হ্মাড় খেয়ে পড়াছেল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জনলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপস্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, প্রেরাহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে প্ররোহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদন্দতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপর্প লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিস্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। প্রোহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহৃদয় মুখে হাসি নিয়ে ম্দুস্বরে তিনি বললেন, 'চুন্বন কর্ন স্থাকৈ, আর আপনি চুন্বন কর্ন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি। সন্তর্পণে স্মিত ওষ্ঠপ্রটে চুন্বন করলেন লেভিন, তারপর কিটিকে

সম্ভপাশে স্মিত ওপ্পন্তে চুম্বন করলেন লোভন, তারপর কাচকে বাহ্লপ্না করে নৈকটোর একটা নতুন বিচিত্র অন্ভূতি নিয়ে বেরিরে গোলেন গির্জা থেকে। এটা যে সত্যি তা বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। শ্বধ্ যখন তাঁদের ভীর্ ভীর্ বিস্মিত দ্ছিটর বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অন্ভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

11911

আরা আর দ্রন্স্কি একসঙ্গে ইউরোপ দ্রমণ করছেন আজ তিন মাস।
তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্ল্সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো
একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গাঁকে, অবজ্ঞান্তরে চোখ কু'চকে সমীপবতাঁ এক ভদুলোককে কী একটা কড়া জবাব দিচ্ছিল স্কুদর্শন চেহারার হৈড ওয়েটার, পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় থেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট, বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া ব্ক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক। ঢোকবার অন্য মুখ থেকে সির্'ড়ির দিকে পদশব্দ যেতে শ্বনে সে ঘ্রের দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগা্লো ভাড়া নিয়েছেন যে রুশী কাউন্ট, তাঁকে দেখে সসম্প্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা নাইয়েজানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাংসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার চাক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খানি হলাম' — প্রানিক বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'
ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'
চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খালে প্রন্তিক তাঁর ঘর্মাক্ত
কপাল আর চুল মাছলেন। চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যস্ত,
উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোর ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে
যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক র্শী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোখাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের এক্যেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য লাভের বাসনার একটা মিশ্র অন্যভতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন ভ্রন্ফিক; আর একই সঙ্গে জবলজবল করে উঠল দ্বজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'প্ৰন স্কি!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে দ্রন্দিকর বন্ধ। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফোজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দৃই বন্ধ্র একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাংটা থেকে ভ্রন্সিক ব্রেছিলেন যে গোলেনিশোভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সে কারণে দ্রন্দিকর ক্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সি'টকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দ্রন্দিক লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গর্বিত ভাব ধারণ করেছিলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না: কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়।' দ্রন্দিকর ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘ্ণাভরে উদাসীন। এ সাক্ষাংটায় তাঁদের মনোমালিনা বেড়ে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরস্পরকে চিনতে পেরে জবলজবলে মাথে ভারা চে চিয়ে উঠলেন আনন্দে। দ্রন্দিক কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলোনশোভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তাঁর। গত সাক্ষাংকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভূলে গেলেন, আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধুর দিকে। গোলেনিশ্যেভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খ্রিশ হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্ঘাটিত করে দ্রন্সিক বললেন।

'আমি অবিশ্যি ভ্রন্সিক নামটা শ্নছিলাম, কিন্তু কোন ভ্রন্সিক, জানতাম না। খুব আনন্দ হচ্ছে!' 'চল যাই। কী করছিস তুই?'
'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।'
'আ!' দরদ দিয়েই বললেন ভ্রন্সিক, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা ল্বিকয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে দ্রমণ করিছ আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্যেভের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জ্ঞানতামই না' (যদিও জ্ঞানতেন) — নির্বিকারভাবে জ্বাব দিলেন গোলেনিশ্যেভ, 'কর্তাদন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধরে মুখভাব নজর করে জন্মিক বললেন।

'না, ও সম্জন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে যেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্যেভের মুখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘ্রিয়ে দেবার তাৎপর্য ধরতে পেরে দ্রন্দিক ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আল্লার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে দ্রন্দিকর আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, আল্লার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রব্নুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতো ব্রুছেন তাঁদের প্রশ্ন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী, তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন।

আসলে দ্রন্দিকর ধারণা অনুসারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা ব্রুছেন, তাঁরা মোটেই সেটা ব্রুষতেন না, চারিপাশের জীবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশন ঘিরে ধবে, তাদের প্রসঙ্গে স্কুসভ্য লোকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এ'রাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গ্রুত্বত্ব ও তাৎপর্য তাঁরা প্রুর্বা বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অন্মোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক।

দ্রন্দিক তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরকম একজন লোক, স্বতরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগ্র। আর সতি।ই তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা দ্রন্দিকর পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পন্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গোলেন যা অস্বস্থিকর হতে পারত।

আন্নাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর বংপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাটা তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভূত হলেন তিনি। দ্রন্দিক যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আল্লা, আর শিশ্সালভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা সুন্দর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অসাধারণ ভালো লাগল গোর্লোনশোভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালো লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জন্য ভ্রন্ স্কিকে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতন ভাডা নেওয়া একটা বাডিতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাংসা। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাস,জি, খোলাখ,লি মনোভাব গোলেনি:শাভের ভালো লাগল। আলার দিল-খোলা হাসিখুশি প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ও দ্রন্দিক দ্বজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশ্যেভের মনে হল তিনি পরেরাপর্বার ব্রঝতে পারছেন আম্লাকে। তাঁর মনে হল আম্লা যেটা কখনোই ব্রঝতে পারেন নি সেটা তিনি ব্রুতে পারছেন, যথা: স্বামীকে অসুখী করে, তাঁকে ও পত্তকে ছেড়ে এসে, নিজের স্নাম হারিয়ে কী করে তিনি নিজেকে প্রাণবন্ত, হাসিখাশি, সাখী বলে অন্তব করতে পারেন।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — দ্রন্স্কি যে পালাংসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশ্যেভ, 'একটা তিনতোরেন্তোও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শ্বন্ন বলি-কি, চমংকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাড়িটা দেখে আসি' — ভ্রন্স্কি বললেন আল্লাকে।

'খুব ভালো, এক্ষ্রিন আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজারু কাছে থেমে সপ্রশন দ্ঘিতৈ দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে আলা বললেন। ফের জ্বলজ্বলে রঙ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। তাঁর চাউনি থেকে দ্রন্দিক টের পেলেন যে আমা ব্রুতে পারছেন না গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে দ্রন্দিক কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং দ্রন্দিক যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভয় পাছেন আমা।

আল্লার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দৃণ্টিপাত করলেন তিনি। বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আহার মনে হল তিনি সব ব্রুবতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আহার ব্যবহারে তিনি খ্রুশি। তাঁর দিকে হেসে দ্রুত চলনে আহা বেরিয়ে গেলেন।

দৃই বন্ধ্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দ্ব'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পন্টতই, আল্লাকে দেখে মুদ্ধ হয়ে গোলেনিশ্যেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচছিলেন না সেটা কী, আর ভ্রন্দিক সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচিছলেন।

কিছ্ব একটা আলাপ চালাবার জন্য স্রন্দিক শ্রের্ করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বে'ধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' স্রন্দিক শ্রেছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী একটা যেন লিখছিলেন, সেটা স্মরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'হ্যাঁ, 'দুই মুলনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিপ্তাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশোভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শুরু করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে ব্রুবতে চায় না যে আমরা বাইজান্টিয়ামের উত্তর্রাধিকারী' — এই বলে একটা লম্বাচওড়া উত্তেজিত ব্যাখ্যা তিনি শুরু করলেন।

প্রথমটায় দ্রন্দিকর অন্বন্ধি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দ্ইে ম্লেনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্যেভ যখন তাঁর বক্তবাগন্নো রাখছিলেন এবং দ্রন্দিক তা অন্সরণ করতে পারছিলেন, তখন 'দ্ই ম্লেনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শ্নেছিলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্যেভ কথা কইছিলেন ভালো। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত স্বের গোলেনিশ্যেভ তাঁর বিষয়বন্ধুর আলোচনা করছিলেন সেটায় দ্রন্দিকর বিষ্ময় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্যেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোখ, কলিপত শত্রর বিরুদ্ধে আপত্তিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষ্মা। কোরে গোলেনিশ্যেভকে একটি রোগা প্রাণবস্ত সহদয় ও উদার ছেলে বলে দ্রন্দিকর মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নম্বরের ছাত্র, তাই এ উষ্মার কারণ দ্রন্দিক ব্রুতে পারছিলেন না, বিরুপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না যে বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও গোলেনিশ্যেভ নিজেকে এক পঙজিতে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা দ্রন্দিকর ভালো লাগছিল না, কিস্তু তা সত্ত্বেও জন্য। উনি যথন আলার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ্ক না করে অধৈর্য ও উত্তেজিও হয়ে নিজের ভাবনাগ্রলা বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চণ্ডল এবং যথেণ্ট স্কেনর ম্থখনায় সে দ্বংখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মন্ততার পর্যায়ে।

আন্না যখন টুপি আর কেপ পরে স্কলর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে দ্রুনিকর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্যেভের কাতর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে দ্রুন্দিক বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপ্র তাঁর অপর্প বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দৃষ্টিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশাভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষয়, মনমরা। কিন্তু স্বার প্রতি স্কুপ্রসন্ন আন্না (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহজ ও হাসিখ্লি ভাবভঙ্গিতে অচিয়েই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেন্টা করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খ্বই ভালো বলছিলেন তিনি, আন্নাও শ্রুনছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেণ্টে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁবা যখন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্যেভকে আলা বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খ্ব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হবে আলেক্সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' — দ্রন্দিককে তিনি বললেন রুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আলা ব্ঝেছিলেন যে তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্যেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দুত দ্রন্দিকর দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

লাল হয়ে উঠে দ্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম. এখন অলপদবল্প শ্রুর করেছি।'

'খ্বই গ্র্ণ আছে ওর' — আন্না বললেন প্রলকিত হাসিম্থে', 'আমি অবিশ্যি বিচারক নই। তবে সমঝ্যাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

n v n

নিজের মৃত্তি ও দুত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আলা নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সৃত্যী ও জীবনানন্দে ভরপরে বলে অন্ভব করছিলেন। স্বামীর দৃঃথের কথা স্মরণ করে সৃত্য তাঁর মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দৃঃখ তাঁকে এত বেশি সৃত্য দিয়েছে যে আসেই না অন্তাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট, বিচ্ছেদ, দ্রন্দ্কির জথম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, প্রের কাছ থেকে বিদায় —— এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রন্থ একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, দ্রন্দিকর সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিভৃষ্ণার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ভূবতে বঙ্গেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ভূবল। বলাই বাহ্লা, কাজটা খারাপ কিন্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা ববং না ভাবাই ভাসো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি পেয়েছিলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহুতে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি স্মরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'ওই মানুষ্টাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে

দ্বংখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কণ্ট ভূগছি এবং ভূগে যাব, যা. ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ম্লাবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি স্নাম আর ছেলেকে। আমি খারাপ কাজ করেছি. তাই স্থ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি, কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কণ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কণ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আল্লার থাক, কণ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লম্জার ব্যাপারও কিছ্, হয় নি। তাঁদের দ্বাজনের মধ্যেই যে কাম্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে র্শী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বাত্ত এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা প্রেরাপ্রার বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কণ্ট হত না তাঁর। মেরেটি, ওঁর সন্তান এত মিন্টি আর আল্লার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আল্লার মনে পড়ত কদাচিৎ।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আমা অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। ভ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জার্নাছলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জনাও এবং আন্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আন্নার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। ভ্রন স্কির সালিধা সর্বদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্ শ্কির শ্বভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনির্বচনীয় মধ্রে। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যা হয়ে থাকে তর্নী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। দ্রন্দিক যা-কিছু, বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আল্লা দেখতে পেতেন উন্নত, মহনীয় কিছু, একটা। দ্রন্স্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছনসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আলা খাজেছেন কিন্তু অস্কুন্দর কিছু পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যতা প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল দ্রন দিক এটা জেনে ফেললে শিগগিরই আর ভালোবাসবেন না তাঁকে: আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে দ্রন্দিকর একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আন্নার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও দ্রন্দিক এখন আন্নার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আন্না যাতে তাঁর অবস্থার অন্বান্তকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন দ্রন্দিক। অমন প্রর্যালী একটা মানুম, অথচ আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বিরুদ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপ্ত। আন্না এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোযোগের এই তাঁরতাটাই, যত্নের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে ঘিরে রাখছেন সেটাই মাঝে শীড়া দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা পুরোপ্রার সফল হলেও দ্রন্সিক সুখী হন নি পুরোপুরি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থাতা। এই চরিতার্থাতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভূল যা লোকে করে বসে কামনার সিদ্ধিটাকেই সূখ বলে ভেবে। আমার সঙ্গে এক হবার পর যখন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান, তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে ম্বাধীনতার যে মাধ্যর্য আগে তিনি জানতেন না. সেটা ও ভালোবাসার স্বাধীনতা অনুভব করে তন্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগগিরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা. মন-পোডানি। নিজের ইচ্ছা নির্বিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে আঁকডে ধরতেন, ভাবতেন সেটাই তাঁর কামনা ও লক্ষা। দিনের ষোলোটা ঘণ্টা কিছু না কিছু নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবৃংগে সমাজ-জীবনের যা পরিস্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত, সে মহলের বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতার। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগ্রেলায় অবিবাহিত জীবনের বেসব তুপ্তি নিয়ে ভ্রন্দিক মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আমাকে অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত রকমে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের অনিদিশ্টিতায় স্থানীয় ও রুশী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দ্বের্বাধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন রুশী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষ্মতে পশ্ব যেমন সামনে বা-কিছ্ব পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, দ্রন্দিকও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তার্ন্যে যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগ্নলো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিত্পি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন ভাতে।

একটা শিল্পবোধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং স্ব্র্চির সঙ্গে ছবি
নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা
দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মাঁয়, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী —
কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা
দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি
ব্রুতেন, তার যে কোনোটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিন্তু এইটে
তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ
না জেনে, যা আঁকছেন সেটা স্পরিচিত কোনো ধারার মধ্যে পড়বে কি
না তা নিয়ে দ্শিচন্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত
হওয়া যায় সরাসরি। ষেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন
থেকে নয়, শিলেপ ইতিমধ্যেই রুপ পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে
অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং
অনায়াসে, আর তেমনি দ্রুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করলেন
যে তিনি ষেটা এংকছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে
চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আহ্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সার্থক।

n 🕿 n

প্রনো অবহেলিত পালাংসোটার উ'চু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে ফ্রেন্সে, মোজেরিক করা মেঝে, লন্বা লন্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুল্লিতে আর ফায়ার-প্লেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষম্ন হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাংসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই দ্রন্স্কির মনে মনোরম এই একটা বিদ্রম জাগাল যে তিনি রুশী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের সুখী অনুরাগী ও প্রতপোষক, নিজেও একটু আধটু একে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগ, উচ্চাভিলাষ।

পালাংসাতে এসে দ্রন্দিক যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খ্বই উৎরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্যেভ মারফত চিন্তাকর্ষক কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালীয় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যয্গীয় ইতালীয় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যয্গীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রন্তি মধ্যয্গীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রন্তি মধ্যয্গীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রামি করেছিল যে মধ্যয্গীয় কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শ্রু করেছেন, সেটা তাঁকে খ্বই মানাত।

গোলেনিশ্যেন্ড একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে দ্রন্দিক তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে বাহ্ছি কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পরিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিল্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রুতি ছড়াছিল, আগে থেকেই কিনে নেওয়া সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিল্পীকে উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভং সনা করা হয়েছে। সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' — গোলেনিশ্যেভ বললেন, 'বলা বাহ্নলা তাঁর গ্রন নেই এমন নর, তবে একেবারে বাজে একটা ধারা অন্সরণ করছেন। খিএল্ট ও ধর্মীর চিত্রকলা সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দ্র্শিভিছি।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জ্বিগ্যেস করলেন আমা।

'পিলাতের সামনে খ্রিস্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খ্রিস্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্তুটা গোলেনিশ্যেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শুরু ফরলেন:

'এমন উৎকট ভূল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিলেপ একটা স্থানির্দিণ্ট র্প আছে খিএস্টর। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিস্তু খিএস্টকে নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিলেপর জন্যে নেওয়া চলে না আর তারপর...'

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খ্ব দ্ববস্থার আছেন?' দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী পৃষ্ঠপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহাষ্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমংকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্টেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে…'

'আল্লা আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্টেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' দ্রন্দিক বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্টেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেরেটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। স্কর্মুই ইতালিয়ান শুন্যদারী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেরেটিকে। স্কানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষ্মিন অলক্ষ্যে চাইলেন প্রনৃষ্কির দিকে।

সন্দরী শুন্দারীর মুখ ছবিতে এ'কেছিলেন দ্রন্দিক। আমার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমার গোপন দ্বঃখ। দ্রন্দিক তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সোন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুদ্ধ হতেন, আর আমা যে শুন্দারীটিকে ঈর্যা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও মেহ বর্ষণ করতেন।

শ্রন স্থিও জ্ঞানলায় আর আমার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষ্মনি গোলেনিশ্যেভের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা বায় তাদেরই একজন: মানে ওই যেসব স্বাধীনচিন্তকরা d'emblée* নান্তিকতা নেতি আর বস্তবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে।' আহ্না আর দ্রন্দিক দক্তেনেই যে কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ না করে অথবা লক্ষ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম, আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেডে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কন্ট করে পেণছতেন স্বাধীন চিন্তায়। কিন্ত এখন একধরনের আঁকাড়া স্বাধীনচিন্তকের আবির্ভাব ঘটছে যারা বেডে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যস্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু, একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা সর্বাক্ছ, উড়িয়ে দেবার মনোব,ব্রিতে লালিত অর্থাৎ বুনো। উনিও তেমনি। যতদরে ধারণা উনি মম্কোর এক আর্দালির ছেলে, কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে ঢুকে যথন নাম করেন, নেহাৎ নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস. অর্থাৎ পত্রপত্রিকা, তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে. ধরা যাক, একজন ফরাসি শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রাজেডি-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীযার সর্বাকছ্ম যা তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাস,জি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দুতে আয়ন্ত করে নেতি

নিমেবে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুখু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দ্ভিভিঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে ব্রুতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিন্তু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা প্রুরনো দ্ভিভিঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যন্ত করে না, স্রেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অন্তিম্বের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শ্নন্ন এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে দ্রন্দিকর সঙ্গে চুপিসারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিক্ষণীটির শিক্ষাদীক্ষার দ্রন্দিকর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শ্ব্ব তাঁকে সাহায্য করতে আর পোর্টেটের ফরমাশ দিতে, আল্লা বললেন। 'শ্বন্ন'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্যেভকে দ্ঢ়ভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চল্বে যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্যেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিশ্পী দুরের পাডায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাডি নিতে হবে।

এক ঘণ্টা বাদে গোলেনিশ্যেভের পাশে বসা আলা আর সামনের সীটে বসা দ্রন্দিককে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দ্রের পাড়ায় স্কুদর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিস্তু এখন তিনি দ্ব'পা দ্রের তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেয়েটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অন্রোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি বেন অনুমতি দেন।

11 O Z II

কাউণ্ট দ্রন্দিক আর গোলেনিশ্যেভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিল্পী মিখাইলোভ তখন কাজে বর্সেছিলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিনি স্থার ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্থাী তাঁকে এডিয়ে বেতে পারেন নি।

'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ৎ দিতে যাবে না কখনো।
এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শ্রু করলে
হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগ্ন ল' — দীর্ঘ কলহের পর স্থাকৈ বলেছিলেন
মিখাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে...'

'দোহাই বাব্ৰ, শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!' অশ্রব্রেদ্ধ কপ্ঠে মিখাইলোভ চে'চিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙ্বল দিয়ে পার্টিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নিবেণিধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খ্লে শ্রব্ করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্থাীর সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকিতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকাটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুন্ত হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মুখ কুচকে তিনি গেলেন স্থাীর কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ ভাকা পারত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনেন দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওণার সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কুচকে দেখতে থাকলেন। হঠাৎ হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষ্মনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষ্টার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাশ্ড থ্বতনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ মুখখানার কথা, ষার কাছ থেকে তিনি চুর্ট কিনেছিলেন। সেই মুখ, সেই থ্বতনি তিনি আঁকলেন মনুষ্যম্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিম্প্রাণ কম্পনা থেকে ম্তিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবস্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সে ম্তি সজীব, স্কুপণ্ট এবং নিঃসন্দেহে স্কুনির্দিণ্ট। এ ম্তির দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছ্ অদলবদল করা চলে, পাদ্টো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিছু এই সংশোধনগ্রলো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না ম্তিটাকে, শ্বধ্ ম্তিটা ষাতে ঢাকা পড়ছিল সেগ্রলো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন ম্তিটার প্রোটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খ্রল ফেলছিলেন তিনি; স্টিয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাং বে বলিষ্ঠতায় ম্তিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা প্রেরা ফুটে উঠছিল। যখন তিনি ছবিটা স্বত্বে শেষ করছেন, কার্ডদ্বটো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষ্নি, এক্ষ্নি আসছি!' স্থান কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীর্ন ভীর্ন গলার, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' — এবং স্থার সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মখমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উংরে যাওয়া ম্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই র্শীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই — এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। এ কথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটা রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটায় তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর স্নিনিশ্চিত জানা ছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শ্রু করার সময় থেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগ্লো যাই হোক, তাঁর কাছে ছিল অতি গ্রুম্পূর্ণ এবং আম্ল আলোড়িত করে তুলত তাঁকে। স্বিকিছ্ মন্তবা, এমনকি যা নেহাৎ অকিন্তিংকর, যাতে বোঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আম্ল আলোড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বোধু ছিল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বোধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছে

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রত পায়ে তিনি গেলেন তার স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উর্জেনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদ্ব আভাটায় আলার ম্তিতে। আলা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশম্থের ছায়ায় এবং গোলেনিশ্যেভ উত্তপ্ত কণ্ঠে তাঁকে যা বোঝাচ্ছিলেন তা শ্বনছিলেন, তবে স্পন্টই বোঝা যাচ্ছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎস্কৃ। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আলা যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি ল্ফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন চুর্ট বিক্রেতার থ্তনির বেলায়, কোথায় যেন তা ল্কিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্যেভের কথায় দর্শকদের মোহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টাল্বন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া ম্থের মাম্লিয়ানায়, ভীর্তার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আসনুন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশমন্থে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুললেন।

11 2 2 11

স্টুডিওর ঢুকে শিল্পী মিখাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং দ্রন্দিকর মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডান্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীস্লভ অনুভব মালমণলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহুর্তটা কাছিরে আসার দর্ন ক্রমাগত বেশি করে অন্থিরতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দুতে ও স্ক্রেয় একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলোনিশ্যেভ) হলেন স্থানীর রুশী। গুর উপাধি কী, কোথায় গুর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা করেছিলেন

भिथारेलाएज भाग हिल ना। भाग जांत्र भाषा भाग मिला काउंदिक कथाना দেখলে তার মুখ ষেমন মনে থেকে যায় তাঁর। এও তাঁর মনে ছিল, মিথ্যে গ্রেম্বধারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগ্রলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চুল আর অতি উন্মত্তে কপালে বাহ্যিক একটা গ্রহ্ম এসেছে মুখে, যেখানে ছেলেমান,বের মতো ছোটু একটা অস্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ নাসাদক্তে। মিখাইলোভের অনুমান অনুসারে দ্রন্স্কি আর কার্রোননা বড়ো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিলেপর কিছাই বোঝেন না. কিন্তু ভাব করেন যেন শিশ্পানারাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দ্রুটবাগালো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘারে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — ব্রুর্ক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফায়েলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণে করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে, এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে, নতুনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অনন করণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা কর্রাছলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিম্পূহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূতির্গালোকে, শিল্পী কখন চিত্রের আবরণ উল্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্তেও যখন তিনি তাঁর স্কেচগুলো বিছচ্ছিলেন, জানলার খডখডি. ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মুর্খ ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্ত্বেও তিনি প্রচণ্ড একটা অন্থিরতা বোধ না করে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে দ্রন স্কি এবং আরো বেশি আমাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দ্রের সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিকার। মথি লিখিত স্মুসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনার ঠোঁট তার কপিতে শ্রুর্ করেছে। সরে গিয়ে তিলি দাঁড়ালেন উদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে করেক সেকেণ্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোভও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দৃষ্টিতে। এই কয়েক সেকেণ্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যাষ্য রায় দেবেন এবা. ঠিক এই লোকগ্রলিই, এক মিনিট আগে যাদের তিনি ছুণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে, যে তিন বছর ছবিটা তিনি একছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভূলে গেলেন তিনি: তার যে কৃতিছ তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভূলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নিবিকার নতুন একটা দ্রন্টিতে এবং ভালো কিছ, পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খি,সেটর শান্ত মুখ, পিছনে পিলাতের অন্টরদের মূর্তি আর জনের মূখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মুখ যা এত অন্বেষণ, ভূলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেডে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে, প্রতিটি মুখ যা তাঁকে অত কন্ট আর আনন্দ দিয়েছে, একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব মুখ, অত কন্টে অর্জিত বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভিঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মাম,লী, হাজার বার যা প্রনরাব্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খি,স্টের ম,খ, ছবির কেন্দ্রবিন্দ, যা আবিষ্কার করে তিনি অত উল্লাসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সূন্দর করে আঁকা ছবিটার (এমনকি স্কুন্দরও নয় — একরাশ বুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খিদ্রুষ্ট আর ওই একই रयाकाएत ७ भिलाएवत भूनतार्वाछ। ७ मवरे मामूली, निःम्व, भूतता, এমনকি আঁকাটাও খারাপ — রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছু প্রশংসা করে আড়ালে তাঁকে নিয়ে করুণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই করবেন।

এই নীরবত্যটা বড়ো বেশি দ্বঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (যদিও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জন্য তিনি গোলেনিশোভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অস্থির হয়ে কখনো আলা কখনো দ্রন্দিকর দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাদের মুখভাবের একটা দিকও দুন্টিচ্যুত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় রস্সিতে, সেই বে সন্ধ্যায় মনে আছে

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোট্ট কাঁচিটার ব্স্তাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মন্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত স্থ বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুম্ন থেয়ে।

'আমার কাছে উন্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তর্পণে কিটির মাথাটা ঘ্রিয়ে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজুমা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্মাকে জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'এইমাত্র ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে মেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ভূয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত্র কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গৃহছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সঙ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্ট্যাপ্টটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত থোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়; অন্শোচনার মতো একটা মনোভাব বি'ধছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লঙ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘাঁটের মতো; তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গৃহরুত্ব নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শৃরুত্ব করেই ছেড়ে দিলাম। এমর্নাক আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কখনো ওকে একলা রেখে যেতে কন্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একঘেরে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সেহলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সতি্যকারের জীবন শ্রের

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অনুচিত, শ্রুর করা দরকার। বলা বাহুলা ওর দোষ নেই। কোনো কিছুর জনোই ভংসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের প্রুষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভান্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহুলা ওর দোষ নেই' — মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তুণ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ণসনা না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছুতেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চাস্কিটা: আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হাাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাড়া (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গুরুত্বপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে. বই পডায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুইে সে করে না আর তাতে খুব তৃষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তখনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গৃহের কর্মী, গর্ভধারিণী, স্থন্যদারী, শিশ্বদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খার্টনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমসুখের যে মুহুর্তগালিকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষাং নীড রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্রানি নেই তার।

n 20 n

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, স্ত্রী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগ্রলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বসিয়ে ভল্লির চিঠি পড়ছিল। তাঁর সঙ্গে কিটির অবিরাম প্রচ-বিনিময় হত ঘন ঘন।
'দেখছেন তো, মা-ঠাকর্ন আমায় এইখানে বিসয়ে তাঁর কাছে থাকতে
বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া
মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগালো থেকে লেভিন অনুমান করলেন বে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হরেছে। তিনি ব্রুতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্চী যত দৃঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিয়েছি' — অশিক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগ্লো আমাদের লোকজন আর ডিল্লর। কী কান্ড! সারমাংস্কিদের ওখানে শিশ্লদের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডিল্ল। তানিয়া যয় মার্কইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শ্নেছিলেন না: লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইয়ের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়েভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনাদোয়ে ভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মস্পর্শী সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্রের মধ্যে পড়লেও কিছুই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাড়া ক্ষীণ স্বাক্ষের জন্য নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ টেসে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কণ্ট দিছেে; তাঁর দিকে দ্ভিট রাখতে সে অনারোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মফ্সবল শহরে, সেখানে নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মস্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে শয্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে 'কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকাকভিও আর নেই।'

পড়ে দ্যাখো, ডব্লি তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি, কিন্তু স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাং।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাং বদলে গেল কিটির মুখচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডল্লির কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভংসনার সুরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছার এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওরা চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি…'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে…'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গ্রেতর একটা ম্হ্তেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিছছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এর্প গ্রেতর ব্যাপারে এই কৈফিয়ংটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন, 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আস্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে স্বরে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পণ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব' — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোযে। 'কেন অসম্ভব? কেন বলছ যে অসম্ভব?'

'কারণ ভপ্নবান জানেন কোথার যাচ্ছি, কোন রাস্তার, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেন্টা করে। 'একটুও না। আমার কিছ্ই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শ্ব্ধ্ এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তর্গতা হতে পারে না।'

আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শুধ্য জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...'

'কিটি! রাগ ক'রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গ্রন্থর, ভাবতে কণ্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দ্বর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিরে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মক্ষো যাও।'

'সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নাঁচ মতলব দেখতে পাও' — কিটি বললে অপমান ও ক্রোধের অগ্র, নিয়ে, 'আমি কিছ্, না, দুর্বলতা-টতা কিছ্, নেই আমার ... আমি শুধ্ এই ব্ঝি যে স্বামী যখন দ্বেথ পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কন্ট দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই ব্রুবতে চাইছে না...'

'না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!' নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষ্নি টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

'তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো শ্বাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অন্তাপ হচ্ছে তোমার?' এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছুটে গেল ডুয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাচ্ছিল:

তিনি বলতে শ্র করলেন, খ্জলেন এমন কথা যা তাকে ব্রথ মানাতে না পারলেও অস্তত শাস্ত করবে। কিটি কিন্তু শ্নছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছ্তেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুম্ খেলেন হাতে, চুম্ খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দ্ই হাতে কিটির ম্থখানা ধরে বলে উঠলেন: 'কিটি!' তখন হঠাৎ সন্বিত ফিরল তার, কে'দে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্থাীকে লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সার দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছ্ হবে না; কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তুন্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তুন্ট হলেন, কারণ যথন প্রয়োজন তথম তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অন্তৃত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সোভাগ্যে সেদিনও পর্যস্ত বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অস্থী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজায় রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথায় যে ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাতে কিটির কিছ্ এসে যায় না, সম্ভাব্য নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভয়ে। তাঁর স্থাী, তাঁর কিটি ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শ্বধ্ এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

n 29 n

মফশ্বলী যে হোটেলটার নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফশ্বলী হোটেল যা গড়া হর আধ্বনিক সব স্বাবস্থা, পরিচ্ছার-পরিচ্ছারতা, আরাম, এমনকি রমণীরতার অতি শ্ভ সংকল্প নিয়ে, কিন্তু তাতে ষেসব লোক ওঠে তাদের দৌলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হর আধ্বনিক স্বাবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দর্নই তা হয়ে দাঁড়ার সেকেলে নোংরা হোটেলগ্লোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পেণছেছে; প্রবেশম্বারে ধ্মপানরত নোংরা উর্দিপরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছাাঁদাভরা বিশ্রী সিণ্ডিটা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউঞ্জেটেবিলের ওপর মোম দিয়ে বানানো ফুলের ধ্লিধ্সর তোড়ার শোভা এবং জঞ্জাল, ধ্লো, সর্বন্ন বিশৃত্থেলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধ্বনিক 'রেলওয়ে-স্লভ' আত্মতৃপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজীবন কাটানোর পর খ্বই দ্বিশ্বহ ঠেকল এইগ্লো, বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করছিলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছ্বতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ার পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গোল ভালো কামরা একটাও নেই; একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মন্ফোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আন্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা, তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। বা আশংকা করেছিলেন তাই যে সত্যি হল, আসার প্রথম মৃহুতেই ভাইরের কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন আছের, তক্ষ্নি তাঁর কাছে ছন্টে যাবার বদলে তাঁকে যে স্ত্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদন্ত ঘরটায়।

তার দিকে ভীর্-ভীর্ দোষী-দোষী দ্বিততে চেয়ে কিটি বললে: 'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গোলেন লেভিন আর তক্ষ্মিন দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার থবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মস্কোয় লেভিন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসস্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহদয় ভোঁতা মুখ। 'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খ্ব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আপনি... স্মীর সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা ব্রথতে পারেন নি কেন সে বিরত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষ্যনি সে ব্যঝিয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রাম্নাঘরে' — সে বললে, 'উনি খ্রিশ হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন ব্ঝলেন যে তাঁর স্মীর কথা হচ্ছে, কিন্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

वललन, 'ठलान यारे!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জায় এবং এই দ্বঃসহ অবস্থায় নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে স্মীর ওপর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুকড়ে গিয়ে সে লাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কী বলবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দ্বই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙ্বলে।

তার কাছে দ্বেশিধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দ্থিত দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কোত্হলই লক্ষ করেছিলেন; কিন্তু সেটা শুধু এক মুহুর্তের জন্য।

'की? त्कान आहि?' किंग्रे जिल्लाम करता श्रथा न्यामीत्क, भरत खरक।

না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আস্ক্ন-না' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে ঢুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইরের ওখানে তিনি যা দেখলেন, যে অন্ভূতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষররোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শ্নেছেন এবং গত হেমন্তে ভাই তাঁর ওখানে গোলে যা তাঁকে খ্বই বিহ্নল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সান্নিধ্যের আরও সন্প্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দ্বর্লতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম দ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই কর্ণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তখন তিনি বোধ করেছিলেন, শ্ব্র্ণ আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিন্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থ্তু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দ্র্গন্ধে বাতাস ভরপরে, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড আঙ্বল মেলা সে হাত দ্বর্বাধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মস্ণ একটা তন্তার সঙ্গে কন্ই পর্যন্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লেভিনের চোখে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লোভনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।'
কিন্তু কাছে গিয়ে মুখখানা দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মুখের
সাংঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবস্ত ওই চোখজোড়া,
লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের
কাছে এই ভয়ংকর সত্যটা অস্পন্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবস্ত
ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরুম্কারের কঠোর এক দৃষ্টি হানল ধকধকে চোখদন্টো। আর তক্ষনুনি সে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তার দিকে নিবন্ধ দৃষ্টিতে তিরুম্কার টের পেলেন লেভিন, নিজের সনুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনন্তান্তিন যখন তাঁর করমর্দান করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মনুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' — অতি কল্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হাাঁ... মানে, না' — কথাগ্নলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন? আমি সবখানে খোঁজ নিয়েছলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শ্বধ্ব একদ্ষ্টে দেখছিলেন, স্পণ্টতই প্রতিটি শন্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন সঙ্গে। সন্তুদ্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নীরবতা। হঠাং নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কী একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর ম্বখভাব দেখে লেভিন বিশেষ গ্রের্ত্বপূর্ণ ও তাংপর্যময় কিছ্ব একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শ্বধ্ব নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে এখনো আশা রাখছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অনুভূতিটা থেকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মৃত্তি পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্ফ্রীকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিক্ষার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দুর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিক্ষার করো তো' — ক্ষ্ণু করে রোগী বললেন। 'আর হাাঁ, পরিক্ষার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এয়াঁ?' — জিজ্ঞাস্কু দুট্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লোভন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্মাকৈ নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কণ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেণ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগাঁর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কণ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ**্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন**?' লেভিন বললেন।

ভীত কর্ণ মূথে স্বামীর দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দুই হাতে কন্ই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কৃষ্ডিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দ্ব'জন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শ্ব্ব আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পেণছে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কণ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমায়ও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মিনতি করতে লাগল যেন তার জীবনের সব সূথ নির্ভার করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; খানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভূলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘ্ন পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নিভাঁক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকল কিটি এবং বিনা ব্যস্ততায় ঘ্রের দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তর্ণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শ্ব্দ মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মৃদ্দ উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না, অথচ সহান্ভূতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে আমি হব আপনার দ্রাত্বধ্।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদুভোসিত করে তিনি বলুলেন।

'না, পারছি। খবর দিয়ে খুব ভালো করেছেন! আপনার কথা কণ্ডিয়া

মনে করে নি, দ্বশ্চিস্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমুমুর্নুর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরস্কারের ছাপ।

'আমার ভর হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দ্বিট থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোখ ব্লিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' — কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

11 7 12 11

লেভিন শাস্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না, নিজে স্বাভাবিক ও সূমস্থর হতে পার্রাছলেন না তাঁর উপাস্থাততে। রোগীর কাছে গেলে তাঁর দ্রণ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার थ्रिमािं जाँत कात्थ পড़्ड ना, ठका९ करत प्रथट भातरून ना। मार्थ ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশৃঙখলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ, আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগাঁর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বে'কে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়, তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তার শিরদাড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তার জন্মাল যে ভাইয়ের আয়া বৃদ্ধি অথবা যন্ত্রণা হাসের জন্য কিছাই করবার নেই। কিন্ত কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খিটখিটে। সেই কারণে বেশি কণ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যল্যণাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেট্রণ খারাপ। তাই নানা অজ্বহাতে অবিরাম ঘরে ঢুকতেন আর বেরিয়ে যেতেন, একলা থাকার শান্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অন্তুতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার কর্ণা হত। আর কর্ণা তার নারী হৃদয়ে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছ্ করার, তাঁর অবস্থার সমস্ত খ্রিটনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দ্রমান্ত সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খ্রিটনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগ্রিলই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওব্রুধ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েজনাকে লাগাল ঘরদোর পরিন্দার করা, ধ্রলা ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছ্ কাচলে, কিছ্ বিছিয়ে দিলে কন্বলের তলে। তার হ্কুমে রোগীর ঘর থেকে কিছ্ কিছ্ জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছ্-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলোকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ছ্রুক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়, কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে, কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সন্নেহ ঝোঁক ধরে যে এডানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের: তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগী আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না. শ্বাধ্ব লম্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে: সেখান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হুকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে স্প্রেকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড়, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মেরুদণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কামিজের আন্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পার্রাছল না। লেভিনের পেছনে তাডাতাডি করে দরজা বন্ধ করে কিটি, তবে চাইছিল না ওদিকটায়: কিন্তু রোগী ককিয়ে উঠতে সে দতে গেল তাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করো।'
'আসবেন না' — রোগী বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...'
'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়েছিল কথাটা, সে ব্যক্তল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' — হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে। 'মারিয়া নিকোলায়েডনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিব্দার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গ্নুমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাছে ভিনিগার আর সেপ্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা স্প্রে করেছে কিটি। ধ্বলোর চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপার, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছানার দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগীর খাটের কাছে অন্য একটা টোবলে পানীয়, মোমবাতি আর বিড়। রোগীকে ধ্ইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রুয়ে আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উর্ক্ করে রাখা বালিশগ্রলায় মাথা, গায়ে পরিচ্ছয় কামিজ, তাতে অস্বাভাবিক রোগা গলার কাছে শাদা কলার, মুথে তাঁর নতুন একটা আশা, চোথ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিংসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসকুন্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে ব্ক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওষ্ধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওষ্ধ খেতে হবে কিভাবে, ষিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেন্ধ, নির্দিন্ট একটা তাপমাত্রায় টাটকা দোয়া দ্ধের সঙ্গে সেলংজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগা কী যেন বললেন ভাইকে, কিন্তু লোভিন শ্বনতে পেলেন শ্বন্ধ শেষ শব্দটা: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দ্ভিততে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন ব্রুকেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম অনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শ্বং হাত ব্লাতে লাগলেন। নিজের দ্বই হাতে হাতখানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শ্ইয়ে আপনি ঘ্রমোতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি ব্র্কেছিল। ব্রেছেল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে যেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘ্রমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগোস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগন্লোর কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগন্ক, স্থার প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দ্ঢ়তাব্যঞ্জক মন্থভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্থার ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেন্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শার্ণ অঙ্গগন্লি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শার্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অন্ভূতি নিয়ে তিনি যথন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রুত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগন্লোও বিন্যন্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তাঁর হাত নিয়ে কিছ্ম একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ফ হাতে ঢিল দিলেন। হ্যাঁ, হাতটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুম্ম খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোথ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠেছে এখন। বেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের ম্তি। বেশ বোঝা যায় মান্বটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অভ্যুমন্জায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়…'

মিখাইলোভের চণ্ডল মুখখানা হঠাৎ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জবলজবল করে উঠল চোখ। কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকলতাবশে পারলেন না, ভান করলেন বে কাশছেন। গোলেনিশ্যেভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত ডচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তব্যটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো সম্পর্কে কিছু না বলে প্রথম ওই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্রেও মিখাইলোভ উল্লাসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশোভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্যেভের মন্তব্যের গ্রেছ হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মস্তব্যের জন্য গোলেনিশ্যেভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পেশছে গেলেন। সমন্ত জীবিতের অনিব'চনীয় জটিলতা নিয়ে সোটা ছবিটা তংক্ষণাং জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই বুরেছিলেন সেটা আবার বলবার চেণ্টা করলেন মিখাইলোভ: কিন্তু ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। দ্রনাস্কি আর আমাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে যেভাবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিক্স সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খুবই সহজ, সেট্র উচ্চকণ্ঠে ना वलात জना थानिकहा। प्रिथाইलाएडत घटन इनिहा छैएनत ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য থিএস্টের মুখভাব!' আরা বললেন, ধাকিছ্ তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দ্ হওয়ায় তার প্রশংসা শিবপী-কে খুলি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জনো করুলা হচ্ছে তাঁর।'

তাঁর ছবি এবং খিনুস্টের মর্তি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক বেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আমা বলেছেন বে পিলাতের জন্য খিনুস্টের কর্ণা হচ্ছে। খিনুস্টের মুখে কর্ণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাক্যব্যরের নিম্ফলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহনুল্য, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খিনুস্টের মধ্যে কর্ণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অন্যজন আত্মিক জীবনের প্রতিম্তি। এই সব এবং আরও অনেক কিছ্ চিন্তা কলক দিয়ে গেল মিখাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লাসিত বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে ম্তিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্যেভ বললেন, স্পষ্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে ম্তিটার বিষয়বস্থু ও সারাথে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য ওস্তাদি!' বললেন দ্রন্দিক, 'পেছনদিককার এই লোকগ্লোকে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্যেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ন্ত করতে দ্রন্দিক নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা করেছিলেন তার ইঙ্গিত করে।

সিত্য আশ্চর্য!' পন্নরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্যেভ আর আন্না।
মিখাইলোভ তখন একটা তুরীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা
তাকৈ বড়ো মর্মাহত করল, দ্রন্স্কির দিকে একটা ব্রন্ধ দৃণ্টিপাত করে
হঠাং চুপসে গোলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শ্নেছেন তিনি, কিন্তু
তাতে কী বোঝার সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন
যে কথাটায় ছবির মর্মবন্তুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার
যান্ত্রিক নৈপ্না বোঝাছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ্
করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকান্টার বিপরীতে, যেন
যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন
যে আসল সৃষ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগ্রেলা মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিল্পরচনা নয়,
টেকনিকও নয়। তিনি ষা দেখছেন তা ষদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশ্ব
বা তাঁর রাঁধ্নির কাছে, তাহলে তারাও তিনি ষা দেখেছেন তার খোসা
ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপ্রণ চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শ্র্বই
যাল্ফ্রক দক্ষতায় কিছুই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মবন্তুর রুপরেখা
তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন যে টেকনিকের
কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছু নেই। যাকিছু
তিনি একছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জন্নলানো এমন
ত্র্টি দেখছেন যা ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা
স্থিকমটোকে নন্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায়
প্রতিটি ম্র্তি আর মন্খবেয়বে তিনি দেখতে পেতেন প্রোপ্রির মোচন
না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিছেছ ছবিটাকে।

'আপনি যদি অন্মতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্যেভ বললেন।

'ওহ', অতান্ত খ্রিশ হব, বল্বন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে।

'সে কথাটা এই যে আপনার খি ফুট হয়েছে মন্ষ্য-দেব, দেব-মন্ষ্য নয়।

তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খিদ্রন্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' — বিমর্য মুখে বললেন মিখাইলোভ।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত স্কুল্বর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তব্যটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিশপী ইভানভ। আমি মনে করি খিন্লেকৈ যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবিসত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বন্ধু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চাক্তাকর ক।'

'কিন্তু শিলেপর কাছে এটাই যদি হয় একটা মহন্তম প্রসঙ্গ?'

'খ'্রজলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে যুক্তি-তর্ক মানে না শিলপ। ইভানভের চিত্রের সামনে আন্তিক বা নান্তিক দ্'য়ের কাছেই প্রশন্ধ উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।' 'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোভ, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্যেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিথাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছ্ম বলতে পারলেন না।

11 5 2 H

বন্ধন্ব ব্দিমন্ত ম্খরতায় বিত্তত হয়ে আলা আর দ্রন্স্কি অনেকখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে দ্রন্স্কি গেলেন আরেকটা অনতিবৃহৎ ছবির কাছে।

'আরে, কী স্কের, কী যে স্কের! আশ্চর্য! কী স্কের!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভূলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভূগেছেন, যে কণ্ট হয়েছিল, ভূলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভূলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগন্লোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শ্বধ্ব ওটা কিনতে ইচ্ছ্ক জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা স্কেচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী স্বন্দর!' স্পষ্টত সতি্য করেই ছবিটার সৈন্দির্বে অভিভূত হরে বললেন গোলেনিশ্যেভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দ্বিট ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেণ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন: যেটি ছোটো, সে শ্রেয় আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে? ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগ্রলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু দ্রন্দিক শ্ধালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খুবই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ডিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলোভ বসলেন পিলাত আর খি, স্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনিক বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যখন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দ্ভিভিঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গ্রহ্থ ধরেছিল, তা সবই অর্থহান হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যন্ত দ্ভিতে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপ্রত্তা আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের একটা নিশ্চয়তায় তিনি পেণছলেন যা অন্য সবিকছ্ব ভাবনা বর্জন করে যে একান্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খিনুদের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পার নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গোণস্থানে রাখা জনের মৃতির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন এ মৃতি প্র্ণতার পরাকান্টা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মৃতি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উত্তেজিত বলে নিজেকে বোধ হল তার। যখন তিনি নির্ব্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, স্বকিছ্ম বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তার পক্ষে। কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উর্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা ঢেক্কে ফেলবেন, কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উর্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা ঢেক্কে ফেলবেন, কিন্তু এখন থিনে গেলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মৃতিটা। অবশেষে বেন

বিষম হয়ে চোখ ফেরালেন, চাদরটা টাঙিয়ে ক্লান্ত কিন্তু প্রসন্ন চিন্তে ফিরে গোলেন বাড়ি।

খ্ব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দ্রন্দিক, আমা আর গোলেনিশ্যেভ। মিখাইলোভ আর তাঁর ছবিগনেলা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাছিলেন মন ও হদর নির্বিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিশ্পীর সর্বকিছ্ অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না, অথচ ইছে হছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের র্শী শিশ্পীদের সাধারণ দন্তাগ্য। তবে ছেলেদন্টির ছবিটা ওঁদের স্মৃতিতে গে'থে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপর্প! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী স্থানর তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — দ্রন্দিক বললেন।

n son

দ্রন্দিককে ছবি বিক্রি করলেন মিথাইলোভ, আমার পোর্টেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শ্রু করলেন তিনি।

পঞ্চম দিন থেকে ছবিটা সবাইকে, বিশেষ করে দ্রন্দিককৈ চমংকৃত করে দিলে শাধ্য আন্নার সঙ্গে তার সাদ্শোই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আন্নার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিখাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই সন্মধ্র অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আন্নাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — দ্রন্দিক ভাবলেন, যদিও আন্নার অন্তরের সন্মধ্র অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্ট্রেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে দ্রন্দিকর এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্টেটটা সম্বন্ধে দ্রন্মিক বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিরে দেখেই এ'কে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্যেভ, তাঁর ধারণায় স্রন্দির প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিল্প সম্পর্কে একটা সমন্ত্রত দ্লিভাঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। স্রন্দিরর প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্যেভের প্রতায় প্রতা হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে স্রন্দিক তাঁর প্রবন্ধগানি আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা কর্ন এবং তিনি অন্ভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারম্পরিক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত দ্রন্সিকর পালাংসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মানুষ মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টুডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপে, যেন যাদের তিনি শ্রন্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। প্রনৃত্তিককে তিনি সন্বোধন করতেন হ,জুর বলে আর আমা ও দ্রন্দিক আমন্ত্রণ করা সত্তেও ডিনারের জন্য থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জন্য ছাড়া আসতেন না এখানে। অন্য যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আলা মিণ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্টেটটার জন্য। তাঁর প্রতি দ্রন্ স্কির মনোভাব ছিল শ্রদ্ধারও অধিক এবং স্পণ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের আসল একটা বোধ সম্পর্কে মিখাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্যেত। কিন্তু সবার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন সমান নিরুস্তাপ। ওঁর দূন্টি থেকে আলা টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে: কিন্তু আন্নার সঙ্গে কথোপকথন এডিয়ে বেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর দ্রন্স্কির ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশোভের আলাপ তাঁর কাছে কষ্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপরি করতেন না কখনো।

মোটের ওপর ওঁরা যখন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানড়ু পারলেন তখন তাঁর চাপা, বির্পে, যেন-বা শন্তাম্লকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগ্লো যখন শেষ হল, হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপূর্ব পোর্টেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুশি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশ্যেভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — দ্রন্স্কিকে স্লেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্ষা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উণ্টু মহলের ধনী একটি লোক, তদ্পরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘ্ণা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, যেক্ষেত্রে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

দ্রন্স্কি মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর দ্রন্দিক আমার যে একই পোর্টেট এ'কেছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা দ্রন্দিকর চোথে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শ্ব্ আমার যে পোর্টেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিম্প্রোজন। মধ্যযুগীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু এ'কে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশোভ, বিশেষ করে আমা, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমংকার, কেননা নামকরা ছবিগ্রালির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

ওদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খ্ব ডুবে গেলেও সিটিঙগ্রলো যখন শেষ হল, শিল্প নিয়ে গোলেনিশ্যেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভুলে যেতে পারেন দ্রন্দিকর ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খ্লি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমস্ত অপেশাদারদেরই যা খ্লি আঁকার প্র্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মাম দিয়ে বড়ো একটা প্র্কুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুম্ খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা বিদ তার প্র্লুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে বেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার প্র্লুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। দ্রন্দিকর ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অন্তুতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর্ণা বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে দ্রন্স্কির নেশা বেশি দিন টিকল না।
শিংপর্টি তার এতখানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর
পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী
কুটি ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে
সেগর্লো হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে
গোলেনিশ্যেভের ক্ষেত্রে, যিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছু নেই
এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনো
পরিপক্ষ হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ
করে চলেছেন। কিন্তু গোলেনিশ্যেভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, যল্রণা
দিচ্ছিল, দ্রন্স্কি ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কণ্ট দিতে
পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের স্বভাবসিদ্ধ
দৃঢ়তায় তিনি কিছু না বলে, কোনো কৈফিয়ং না দিয়ে শিলপচর্চা বন্ধ
করলেন।

আমা বিশ্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আমার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেরে লাগল, পালাংসো হঠাং হয়ে উঠল স্পন্টত এত জীর্ণ আর নোংরা, কার্নিসের ভাঙা পলেন্ডারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গোলেনিশ্যেভ, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্য এত বির্রাক্তকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা স্থির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। ভ্রন্সকি ঠিক করলেন পিটার্সবির্গে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আমার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীষ্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন ভ্রন্সকর পৈত্রিক মহালে।

11 58 11

লেভিনের বিয়ের পর তৃতীর মাস চলছে। স্থী তিনি, তবে যা আশ্বা করেছিলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তাঁর চোখে পড়ত আগের স্বপ্নগালোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন স্থী, কিন্তু সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মৃদ্ধ হয়ে হুদে মস্ণ, নিশ্চিন্ত নৌকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নৌকায়। সে দেখতে भारक ऐनमन ना करत कित शरह राज्ञ वरम थाका मतकात जारे भारा नामा माथा । খিলাতে হবে, মুইুতেরি জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভাস্ত হাত ব্যথা করছে, নৌকা বাওয়া দেখতেই শুখু সহজ, বাইতে যাওয়া আত আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন। যথন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দান্পত্য জীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা. ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্বা দেখে তিনি শুধ্য অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দঢ়ে বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে স্থার সঙ্গে তাঁর জীবনটা বিশেষ রকমের কিছু একটা হয়ে উঠল না শুধ্ব তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তচ্ছ খটিনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবস্তা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গ্রব্রত্ব লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তৃচ্ছ জিনিসগ্বলোর স্ব্যবস্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হয়েছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথায়থ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত পরে,ষের মতোই তিনিও শৃংধ্ প্রেমের পরিকৃণ্ডিকেই পারিবারিক জীবন বলে কল্পনা করতেন যাতে কোনো কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া চলে না. ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচাত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত প্রেষের মতো উনিও ভূলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কান্ধ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরপো কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাথেই শ্ব্ধু নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টোবল-ক্রথ, আসবাব, র্আত্থিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাব্রচির্ন, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিম্নে বাস্ত হতে পারল। সেই পাণি-

প্রার্থী থাকার সমরেই যে দ্ঢ়েতায় কিটি বিদেশে ষেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে. যেন কী দরকার তেমন কিছু একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষ্মে করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষ্মন্ত করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যন্ততা আর দুর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে প্যাচ্ছিলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগ্বলো কেন সেটা না ব্রুবলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও কিটিকে ভালোবাসতেন বলে এতে মুদ্ধ না হয়ে পারতেন না। **মস্কো থেকে আনা আসবাবগালো কিটি যেভাবে সাজি**য়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যাৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে, যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরান্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভাণ্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মুদ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শ্বনত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হ্রকুমগ্বলো; দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তর্ণী বধ্র নতুন নির্দেশগুলোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সন্দেহে মাথা নাড়ছেন; কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিষ্টি লাগত যখন আধাে কে'দে আধাে হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা তাকে বাবুবাড়ির অকসমা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিণ্টি লাগলেও অস্তৃত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিতৃগ্হে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জ্বটত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্থ্পাকৃতি চকোলেট, যত খ্বিশ টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিন্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনিটা কিটি অনুভব করত, সেটা বুঝতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেরেদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভার, কেননা শিশ্বগ্রিলর যার যা পেয়ারের কেক তার হ্কুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গ্হেস্থালী তাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে টানত। স্বতঃবাধে বসন্ত আসম অন্ভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় বেদ্বেশিগের দিনও আসবে, সে তার নীড়টি বাধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাধতে আর কী করে তা বাধতে হয় শিথে নিতে।

বিবাহোত্তর সম্মত স্থ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দ্বৃশ্চিন্তা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধ্র যে ব্যস্ততাগ্র্লোর অর্থ তিনি ব্রুতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন ম্ব্দ্ধতাগ্র্লির একটা।

ষিতীয় মোহভঙ্গ ও মৃষ্ণতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্থার মধ্যে কোমলতা, শ্রন্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাং কিনা প্রথম দিনগ্র্লোয় ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘণ্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সন্থের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগন্ন জনলে উঠছিল। ঘরে তিনি ঢুকলেন ছন্টতে ছন্টতে এবং একই হদয়াবেগ নিয়ে, শােরবাংস্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাং তিনি দেখলেন কিটির গােমড়া মন্থ যা আগে কখনাে দেখেন নি। চুমন্ খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিস্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি' লাগছে দেখছি…' কিটি শ্বন্ধ করলে শান্তভাবে একটা বিষাক্ত সূত্র ফোটাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ষেই সে মুখ খুলল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ণসনার কথাগালো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছ্ তাকে প্রীড়িত করেছে তা সব অনগল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লোভন যা বোঝেন নি, সেটা স্পন্ট ব্রবলেন কেবল এই প্রথম। তিনি ব্রবলেন যে কিটি শুধু তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শ্রুর্। সেটা তিনি ব্রবলেন সেই মুহুতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যন্দ্রণাকর অন্ভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে । প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্ষুক্ক হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহুতেই তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষাণ্ণ করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মাহাতটার তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গাঁতো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধস্প্হার ঘারে দাঁড়িয়ে দোষীকে খাঁজে খাঁজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গাঁতো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই. ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীরভাবে অনুভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন স্কৃত্বির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ৎ দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমন্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভান্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কন্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দদ্ধানো হবে আরো খারাপ। আধঘ্মস্ত লোকের যন্দ্রণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন র্ম অঙ্গটা তেনৈ ছিড়েফেলতে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হতে টের পেলেন যে র্ম অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিষ্কৃত্ব হয়, তাতে সাহাষ্য করার চেন্টা করা উচিত এবং সে চেন্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লেভিনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগৃণ একটা নতুন স্থ বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের প্রনরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খ্রই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগ্রেলা হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গ্রুছপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যথন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দ্বজনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দ্বের্ট্রা তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দ্বজনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে

উঠত দ্বিগন্গ। তাহলেও এই প্রথম দিকটার দ্বংখের একটা সময় গিয়েছিল তাঁদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীরভাবে অনুভূত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দ্ব'দিকেই চলছে এক একটা হে'চকা টানাটানি। মোটের ওপর মধ্চদ্রিকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অনুসারে যা থেকে অনেকিছন আশা করছিলেন লেভিন, তা মধ্ময় তো হলই না, বরং দ্ব'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দ্বিষ্ঠ ও হানতাস্চক সময়ের ক্ষাতি রেখে গেল। এই যে অস্কু সময়টায় দ্ব'জনেই ক্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, ক্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লক্জাকর ঘটনাগ্রলো তাঁরা দ্ব'জনেই পরবর্তী জীবনে ক্ষাতি থেকে ম্বছে ফেলার চেন্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মস্থ।

11 5 & 11

সবে তাঁরা মন্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খ্রিশ হলেন। লেভিন তাঁর স্টাডিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম কাদিন গাঢ় বেগন্নী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যাছিল বিশেষ আদৃত ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাডিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়াবাঁধাই সেই প্রনো সোফাটায় বসে hroderie anglaise* ব্রনে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অন্ভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে কৃষিকর্মের ম্লে নীতিগন্নি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিন্তু যে অন্ধনরে তাঁর জীবন সমাচ্ছেম ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিন্তাপ্রয়াস ক্ষ্ম ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি স্ব্যের উক্জ্বল কিরণে উন্তাপ্রয়াস ক্ষম ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি স্ব্যের উক্জ্বল কিরণে উন্তাপ্রয়াস ক্ষম ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি স্ব্যের উক্জ্বল কিরণে উন্তাপ্রয়াস ক্ষম ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি স্ব্যের উক্জ্বল কিরণে

বিলাতি এন্তর্যভারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনো-যোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিষ্কার করে। আগে কাজগুলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছর। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উল্জাল না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগঞ্জা নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুনি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিন্তার বহু কিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্তু গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওরায় অনেক সমস্যাই পরিন্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার কৃষির দূরবন্দার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদ্রা দেখা দিচ্ছে শুখু ভঙ্গম্পত্তির বৈঠিক বন্টন আর ভল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগালির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বৃদ্ধি এবং তার পরিণামে কৃষির ক্ষতি করে ফ্যাক্টরি-ভিত্তিক শিল্প, চেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্ছিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগালিই আসবে, তবে শাধ্য তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে, অন্তত নিদিপ্ট পরিস্থিতিতে; দেশের সম্পদ বাড়া চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কৃষিকে ছাড়িয়ে না যায়: কৃষি যে নিদিশ্ট মানটায় রয়েছে তারই উপযোগী রূপে বাড়া উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, আর শিল্প ও ক্রেভিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিরে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপ্রেশে ব্,দ্ধিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট, বোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যাক্টরিগর্নল কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ক্যাক্টরিগর্নলর কর্মচাণ্ডল্য বৃদ্ধি আমাদের এখানে কৃষির স্বাবস্থা করার উপস্থিত প্রশন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তর্বণ প্রিল্স চান্দির প্রতি কী অন্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার ন্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিন্স হয়ে উঠেছিলেন র্আত অশিষ্ট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিষ্টি আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাব্বচির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অন্তুত মালিকানা অন্তুতি নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কণ্ট হচ্ছে অবিশা (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিন্তু ওর মূখ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিন্তু!' ওর ওপর তার দ্বিটর এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হাাঁ, ওগনলো রসটুকু শা্বে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিভূবিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মাখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁডিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আন্দাজ করার চেন্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শা্বা দা্জনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সাথের হাসিতে জালজনলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মক্ষেয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গো, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওণ্ঠ সংকৃচিত করে, 'আমার এখন এইগ্লেলা কাটতে হবে. দেখছ, এই ছে'দাগ্ললো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শ্বর্ম করল সে।

'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে লাকিয়ে রেখে উদ্ঘাটিত করেছে শিশ্ব আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্মীর সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়ছিল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাপ্তে বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাপ্ত বলে ভাবতেন না, কিন্তু এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু পুরুষ, যাঁদের রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্ফ্রী আর আগ্যাফিয়া মিখাইলোভনা বা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দূই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খ্রই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রদেনর উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রদ্নগর্বালকেই না ব্রঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দ্ব'জনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তারা শাধা নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তারা জিনিসটা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দৃঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমুর্যুর কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান না তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না, কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মৃত্যুর, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শন্ধ্ব তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, তাল চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা. তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খাঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি; চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে राँधेय - ७ वट्टे यादा। भा स्कटन राँधेय - विदादक वाद्य।' किंद्रे किन्न স্পন্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার: ভাবছিল ওঁর কথা: কিছু, সে জানত বলে সবই উংরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গল্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কন্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উংরে যেত ভালোই : তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাজগুলো যে স্বতঃপ্রবৃত্তিবশে নয়, জীবধর্মী নয়, অবিবেচনাপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ দৈহিক শুশুষা, যন্ত্রণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমুর্বর জন্য দু'জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শুলুষার , চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার, এমনকিছুর, দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত বডোটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কুপা, গির্জায় পবিত্র অল্ল-সূত্রা নিলে, গাত্রলেপন দেওয়া হল, ভগবান কর্মন আমরা সবাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শব্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অন্ন-স্কুরা আর গাতলেপন দরকার।

রাত্রে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন
মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার,
রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও
স্ক্রীর সঙ্গেও কথা বলতে পার্রছিলেন না তিনি; লঙ্জা ইচ্ছিল তাঁর।
পক্ষাস্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচণ্ডল। এমনকি সচরাচরের
চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপত্র
বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারস্যীয়
পাউভার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিস্তার
ক্ষিপ্রতা যা প্রের্মদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে,
জীবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক ম্হ্রেগ্রেলায়, প্রর্ম যখন বরাবরের
মতো দেখিয়ে দেয় তার ম্লা, দেখিয়ে দেয় যে তার গোটা অতীতটা বৃথায়
কাটে নি, এই মূহ্রেগ্রেলিরই প্রস্তৃতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফুর্তিতে, বারোটা না বাজতেই পরিম্কার-পরিছেল, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হরে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরখানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুশ চির্নি আয়না সাজানো, ন্যাপকিন পাতা।

লেভিনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘ্মানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্রুশগ্লো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছু রইল না তাতে।

তবে খেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘ্রম আসে নি, এমনকি শ্রতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গায়লেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা রাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে স্বরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চির্নিন চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ক্রিয়াকর্ম' আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্য-লাভের প্রার্থনা হয়।'

'সতাই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চির্নি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সর্ব যে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ভাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে ব্রবিয়ের রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খ্ব খ্লি' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি. 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, খানিকটা ধ্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধর্মের বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফুটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তখন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কথনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগৃলো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শাস্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির স্থির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালোখি স্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাস্যকর প্রেষ্কালী চাল, যেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সম্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি।

'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খ্ব, খ্বই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মাল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিস্তু চুন্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সায়িধ্যে তার হস্তচুন্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শ্বধ্ব তার জবলজবলে চোখের দিকে দোবীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো বল্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উচ্চু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বে'ধে কাঁটা গা্জতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না... সোভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছা শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তর্ণ বয়সে ও যা ছিল সে ম্তি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমংকার ছেলে ছিল সে, কিন্তু তখন আমি ওকে ব্রুতে পারি নি।'

'খ্বই, খ্বই বিশ্বাস করি। আমি বেশ ব্রুতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' — কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হার্ন, হতে পারত' — লেভিন বললেন বিষণ্ণ সন্ধর, 'এ ঠিক সেই মান্ত্র বাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগ্মলোয় কাজ আছে মেলা। শ্বতে হয়' — নিজের ক্ষ্বদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

11 50 11

মৃত্যু

পরের দিন রোগাঁর অম-স্কা পান ও গান্তলেপন হল। অনুষ্ঠানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোথে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ, এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্চের আধ্বনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকৃচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শৃংধ্ব সাময়িক, স্বার্থ পর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উন্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাভিয়ে তলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকল প্রার্থী এই দুভিট, টান-টান কপালে ক্রশচিক্ত আঁকার জন্য অতিকণ্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বুক, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা করছিলেন তা যেখানে আর ধরবে ना, এ সব দেখতে कच्छे र्राष्ट्रल, यन्त्रशा त्वाध कर्ताष्ट्रत्नन त्निछन। भूरा এই সব ফ্রিয়াকাণ্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা কর্রাছলেন এবং নান্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উন্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অন্তিৎ যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গান্তলেপনের পর রোগাঁর হঠাৎ অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্র্নয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুম্ থেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাচ্ছেন। তাঁর কাছে স্থা আনতে তিনি এমনকি নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশাজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত স্কৃপত্টর্পেই বোঝা যাক না কেন, এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম স্থা, আর পাছে বা ভূল হয় — এমন একটা ভাঁতির দোলার দ্বাছিলেন।

'ডালো বোধ হচ্ছে — হাাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছ্ব নেই —

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন ওরা।
বিশ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শাস্তভাবে ঘ্রমিয়ে পড়েন, কিস্তু
আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাৎ তাঁর চারপাশের
লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। ফল্রণার বাস্তবতা
নিঃসম্পেহে, এমনকি আগেকার আশার স্মৃতিটুকু পর্যস্ত মুছে দিয়ে
লোভিন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হয়েছিল সেটা প্রারণ করাটাও যেন লক্জার কথা। রোগী সেটা ভূলে ছেন্দা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শ্কবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দ্ভি নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোঁকায় যে অলোকিক কান্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়... ওর জনোই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিণ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হাাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শ্কৈতে শ্কৈতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছ্বটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখনন।'

দ্ব'ন্ধনেই ছবটে গেলেন ওঁর কাছে। কন্ইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাধা নুইয়ে তিনি বসে ছিলেন খাটে।

কিছ্কেণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' — অতি কন্টে, কিন্তু অসাধারণ স্পতিতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিজ্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শব্ধব্ ওপরে চোখ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া, চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি। লোভন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' -- নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছু একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — প্রনর্জি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে। বললে. 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আরাম হত।'

'শিগগিরই শাস্ত হয়ে শ্রে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শ্রইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শ্ইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোখ বুংজে শুরে রইলেন মুম্র্ব্, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেণ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শান্ত, কঠোর এই মুখখানায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভূর্র ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে মুম্র্ব্র কাছে কিছ্ব একটা পরিক্কার হয়ে উঠছে এবং যা পরিক্কার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাছে লেভিনের কাছে।

'হাাঁ, হাাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধাঁরে ধাঁরে বললেন মুম্র্ব্। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শাস্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন স্বাকছ্র মামাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে; 'ওহ্ তগবান' — বলে দাঁঘিশ্বাস ফেললেন তিনি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল। ফিসফিস করে বললে, 'ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লোভনের বা মনে হল, অনেকখন রোগী শ্রেরে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বে'চে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লোভন। টের পাচ্ছিলেন যে ভাবনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি ব্রঝতে পারুবেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মুমুর্র কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না, তবে থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষ্বনি কী করতে হবে তাঁকে, চোথ ব্র্নিজয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নির্ব্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দ্বঃখ, শোক, এমনকি কর্বাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা ম্ম্ব্র্ যা জেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খ্রলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মূতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতথানা নিজের হাতে নিয়ে স্কীর উদ্দেশে ক্রন্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

ম্তের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তার, ঘ্ম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠান্ডা, কিস্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিস্ত রোগী পুনরায় নডেচডে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগীর অবস্থা একইরকম। লেভিন ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঘ্রমিয়ে পড়লেন। যখন ঘ্রম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শ্বনলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, খাছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনময়া। ভাই বা কিটি কেউ শাস্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রীতিকর কথা বললেন, নিজের প্রীড়ার জন্য ভংসিনা করলেন সবাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মস্কোর খ্যাতনামা ডাক্টার ডাকা হোক। কেমন তিনি বোধ করছেন, এ নিয়ে ষত

প্রশন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের স্বরে:

'কণ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য।'

ক্রমেই কন্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শ্য্যাক্ষতগ্রলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চডতে থাকল তাঁর, সব্কিছার জনাই তিরুস্কার করলেন তাঁদের বিশেষ করে মন্কোর ডাক্তার ডাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেষ্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার: কিন্তু সবই ব'থা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে র্যাদও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দর্নন সবার মনে যে মৃত্যুচিন্তা জেগেছিল এখন তা ছিত্রভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশাই এবং শিপ্যগিরই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্থমাত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন — উনি যেন মারা যান তাড়াতাড়ি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওষ্ধ ঢালছিল শিশি থেকে, অন্য ওষ্ট্রধ আর ডাক্টারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরস্পরকে ভুল ব্রঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘন্য, অপমানকর, অসং কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমুষু কৈ তিনি সবার চাইতে ভালোবাসতেন বলে এই কপটত। তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সং ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সের্গেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সের্গেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মান্সপার্শী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

ताशी किंद्र वन्तान मा।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উ'হ্ন, একটুও না' — বিষয়ভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ভাক্তার পাঠায়।'

কাটল বল্যণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, স্বাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাদি, মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শ্ব্ধু রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওম্ধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শ্ব্ধু অবিরাম যন্ত্রণ থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের মৃহ্তুটার আধো ঘ্রেম মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী তাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্দ্রণা ক্রমাণত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কন্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মৃহুতে যখন ভূলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্দ্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের ক্র্যুতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের ক্র্যুতিচারণ — সবই কন্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখ্লি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্দ্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিব্রাণের কামনায়।

পশ্চতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁরই ইচ্ছার পরিপ্রেণ হিশেবে, স্মৃথ হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যন্ত্রণা থেকে, অথবা ক্ষ্মা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববোধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিন্তু এখন অভাববোধ ও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেণ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যন্ত্রণা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যন্ত্রণা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিন্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শ্ম্ম অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগ্রলো মেটাবার দাবি করতেন ষা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষ্মিন আবার দাবি করতেন আগে যেমনছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'ব্রেলিয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও ব্রেলয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ সবাই।' আর কথা বলতে শ্রেম্ করেনেই তিনি চোখ ব্রুক্তে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অস্কৃত্থ হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বিম করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ভাক্তার বললে অস্বথের কারণ ক্লান্তি, অস্থিরতা, মনের শান্তি বজার রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দ্বিউতে চাইলেন তার দিকে, সে অস্কুই হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘ্ণাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন কর্ণ স্কুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' — বহু কন্টে বলতে পারলেন উনি, 'ব্যথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লেভিনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শ্ননতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর। দ্ভিট তাঁর একইরকম ধিকারহানা ও তীর।

লেভিনের পেছ্র পেছ্র মারিয়া নিকোলায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে. 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শ্বর করেছেন' — বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'খামচানো মানে?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সত্যিই লেভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছু একটা টেনে ছি'ডে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষ্যদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলায়ও শক্তি রইল না রোগার। দ্ভিতৈ একটা অপরিবর্তিত্ত মনোযোগা কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর ঝু'কে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। অন্তিম প্রার্থনা পাঠের জন্য প্ররোহত ডেকে পাঠাল কিটি।

প্রোহিত যখন প্রার্থনা পড়ছিলেন, মুম্ব্র মধ্যে জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন, কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, মুম্ব্র্ টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে প্রেরিহত তাঁর শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দ্বেক দাঁড়িয়ে থেকে ঠাড়া হয়ে আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছালেন।

'মারা গেছে' — বলে প্ররোহিত চলে বাবার উপক্রম করলেন। হঠাৎ দেখা গোল মাতের লেপটে বাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিব্দার শোনা গোল বাকের গভীর থেকে বেরিয়ে সানির্দিণ্ট একটা তীক্ষা ধর্নন:

'প্রুরো নয়... শিগগিরই।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা স্বত্নে সাঞ্চাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সায়িধ্য লোভনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সায়িধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধায় ভাই তার কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তীর; মৃত্যুর অর্থ ধরতে পারা তার কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তার কাছে; কিন্তু এখন স্মী কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি বেকে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচছিলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সেভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো প্রবল ও পৃতে।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞের থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞের আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অন্মান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অস্কৃষ্টা তার গর্ভবিতী হওয়ার লক্ষণ। বেট্সি আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যথন ব্বেছিলেন যে তাঁর কাছে শ্ব্র্ এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্থাকৈ কণ্টে না ফেলে তাঁকে শাস্তিতে রাখা হোক, স্থা নিজেই যেটা চাইছেন, সেই ম্হ্ত্ থেকে তিনি এত উদ্ভ্রান্ত বোধ কর্রছিলেন যে নিজে কিছু স্থির করতে পার্রছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হন্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সংপে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন স্বকিছুতে। শ্ব্র্ আল্লা যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহিশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সেতাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা প্রেরাপ্রির ব্রুলেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মুশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যখন তিনি সুখে দিন কাটিয়েছেন স্থার সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্থার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কন্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্থা যদি তখন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কন্ট হত তাঁর, নিজেকে দ্ভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নির্পায়, নিজের কাছেই দ্বেগ্ধ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্থা আর অপরের উরসজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের প্রস্কার হিশেবেই বেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাম্পদ, স্বার কাছেই নিম্প্রয়োজন এবং স্বার কাছেই ঘ্রিত।

স্মী চলে বাবার পর প্রথম দুই দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বের্তেন ক্যান্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেঁন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন একটা শাস্ত, এমনকি নির্বিকার ভাবই বজায় রাখার জন্য। আয়া আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপত্রের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশেনর জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন বার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছ্ নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিস্তু আয়া চলে যাবার ছিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আয়া যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সই আলক্সান্দ্রভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হ্রজন্ন যে আপনাকে বিরক্ত করার গোন্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হ্রজনুরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাং তিনি ঘ্রে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে অনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ ব্রুবতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দ্টেতা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হ্রুম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অন্ভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কর্নেই, এবং এই দ্ই দিনে বাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার মুখে বে ঘ্লা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অনুভব করছিলেন লোকেদের এই আলোশ থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আলোশটা আসছে এই জন্য নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেষ্টা করতে পারতেন তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লক্ষাকরর্পে জঘনারকমে অস্থা। তিনি জানতেন যে এই জনাই, ব্ক তাঁর শরবিদ্ধ কলেই ওরা তাঁর প্রতি নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যল্যণায় আর্তনাদ করছে যে আহত কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা ক্ষেন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা, এ দ্বাদন তিনি অচেতনভাবে সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখন অন্ভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় বে নিজের দ্বঃথে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহা করতে তাঁকে হয়েছে, উচ্চ রাজপর্ব্ব হিশেবে, উচ্চু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মান্ব বলে তাঁর জন্য বে কন্ট বোধ করবে এমন লোক শ্ব্ব পিটার্সব্রেহি ছিল না তাই নর: এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান বখন আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশায় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপুরুষ, একদা প্রয়াত সম্রাটের প্রিয়পাত্র।

স্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খ্রুড়োর সাহায্যে তক্ষ্মনি বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে প্ররোপ্মরি আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাবে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্দিদপ্তরে, প্রায় সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা বান আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছ্ম পরেই।

যথন তিনি একটা গ্রেনিরার প্রদেশপাল হিশেবে কান্ধ করছেন, তখন আরার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজ্ঞাত তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তখন আর ব্রক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেন্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থার এনে ফেলেন বে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নর চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু দিখা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওরার পক্ষে যত যুক্তি ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চ্ড়ান্ত যুক্তি কিছু ছিল না যতে তিনি বাধ্য হন জুর্ব এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে কান্ত খেকো; কিছু আরার পিসি জনৈক পরিচিত মারকত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান বে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাত্রী এবং স্থানি ওপর।

আমার জন্য তাঁর যে টান হর্মেছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হৃদ্যতার শেষ চাহিদাটুকুও নাক্চ হয়ে যায়। আর এখন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধজের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন যাঁদের তিনি খেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অন্রেয়ধ করতে পারতেন, প্রতিপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখনিল আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে; কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি স্ক্রনিদিশ্টি একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দ্বঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন; কিন্তু বন্ধটি সুদ্রের এক মফস্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবিগো যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ এবং ভাক্তার।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, বৃদ্ধিমান, সহদয় ও নীতিনিষ্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দৃর্ব'লতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিন্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

কাগজগুলো সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভাসিলিরেভিচের দৈকে তাকিরে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেন্টা করলেন করেকবার, কিন্তু পারলেন না। বাক্যটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দর্ভাগ্যের কথা শ্লেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেড়ে দিলেন তাঁকে।

দিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি স্থেসম; কিন্তু

বহুদিন হল দ্ব'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দ্ব'জনেই কাজে ভারি বাস্ত, দ্ব'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্লেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বির্যাক্তকর লাগত।

11 5 5 11

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভূলে গিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দ্বঃসহ এই ম্হাতেই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানানি না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাভিতে। দ্বই হাতে মাখা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউণ্টেস।

'L'ai forcé la consigne'* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হৃদয়
ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শর্নেছি,
আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বন্ধ, আমার!' দুই হাতে শক্ত করে ওঁর
হাতে চাপ দিয়ে নিজের সর্শের ভাবালা, দ্ভিট ওঁর চোখে নিবন্ধ রেখে
বলে চললেন তিনি।

ভূর, কুণ্টকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউপ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসমুস্থ, কাউপ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধন্ আমার।' তাঁর ওপর থেকে দ্ছিট না সরিয়ে পন্নর্তি করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাৎ ভূর্ তাঁর জ্বোড়ের জায়গায় উচ্চ্ হয়ে উঠে একটা গ্রিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউপ্টেসের অস্কার হলদেটে ম্থখানা হয়ে উঠল আরো অস্কার; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কন্ট হচ্ছে তাঁর, কে'দেও ফেলবেন ব্ঝি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউপ্টেসের ম্টকো হাতখানা নিয়ে চুম্ন খেতে লাগলেন তিনি।

* निर्देश व्यमाना क्रजाम (क्रवामि)।

'বন্ধ আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দ্বংখে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দ্বঃখটা খ্বই বেশি, কিন্তু সাম্ভনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মান্ব নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকিরেই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভরস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভরম্থল আপনি পাবেন, তার খোঁজ কর্ন, তবে আমার মধ্যে খ্রেবেন না, যদিও আমার বন্ধুছে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে' — দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভরম্থল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা' — তিনি বললেন সেই তুরীয় দ্চিট মেলে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের খ্বই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগনলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবির্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগনলো শন্নতে এখন ভালো লাগল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।

'আমি দূর্ব'ল। আমি ধরংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন বুঝতে পার্রাছ না কিছুই।'

'বন্ধু আমার —' প্রনর্ক্তি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন ষেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি ষে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহং যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছন্নিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার ব্বেকর মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোখ তুলে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লম্জার কিছ্ব নেই।'

ভূর কু'চকে হাত গ্রিয়ে আঙ্কে মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

সর্ গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খ্বিটনাটি আপনার জানা দরকার। মান্বের শক্তির একটা সীমা আছে কাউপ্টেস, আমি সেই সীমায় পেণিছেছি। সারা দিন আজ আমায় হ্রুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থা থেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জাের দিলেন) 'সেই হ্রুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গ্রহিশক্ষিকা, বিল... ছােটো এই আগ্রনটা আমায় দফে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই! ডিনারে... কাল সন্ধায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগ্যেস করে নি আমায়, তবে জিগ্যেস করতে চাইছিল, আর সে দ্ভিট আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাচ্ছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কে'পে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকর্ণা বোধ না করে।

'আমি ব্রুবতে পারছি, বন্ধ্ব আমার' — কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি ব্রুবতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সান্ত্বনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শ্ব্যু পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি ব্রুবতে পারছি যে নারীর ম্বুথের কথা, নারীর হ্রুকুম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আপনি আমি দ্ব'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দ্বস্ত নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়. 💰

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিন্তু বন্ধু আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খিদ্রুস্ট ধর্মের দিক থেকে যে জিনিস্টা সবচেয়ে মহনীয় তার জন্যে আবার লম্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শৃথ্যু ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্রনা, ত্রাণ এবং প্রেম্থ — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোথ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেটা অন্মান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্ননছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উক্তিগ্নলো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগ্নলো এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীলোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছ্ম কিছ্ম ভিন্ন ব্যাখ্যার স্ম্যোগ দিচ্ছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিচ্ছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নির্ব্তাপ, এমনকি শর্ভাবাপন্নই। কিন্তু কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেন্টা করতেন নীরবভায় তাঁর চ্যালেঞ্জগ্ললো এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শ্নেছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দ্ইয়ের জন্যেই আপনাকে অনেক অনেক ধনাবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আরো একবার বন্ধর দ্ই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' — কিছ্কেশ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রন্টুকু মূখ থেকে মূছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাছি সেরিওজার কাছে। শূধ্য চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারম্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গোলেন।

কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধ্ প্র্যুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রতি পালন করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সংসারের সুব্যবস্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন, সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দরেন্ত নন, সেটা কিন্তু অত্যক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হাকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগালো অপালনীয়, পালটাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কনেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শান্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খুবই: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খিক্লেট ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দৃঢ় ও প্রচণ্ড এক ভক্ততে যার হাওয়া তখন এসেছিল পিটার্সবৃর্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতার জাগানো ছিল সহজ। লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দৃণ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মতে৷ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কম্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কম্পনা থেকে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণাগালি হয়ে দাঁডায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় দাবি করে. সেটা তাঁর আদো ছিল না। মৃত্যু যে আছে শুধু, অবিশ্বাসীদের জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি ষেহেত ধর্মে পরিপূর্ণে বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কতটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেতু তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকম্পনীয় কিছু দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা দ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে অনুভব করতেন তা ঠিক; তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শাক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি বখন ঐ অকপট অনুভৃতিটায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন তিনি সূখ পেয়েছিলেন এখনকার চুেয়ে বেশি, যখন প্রতি মৃহত্তে তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খিন্স্ট, কাগজপ্রগালেলা সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এই রকমটা ভাষা ছিল খ্রই আবশ্যক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান খেকে সকলের কাছে ঘ্ণিত তিনি অন্যদের ঘ্ণা করতে পারবেন, গ্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত গ্রাণটাকে।

n eon

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খ্ব অলপ বয়েদে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমান্ম এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বিসত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউন্ট ভালোমান্ম এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খায়াপ কিছ্ব দেখতেন না, তাঁদের কাছে এটা দ্বর্বোধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন প্থক হয়ে এবং স্থীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতর্পেই বিষাক্ত বিদ্রুপ করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

শ্বামীর প্রণিয়নী হওয়ায় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণায়নী হয়ে থাকতে তাঁর কথনো আটকায় নি। হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলতেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী প্রমুষ উভয়কেই। যাঁর কিছ্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায় সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিল্সেস ও প্রিল্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, রুশ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন প্র্রোহতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন শাভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্দ্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষীণ, কথনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় অতি স্ক্রিক্ত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু কারেনিনের দ্বর্ভাগ্যের পর, যখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাধীনে

নেন, যখন থেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন, তখন त्थादक जीत भारत कराज नागम रा जाना मास्त्र जारनावाजा मौका नत्र, मिजा করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে रुपसाद्या. त्मणे मत्न रु आराकात ममन्त रुपसाद्यात एएस अवन । निस्कृत হুদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগালির সঙ্গে তুলনা থেকে তিনি পরিম্কার ব্রঝতে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিস্তিচ-কুজিংস্পির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জন্যই, তাঁর সম্মত দ্বোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধ্রে তাঁর সর্ কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্ভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ড দৃণ্টি, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা নরম শাদা হাতের জন্যই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুধু আনন্দই হত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খাজতেন কারেনিনের মুখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধরুক, এটা তিনি চাইতেন শুধু কথা কয়ে নয়, সর্ব সন্তা দিয়ে। ওঁর জন্য তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত বাস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর র্যাদ স্বামী না থাকত আর কারেনিন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি। কারেনিন ঘরে চুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি नान रहा छेठेएठन, कार्त्वानन जांरक मत्नातम किए, वनान छेल्लारमत शामि তিনি দমন করতে পাবতেন না।

করেক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আমা আর দ্রন্দিক রয়েছেন পিটার্সবির্গে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে, কণ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো মৃহ্তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা খবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগ্নলোর (আহা আর দ্রন্স্কিকে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগ্নলোয় নিজের বন্ধার সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেণ্টা করলেনু। দ্রন্স্কির বন্ধা তর্ণ অ্যাডজন্ট্যাণ্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কুপায় যে একটা পারমিট পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আলা কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রিণ্টের মতো পর্বর্ মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হল্বদ কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিছিট গদ্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা স্কৃষ্টির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শাস্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পড়লেন তিনি।

'মান্যবরা কাউপ্টেস,

খি.স্টীয় যে অন্ভূতিতে আপনার হদয় প্র্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দ্বঃসাহস পাছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কণ্ট পাছি। আমি চলে ধাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পড়িয়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শ্ব্যু এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান্ভব ওই মান্বটিকে কণ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বদ্ধুত্বের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি ব্রুবেন। সোরওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিণ্ট সময়ে আমিই বাড়ি বাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথায় এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভর করছে তাঁর মহান্ভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে কী কৃতজ্ঞতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আহাা'

চিঠির স্বকিছ্তে, তার বক্তব্য, মহান্ত্বতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার স্বর, যেটা তার মনে হল বেহায়া গোছের — স্বকিছ্তেই পিত্তি জ্বলে গেল কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার।

'বলে দাও জবাব মিলবে না' — এই বলে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তংক্ষণাং তাঁর লেখার কেস খ্লে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গ্রের্ছপূর্ণ ও দ্বঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা র্চি, তেমন চা করতে বলব। জর্বরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শস্তিও দেন তিনি' — ওঁকে খানিকটা অন্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দ্ব'তিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউণ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চার্তা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

n 28 n

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওয়ায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গল্প করতে লাগল।

অদল-বদল নিয়ে জিগ্যেস করার সোনালি জরির কাজ করা উদি পরিহিত এক পক্ষকেশ বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাসী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউণ্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্দ্রী আর প্রিন্সেস ভাৎকোভস্কারা স্টাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি আডেজ্বট্যাণ্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী।
'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে
আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।'

'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমর্দন করে বৃদ্ধ বললেন।

'কার্রোনন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস করলেন প্রিম্স।

'বলছিলাম যে উনি আর প্রতিয়াতোভ 'আ**লেক্সান্দর নেভন্কি**' অর্ডার পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উ'হ্। দেখ্ন ওঁর দিকে চেরে' — কাঁধের ওপর দিরে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উদি'গরা কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিরে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজ্মীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পরসার মতো সন্খী আর তুন্ট' — ব্যায়ামবীরের মতো দেখতে এক সন্পন্র্যুষ কামেরহেরের সঙ্গে করমর্দনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'ना, উনি ব্रড়িয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দর্ভাবনার দর্বন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত প্রেণ্ট ব্রঝিয়ে না বলা পর্যস্ত উনি ছাড়বেন না বেচারিকে।'

'ব্ৰড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!* আমার মনে হয় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্যা করছেন ওঁর স্থাকৈ।'

'কী বলছেন! কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছ্ব বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?' 'আচ্চা, কারেনিনা এখানে, সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবিংগে। কাল আলেক্সেই দ্রন্দিক আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous** মুহ্বায়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'*** বলতে শ্র করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিরে অভিবাদন জানাবার জন্য থেমে গেলেন।

- সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।
- 🕶 বাহ্লগ্না, বাহ্লগ্না (ফরাসি)।
- *** এ **লোক**টার নেই... (ফরাসি।)

এইভাবে ওঁরা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিক্কার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাণ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আর্থিক প্রকল্পটির প্রতি পরেন্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

শ্বী যথন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দঃখজনক সেই ঘটনাটি—উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিষ্কার তা দেখতে পাছিল, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি খেমে গেছে। শ্বেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি স্থারীর ব্যাপারে তাঁর দ্রভাগ্য অথবা তাঁর যা নিবন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেণছে গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই স্কৃপন্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গ্রুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বলুন, যে প্রস্তাবই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শ্নত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবারু জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিম্প্রয়োজন।

কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিত এটা অন্ভব করতেন না, বরং উল্টো: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভূলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি স্পন্ট করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। স্থাীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছ্ন পরেই তিনি লিখতে শ্রু করেন নতুন আদালত সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিষ্প্রয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চাকুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বেম্ যে থেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুম্ট তিনি আব কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জাগতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সন্তোষ বিধান

করা ষায় স্থার, ব্রহ্মচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা ষায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খিন্রস্টদতে পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অন্সারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উব্তিটি। তাঁর মনে হত, স্থাীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের স্কৃপন্ট অথৈর্যে বিরত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শুধ্য তখন, যখন কাছ দিয়ে এক রাজবংশীয়কে যেতে দেখার স্থোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাডান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগর্লো ভেবে দেখলেন মাথা ন্ইয়ে, তারপর অন্যমনন্তের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা করছিলেন।

কামেরহেরের জ্বলপি আঁচড়ানো, স্বরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিল্সের উদিতে আঁটো লাল গদানের দিকে তাকিয়ে (এ'দের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মান্ষ। লোকে ঠিকই বলে যে দ্বিনয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তাঁর্যকি দ্বিশীত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগন্তো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যন্ত ভিঙ্গতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খ্রুডে লাগলেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিশ্বেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি যে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধনাবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সাম্রভিচ, 'কী স্ক্রুর আজকের দিনটা' — 'স্ক্রুর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যন্ত চঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বির্পেতা ছাড়া আর কিছ্ আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভাস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হল্দ কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপর্প ভাবাল, চোখ জ্যোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগ্র্লোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিছু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেখার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শ্র্ম্ এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকটা বড়ো বীভৎস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিন্তাকর্ষকই মনে হত তাঁর কাছে। কাউন্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শ্র্ম্ তাঁর প্রতি প্রসন্নতার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রুতা ও উপহাসের যে সমন্ত্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দ্বিটর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি স্বভাবতই কাউপ্টেসের প্রেমাবিষ্ট দ্বিটতে আকৃষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আকৃষ্ট হয় আলোয়। 'অভিনন্দন' — চোখ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউপ্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোথ ব'জে কাঁধ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমার এটা খ্রাশ করতে পারে না। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কখনো।

'আমাদের দেবদ্তিটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি প্রেরা সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভূর্ব্ তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিংনিকভও খ্লি নন।' (সিংনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলোকিক শিক্ষার ভার পেরেছিলেন তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান বেসব প্রশেন প্রতিটি মান্য ও প্রতিটি শিশ্ব মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশেন তিনি আগ্রহী -— ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্যভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যখন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছুটা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্থ্রে খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবির্গের সেরা শিক্ষককে আমন্দ্রণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই ব্যস্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশ্ব থারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছবাসে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আপনি আসনে আমার ওথানে। আপনার পক্ষে কণ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগন্তি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এখানে, পিটার্সবির্গে।'

স্থার উল্লেখে কে'পে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ন্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দ্ভিতে, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছ্বাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার প্রবনো সব চিনেমাটির পার সাজানো, দেয়ালে পোর্টেট টাঙানো আরামপ্রদ স্টাডিটায় ঢুকলেন, গৃহকর্টী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর স্পিরিটে গরম করার একটা র্পোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্টেটগ্রলোর দিকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খ্ললেন। কাউন্টেসের সিক্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শাস্তিতে বসতে পারি' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিম্থে, তাড়াতাড়ি করে সেংধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

উপক্রমণিকাস্বর্পে গোটাকত কথার পর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোথ তুলে ভীর, ভীর, গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধ আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছ্ব আপনি দেখেন না!' 'উল্টে বরং, আমি দেখি স্বকিছ্বই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যায্য হবে?'

মুখে তার অনিশ্চিতি এবং তার কাছে দুর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামর্শ, অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবিকছ্বরই একটা সীমা আছে। দ্বাতিটা আমি ব্বি' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দ্বাতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিনি' কখনো ব্বতে পারেন নি, 'কিন্তু নিষ্ঠুরতাটা আমি ব্বিথ না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা ব্যুখতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছুড়বে কে?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন প্পান্টতই নিজের ভূমিকার প্রীতিলাভ করে, 'আমি সবকিছু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — প্রেক্লেহ... তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে প্রার না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধু আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষমা করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশ্টির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পাণ্টতই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা কর্বছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি বদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না কী কণ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আপনি বরাবরের মতোই নিজের কথা ভূলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যক্ষণা, শিশ্বটির কণ্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মান্বিক কিছ্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দ্বিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে ওকে চিঠি লিখব আমি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছ্ প্রশন আসবে, শিশ্বটির কাছে বা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিক্কারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশেনর উত্তর দেওরা চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খিন্রুটীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অন্রোধ করি। আপনার জন্যে কর্ণা মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউশ্ভেস লিদিয়া'

যে গোপন উন্দেশ্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই ল্বকিয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আন্নাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচর কাজে আর্মানিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মান্বের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খাজে পেলেন না সেটা।

যে স্মী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যাযাতই বলেন সাধ্তুলা, তার স্মরণোপলক্ষে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁর, স্মীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভূলগ্লো তিনি করেছেন তার যন্থাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিয়েছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কাছ থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অন্পোচনার মতো দক্ষাচ্ছিল তাঁকে। সমান দক্ষাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সন্তানের জন্য তাঁর যে যত্ন, সে স্মৃতিটা লক্ষায় আর অনুশোচনায় প্রতিয়ে দিচ্ছিল তাঁর হদয়।

ওর সমস্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লজ্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিস্থু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশেনর উদয় হত, বথা: এই সব দ্রন্সিক, অব্লোন্ শ্বিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বােধ করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল প্রো একসারি এই সব স্প্তুট, সবল, অসন্দিষ্ধ লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বা অজ্ঞাতসারে তাঁর কোত্হলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন খেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বে'চে আছেন ইহলোকের সাময়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অস্তরে তাঁর শাস্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিন্তু এই সাময়িক, অকিঞ্ছিকর জীবনে তিনি যে কতকগ্রাল, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অকিঞ্ছিকর ভূল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দম্বাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা ব্রিঝ নেই। কিন্তু এই প্রলোভনটা দীর্ঘন্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচের অস্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্ত্রস্কতাবাধে যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভূলতে পারেন।

॥ २७॥

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুর্তিতে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে প্রেনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোটু মান্যটির উদ্দেশে। 'ব্যান্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোখ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিরে যেতেই আমিই খবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছ।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি, 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে দ্রুক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। 'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাডলে পোর্টার।

ব্যাশেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্সেই আলেক্সাদ্রভিচের ঝাছে

কিসের যেন প্রাথাঁ হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দ্'জনেই উৎস্ক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশম্থে, পোর্টারের কাছে কর্ণভাবে মিনতি করছিল যেন তার খবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খ্লি হয়েছিল তো?'

'খ্রিশ আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।' কিছ্কণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শ্বাল, 'কেউ কিছ্ব এনেছে?' 'হ্যাঁ খোকাবাব্' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউন্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষ্বনি ব্রঝল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!'

'কত বড়ো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।' 'বই ?'

'না, কোনো একটা জিনিস। যান, যান, ভাসিলি ল্বকিচ ডাকছেন' — গৃহশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শ্বনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দন্তানা থেকে আধ-থসা সেরিওজার হাতথানা সাবধানে থসিয়ে পোর্টার চোথ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভূনিচের দিকে।

'ভাসিলি ল, কিচ, শ্বে, এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি ল, কিচকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছ্ব এমন স্ব্থময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধ্ব, পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের থবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীজ্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শ্বনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জন্য আনন্দ আর ুসে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খ্ব গ্রুড্পুর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার

মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।
'জানো, বাবা আলেক্সান্দর নেভন্দিক অর্ডার পেয়েছেন?'
'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'
'কী, উনি খুশি হয়েছেন?'

'জারের অন্থ্রহে খ্রিশ আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গ্রুর্গন্তীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হয়ে তাকাল সমস্ত খ্বিটনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মৃথ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দৃই জ্বলপির মাঝখানে ঝুলন্ত থ্বতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচু থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?' পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অন্শীলন থাকে। আপনারও অনুশীলন আছে খোকাবাব, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অন্মানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যল্য। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগ্যোস করলে সে।

কিন্তু ভাসিলি ল্বকিচ ভাবছিল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দুটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বল্ন-না ভাসিলি ল্নকিচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে হঠাং জিগ্যোস করলে সেরিওজা, 'আলেক্সান্দর নেভিশ্বি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্সান্দর নেভিশ্বি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভাসিলি ল্বাকিচ বললে যে নেভাস্কর চেয়ে বড়ো হল ভ্যাদিমির। 'আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভালি।'

'আর আন্দেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কন্ইয়ে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ছবে গেল।

ভাবনাগুলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাব। তার হঠাং ভ্যাদিমির আর আন্দেই দ্ই-ই পেরে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমস্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার কর্ক, অর্মনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সময় কেটে গোল। শিক্ষক যখন এলেন 'চিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তখনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শৃথ্য অসন্তুল্ট নন, দ্বঃখিতই হলেন। এই দ্বঃখটা সেরিওজাকে বিচালত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছ্ নেই; যত চেন্টাই সে কর্ক পড়া সে কিছ্তেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ ব্যিয়ের দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন ব্যতে পারছে, কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছ্তেই মনে করতে আর ব্যেতে পারছিল না কেন অমন ছোটু আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাং'-কে হতে হল ক্রিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দ্বঃখ পেয়েছেন তার জন্য কন্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সাম্বুনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই ম্হতেটার স্বযোগ নিলে সে।

হঠাৎ জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন কবে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, ব্রন্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁয় দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে ব্রুতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন, ভাবছেন না তা নিয়ে, যে স্রের কথাগনলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছ্ বিষয়ে, যা ভারি একছেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমায়ঙ্গ ভালোবাসেন না?' সথেদে সে জিগ্যেস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যন্ত সেরিওজা একটা ছারি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্তু মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলার পর এবং বলেছেন বলেই সে বেডাবার সময় খাজে বেড়াত তাঁকে। পােডাদেহী, লাবণাময়ী, কৃষ্ণকেশী প্রতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই বৃত্তি উনি তার কাছে এসে মুখাবগু-প্রন তুলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মুখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে. তার স্ক্রেভি পাচ্ছে সে. অনুভব করছে তার বাহার কোমলতা, স্থ কে'দে ফেলবে সে. যেমন একবার ছিল সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে. সাভসাভি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড় দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাৎ শুনল যে মা তার মরেন নি. তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা ব্রবিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো ব্রুত পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খ'লেত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীক্ষোদ্যানে বেগন্নি মুখাবগা্ঠন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দুরুদুরু, বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ্ণ কবছিল সে যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যন্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছারি দিয়ে কাটছিল টোবলের কিনারা আর জারলজারলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মারের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি ল্বকিচ। লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করলে, মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা খ্রন্সলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অনুশাসন বইখানা টেনে নিয়েখ্ললেন। পবিত্র ইতিব্তু প্রতিটি খিন্স্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ কথা বারন্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অনুশাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'খ্ব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেজ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেজ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খুমি হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করো বাপন্' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পন্রস্কারটা নয়, শ্রমই মলোবান। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশনুনা করো প্রস্কার পাবার জন্যে. তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা; কিস্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি ব্ক বে'ধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি প্রস্কার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জনল সেরিওজার চোখ দ্লান হয়ে গেল, বাপের দ্বিত্তির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত স্বর যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই প্রেকস্থ বালকের কৃত্তিম ভূমিকা নেবার চেন্টা করত।

'তুমি এটা বুঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হাা বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে। 🕶 পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক মৃথস্থ করা এবং প্রাচীন অনুশাসনের শ্রুটার প্রুনরাব্তি করা নিয়ে। বাইবেলের শ্লোক সেরিওজা

ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বে'কে যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শব্দে জ্বড়ে দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পরিজ্কার হয়ে গোল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মুখ গোমড়া করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শুরু করলেন সেটা সে শ্নেছে বহাবার, কিন্তু কখনো মনে রাখতে পারে নি, কেননা তা ব্রুকতে পারত সে পরিষ্কার — 'হঠাং' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শুধু একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার প্রনরাব্যন্তি করাবেন কিনা: সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রনরাব্যত্তি করতে তিনি বললেন ना, প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগ্রলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা কিসের পূর্বসূচনা দিয়েছে এ প্রশেনর জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছুই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেরেছে। যে জারগাটার সে কিছুই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচচ্ছিল, চেয়ারে দলেছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আগেকার পয়গদ্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনখ ছাডা আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগুলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনথ ছিল তার প্রিয় চরিত্র, আর পিতার ঘড়ির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পুরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শ্নত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে বিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে; যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যেস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাই-মাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনথ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, কেন সবাই ভগবানের চোথে অমনি

পর্ণ্যবান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিন্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনখের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন পয়গম্বর?' 'এনখ এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খ্ব থারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খিদ্রন্টানের পক্ষে যা জানা সবচেরে বেশি দরকার তা জানার চেন্টা বদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খ্লি নই, পিওতর ইগ্নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখ্লি... তোমার শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসন্ন, এবং সতিই সে পড়াশ্নায় ছিল খ্বই খারাপ। অন্যদিকে তাকে গণ্হীন বলা চলত না কোনোক্রমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টাস্তস্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গণ্পনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জর্বি একটা দাবি। এ দাবিটা ওঁদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাস্কি লড়াই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনো সে শিশ্র; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপপ্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপর্ণ। শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেশ্কা, ভাসিলি ল্বিচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সপ্তয় করত সে। যে জলপ্রোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অন্য জায়গায়।

বিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদেজ্কার কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শান্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শান্তিটা হল শাপে বর। ভাঙ্গিল লন্কিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সক্ষেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বে°ধে নিয়ে ঘ্রপাক খাওয়া ধাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো ধায় তার স্বপ্নে। সারা সঙ্গে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শ্তেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা যেন আর ল্বকিয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি ল্বিচ, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশুনা যাতে ২য়?'

'উহ্ন।'

'খেলনা ?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমংকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলনে' — হেসে বললে ভার্সিল লন্নকিচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিং, 'নিন, শুরে পড়ন, আমি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খ্নিতি খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যথন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তথন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে ক্লেহের দ্থিতৈ তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিন্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

แระแ

পিটার্স বৃর্গা এসে দ্রন্ স্কি আর আরা উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় দ্রন্ স্কি রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশ্বটি, স্তন্যদানী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্বাটে আরা।

আসার প্রথম দিনেই দ্রন্দিক যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মস্কো থেকে তিনি এসেছিলেন কী একটা কাজে। মা এবং দ্রাত্বধ্ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগ্যেস করলেন বিদেশ দ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের ব্রান্ত, কিন্তু আমা সম্পর্কে ট্রাম্কটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে দ্রন্স্কির কাছে এসে জিগ্যেস করেন আন্নার কথা, আলেক্সেই দ্রন্স্কি খোলাখনলি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত যেকোনো স্ফ্রীর মতোই তাঁকে স্ফ্রী বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গ্রহণীকে জানিয়ে দেন।

শ্রন্দিক বললেন, 'সমাজ যদি অন্মোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ফীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের য্বক্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অবধি তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভুল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছু দেখেন নি, আলেক্সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আল্লার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও দ্রন্ স্কি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আমা যে দ্রন্ স্কির মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দর্মন অঙ্কুত একটা বিদ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন দ্রন্দিক। সমাজ যে তাঁর আর আল্লার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার; এখন দ্রুত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দ্ভিভিঙ্গি বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশন এখনো অমীমাংসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহ্লা, দরবারের যে সমাজ তা আল্লাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিন্ঠরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

র্যাদ জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গ্রুটিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা ষায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গ্রুটিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে, এটা জানা থাকলে লোকের খিচ ধরে, পা দমকা মেরে টালুর হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল ভ্রন্স্কির। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রুদ্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেণ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মন্ত থাকলেও আল্লার জন্য তা রন্ধ। বেড়াল-ই'দন্র খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আলার ক্ষেত্রে।

পিটার্স বৃর্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্স্কির সাক্ষাং হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যন্ত। আর আরা? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় স্তমণের পর আমাদের পিটার্সবিহার্গ যে আপনাদের কাছে কী বিছছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধ্মাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

দ্রন্দিক লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হাস পেল বেট্সির উচ্ছনাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছ্বড়বে, কিন্তু আন্নার কাছে আমি যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সত্যি, সেই দিনই তিনি যান আমার কাছে, কিন্তু গলার স্রটা ছিল না আগের মতো। স্পষ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববােধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আমা তাঁর বন্ধুছের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠখোট্রারা আপনাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ। Ça se fait*, আপনারা শুকুবার চলে যাচ্ছেন? দ্বঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্সির কথার ধরন থেকে দ্রন্স্কির বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেণ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আম্লাকে নিয়ে উচ্ছ্রিসত হলেও প্রের ভবিষ্ণং নন্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আম্লার উপর হবেন নির্মাম। কিন্তু

সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

প্রাত্বধ, ভারিয়ার ওপর খ্বই ভরসা করেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছন্ডবেন না। সহজসরলভাবে দ্ঢ়তার সঙ্গে তিনি আহার কাছে যাবেন এবং স্বগ্রেহ বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই ভ্রন্স্কি যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

দ্রন্দিকর কথা সব শানে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক্সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সর্বাকছ, করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আলা আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' — 'আল্লা আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জ্যার দিয়ে। 'ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি: ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খুটিনাটি কথার আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — দ্রন্দিকর বিমর্ষ মুখের দিকে ভীর দুষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিন্তু যে জিনিসের যা নাম, সেটা স্পন্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে স্কাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা ব্রুকতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জন্যে। বেশ, আমি নয় গেলাম আলা আর্কাদিয়েভনার কাছে; উনি ব্রুবেন যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে, কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অনাভাবে যারা ব্যাপারটা দেখে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হাাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেরে আমা নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' — আরও বিমর্য মুথে কথার বাধা দিলেন ভ্রন্স্কি এবং দ্রাত্বধ্র সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা ব্রুতে পেরে উঠে দাঁডালেন নীরবে।

'আলেক্সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। ব্বেথ দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীর্ ভীর্ হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্যভাবে বললেন দ্রন্দিক, 'কিস্তু এতে আমার কণ্ট হচ্ছে দ্বিগন্গ। কণ্ট হচ্ছে এইজন্যে এবে আমাদের বন্ধন্দ্ব দ্বচে গেল। দ্বচে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি ব্রুতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গতাস্তর নেই।'

এই বলে চলে গেলেন উনি।

দ্রন্দিক ব্রুতে পেরেছিলেন যে আর চেষ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সব্রেগ এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগংটার সঙ্গে সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমনকষ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সবির্গের প্রধান একটা বিশ্রী ব্যাপার ছিল এই যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্ব হ বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শ্রুর হোক না কেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রসঙ্গে না উঠে যেত না; এমন কোথাও যাবার জায়গাছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সন্তব। অন্তত দ্রন্দিকর তাই মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙ্বল থাকলে লোকের মনে হয় যে স্বকিছ্ই যেন ঐ জখম আঙ্বলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবিহুর্গে দিন কাটানো দ্রন্সকর কাছে আরো দহঃসহ মনে ইচ্ছিল, কারণ আহার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দহুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আহা যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নির্ত্তাপ, তিতিবিরক্ত, দহুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কণ্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাখছিলেন দ্রন্সকর কাছ থেকে, যে আঘাতগহুলো দ্রন্সকর জীবন বিষিয়ে তুলছে, স্ক্রা বোধের ফলে যা আহার পক্ষে আরো বেশি যক্তাদায়ক হবার কথা, তা যেন আহা খেয়ালই করছিলেন না।

u < > u

আরার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলি অন্থির করেছে। আর যত কাছিয়ে এসেছেন পিটার্সবির্গের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাংপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সেপ্রশন তিনি আব করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তখন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবির্গে এসে সমাজে তাঁশ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাং একটা পরিষ্কার ধারণা হল তাঁর এবং ব্রেলেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দ্রণিদন কেটেছে পিটার্সব্রেল। ছেলের ভাবনা তাঁর

মৃহ্তের জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তার মনে হচ্ছিল। তাঁকে চুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিন্তা ছিল কন্টকর, শান্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাণ্টার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুন্বন করতে। সেরিওজার প্রনো ধাই-মা তাঁকে সাহায্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত্র দোদ্লামানতা আর ধাই-মাকে খণ্ডেল বার করার চেন্টায় কেটে গেল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কন্টে আমা স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিরেছিল, সে আমার কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আমা যখন শ্নছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ ব্তান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে মৃহ্তের মতো অত অপমানিত আমা বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আমা কিস্তু এও ব্রুতে পারছিলেন যে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দৃঃখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। স্বন্দিককে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে স্বন্দিক তাঁর দৃঃখের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আমার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গ্রুত্বেইন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কাছে অতি গ্রুত্বেই সমস্ত গভারতা ক্রমরঙ্গম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন.

ব্যাপারটা বললে যে নির্বৃত্তাপ স্বরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘ্ণা হবে আহার। আর দ্বনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগ্বলো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শ্বধ্ব ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যস্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নির্ভরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগ্বলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জবলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল প্রুচেরেরের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বির্ব্ধেন।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কণ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তংক্ষণাং তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাস্কৃত্তি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘ্রুষ দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণে করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খ্ব ভাবে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শ্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তার টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগর্শুন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কাছ থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছু খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শুধ্ ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগ্রলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাব্ন, কিছুই দাঁড়াছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা. তাঁর ভতপূর্বে বাড়ির সদর দরজায় ঘণ্টি দিলেন !

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জনুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগন্পন নামিয়ে এক মহিলা দাড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

পোর্টারের সহকারী আন্নার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খ্লতেই আন্না ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন র্ব্লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গাঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সেগেই আলেক্সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগ্নলো আহ্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিব্রত অবস্থা দেখে কাপিতোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে তুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদ্বমোভের কাছ থেকে আসছি সেগে'ই আলেক সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আলাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবর্তিত প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কন্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহুর্তের জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভাবকোট খ্লতে খ্লতে কাপিতোনিচ শ্ধাল, 'অপেক্ষা করবেন কি ?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুনিশি করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হুজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আমা, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের,ল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অন.রোধের একটা দুন্টিতে চেয়ে তিনি লম্ম্র পদক্ষেপে দ্রুত উঠতে লাগলেন সিণ্ড দিয়ে। হ্মাড় খেয়ে পড়ে সিণ্ডির পৈঠায় জ্বতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছুটল তাঁর পাল্লা ধরতে। 'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা ব্রুতে না পেরে পরিচিত সি'ড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আলা।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিচ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার: 'একটু সব্বর কর্ন হ্জুরানি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খ্লো অন্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আমা অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যথন এই কথা বললে, সেই মৃহ্তে আন্নার কানে এল শিশ্র হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবস্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'ষেতে দাও, যেতে দাও, বাপ্ন!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শ্বধ্ব একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদ্বটো ব্বজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘ্ম-ঘ্ম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধ্যভিরে ফের শ্বেয় পডল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তথন আয়া তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর জেমন নয়: চাব বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ে। আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর খেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফের ডাকলেন আন্না।

কন্ইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খ্রুতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোখ মেলল। চুপচাপ সপ্রশন দ্যিততে সে করেক মুহুর্ত তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম সূথের হাসি হেসে মুদে আসা চোথ বুজে সে লা্টিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিণ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আলা বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহ-বৈদ্ধনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তথনো চোথ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘে'ষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশবুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রাল্ব ঘ্রাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আছেল করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায।

'আমি জানতাম' — চোথ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষ্মিন আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পডল।

ত্যিতের মতো আন্না দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপিস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুন্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুম্ খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত ব্লিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না: কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্ছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চেচিয়ে উঠল কাল্লা-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না. কাঁদব না, কাঁদব না' — কান্নাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আন্না; 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছ্কুল চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিস্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তৃই? কেমন করে..' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘ্রিয়ে নিলেন। 'ঠান্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভার্সিলি ল্যুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!'

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!' ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আলার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিজ্ঞার ব্ঝতে পারল কী ঘটেছে। 'ওটা খ্লে রাখো' — আলার মাথা থেকে টুপিটা খ্লে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুম্ খেতে লাগল সে।

'কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।'

'কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।'

'বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?'

'আমি জানতাম, আমি জানতাম!' নিজের প্রিয় বর্নিটির প্রনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আন্নার যে হাতখানা তার মাথায় ব্রনিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

น ๑๐ แ

ইতিমধ্যে ভার্সিল লন্নিচ যে প্রথমটা ব্রুতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, স্ত্রাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে ব্রুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠঙ্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মৃছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্র্রী এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে ঢুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশ্বকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই ব্বুখতে পারছিল যে স্বামী-স্নীর সাক্ষাং হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং পোটারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেণছে দিয়েছে জেনে ব্রুড়াকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগ্রের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হাাঁ, তুমি হলে চুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগনে গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! ব্যালে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্ম'পর্ত্ত্বর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে
ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলনে মারিয়া এফিমোভনা:
ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষ্বনি বের্বেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কান্ড!' আয়া বললে. 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখ্বন কর্নেই ভার্মিলিয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কান্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশ্বকক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেৎকা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আয়া শ্বনছিলেন তার কণ্ঠদবর, দেখছিলেন তার ম্খ, ম্খভাবের চাণ্ডলা, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে ব্বতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার — শ্ব্ব এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অন্ভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি ল্বকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শ্বনতে পাছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না। আন্নার কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও দকন্ধ চুন্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকর্ন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে. আল্লা আক্যিদিয়েভনা!'

হঠাৎ কে'দে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর। , হেসে চোখ জবলজবল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অনা হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল প্রবৃষ্ট্ পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লাসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন…' সেরিওজা বলতে শ্রে করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লঙ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না. এই দেখে থেমে গেল।

আহ্না ঝু'কলেন তার দিকে। বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা বুঝল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যথন ছোটু ছিল তথন আমা তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভূলে যাবি না তো? তুই…' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি। ওকে যা বলা যেত তেমন কত কথা তাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা বুঝল সেরিওজা। সে বুঝল যে মায়ের প্রাণে সুখ নেই আর ভালোবাসেন ভাকে। এও সে বুঝতে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফির্মফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে বুঝতে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি কেন মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর লক্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাছেছন উকে, কিসের জন্য যেন লক্জা পাছেছন। ভেবেছিল একটা প্রশ্ন করে

খটকাটা পরিষ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাচ্ছিল যে কণ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তাব। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘে'ষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগগির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দ্রে আর তার ভীত মুখভাব দেখে ব্ঝলেন যে শুধ্ব বাপের কথাই বললে না. যেন শ্বাচেছ বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যথন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোখে হতাশায় চিংকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলভায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদ্ব আমার!' শক্তিহীন হয়ে সেরিওজার মতোই ছেলেমানুষি কাল্লায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খ্লে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি ল্কিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজানীর কাছে। ব্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়া হল আন্নাকে।

বিছানায় ল্কিট্রে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মৃথ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোথের জলে ভেজা মৃথে চুম্ থেলেন আরেক বার এবং দুক্ত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মৃথোম্থি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দ্ভিপাতে সমস্ত খ্টিনাটিতে তাঁর ম্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেলা, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষা আচ্ছন্ন করল আল্লাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ম্থাবগৃহ্ণন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দেড়ৈ বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগ্রাল তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসং আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আহ্রার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাং তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি ব্রুখতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খ্রুলে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরামকদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দুই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রোঞ্জ ঘড়ির দিকে ক্ষির দ্ভিতৈ তাকিয়ে ভাবনায় ভূবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আহ্বা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আন্না বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আহার काष्ट्र । शानगान म्यून्ड स्मराही वतावरतत मराज मारक प्रतथ निरुत निरुक যেন সূতোয় মোড়া হাত বাডিয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাখনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে नागन। थ्रीकत উप्प्तिम ना ट्रांस, हुम, ना त्थारा भाता यात्र ना, जात पिरक আঙ্কল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে: নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পার। যায় না, যা সে চুম, খাওয়ার মতো কবে প্ররে নিত ম্খেব মধ্যে। এ সবই করলেন আমা, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুম, খেলেন তার তাজা গালে, অনাব্ত কন্ইয়ে; কিন্তু এই শিশ্টিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিম্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর ক্লেহ ক্লেহই নয়। মেয়েটির সবই মিষ্টি, কিন্তু কেন জানি আল্লার মন কাডতে পার্রছিল না সে। প্রথম সন্তান্টি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিত্রপ্তির পথ পাচ্ছিল না: মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তান্টির জন্য যে যত্ন হরেছিল তার শতাংশভ ঘটে নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবিকছ্ই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মান্ম হয়ে উঠেছে, প্রিয়পাচ মান্ম; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অন্ভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে — তার কথা আর দ্ভি স্মরণ করে আমা ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শ্ব্রু দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার স্বরাহা করার উপায় নেই।

ন্তন্যদানীকে মেরেটি ফেরত আর তাদের ছুটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্ট্রেট ছিল সেরিওজার। টুপি খুলে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগ, লি মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খুলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খুলে নিলেন সবক টিই। রইল শুধু একটা সব শেষের স্বন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দু, দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোথ কু চকে সে হাসছে। এটা হল সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা সন্দের মূখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সর সর, শাদা শাদা অতি উত্তেজিত আঙ্বলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে খ্টলেন বার কয়েক, কিন্তু ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছ্বার ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্দিকর ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) খাসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। দ্রন্স্কির ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দঃথের কারণ। সারা সকালটা আল্লা ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিন্তু এখন পুরুষোচিত, সম্ভ্রান্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও সুমিষ্ট এই মুখখানা দেখে হঠাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অন্ভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দ্বংখকন্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলেরেখে সে থাকে কী করে?' হঠাং একটা অভিযোগ নিয়ে আল্লা ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপেরেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষ্নিন তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে স্ববিচ্ছ্ব বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ন্ট ব্বে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে লোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগাগেরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সবৃর্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আমার মনে হল, 'একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে।' হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আমার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগ্নলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল স্বিকছ্তেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবিহুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমর্নকি এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচখি হতে চাইছেন না।

'কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্দিকর উদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে দ্রন্দিকর ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রক্ষের উন্দাপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে বাস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগ্রলার চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসক্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য দ্রন্দিক আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শ্বনলেন। যখন ড্রায়ং-র্মে ঢুকলেন, তখন ভ্রন্দিক নন, ইয়াশ্ভিন তাঁকে স্বাগত করলেন দ্গিট দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন ভ্রন্দিক, আয়ার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

'আমরা তো পরিচিত' — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্ভিনের (যেটা তার বিশাল দৈঘ্য ও রুক্ষ মুখের পক্ষে ভারি অন্তুত) বিরাট হাতটায় রেখে আল্লা বললেন। 'পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তো আমায়' — ছেলের যে ফোটোগুলো দ্রন্স্কি দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে তাঁর কাছ থেকে সেগ্লো ছিনিয়ে নিয়ে আল্লা বললেন এবং জনলজনলে চোখে অর্থপূর্ণ দ্ভিটতে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এ বছর ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আমা বললেন সম্বেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শ্বনে দ্বংথ হল, কেননা আমার পছন্দগ্রলো বেশির ভাগই খারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্ভিন বললেন।

কিছ্কেণ কথাবার্তার পর দ্রন্দিক ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্ভিন আল্লাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবি,গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টুপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিরও দ্থিতৈ তিনি তাকালেন জনস্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্ভিন দ্রনাস্কর দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তুই?'

'আমার এখানে খেতে আসন্ন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দ্টেকপ্রে বললেন আল্লা, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অস্তত থাকতে পারবেন। আলেক্সেই তার রেজিমেপ্টের বন্ধন্দের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খ্ব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্ভিন কথাটা বললেন তা থেকে প্রনৃত্তিক ব্রুলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্ভিন মাথা ন্ইয়ে বেরিয়ে গেলেন, জন্দিক রয়ে গেলেন কিছ্ফুণের জন্য।

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — দ্রন্স্কি বললেন, 'যা! আমি এক্ষ্নি আসছি' –– চে'চিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্ভিনকে।

প্রন্মিকর হাত ধরে আল্লা অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছ্ বলার আছে' — তাঁর বে'টে হাতথানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছ্ হয় নি তো?' 'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর স্মবিনাস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুম্ম খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটার চাপ দিয়ে আলা বললেন, 'আলেক্সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে ৷ কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কণ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি। 'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আল্লা বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

11 50 11

खन् रिक यथन कितलन, आज्ञा घरत ছिल्लन ना। भूनरलन छेनि हरल যাবার কিছ্ম পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দ্ব'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আল্লা যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আল্লা যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশ্ভিনের সামনে যে ক্রন্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগ্রলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব দ্রন্ স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আল্লার সঙ্গে একটা বোঝাব্রিঝ হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রায়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আল্লা ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্লোন্স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আমা বাজার করতে যান। দুর্শিচন্তাগ্রন্ত ও সপ্রশন দ্রন্দিকর মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আমা, ফার্ত করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। দ্রনাদিক দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি দ্রন্স্কির দিকে চকিত দুন্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তার ছিল সেই দ্রততা আর লাবণ্য যা তাঁদের অস্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মুদ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-র্মটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আল্লার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিন্সেস বেট্সিস ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অস্ত্রে, কিন্তু আল্লাকে অন্বোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে নটার মধ্যে তার কাছে আসতে। এইভাবে সময় বে'ধে দেওয়ায় ভ্রন্শিক তাকালেন আল্লার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু আল্লা যেন খেয়াল করলেন না সেটা।

ম্দ্ৰ হেসে তিনি বললেন, 'খ্ব দ্বঃখিত যে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রিন্সেস খ্র দঃখিত হবেন।'

'আমিও।'

'আর্পান তাহলে পাত্তি শ্রনতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।
'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। যেতাম যদি বঞ্জের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' — আল্লা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন দ্রন্দিক। আলা কী করছেন তা একেবারেই ব্রুতে পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিন্সেকে, কেন তুশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থার পাতির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, ধেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গ্রুর্তর দ্ভিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আলা জবাব দিলেন হয় আম্বদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দ্ভিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আলা হয়ে উঠলেন উদ্ধৃত যুত্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দ্রুলনের সঙ্গেই। যথন খাওয়ার টেবিল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধাদ্ধায় আর ইয়াশ্ভিন ধ্মপান করতে, দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আলা ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের ব্রক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, ম্থথানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রুপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্সিক বললেন, 'সতি।ই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগোস করছেন যে?' দ্রন্দিক তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে প্রনরায় আহত বোধ করে আল্লা বললেন, 'না যাবার কী আছে?' আল্লা যেন ব্রুখতে পার্রাছলেন না তাঁর কথার গ্রুত্ব।

'বলাই বাহনুল্য, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুরু কু'চকে বললেন দ্রন্দিক।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আন্না বললেন, দ্রন্দিকর কথার স্বরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা ব্রুতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, স্বর্রাভত দন্তানাটা প্রতে লাগলেন শাস্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'ব্ৰুতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আপনি জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্ হিক।
বলতে শ্রেরু করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আলা। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শ্বর্ করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গ্রুত্ব ধরে শ্বন্ একটা জিনিস: দ্ভেন দ্ভানকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাং হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি র্শীতে, চোখে প্রনৃষ্কির কাছে দ্বর্বাধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আয়ার দিকে দ্রন্ হিক চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সোষ্ঠবেই পিত্তি জবলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ কর্রাছ, মিনতি কর্রাছ যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মিনতি কিন্তু দ্ভিটতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে। কথাগ্রলো শ্নেছিলেন না আল্লা, কিন্তু দ্ভির শীতলতা দেখতে পাছিলেন, ক্লিপ্ত কণ্ঠে জ্বাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'
'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন ভ্রন্ফিক।

'কিছ্ই ব্রতে পারছি না। ইয়াশ্ভিন n'est pas compromettant*, প্রিম্পেস ভারভার্ত অন্যদের চাইতে খারাপ কিছ্ন নন। আ, এই ভো উনি এসে গেছেন।'

11 00 11

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে ব্রুবতে না চাওয়ার জন্য আহার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রোশ দ্রন্দিক বোধ করলেন এই প্রথম। জনলাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মূখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাস্মৃত্তি বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবা্র পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শৃথ্য পতিতা নারী হিন্দেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আন্নাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে ব্রুবতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের প্রাচ্ছিলেন একই সময়ে আন্নার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপে সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

সন্নাম নণ্ট করতে পারেন না (ফরাসি)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্ভিন সেলংজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বঙ্গে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্ন্পির 'মগ্বচি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি তোকে' — বন্ধর বিষর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা হয় না।' 'তাই ভাবছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্নিক।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও দ্রন্সিক মৄহ্রতের জন্য আমার কথা ভূলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরম্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উদির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে ব্রিঝয়ে দিয়ে যে দ্রন্দিকর মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গ্রেছে দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' -- আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্দিক।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্ স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্ ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্ভিন ভাবলেন, 'বৌ থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে দ্রন্দিক একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।
'আছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট… সম্বাকি ইয়েগর
থাকবে সেখানে, খ্ব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্সব্র্গ।
এখন আলা ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ,
ইয়াশ্ভিন, প্রিম্পেস ভারভারা…' ছবিটা তিনি কম্পনা করলেন মনে
মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাচ্ছি, নাকি তার ওপর তদারকির
ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলংজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্ত। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণ্টি বাজালেন।

সাজ-ভূত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'যদি তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগ্রলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাজুরের মুখ দেখে ব্রুক্ত যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার, তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপার আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করে।'

দ্রন্দিক থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে প্রবাদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে দ্রন্স্কির কোট খালতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হাজার' বলে সম্বোধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার কোট হাতে দ্'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শ্নছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অকেন্দ্রীর স্ট্যাকাটোর সম্বর্পণ সঙ্গত এবং একটি নার্রাকণ্ঠ যা চমংকার তান ধরছিল। দরজা খালে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল শ্রন্তিকর কর্ণকুহর। কিন্তু **সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল** দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধর্ননি থেকে ব্রুবলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লপ্টন আর রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যঙ্জ্বল প্রেক্ষাগ্রহে যথন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তথনো চলছিল। মঞ্চে নগ্নস্কন্ধে ও হীরকে দেদীপামানা গারিকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘ্টে রকমে ছাড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অমনি স্টল আর বক্সের সমস্ত শ্রোতা চণ্ডল হয়ে উঠল, ঝুকে পড়ল সামনে, চিংকার করে উঠল. হাততালি দিল। বেদীতে দন্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেণছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যস্ত গিয়ে দ্রন্স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভাস্ত পরিস্থিতি, মণ্ড, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগ্রের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উদি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগ্রেলায় আসল প্রুষ্থ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মর্দ্যানগর্মলির দিকেই মনোনিবেশ করলেন দ্রন্দিক এবং তংক্ষণাৎ তাদের যোগস্ত্র খুঁজে পেলেন।

দ্রন্দিক যখন ভেতরে ঢোকেন, অৎকটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাস্বজি এলেন প্রথম সারিতে সেপ্বথোভস্কর-এর দিকে। অকে স্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বে কিয়ে হিল ঠুকছিলেন তিনি, দ্ব থেকে দ্রন্সিককে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তথনো দেখেন নি দ্রন্দিক, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দ্ভিট যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খাজছিলেন না: সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দ্ভিট দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সৌভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফোজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' শ্রন্স্কিকে বললেন সেপর্থোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছু, একটা।'

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্ফে পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে দ্রন্দিক ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হাাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্যা হয় তা কব্ল কবছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' - নিজের কাঁধ-পটি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কণ্ট হয়।'

দ্রন্দিকর সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সেপ^{*}্থোভদ্কর জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আব এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবোধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অংকটা দেখতে পেলি না. আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শ্বনতে শ্বনতে দ্রন্তে প্রবাহক ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগ্রলাকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-গ্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদুলোকের কাছাকাছি হঠাং তিনি দেখতে পেলেন আল্লার ম্ব্য — গর্বিত, আশ্চর্য স্বন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দ্রে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্ভিনকে। প্রশন্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোখে সংযত-প্রবৃদ্ধ দীপ্তির ছান এবং তার সমগ্র ম্ব্যমন্ডলে দ্রন্স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রুপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিল্ল। আল্লার প্রতি তাঁর অন্ভবে এখন কুহকের মতো কিছ্ব আর ছিল না, তাই তাঁর রুপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রথরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আল্লা তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

শুন্দিক যথন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিন্সেস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বন্ধের দিকে; আল্লা তাঁর পাখা গ্রিটয়ে লাল মথমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বন্ধে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পণ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্ভিনের ম্থেতেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জয়য়য় হেরে গোলে। মৄখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা ম্থের মধাে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটাক্ষে চাইছিলেন পাশের বক্সটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। দ্রন্দিক তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আমা তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আমার দিকে পিছন ফিরে নিজের বস্ত্রে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরিছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রন্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাখা মুটকো কার্তাসোভ স্থাকৈ শাস্ত করার চেন্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। স্থা বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আমার চোখে পড়া এবং স্পন্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আমা। ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদেশশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আলার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা দ্রন্দিক না জানলেও এটা ব্রুলেন যে আলার পক্ষে কিছ্ একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি ব্রুলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি ব্রুলেন আলার মুখ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শনি দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর র্পে এমন লক্ষণীয়র্পে দর্শনি দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, দ্রোধ ও বিস্মান্তর কথাগ্লো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও র্পে মুদ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীড়া বোধ করছেন।

কিছা একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যদ্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল শ্রন্দিকর, তাই কোনো কিছা জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আহ্লার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বের্তে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দ্বাজন পরিচিতের সঙ্গে কইছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল শ্রন্দিকর এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উক্তৈম্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণ দ্বিউপাত করলেন ক্য্যান্ডার।

'আরে. দ্রন্স্কি যে! রেজিমেণ্টে আসম্থ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো থেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে ম্ল শিকড' --- বললেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার। 'সময় পাচ্ছি না, খ্ব দ্বংখের কথা, পরের বাব' বলে দ্রন্স্কি উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সি'ডি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইম্পাতের মতে। কুণ্ডলী করা চুল নিয়ে দ্রন্ফির মা, বৃদ্ধা কাউণ্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিলেসস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পেণছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দান করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উত্তেজিত তাঁকে দ্রন্দিক আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শ্রুর করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছ্ম জানি না।'

'সেকি, তুমি কিছা শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শ্বনছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিছুটি জীব আর আছে কি?'

াকস্তু কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শ্নেলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর প্রামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শ্নে করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছা একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' বঞ্জের দরজায় মুখ বাডিয়ে বললেন প্রিন্সেস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' - মা বললেন ঈবং বিদ্রুপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি ঢাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' - - নির্ভাপ কণ্ঠে বললেন দ্রনাসক।

'কেন তুই গোল না faire la cour à madame Karenine?'*.

মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublic la Patti pour elle.'*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কু'চকে ভ্রন্ফিক বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না দ্রন্স্কি, প্রিম্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আ, আলেক্সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভি, তার বেশি কিছু নয়... আমি এক্ষ্ক্নি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

দ্রন্দিক তাঁর কথা শন্মছিলেন না. দ্রত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আমা নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কন্টের জন্য অন্কম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আমার বক্ষের কাছে। বক্সে স্প্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'**

আল্লার উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে ভ্রন্স্কি থামলেন স্কেমভকে অভিবাদনের জনা।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' --- প্রনৃষ্ঠিককে আল্লা বললেন যে দ্ভিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রপাত্মক।

কঠোর দ্খিতৈ তাঁব দিকে জাকিষে দ্রন্সিক বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্ভিন' — হেসে বললেন আল্লা. 'ওঁর ধারণা পাতি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা দ্রন্দিক তুলে দিলে দীর্ঘ দন্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাং সেই মৃহ্তেই স্কুনর মুখখানা তাঁর কে'পে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

^{*} চমক লাগিয়েছে সে। তার জনো লোকে ভূলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি)।

^{**} উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্স শ্না দেখে কাভাতিনা'র ধর্ননতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্দ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে প্রন্দিক প্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। দ্রন্দিক যখন তাঁর ঘরে চুকলেন, তিনি তখন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। দ্রন্দিকর দিকে একবার দ্ভিপাত করেই তক্ষ্মিন তিনি ফিয়ে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আহাা' - - ভ্রন্ স্কি ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেয়ের অশ্রাজনে রাদ্ধ কপ্টে চে'চিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না থেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চে'চিয়ে উঠলেন আলা, 'সাংঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভুলব না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পঞ্চে লংজার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' --- বললেন দ্রন্সিক, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝু'কি নেওয়ার, চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আল্লা, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হাাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যক্ত্রণায় ভগতে...' প্রনাস্কির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আলা।

তাঁর জন্য দ্রন্স্কির মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি যে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা ব্রুকতে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শাস্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরস্কার করলেন মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছে'দো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আলা আকণ্ঠ পান কণ্ডে ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দ্'জনের মিটমাট হয়ে গেল পুরোপুর্নির, যাত্রা করলেন গ্রামে।

SOR SOR SOR SOR WE SOR SOR SOR SOR

ষণ্ঠ অংশ

CONFESSION OF THE PARTY OF THE

n s n

ছেলেমেয়েদের নিয়ে
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা
গ্রীক্ষটা কাটালেন বোন
কিটি লেভিনার কাছে,
পক্রোভ্স্কয়েতে। তাঁর
নিজের মহালের বাড়িটা
একেবারে ভেঙে
পড়িছল, লেভিন এবং

তার দ্বী তাঁকে বোঝান গ্রীষ্মটা তাঁদের ওথানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খ্বই অন্মোদন করেন ব্যবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিচ্ছে তাঁর কাজ, এটা তাঁর পক্ষে অতীব স্থের ব্যাপার হত। মন্ফোর থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসতেন দিন দ্বেয়কের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহিশিক্ষকাকে নিয়ে ডিল্ল ছাড়াও লেভিনদের ওথানে আসেন ব্দ্ধা প্রিন্স-মহিষী. অনভিজ্ঞা গর্ভবিত! কনার দেখাশ্বা করা নিজের কর্জবা বলে প্রান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেজ্বার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের দ্বীর আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগং ও ব্যবস্থাটার জন্য তাঁর থানিকটা দ্বঃখ হত, যা তাঁর ভাষার 'শোরবাংদ্কি' উপাদানের এই প্লাবনেভেসে গেছে। এ গ্রীড্রে নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সংভাই সেগেই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ৬রে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টোবলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণুতে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশুভ তের নশ্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টোবলে। সংসার চালাবার খুবই চেন্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীম্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুগি, টাকি, থাস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বর্সেছিল। ডল্লির ছেলেমেয়ে, গৃহ শিক্ষিকা এবং ভারেজ্ঞা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারেজ্বার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খ'ল্লতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ব'ণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খ্ব আনন্দের কথা' — ভারেজ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দ্ছিট বিনিময় করলেন। ইদানাং কিটি যে অনুমান নিয়ে খ্ব মেতে উঠেছিল, ভারেজ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান ব্রিদ্ধান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শ্রু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রায়ং-র্মের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শ্রু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেথান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বের্বে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন লেভিন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পন্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির্র দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পন্টতই শ্রের করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ না রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তরে অতি কিন্তুত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ দূটিতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছ্রুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সেগেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমংকার চোথজোড়ার মতো তার দ্বিট চোথ জবলজবল করে সে সেগেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীর্ ভীর্ কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ ব্রমিয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে ব্রুলে যে ওটা সম্ভব। সম্ভর্পাণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেৎকা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা র্মাল বে'ধে হল্ম একটি স্ত্তী ফ্রকে ভারেজ্কা দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

কী ভালো আমাদের ভারেৎকা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শ্বনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী স্কুদরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেৎকা!' চে'চিয়ে ডাকলে কিটি. 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বন্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিংকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শ্রুনে ভারেৎকা দ্রুত লঘ্ব পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতিভাঙ্গর দ্রুততা, সজীব ম্থমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেংকাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গ্রেছপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুম থেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেখ্কা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খুবই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা তাকে বঙ্গা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেঞ্জা জিগ্যোস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেখানেই থেকে যাব।'
'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগ্রলো দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

n e n

সমস্ত নারীই জ্টেছিলেন বারান্দায়। সাধারণতই থাবার পর সেথানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুয়া সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই বাস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হাচ্ছল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চাল্করেছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটাব ভার আগে ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; স্ট্রবেরি জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দৃঢ় মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সবার সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র্যাস্পর্বের জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মৃথে, এলোমেলো চুলে, কন্ই অবধি অনাক্ত হাতে উন্ননের ওপর ব্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষয় দৃণ্টিতে র্যাম্পর্বেরিগ্রলোর দিকে তাকিয়ে সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিম্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার লোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র্যাম্পর্বোরর দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উন্নেনর দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শ্রুর হরেছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকর্ন?' আগাফিয়া মিথাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডাল্ল উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হল্দ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্মাদেই না এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশ্ম ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিণ্ডাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্থিভা বলে, টা্কা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু…'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মাত্রেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পর্পালনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিন্স-মহিষী!

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিন।'

'স্কের প্যাটার্ণ'; কী সহজ, অথচ সম্প্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঞ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে স্কুলর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডব্লি বললেন। 'যথন গ্রুটি বে'ধে যাবে, তখন। আরো একটু জনালে রাখনে আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জনালালে এই মাছিগনলো!' রেগে বললেন আগফিয়া মিখাইলোভনা।
'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী স্কুর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র্যাম্পর্বোর ঠে।কর্মাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উন্নের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি ব্রুতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের...'

'না. আপনি বলনে মা. আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহ্নলা উনি মানে সের্গেই ইভানোভিচ) 'সর্ব'দাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য পাত হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্ত উনি হয়ত...'

'না, আপনি ব্বে দেখ্ন মা, কেন ওঁদের দ্'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছ্ আর হয় না। প্রথমত — ভারেৎকা অপ্রে মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙ্কে গুটিয়ে।

'উনি যে ভারেঙ্কাকে খ্রই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিম্প্রয়োজন। শ্বেদ্ব একটি জিনিস ওঁর দরকার ---ভালো, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি একটি স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

ভালো কথা ভাবে•কার ব্যাপারে (ফরাসি)।

'তৃতীয়ত দরকার স্বাী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যথন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি ব্বেথ যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করে। ডল্লি?'

'আরে, অন্থির হ'স নে। অন্থির হওয়া তোর এখন বারণ' — মা বললেন।

'আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।'

'কিভাবে আর কখন যে প্রের্ষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অস্কৃত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাৎ তা ভেঙে পড়ে' — স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?'

'বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার' — বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জনলজনল করে উঠল। 'ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?'

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

'ভালোবাসতাম বৈকি। ও এর্সোছল আমাদের কাছে, গ্রামে।' 'কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?'

'তুই ব্রাঝ ভাবিস তোরা নতুন কিছু একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোখ দিয়ে, হাসি দিয়ে।'

'ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?'

'কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?'

'সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সেযেন কত দিন আগে!' কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবারা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর ভ্রন্স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শ্বধ্ব একটা ব্যাপার... ভারেজ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার স্বাভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার: 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত প্রবৃষই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদেব অতীত নিয়ে সাংঘাতিক ঈর্ষাপরায়ণ।'

'সবাই নয়' — ডাল্ল বললেন, 'তুই তোর স্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস।
আজও পর্যন্ত ভ্রন্স্কির কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না / সত্যি?'
'সত্যি' — চোথে হাসি নিয়ে চিস্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীস্থলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'শ্ব্ধ্ আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দ্বিদ্যভা হতে পারে। ভ্রন্দিক তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে। 'না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'দ্রন্দিকর সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা তুই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বে'ধে রাখা যায় না… তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইবে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শাস্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শাস্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডিল্ল বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দ্বর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডিল্লি, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি স্বখী আর কিটি নিজেকে দ্বর্ভাগা মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পেলি বটে! ইতর, জঘনা, হদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে দ্রন্দিকর সঙ্গে বিয়ে হল না, হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভূলতে পারছিলেন না। 'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সি'ড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে প্রনরাব্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না দ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশাস্তি ঘটালাম বলে দ্বঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দ্ভিপাত করে। তিনি ব্রেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাংম্কিদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুষ্টি তিনিও বোধ করলেন মুহুতের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা মুখভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছ্ব না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগুণ মাল নিচ্ছে ওয়াগনগুলো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জুততে বলেছি।'

'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বাগ-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী বললেন তিরস্কারের সারে।

'ঘোডাগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিম্প-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিম্প-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিম্প-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কল্বিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলনে আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি। 'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হে'টে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো'

— এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরনে।

'ভালো, কিন্তু সর্বাকছরেই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।
'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' অগোফিয়া মিখাইলোভনার
দিকে চেয়ে হেঙ্গে তাঁকে খ্রাশ করার চেণ্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন
পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কড়া পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের চাণ্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগালো রাখবার জায়গা নেই' -- শ্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ ব্ৰুতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে ব্দ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শ্বজিগালো যা. মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' -- হেসে ব্দ্ধার মাথার র্মাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দুন্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দ্ব্'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমাজিতি গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলনে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগ্লো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিথাইলোভনা হেঙ্গে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সূত্র আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখনে' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পডবে না।'

n o n

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার স্থোগ পেয়ে ভারি খ্লি হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগোস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশগীল ম্খখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোখে পড়েছিল।

পায়ে হে*টে যখন তাঁরা অনাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধর্লোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মর্হুর্তের বির্পতা লেভিন ভূলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অস্তঃসত্তা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মর্হুর্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অন্ত্ব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সায়িধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শ্নতে চাইছিলেন কিটির কম্পুস্বর্থ গর্ভবিতী অবস্থায় যা এখন তার দ্ভির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভারতা যা অনেকটা শ্রুধ্ব নিজের প্রিয় বিষ্য়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শা্ধ্ব একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগা্বক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দা্কনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগা্বলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দ্বই-ই ভালো' - - লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?' 'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে পাণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে ৷'

'অ' — র্লোভন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগনলো শোনার চেয়ে বেশি শনুনছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে. অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সেগনলো।

'তা ছাড়া সেগেই ইভানিচ আর ভারেণ্কা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খ্বই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে। 'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সের্গেইকে আমার ভারি অন্তুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শানেছি লোকের মাথে। ওঁকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য সাক্ষর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, প্রেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেজ্কার বেলায়… মনে হয় কিছ্ব একটা আছে…' 'হয়ত আছে… কিন্তু ওঁকে জানা দরকার… উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মান্ষ। উনি বাস করেন শ্ধ্ব মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নিমলি আর উশ্লত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভান্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেৎক। যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেণ্কার মধ্যে নেই; আমি বৃঝি যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু ভারেণ্কার স্বটাই উধর্ব জগতের…'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আস্বীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিস্তু...'

'কিন্তু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দ্ব'জন দ্ব'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলব্যর কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ণসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংখাতিক অথচ চমংকার মান্য ছিলেন... ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছ্কেণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নয়' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দুর্বলিতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করে৷ উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বে'চে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সোম্য আর সম্ভূষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।
চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ
করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে
শ্বামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছেন্সিত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা
করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা
থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত
ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা
কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলো।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তোমার অসন্তোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খর্নশ করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি স্থী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তৃষ্ট।' 'স্থী হলে অসন্তণ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? ষেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শ্ব্য তুমি ষেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ভাল ভিঙতে গিয়ে বড়ো বোঁশ তাড়াহ্বড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।' 'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে বলে গেল কিটি, 'তমিও কি অনাদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অন,ভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তাব জন্ম দায়ী তূমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম. ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে. 'তাহলে বাবাকে কী তীম বলবে? উনি খারাপ কাবণ সাধারণেব জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সবলতা, স্বাচ্চা, সহদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছ্ কবছি না আর কণ্ট পাচ্ছি সে জনো। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যথন তমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দ্রণ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি ব্রুল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পার্রছি না অথচ বিবেকে বি'ধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান কবি…'

'তা এখন তোমার জারগা বদল করতে চাও কি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শুধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশাই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত স্থী যে জ্ঞানগম্যি আর কিছা নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুখু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগানুলো পর পর গাণে যাও: পাণিপ্রার্থানা করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটিবলা।

লম্বা, শাদা পাপড়িগ্নলো ছি'ড়তে ছি'ড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন করবেন না...'

'উইহ্ন, উইহ্ন, হল না' — উদ্গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙ্কল লক্ষ করছিল' কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দ্বটো পাপড়িছি'ড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — প্র্রো বেড়ে না-ওঠা একটা পার্পাড় ছি'ড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বাগ-গাড়ি এসে গেছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চে'চিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিল্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগন্লো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হে°টে।

n 8 n

ভারে জ্বার কালো চুল শাদা র্মালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই বাস্ত আর যে প্র্রুষটিকে তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় স্পন্টই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সেগেইইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মৃদ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কত মধ্র কথা তিনি শ্নেছেন ভারে জ্বার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রক্মের, তেমনটা বহ্কলে তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শৃধ্ একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পেছিল যে সর্ব ভাটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যাঙ্কের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারে জ্বার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোথের দিকেই চাইলেন আর তার মৃথ ছেয়ে দেওয়া প্লেকিত ও ৪৪৬ উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীররে হাসলেন বড়ো বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' --নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে
চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিণ্ডিংকর' - এই বলে বনের যে কিনারায় বুড়ো বুড়ো বিরল বার্চ গাছগুলোর মাঝে রেসম-চিকন ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গাঞ্চির মাঝে মাঝে আাম্পেন গাছের ধ্সের গাঁড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্ছিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জরি ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সেগেই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে শুর : শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতো ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আস্ছিল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদূরে শোনা গেল ভারেজ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সেগেই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাড়লেন নিজের এ অবস্থ। পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কান্ডে <u>एम्भालाहेराव काठि घर्ष अर्मकथम जिम् जा धवार्क भाविष्टलम मा।</u> বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগ্যুন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জবলল আর বার্চের ঝুলস্ত ভালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে **গেল চুব্**টের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের <u>অবস্থা</u> সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শৃধ্ই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যৌনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টেরুপেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শৃধ্যু একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার ক্ষাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে শৃধ্যু এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গ্রুত্বপূর্ণ।' সেগেই ইভানোভিচ ভাবলেন গ্রুত্বপূর্ণ, সেইসঙ্গে অন্ভব করছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গ্রুত্ব থাকতে পারে না. যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক ম্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খংজি কিছ্ই পাছি না আমার হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শৃধ্যু যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পাব না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও ক্মারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখনে, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্থার ভেতর যে গ্রেণ্যালি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধ্যর্য ও স্ফুর্তি তার ছিল. কিন্তু কচি খাকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে. তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত: এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পণ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য স্বিকছ, আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সেগেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশুর মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমানুষ সে নয়, যেমন ধরা যাক -- কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতায়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খ;টিনাটিতে পর্যস্ত তা স্বাক্ত, সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঞ্কার মধ্যে: সে গরিব, একাকিনী, স্তর্যং স্বামীগ্রহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে. এটাও নিজেব ভবিষ্যুৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেরের মধ্যে এই সমস্ত গণেই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদর্শী কিন্ত এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যাক্তি — তাঁর বয়স। কিন্ত তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চলও

তाँत পাকে নি, সবাই বলবে তाँत বয়স চল্লিশও নয়; তার মনে পডল, ভারেঞ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বন্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পরেষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge* আর চল্লিশবছরী -- un jeune homme. ** কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার বখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেঞ্কার সূত্রী মতিটো যথন তিনি দেখেছিলেন, তখন তার যা অনুভৃতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেৎকার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হল্মদ হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হল্মদ ছিটানো. স্পারের নীলে মিলিয়ে যাওয়া প্রনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তথন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর ব্রক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব কর্রছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেণ্কা সবে চাইছিল চারিপাশে. চুরুট ছ্বড়ে ফেলে দুঢ় পদক্ষেপে সেগেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

n & n

'ভারভারা আন্দেরেভনা, আমি যখন ছিলাম খ্বই তর্ণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মাতি কলপনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, দ্বী হিশেবে যাকে পেলে আমি খাল হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খাজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেজ্বার কাছ থেকে দশ পা দরেই সেগেই ইভানোভিচ কথাগ্রলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেজ্বা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

- বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।
- 🕶 যুবাপ্র্যুষ (ফরাসি)।

4

'এখানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিণ্টি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেঙ্কা।

সেগেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেজ্কা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর ভাতে যে খ্রিশ তা বোঝা যাছিল সর্বাকছ্ব থেকেই।

স্কুনর, স্মিত মুখখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা রুমালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু;'

'একটাও না' -- বললেন সেগে'ই ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঙ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা মিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে বাস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' -- ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিয়ে সে বললে। শ্কনো যে ঘাসের তল থেকে সেটা মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দ্ব'টুকরোয় ভেঙে মাশা যথন তা তুলল, তথনই ভারেজ্বা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে. 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাটল নীরবে; ভারেজ্কা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি
কিছ্ব বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে প্লক আর গ্রাসের
উত্তেজনায় ব্বক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দ্রে চলে গিয়েছিলেন
যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিস্তু তখনও তিনি কিছ্ব
বলতে শ্রে করেন নি। ভারেজ্কার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত;
তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে,
ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিস্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন
একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেজ্কা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছুই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙ্কের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সেগেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না।
ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর।
নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে
চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বির্দ্ধেই, কিছ্কেল চুপ করে
থেকে মন্তব্য করলেন ভারেজ্কার প্রথম নয়, শেষ কথাটার ওপর।

'আমি শ্বে শ্নেছি যে শাদা ছত্তাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগ্রেলা আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দ্রের চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তথন একলা। ভারেঞ্কার ব্রক এমন ঢিপাটপ করছিল যে তার শব্দ পর্যস্ত শ্রনতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেওকা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মান্বের দ্বা হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল স্থের চ্ড়ান্ত। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দ্বায়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সেগেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারে৽কার সর্বাকছ্ত্রতে, ভার দৃণ্টি, গণ্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সেগেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারে৽কার জন্য কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অন্ভব করছিলেন যে এখন ওকে কিছ্ না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তেব সপক্ষে য্তিগ্রিল তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও প্রনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাম্লোর বদলে হঠাৎ কা একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?' উত্তর দিতে গিয়ে ভারেৎকার ঠোঁট থরথর করছিল: 'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগনলো বলা মাত্রই দন্তানেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দন্তানের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শান্ত হয়ে আসতে থাকল। 'বার্চ ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দন্তিন না কামানো কালো দাভি' — একেবারে সন্ত্রির হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারে কা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের পড়ি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারে কার কন্ট হচ্ছিল, লম্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ করছিল সে। বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগন্লো আবার বিচার করে সেগেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভূল সিদ্ধান্ত করোছলেন। মৌর'র স্মৃতির প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়ের। যখন ছুটে এল তাঁদের দিকে, দ্বীকে আগ।লয়ে লোভন বলতে কি সফোধেই চোচয়ে উঠলেন, 'আন্তে, আন্তে বাচারা!'

ছেলেমেরেদের পর বন থেকে বের্লেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারে কা। ভারে কাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দ্ব জনের শান্ত আর কিছ্বটা লাভ্জত মুখভাব দেখে কিটি ব্রুল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাড় ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুনাশ হতেন।

'लागल ना भारन?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছুংয়ে সে বললে, 'পাদুর্বীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লোভন শুধালেন, 'কার লাগল না?'

'দ্ব'জনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'

'এই, চাধারা আসছে।'

'না, ওরা দেখতে পায় নি।'

n e n

ছেলেমেয়েরা যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবাতা কই।ছলেন যেন কিছুই হয় নি, যাদও সবাই, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচ আর ভারে৽কা ভালো করে ব্রুছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খুবই গুরুত্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দ্বজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরীক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নতুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছুব্ একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপক্ষিতরাও সবাই সজীব কথাবাতা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লোভন আর কিটি নিজেদের বোধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর স্থা। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে স্থা, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভংগসনার ইঙ্গিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লঙ্জা হচ্ছেতাদের।

'এই আমি বলে রাথছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে স্তেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা করছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিণ্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জ্ঞানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হাাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায়? ব্যড়িয়েই গেছি।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘাসা ফেলে বললেন প্রিন্সেস।

কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। 'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন…'

হঠাং গলা কে'পে উঠল প্রোঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মৃথ চাওয়াচাওয় করলেন। সে চাউনি বর্লাছল, 'কিছু একটা দৃঃখ মা সর্বদাই খাজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগাক, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অনুভব কর্ন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাস। শ্না হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কণ্ট।

রহস্যময় ও গ্রুর্তর একটা ভাব করে এসেছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।' 'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডব্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীজ্মে পরেনো পড়াগ্রলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অস্তুত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগলোর প্রনরাবৃত্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শুনে এবং মস্কোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেণ্টা করেও দঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপঞ্জক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না. আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠ্যপম্পুক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভূলে যেতেন পড়াবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডল্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপত্ত্বকে যেমন। তবে স্থিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লোভন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারে কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের স্থী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপন্ণা ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে'--এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা ম্রেগি পাওয়া যায় নি। তাছলে নিজেদেরগ্লোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রথব' — দ্ব'জনে চলে গেলেন ওঁরা। 'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিলেসস। 'শহুধু মিষ্টি নয় মা, এত অপূর্বে হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেণ্টাকে নিয়ে আলোচনাটা চল্ক, স্পণ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এড ভিন্ন দ্বটি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মন্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ বেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কন্তিয়া, প্রাণবন্ত, ক্ষিপ্র, স্বকিছ্বতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অর্মান আড়ণ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হাাঁ, ও বড়ো লঘ্নচিত্ত' — সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-আবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোর, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সবকিছ্বতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁংঘোঁং শব্দ আর ন্ডির ওপর চাকার ঘর্ষার।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চে'চালেন, 'এ শ্রিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভর নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছ্র্টলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus'* — ছায়াবীথিতে লাফাতে লাফাতে চোচতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চে চিয়ে বললেন, 'আরে, আরো একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সি ড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সি ড়ি দিয়ে।'

* সে, সে (ऋौ), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (লাতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, স্কুদর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপ্রুয়কে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাংস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সব্রগ-মস্ক্রের দীপ্তিমান যুবক, 'চমংকার ছোকরা আর শিকারের প্রচন্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিল্সের বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দ্রমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গে, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পরেন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তুলে নিলেন গাড়িতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হে'টে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিম্স, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবাস্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কিটির আবির্ভাবে ঘটায় খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবাস্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চণ্ডল জটলা শ্রু হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি কিটির হস্তচুস্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে, নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার দ্বার cousins*, প্রেনো পরিচিত' — বলে ভাসেনকা ভেস্লোভদ্কি ফের সজোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লোভনকে জিগ্যেস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমন্থী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তারে জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডাল্লনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্বাকৈ বললেন তিনি,

[•] সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুম্ খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিফ মেজাজে, কিস্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালে। লাগছিল না।

স্থান প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'এই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুম্ খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্মাদ কিসের? জঘন্য!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিল্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি, সেটা তালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সেগেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্লোন্স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেজ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche*-এর ভাব করে সে মহাশর্মাটর সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ো করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা প্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশরটি ফুর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢ়কলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল দ্বামীর কিছ্ব একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খ্রেছিল কিটি,কিন্তু সেরেন্ডায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

সাধ্র (ফরাসি)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশরের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জর্বরি বোধ হয় নি বহুদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

11911

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লোভন। সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামশ করছিলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্থিভা তা খাবে না... কস্তিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছন পিছন গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মামভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-র্মে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালন রেখেছিলেন, তংক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হাাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'বেশ, খ্রাশ হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সোঁজন্য নিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানার না। 'বড়ো শ্লাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তমি ক্লান্ত হও নি ক্রিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেডাতে যাই।'

'সতিটে ঘ্যাব না! চমংকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেন্স্লোভিস্ক।

বাতিব্যস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘ্রাময়ে অনাদেরও ঘ্রমাতে না দিতে পারো' — ডাল্ল বললেন সামানা লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উ'কি দেয়। 'আর আমার মতে ঘ্রমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছ্ব বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো. ভেম্লোভন্দিক গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সত্তর ভার্স্ট দ্রে। আমিও অবিশিয়-অবিশ্যি যাব। ভেম্লোভন্দিক, আয় এখানে!'

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেম্লোর্ভাস্ক বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বল্বন-না। আপনি গিয়েছিলেন আপ্রার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেকুসান্দ্রভনা জিগোস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বঙ্গে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেণ্কার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেভে লক্ষ করছিলেন যে স্ত্রেপান আর্কাদিচ, ডল্লি, কিটি আর ভেম্লোভিম্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহসাময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহসাময় নয়, প্রাণবস্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর স্কুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্কুনির মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

দ্রন্দিক আর আহাা সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অথিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের ব্যড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা কববে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মন্কোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দ্ব'জনে একসঙ্গে গেলে। তৃই করে যাবি ?' ভাসেনকাকে ভিগোস করলেন স্থেপান আর্ক'দিচ।

'আমি ওদের ওখানে থাকব জ্বলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' দ্বীকে শ্বধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডব্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কণ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপর্প নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আপনি আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগোস করলেন ভেন্সেলাভঙ্গিক, 'অতি মনোহর। নারী।'

'হাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লে।ভিস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা সমরণ করে তাঁর অন্তুত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনক। ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হাাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিজের কাছেই বিছাছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ৬িল্ল স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশ্ব যেও' - বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। ত্মি র্যাদ যাও তাতে কিছ্ম এসে যায় না আমার, কিন্তু স্মুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খ্বৰ একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লেভিনের কী কণ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দ্রমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধ্বর দ্যিতীপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

সে দৃষ্টি নজরে পড়েছিল লেভিনের। ফ্যাকাশে হয়ে গেল জাঁর মৃথ,

ম্হতের জন্য দম আটকে এল তাঁর। 'আমার স্থাীর দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চল্কে যাই' — চেয়ারে বসে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্ফ্রী এবং তার প্রণয়ীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের স্থেস্বাচ্চন্দ্য ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বেও তিনি সোজনা ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দ্রক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সোভাগ্যক্রমে প্রোঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কন্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কন্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তুচ্বনের চেন্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল র চেতায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি থেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোখে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদঘ্টের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘ্মোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় কয়েক গ্লাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধ্র ও কাব্যিক মেজাজে পেণছৈ স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিন্ডেন গাছের পেছনে উদীগমান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপ্রণ'! ভেন্লোভচ্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমংকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দ্বজনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমংকার রোম্যান্স নিয়ে এসেছে ও, দ্বিট নত্ন। ভারভারা আন্দেয়েভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেন্স্লোভস্কির সঙ্গে স্থেপান আর্কাদিচ অনেকথ্ন বেড়ান তর্বীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোম্যান্স।

স্ত্রীর শয়নকক্ষে কেদারায় বসে মূখ গোঁজ করে সে গান শ্নছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগ;রের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীর, ভীর, হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভস্কিকে তোমার খারাপ লেগেছে ব্রিঝ?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সর্বাকছ, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে প্র্কৃটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে ব্রুক চাপলেন, যেন নিজেকে সংযত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনিক নিষ্টুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কে'পে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় ব্রঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দ্ভিতৈ চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃষ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেম্লোভিস্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মৃহ্তিটায় কিছু একটা হয়েছিল, কিস্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্ত্রণা আরো বাডিয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেণ্চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত…'

'আরে, না কন্তিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যথন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?' লোভনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষার হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন লোভনের প্রশান্তির জন্য, যে কণ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মাক্ত করার জন্য শাধ্য এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সবকিছাই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রকৃত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা ব্রেঝ দ্যাখো'— হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সতাই কিছ্ সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, স্তরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তৃমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কন্তিয়া' — কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অন্তরে অন্তরে খুমিই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিশ্ব, আমরা যখন স্খী, বিশেষ রকমের স্খী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দায়। কিন্তু আমার স্খ, তোমার স্খ কিসের জন্যে?..'

'আমি ব্যুতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শ্রুর করল কিটি। 'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'ত। ঠিক, তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাং।

'কাতিয়া, তোমায় কণ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করে। লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কণ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কণ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কণ্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের সুখ পণ্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুন্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হাাঁ, সত্যি, কাল আমরা যাছি।'

n v n

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগুলো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্কা ব্রেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি। তাঁর প্রকাণ্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যন্ত, পরনে সবুজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্ডুজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে मानात्ना ऐिल, भिकीन ছाড়ा नजुन এकটা বিলাতি वन्म्बक। नामका नाकिस्य গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগোস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাডা করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্তেপান আর্কাদিচের ফটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দ্বক হাতে চুরুট মুখে প্রয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চাঁচাতে লাগলেন, 'নাম ক্রাক, নাম !' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেড্য পেণ্টালনে, পারে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দ্রকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্ত্জের বেল্ট নতন না হলেও বেশ মজবৃত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা। দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জনলজনলে, সম্প্রী, অভিজাত হল্টপ্লট ম্তিটা দেখে তিনি এখন সেটা ব্রালেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রক্মের বেশ ধারণ করবেন।

'কিন্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিন। 'তর্ণী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিণী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্থার কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খিনুস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধারা দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দ্ব'দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশাই অস্তত দ্বটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দ্ব'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কণ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লোভনের সজীব ম্র্তি, শিকারীর হাই-ব্রট আর শাদা রাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিণ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দ্বর্বে।ধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লোভনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দ্বঃখটুকু ভূলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগ্রলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেডে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বসেছিলেন গাড়িতে, সেখান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছ্বতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল। 'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?' 'আরও একটা পাক দিতে আব্দ্রা কর্ন। মাত্র তিনটে ধাপ জ্বড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নিঝ'ঞ্চাট হবে।'

'আমার কথা শ্নেলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বলেছিলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সি'ড়ির ধাপগনলো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি থেমন বলেছিলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছ্বতোর সি'ড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নন্ট করে ফেলে এবং তা বথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢাল্ব হয়ে গেছে। এখন সে ওই সি'ড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে।

'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছনতোর, 'একেবারে ফ্রেমে চুকে যাবে। মানে শ্রন্ করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দ্র-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পে'ছিবে?'

'মানে নিচু থেকে শ্রুর করলে পেণছে যাবে' — একগংরের মতো নিশ্চিত কপ্টে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফু'ড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আজে দেখুন কেনে — নিচু থেকে যে শ্রে হচ্ছে। এক ধাপ, দ্'ধাপ করে বাস — পে'ছে যাবে।'

বন্দকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধ্বলোর মধ্যে লেভিন সি'ড়ি এ'কে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছ্বতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হাাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিংকার করে বললেন লোভন, 'চালাও! কুকুরগ্নলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লেভিন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছু নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনাস্ক জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, টাকের তুলনায় কেমন কীতি দেখাবে লাস্কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গর্নল করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লম্জা পেতে না হয়, অব্লোন্স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্ডাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্লোন্ স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শৃথ্য ভাসেনকা ভেল্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনগল। এখন তাঁর কথা শৃথনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমান্য, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাব্রিগরির হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নথ, টুপিটা এবং উপযোগী আরো অনেককিছ্ম আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গ্রুত্বপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু স্বেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমান্যি আর সৌজন্যের জন্য। তাঁর চমংকার সহবত, ইংরাজিও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন স্ত্রেপ অঞ্চলের ঘোডাটাকে। কেবলি তারিফ করছিলেন তার।

'কী চমংকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, আঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ার চেপে তিনি যে ছন্টছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উন্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিন্টি হাসি, সন্ত্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খুবই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লোভনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্থালনের জন্য তাঁর মধ্যে স্বকিছন্ ভালো দেখতে চাইচ্ছেন বলে, স্নে যাই হোক, লোভনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভাস্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভিস্কর হঠাৎ টনক নড়ল যে চুর্টের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগনুলো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সম্ভর রুব্ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমংকার হবে, এগা?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আর্পনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অন্তত ছয় প্রদ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

u & u

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? ব্রঝিয়ে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্ভজ্দেভোতে। গ্ভজ্দেভোর এদিকটায় বড়ো ন্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপ্র্ব ন্নাইপ ঝিল, বড়ো ন্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেণছব (বিশ ভাশ্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছ্ম শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছ্ব পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দ্বটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছ্ম মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদ্বটোয় যাবার, কিন্তু বাড়িথেকে তা বেশি দ্বের নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছ্ব মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চল্মন যাই! কী চমংকার!' অন্রোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পার্লেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদ্বটো পাল্ল।পাল্লি করে ছ্র্টল জলার দিকে।

'ক্ৰাক! লাস্কা!..'

কুকুরদ্বটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘে'ষাঘে'ষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লেভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছ, ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দ্বলে দ্বলে উড়ে কর্ণ কাহা জ্বড়েছে।

'উ'হ্ব! চল্বন লেভিন, চল্বন একসঙ্গে!' ডাকলেন ভেস্লোভঙ্গ্ক।

'সতিঃই ঘে'ষাঘে'ষি। লাস্কা ফের, লাস্কা! দ্বটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দ্বিউতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছ্বই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নন্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দ্রক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'কী চমংকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিন্তু সাতাকার জলায় শিগ্যিরই পে'ছিব কি?'

হঠাং হে চকা মেরে ছ্টতে গেল ঘোড়াগ্লো, কার যেন বন্দ্কের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গ্রিল ছোঁড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেন্লোভিন্ক তাঁর বন্দ্ক লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে ধায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্ণসনায় মাথা দ্বলিয়ে ম্দ্ হাসলেন ভেন্লোভিন্কর দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরস্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত্ব থেকোনো রকম তিরস্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে; দ্বিতীয়ত, ভেন্লোভিন্ক প্রথমটা

এত সরল রকমে ম্বড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আংকানিতে এমন ভালোমান্বী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দ্বিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভিস্কি ফের অন্বরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সর্ব বলে লেভিন ফের অতিথিবংসল গৃহস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেণছতেই ক্রাক সোঞা ছুটল ঘেসো চাপড়াগ্রলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছুটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভন্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেণছতে না পেণছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো শ্লাইপ। ভেস্লোভন্কির গ্রাল ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভন্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খ্রুজে বার করে দাঁডিয়ে পডল, ভেস্লোভন্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাড়ির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্ষা কুরে কুরে খেতে শ্বর্ করেছিল লেভিনকে। ভেশ্লোভিশ্কর হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে কর্ণ স্বরে কে'উ কে'উ করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছবটে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভারযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি।

'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছ**্ব পেছ**্ব।

চেনা চাপড়াগনুলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অল্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গ্রুব্বের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শন্ধ্ মূহ্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগনুলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে'পে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্থিভা!' লেভিন চিংকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি ব্ক তাঁর কী প্রচণ্ড চিপচিপ করছে, হঠাং যেন তাঁর উর্ত্তোজত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খ্লে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দ্রেছের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিছে তাঁকে। স্লেপান আর্কাদিচের পদধর্নন শ্বনতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দ্বে ঘোড়ার খ্র ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শ্বনতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা ন্নাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দ্বে জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খ'জে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে। 'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্লাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দন্ক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভিন্দির গলা, অন্তুত রকম চিংকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাথিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্তেও গালি করলেন।

গর্নল যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেচ্লোভঙ্গ্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগ্মলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শ্বকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খ্বলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগনুলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া থোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভঙ্গিক কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দন্তানের কার্রই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শ্রুকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগনুলোকে খ্লে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভঙ্গিক গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন ব্রিঝ, লেভিন নিজেকে এই বলে ভংসনা করলেন যে গতকালকার অন্ভূতির প্রভাবে ভেস্লোভঙ্গিক সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিভ্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেণ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'** — ফের খ্লি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুরুট্শাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনকা। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘ্টেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শ্ধ্ আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এয়৾ ? উ'হ্, আমি অটোমেডন। দেখ্ন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উ'হ্, আমায় পাপ স্থালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমংকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগন্লোকে উনি কণ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পার্টাকলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগন্লো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শন্নতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেণছলেন গ্ভজ্বদেভো জলায়।

n son

ভাসেনকা ঘোড়াগ্নলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তখনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তাণি এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লোভন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পন্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লোভন তাঁর মুখে দেখলেন দুফিস্তার ছাপ, শিকার শুরুর আগে সত্যিকার

- * ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)[†]
- 🕶 এই কুরুটশাবক ধাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধ্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমংকার, তা দেখতে পাচ্ছি, বাজপাখিও আছে'— হোগলাগ্রলোর ওপর ভাসমান দ্বটো বড়ো বড়ো পাখি দেখিরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হাাঁ, ওই দেখন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাংসেশ্ডে মাঠে কালোয় সব্জে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শুরু হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সব্জ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগ্রুলোর মধ্যে বড়ো শ্লাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যস্ত। আর ঐ দেখন, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরোটা শ্লাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কা-দিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দ্ব'জনে যান, আমি বাঁরে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমংকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলনুন যাই, চলনুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দ্টো কুকুরই শাকতে শাকতে ছাটল একটা জারগার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনিদিশ্ট অন্সন্ধান লোভিনের জানা: জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেম্লোভস্কি, আমার পাশে পাশে আস্ক্রন, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ণ্ট গ্লার, কলপেনস্কি জলায় সেই আচমকা গ্রালটার পর তাঁর বন্দ্বকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটার অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন। না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'
কিন্তু আপনা থেকেই লোভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার
সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দ্'জন দ্'জনকে গ্লিল করে ব'সো না যেন।'
একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তু ধরে কাছিয়ে আসছিল
কুকুরদ্বটো; স্লাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা
থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্লাইপের ডাক,
বন্দ্বক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গন্ম, গন্ম!' শোনা গেল এফেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উচ্চতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গন্নি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুর্ং করে বের্ল একটা, দ্টো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা দ্বাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শ্বর্ করার ম্বৃত্তেই তাকে ঘারেল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহ্বড়ো না করে অব্লোন্স্কি তাক করলেন, গ্বলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ডানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লোভন তেমন সোভাগ্যবান হন নি: প্রথম শ্লাইপটাকে তিনি গর্বলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গ্রেলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শ্রুর্ করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীয়বার।

বন্দর্কে যখন ফের গর্বলি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেস্লোভন্দিকর গর্বলি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওযায় জলের ওপর তিনি ছররা গর্বলি চালালেন দ্'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদর্টো জোগাড় করে জবলজবলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খ্রিড়য়ে খ্রিড়য়ে বন্দ্রক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেন্সোভিন্ক গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গ্রালিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দ,ক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্লাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগ্মলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান প্রষিয়ে নিতে পারতেন: কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হে'ট হল ভেস্লোভাস্কর কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গুর্নল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ করছিলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহ, ড়ো করছিলেন, ধৈর্য ধরতে পার্রাছলেন না, ক্রমেই উর্ত্তোজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পেণছলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্কা যেন সেটা ব্রুঝেছে। পাখি খ্রুজতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবৃদ্ধি অথবা ভংসনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকান্ড, প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্লাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেম্লোভম্কি, অন্যটা পড়েছে দু'জনেরই গুর্নিতে। তবে জলার অন্যাদিকে শোনা যাচ্চিল স্তেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুর্লির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুর্লির পরেই কানে আসছিল: 'ক্রাক, ক্রাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল শ্লাইপগ্নলো। মাটিতে তাদের ফুর্ং করে বের্বার শব্দ আর আকাশে ক্রেডকার ডাক থামছিল না. শোনা যাচ্ছিল তা চারিদিক থেকে। যে শ্লাইপগ্নলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দ্বটো বাজপাথির বদলে এখন কয়েক ডজন চি*চি* করে উড়ছিল ভলার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভিস্ক পেশছলেন সেই জারগাটার যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হযে গিরেছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাাদচকে কথা দিয়োছলেন যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দ্ব'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেয়েরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোন্দর্রে ঝকমকে একটা সব্জ বোতল তুলে চাাঁচালে রস্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'* জিগোস করলেন ভেলোভাস্ক।

'ভোদকা থেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা করছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রল্বেক্ক হয়ে ভেস্লোভিস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিস্তু আমাদের নেমন্তম্ন করছে কেন?'

'এর্মান, ফুর্তি করতে। সাত্যি, যান ওদের কাছে। মজ্য পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'**

খান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খ'বজে পাবেন!' লেভিন বললেন চে'চিয়ে আর খ্মি হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভিন্দ কু'জো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হোচট খেতে খেতে বন্দ্মক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চামীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চার্যা, ভর কি! পিঠে থেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কণ্ট করে, মৃহ্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তৎক্ষণাং, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

[🕶] কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

চলন্ন যাই কোত্রলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা মাইপ; লেভিন গ্রনি করে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গ্রনি করলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গ্রনি ফসকে গেল। আর যেটাকে মারা গিয়েছিল, খ্রুজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্কাকে যখন খ্রুজতে ডাকলেন, সে ভান করল যেন খ্রুজছে, কিন্তু খ্রুজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেস্লোভস্কিকে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও দ্বাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গালি তাঁর ফসকাল।

স্থের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এ'টে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের ব্টটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্পচ্ করে উঠছে; বার্দের থিতানিতে নােংরা ম্খ বেয়ে গড়াছে বিন্দ্ বিদ্দ্ ঘাম; ম্খটা তেতাে, নাকে বার্দ আর মরচের গন্ধ; কানে স্লাইপের ক্ষান্তিহীন ফুর্ং শন্দ; বন্দ্বকের নল এত গরম যে ছােঁয়া যায় না: ব্কের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হে'াচট খাছে কান্ত পা, জড়িয়ে যাছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গ্লি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লন্জাকর একটা বার্থতার পর টুপি আর বন্দ্কে তিনি ছাুড়ে ফেললেন মাটিতে।

'না, আত্মন্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দ্রক তুলে নিয়ে তিনি লাস্কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শ্রকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জরতো খ্লালেন, বাঁয়ের বর্ট থেকে জল ঢেলে ফেলালেন, তারপর গোলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট প্রের, বন্দ্রকের আতপ্ত নলদ্রিটকে ঠান্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধ্রেলন। তাজা হয়ে তিনি ফের গোলেন সেই জায়গাটায় যেখানে য়াইপটা এসে বসেছে, দ্ট সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন সূম্প্রির থাকবেন, কিন্তু দাঁডাল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙ্লে তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালভার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

শ্রেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে।
আ্যালভারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার
দুর্গন্ধ-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শুকল লাস্কাকে।
লাকের পরে অ্যালভার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের
দর্শনিধারী ম্তি। রক্তিম মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায়
আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুর্তিতে হেঙ্গে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শ্বধালেন। কিন্তু শ্বধাবার কিছ্ব ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোদ্দিটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমংকার জলা! তোমার নিশ্চয় অস্ববিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দ্বজন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জনা বললেন স্লেপান আর্কাদিচ।

11 55 11

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বাদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেছিলেন, দেখা গেল ভেস্লোভিস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেণি ধরে ছিলেন তিনি, আর গ্হকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খ্লছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!* ভেবে দেখন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপূর্ব! Délicieux!**

- চমংকার লোক (ফরাসি)।
- ** স্ক্রাদ্ (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছ্বতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পরসা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজ। ব্রট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের ব্টের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বার্দের গন্ধ, এবং ছুর্নি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছল হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়্দেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেখানে বাব্দের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গ্লি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল খেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের স্বাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধ্রতা, বিচালির স্বগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শ্বধ্ খ্লে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদ্টো) অপ্র্তা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের স্দাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্রর্বুক্ত ভাসেনকার উচ্ছনাস উপলক্ষে অব্লোন্স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপর্প কাহিনী। গত বছর গ্রীছেম সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্বেপান আর্কাদিচ বললেন ত্ভের গ্রেকারিয়ায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁব, আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি ব্বিঝ না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লোভন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না ব্বিঝ না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খ্বই উপাদেয় তা ব্বিঝ, কিন্তু ঠিক, এই বিলাসটাই কি তোমার বিছাছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার সময় লোকের ঘ্ণার পাত্র হলেও সে ঘ্ণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধ্ উপায়ে অজিত টাকায় আগেকার সে ঘৃণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্স্কি এটা করছেন bonhomie,* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্স্কিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথায় অব্লোন্ স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধ্য বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খার্টুনি? একটা পার্রামট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খার্টুনি হল?'

'অবশ্যই খার্টুন। এই অর্থে খার্টুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খাটুনি তো চাষী-মজ্বর বা ব্রন্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমানুপাতিক নয় তা কামানো অসাধ্ব।'

'কিন্তু সমান ুপাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধ্ পদথায়, কলে-কৌশলে' — সাধ্ আর অসাধ্র মধ্যে যে স্পন্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অন্ভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাণ্ডেকর মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি: 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপল্ল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শা্ধ্ এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!** ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা, দিয়েছে রেলপথ, ব্যাংক: এও না খেটে ম্নাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খ্বই ঠিক এবং ব্দিন্ধস্ত... থাম, ক্রাক!' চেচালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

^{*} ভালে। মনে (ফরাসি)।

^{**} রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পণ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধ্ আর অসাধ্ শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাব্ কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধ্ ?'

'জানি না।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খার্টুনির জন্যে তুমি যে পাছে ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের স্বাধীন চাষী যতই খার্টুক পঞ্চাশ র্ব্লের বেশি পাছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধ্ যেমন আমি পাই আমার নিন্নতন বড়োবাব্র চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিস্তির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বির্পতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ষা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেম্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছ্ম একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অন্ভব করি, কিস্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি বললেন, স্পণ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দ্বই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রতা গড়ে উঠেছিল: দ্বু'জন দ্বই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শ্বর্ হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রতা প্রকাশ পেল কথাবার্তার একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিছে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

র্ণদয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু দেব কেমন করে? ওরু সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?'

'তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই…'

'মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অন্তব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।' 'না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না...'

'আমি সেই কাজই করছি, শ্বধ্ব নেতিবাচক দিক থেকে, শ্বধ্ব দ্ব'জনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা আমি করব না।'

'না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।'

'হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে' — সমর্থন করলেন ভেম্লোভিম্ক; 'আরে, কর্তা যে!' দরজা ক্যাঁচকে'চিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, 'কী, এখনো ঘুমাচ্ছ না?'

'কোথায় ঘ্ম! ভাবলাম আমাদের বাব্রা ঘ্মিয়ে পড়েছে, শ্নি কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?' সাবধানে থালি পা ফেলে জিগোস করলে সে।

'আর তুমি ঘুমাবে কোথায়?'

'রাতের ডিউটিতে।'

'আহ্, কী রাত!' খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভস্কি, 'আরে শুনুন, শুনুন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?'

'গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।'

'চলনুন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘ্রম তো হবে না। অব্লোন্স্কি, চলনুন, বেডানো যাক!'

'শ্ব্রে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে' — দেহ টান করে বললেন অব্লোন্সিক, 'শ্বুরে থাকাটা চমৎকার।'

'তাহলে আমি একাই যাব' — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্ট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভঙ্গিক, 'আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছ্ন থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভূলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভফ্সিক চলে গেলে এবং চাষী দ্রজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্লোন্সিক।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জ্বাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অন্ভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দ্ব'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাকো বলেছেন যে কুয়্ভিতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দ্বটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যাযা, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো; নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খ্বই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ স্ক্রিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পণ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভার্বাছলেন তিনি। নিজেকে প্রশন করলেন, 'ন্যায় হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছুতেই ঘুমাব না। ভাসেনকা কিছু একটা জমিয়েছে ওখানে। শুনছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকাবে টুপি খ্জতে খ্জতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিস্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেরে উঠে দাঁড়িরে বললেন স্তেপান আকর্ণিচ।

'কী করে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথার দাঁড় করিয়েছ? দ_্ণিদনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে কী গ্রেক্প্রে হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শ্নেছি।
এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো
তাতে চলবে না। প্রেষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের প্রেষলী
আগ্রহ। প্রেষকে হতে হবে পোর্বময়' — অব্লোন্স্কি বললেন দরজা
খ্লো।

'তার মানে? গাঁরে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যোস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.* এতে আমার স্থান কিছ্ খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গ্রুটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছ্ না হয়। কিস্তৃ নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শাভ্চকেশ্ঠে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messicurs, venez vite!'** শোনা গেল ভেম্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!*** আমি আবিষ্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেঠেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাস্কারী' — এমন প্রাকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাস্কারীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তৃষ্ট।

ঘ্নের ভান করলেন লেভিন আর ব্ট পরে চুর্ট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্লোন্স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘ্ম এল না লেভিনের। শ্নতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিব্চ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গ্হকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে; পরে শ্নলেন চালাঘরের অন্যাদকে সৈনিক তার ভাগনে, গ্হস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শ্চেছ; সর্ গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগ্লোর কথা, সেগ্লোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

এতে পরিণামের কিছু নেই (ফবাসি)।

তাড়াতাড়ি আস্বন মশাইরা! (ফরাসি।)

^{***} মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগ্বলো, ঘ্রম-ঘ্রম ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গ্রিল চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্কা, ঘ্রমা, ঘ্রমা, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারিদিক; শোনা যাচ্ছিল শ্বে ঘোড়ার হেষাধর্নি, স্লাইপের কর্ক'শ ডাক। 'সাতাই কি শ্বে নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। ন্নাইপ অঢ়েল, বড়ো ন্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি প্রেষ নই, মাগা বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘ্রমের মধ্যে তিনি শ্নলেন ভেম্লোভঙ্গ্নি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছ্বাড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেম্লোভঙ্গ্নি প্রনর্ত্ত্বেখ করলেন নিশ্চর চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জ্যোড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘ্রমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘ্রিময়ে পড়লেন।

115611

ভোরে খ্রম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেণ্টা করলেন লেভিন। উপ্র্ড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘ্রমাচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘ্রমের মধ্যেই অব্লোন্স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘ্রমাচ্ছিল লাস্কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদ্রটোর আড্মোড়া ভাঙল। হাই-ব্ট পরে, বন্দ্রক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকে চনরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘ্রোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুখু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধ্সর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা ?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যাস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভূ'ই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভূ'ইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগ্নলো কাল সাঁঝে ঘোড়া খেদিয়েছে ওখানে।'

ফুর্তিতে লাস্কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘ্ব পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছ্ব পেছ্ব। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পেণছবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জবলজবল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছুক্ষণ আগেও শ্বকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খ্রন্ধতে হচ্ছে; দুরের ক্ষেতে যে ছোপগ্নলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগর্বল। উ'চু উ'চু স্বগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। সূর্যির আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর রাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যন্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ দ্রন্ধতায় সামান্যতম ধর্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলির শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জनात मिर्क मिनिया याट्यः। अथोा जल शिष्ट जनायः। जनागे राज्ञा সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দলেছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর মরদেরা রাতে ঘোড়াগ্বলোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘ্রাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদ্রে চরছে ছাঁদনদাড় বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝানয়ে চলছে বাঁড়। লাস্কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘ্রমন্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেশছে লেভিন তাঁর কাতুজি পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছরের একটা প্রবৃষ্টু ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁংঘাঁং করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগ্রলোও। ছাঁদনদাড় বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ভুবে যাওয়া খ্র টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগ্রলোর দিকে সবিদ্রপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশন দ্িটতে। লেভিন তার গায়ে হাত ব্লিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শ্রুর করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্কা ছ্রটল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্কা তক্ষ্মি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছডিয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ. ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খবেই তীর, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা ন্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গতি সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্কা প্রাক্প্রত্যেষ যে বাতাস বইছিল পরে থেকে তার ডান দিকে ছুটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দ্বলিক চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষ্মনি টের পেল যে শুধ্ গন্ধ नয় পাখিগ লোই রয়েছে তার কাছেই এবং শ ধ একটা নয়, অনেক। লাস কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগলো এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পার্রছিল না সে। জারগাটা খ'ুজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শুরু করা মাত্র শ্বনল প্রভুর ডাক। 'লাস্কা! এইথানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাস, দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্কা: যা শ্রে করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা খেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন প্রনরাব্তি করলেন তাঁর হুকুমের। তাঁর কথা শুনল লাস্কা, প্রভুকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন থ'জছে, ডিপিগনুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস্কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উচ্চ উচ্চ ডিপিগ্বলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু স্থিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে স্বাকিছ, পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তীর আর স্ক্রনিদিশ্টি রূপে অভিভূত করছিল তাকে, আর হঠাং তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই. পাঁচ পা দরের তার সামনের ডিপিটার পেছনে. থেমে গেল সে. আড়ণ্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পার্রাছল যে বসে আছে সে পাঁচ পার বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিত্রিপ্ততে দাঁড়িয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মুখ সামানা হাঁ করা, কান খাড়া। দোড়ের দর্ম একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্কা, কিন্তু भावधात्न এवः आद्या भावधात्न, भाषा ना घर्रावरः वतः भर्धः काथ फिरा তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভাস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হেটিট খেতে থেতে এবং লাস্কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে আসলে কিন্ত তিনি দৌডাচ্ছিলেন।

লাস্কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শ্বেরে পড়ে, পেছনের বড়ো থাবার মাটি আঁচড়ার আর মৃথ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন ব্রুলেন যে বড়ো লাইপের ধান্ধার আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটার, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছ্বটে গেলেন সাস্কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উচ্চু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দ্টো ডিপির মাঝখানে একটার তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা লাইপ। মাথা ঘ্রিয়ে ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গ্রিটের বিদ্যুটে চঙে পিছিয়ে লাকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্কাকে ঠেলা দিয়ে চেচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন 'নে লাসোচ্কা. নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গোল সামনের ডিপিদ্টোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না ব্বে শ্ব্দ্ দেখছিল আর শ্নছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দ্রে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যস্চক পক্ষধননি তুলে উড়ল একটা পাথি। আর গ্নিলর পরেই শাদা ব্রকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাথিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘ্রলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দ্র চলে গেছে সে, তাহলেও গ্রনিটা লাগল। আরো কিছ্টা উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘ্রপাক থেয়ে সশব্দে সে পড়ল শ্বকনো ডাঙ্গায়।

'হাাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' --- মাংসল শ্লাইপ দ্বটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দ্বকে গর্বলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্চিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে মাড়েম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো: একটা তারাও দেখা যাচ্চিল না আর। শিশিরে নাবালগ্রেলা আগে ছিল রুপোলি, এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগ্রেলা এখন আদ্দারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সব্রুক্ত। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লদ্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গ্রেলায় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাথি খড়ের গাদিতে বসে এপাশেওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসম্ম দ্ভিতৈ চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়াছল দাঁড়কাকগ্রেলা। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্রপদ একটি বালক ঘোড়াগ্রেলাকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গ্রেলির ধোঁয়া দ্বেধর মতো ধনধব করছিল সব্রুক্ত ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছন দ্বের পেছন পেছন যেতে যেতে চে'চাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোথের সামনে পর পর আরো তিনটে স্নাইপ মারতে পেরে দ্বিগ্নণ থানিশ লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মাথে।

11 50 11

প্রথম পশ্ব কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সতিয়।

বেলা নয়টার পর ক্লান্ত, ক্ষ্মাত্র, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভাস্ট পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবদ্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘ্ম ভেঙেছে অনেকথন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাত্রাশ সেরেছেন তাঁরা।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগনুলোর যে রূপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শনুকিয়ে ওঠা মাইপগনুলোকে দ্বিতীয় বার গনেতে গনেতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুদি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি. হাসিখাদি। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিশু থাকতে পারে। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গ্রেম্পর্শ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি প্ররোপ্নরি স্কুত্ত: তোমার আসা পর্যস্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখাদি, তুমি বাপন্ তাড়াহনুড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মস্ত শিকার আর দ্বার চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপ্লে যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পাটকিলে ঘোড়াটাকে গতকাল স্পন্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছ্ ম্বড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছ্বিটরেছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভাস্ট পথ, কম নয়ত।'

দিবেছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খ্ব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছ্ই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার থেকে ক্লান্ত ও ক্ষ্মার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগ্লোর ছবি এত জবলজবলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-ম্থেতার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্কা পায় ম্গ্রার, ফিলিপকে তক্ষ্মিন খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শ্ব্দ্ পিঠে নয়, ম্রগির ছানাগ্রেলাও অন্তর্ধনি করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেম্লোভস্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভূগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য'…'

'তা কী করা যাবে!' ভেচ্লোভস্কির দিকে বিষণ্ণ বদনে চেয়ে লেভিন বললেন, 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গর্র মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে, 'হাড়গ্লো আমি দিয়েছি কুকুরদের।'

লেভিন এত ক্ষুব্ধ হলেন যে সথেদে বললেন:

'অন্তত কিছু রাখলে পাবতেন আমার জন্যে!' কামা পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন, 'যাও, পাখিগ,লোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছর্টি দিতে ভলো না। আমার জন্যে অন্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লঙ্জা হয়, নিজের ক্ষুধার্ত উৎমা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা, ভেম্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাথি মারতে পারেন কয়েকটা, বাড়ি ফিরলেন রাত্রে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিতে। ভেস্লোভঙ্গিক কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা, যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোথে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছ',ড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগ্যেস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্ক্রীর দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বির্পতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সৌহার্দের একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

11 28 11

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘ্রোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'*— ভেম্পোভস্কি বললেন চে'চিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions** সারলাম' -— শ্বধ্ব অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছ্ম নেই' --- জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘ্রম হয়েছে তো?'

'ঘ্রমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?' 'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লম্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

- আসনে (ফরাসি)!
- + श्रकानन (स्त्रामि)।

বাগান দিয়ে হে°টে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রায়ং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেস্লোভঙ্গিক বললেন, 'শিকার হয়েছে চমংকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিভোষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহেস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। অতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁর।

মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বর্সোছলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের जना किंग्रिक मह्न्का नित्र याख्या এवः छा। ठिक्ठाक कता नित्य कथा পাডলেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসম্ভের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার কৃষ্ণতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রস্বের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙ্বলে গুণে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিষাৎ শিশুকে কিভাবে কাঁগা জডিয়ে রাখতে হবে সে সব কথাবার্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেন্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহস্যময় কিসব ফালি, কিসব স্তী গ্রিভুঞ যাতে বিশেষ গ্রেড দেন ডল্লি, এ সব না দেখার জন। তিনি মুখ ফিরিয়ে त्निवात क्रिको कतलान। भूतत्व य जन्म शत वल लाउक जाँरक आश्वाम দিয়েছে (তাঁর দত বিশ্বাস ছেলেই হবে), তাহলেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপলে সতেরাং অসম্ভাব্য একটা সুখে, অন্য দিক থেকে এতই রহসাময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আর সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোডজোড তাঁর কাছে মনে হচ্চিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অন্ত্তি ব্রাছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁব অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘ্টিন্ততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্লাটটা দেখার ভার তিনি দির্ঘেছিলেন স্তেপান আর্কাদিনের ওপর আর এখন কাছে ভাকলেন লেভিনকে। 'আমি কিছুই ব্ঝি না প্রিন্সেস। যা চান, কর্ন' — লেভিন বললেন। 'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ শিশ্ব জন্মাচ্ছে মন্ত্ৰো এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়…'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেবই বসন্তে নাটালি গলিংসিনা মারা গেল খারাপ ধারীবিদ্যার জন্যে।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিধী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শ্নাছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগ্নলো তাঁকে ক্ষ্ম করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

স্কর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝু'কে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না. এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দ্বিটতে, তার হাসিতে অসাধ্ কী একটা থেন ছিল। লেভিন এমনিক কিটির ভঙ্গিতে আর দ্বিটতেও অসাধ্ কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের স্ব্ প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অন্ভব করলেন নিজেকে। ফের স্বাই এবং স্বকিছ্ব হয়ে উঠল তাঁর চক্ষ্মশ্লে।

'যা চান তাই কর্ন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দ্থিপাত করে লোভন বললেন।

'মহারাজের উষণীয় ধারণ বড়ো সহজ নর' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পণ্টতই ইক্লিডটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শুধ্ব নয়, তাঁর অস্থিরভার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডব্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁডিয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের বে অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জনুলিয়েছে। ভালো ঘুম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' --- ডব্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শ্রুর্ করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আহ্লার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির উধের্ব হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না. তার বিষয়বন্ধু এবং যে স্বরে তা ব্যক্ত হচ্ছিল, দ্রেতেই অস্থির বোধ করছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিচিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে. এমনকি এই যুবা প্রর্ষটির স্কুপন্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুন্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত ল্কাতে পারিছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে কর্ক স্বামী যে সেটা লক্ষ্ক করবেন এবং স্বিকছ্বই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যথন ডল্লিকে জিগোস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দ্ভিটতে তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তথন সতিইে লেভিনের মনে হল যে জিক্তাসাটা হ্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাব?' জিগোস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সৌজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় হাচ্ছ কন্তিয়া?' দৃঢ় পদক্ষেপে স্বামী যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগ্যেস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সমর্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বের্তে না বের্তেই শ্নলেন স্থার পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দ্রুত কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শুকনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার করেকটা কথা বলার আছে।' জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন: 'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন দ্বীর সঙ্গে।

'তা কী আপনি বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহ।রা হয়েছে কর্ণ, বিধন্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না। 'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যক্তা ' কিটি বললে।

'ব্ৰুফেতে লোক আছে' — ক্ৰুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেথানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচেছ।

'हरला. वाशास्त्र याहे!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুথে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অপ্রুসিক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিস্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অন্ভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসন করতে হবে, একলা থাকতে হবে, দুজনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিত্রাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কন্ট পাচ্ছি, তুমি কন্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিশ্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেণিও পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শা্ব্য একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার স্থার অশোভন, অসাধ্য, অপমানকর-ভয়ংকর কিছু ছিল কি?' ব্যকে ম্যুটো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাপা-কাপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কদ্তিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেরেছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক।... কেন ও এল? কেমন স্থে ছিলাম আমরা!' অশ্রব্যন্ধ কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছ্ই তাঁদের তাড়া করে নি, স্বতরাং কোনোকিছ্বর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেণ্ডিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছ্ব পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশান্ত জবলজবলে মুখে।

11 24 11

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডাল্লর কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দ্বঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দন্ডায়মান মেয়েটিকে ক্রন্ধ কপ্টে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পত্ত্বও তুই পাবি না, নতুন ফ্রকও সেলাই করব না তোর জন্যে' — আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোখেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিস্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছ্ব পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র্যাম্পবেরি ভূ'ইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছ,ই উনি দেখেন না, একটা যক্ত্য... Figurez vous, que la petite...*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ ৷

[💌] কল্পনা কর্ন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছ্ই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুন্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মন্মরা? কেন এলে বলো তো?' জিগোস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার স্বরটা দেখে লেভিন ব্রুলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে দ্রিভা এসেছে।'

ডাল্ল তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দ্রুটিতে।

'কিন্তু ব্বেক হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছ্ব কি ছিল, যা সম্ভবত স্বামীর কাছে অপ্রীতিকর। না. অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডিল্লি, মায়ের মনুথে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপার্ম যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme* এবং বাস্তব ব্যক্তির স্বামীর তাতে গোরব বোধ করা উচিত।'

'হাাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শ্বধ্ব আমি নই, স্থিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পন্টই বলে: je crois que ভেন্লোভদ্কি fait un petit brin de cour à** কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।
'পাগল হলে নাকি?' সভরে চে'চিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কস্তিয়া,
সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফাল্লির কাছে বেতে
পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, বদি চাও, আমি স্থিভাকে
বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা
করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

- * সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।
- 🕶 আমাব মনে হয় ভেম্পোভশ্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর **সঙ্গে ঝগ**ড়া করবে তো?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জনলজনল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডাল্ল, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফাল্লির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খুঁজছিল এবং আশা করছিল মায়ের দ্রিস্পাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেরেটি ডুকরে কে'দে উঠে মূখ গাঁজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শীর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খ্রতে গেলেন ভেস্লোভস্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হ্রকুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' — চাকব বললে।

'তাহলে তারাস্তাস জ্বততে বলো, কিস্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তখন তিনি স্টেকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগর্লো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস প্রীক্ষা করে দেখছিলেন।

লোভনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অন্ভব করছিলেন যে ce petit brin de cour* যা তিনি শার করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লোভন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উচু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতব্দিদ্ধ হয়ে প্রেছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হাাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হ্রকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমান্রী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীরতা লক্ষ করে ওঁর

🔹 সামান্য এই ফণ্টিনণ্টি (ফরাসি)।

জনা লেভিনের কণ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লঙ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগ্নলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শ্রুর করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকৈ এবং যাকিছ্ব ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দ্বিউতে ভাসেনকার চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জ্বততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শ্বর্ করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'
'যাবেন রেল স্টেশনে' — মূখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে
কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছা একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বলিষ্ঠ আঙ্বলে কমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিন্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুনি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্রিঝয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ব্রুতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে ব্রিয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদ্র স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেন্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছ্র জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগ্নলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লোভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশ? ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুচকে ঘৃণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'অব্লোন্স্কির সঙ্গে দেখা করা চলে না?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখনন আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!** কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তথনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যথন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছ্ করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খ্বই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কণ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার দ্বার কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!***

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কণ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!****

লোভন দ্রত ওঁর কাছ থেকে বাঁথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারাস্তাসের ঘর্ষর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দ্বঃখের বিষয় গাড়িটায় গাদি-আঁটা সীট ছিল না) রাস্তায় ধারা খেয়ে চলে যাচ্ছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ অবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

- 🔹 এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)
- ** এ ধে চুড়ান্ত রক্ষের হাস্যকর! (ফরাসি!)
- +++ তা ছাড়া এটা হাস্যকর। (ফরাসি।)
- *** ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মারায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভূলে গিরেছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভিস্ককে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দ্ব'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় শ্রেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষ্ম্ব হয়েছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মান্রায় ridicule* শ্ব্ধ্ব নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ করছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্থ্যী যে কন্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এর্প ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিথী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবস্ত, হাসিখর্নি, শান্তি থেকে মর্নক্তি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশ্রা, অথবা দর্ঃসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পেরেছিলেন রগড় করে কথা বলার গরণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রায়ংবর্মে যেতেই হঠাং তিনি শ্রনলেন চাকার ঘর্ষর — আর কে গাড়িতে বসে আছে থড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গলপ করছিলেন ডল্লি আর হেসে লাটিয়ে পড়ছিল ভারেৎকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শ্নলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগ্লো!..

n 54 n

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকলপ পূর্ণ করলেন, গেলেন আহার কাছে। বোনকে দৃঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্তাক্ত করতে খ্বই কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। দ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি ব্রাছিলেন; কিন্তু আহার অবস্থা

^{*} হাস্যাম্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁরে। সেটা জানতে পেরে ডাল্লর কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিস্তু শেষ পর্যন্ত পেশছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নিদিশ্ট দিনে শ্যালিকার জনা লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজনুদ, দেখতে খ্বই অসনুদর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেণছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেণছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মনুশকিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ রুব্ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খ্ব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছ্টল ঘোড়াগ্রলো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মৃহ্রির, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেণছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

শিভয়াজ্শিকর কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেরে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপ্লেদের গল্প করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট ভ্রন্দিককে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাডিতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে. যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অভুত ঠেকছিল চিন্তাগ্রলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও দ্বিভন্তা হচ্ছিল। 'মাশা আবার দৃষ্ট্মি শ্রু না করে, গ্রিশাকে চাঁট না মারে ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মন্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ছুয়িং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দ্রে ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মান্য করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'নেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োচ্ছি না। বলাই বাহ্নল্য যে স্থিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সম্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মান্য করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সন্তান হয়…' তার মাথায় এই চিন্তাটা এল যে যন্ত্রণায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভুলা। 'জন্ম দেওয়াটা কিছ্মনয়, কিন্তু গর্ভধারণ করা — এইটেই হল যন্ত্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবন্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তার মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেন করায় স্কুনরী যুবতীটি ফুর্তির স্কুরে বলেছিল:

'খ্রকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, লেণ্ট পরবের সময় গোর দিয়েছি!'

'খুব কন্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দুভনা।

'কণ্ট হবে কেন? এমনিতেই ব্ডোর নাতিপ্রতি অনেক, শ্ব্ধ্ ঝামেলা বাড়ে। কাজ নেই, কম্ম নেই, হাত বাঁধা।'

যুবতীটির মন-থোলা মিণ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিন্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগনলো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দ্ভিপাত করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সতি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবনিষা, ভোঁতা বৃদ্ধি, সবকিছ্বতে উদাসীন্য, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, র্পসী তর্ণী কিটি - তারও র্প গেছে, আর আমি গর্ভবিতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্ত্রণা, বিকট যন্ত্রণা, শেষ ঐ মৃহ্ত্রিটা. তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্ত্রণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃত্ত থে ফেটে গিয়েছে, সেই যল্যার কথাটা শুধ্ মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্সাল্ডলা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অস্থাবিস্থ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (র্যাম্পরেরি ভূ'ইয়ে ছোটু মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন – এ সবই অতি দুর্বোধা, কটকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মাম স্মৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘুংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যোগি, ছোটু গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার ক্রুণ আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মৃহ্তের্ত তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুণ্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোটু যে মনুখখানা দেখা গিরেছিল তাতে শুধ্ তাঁরই বৃক্-ফাটা নিঃসঙ্গ যক্ষণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শ্ব্দ্ এই যে ক্ষণেকের শাস্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবিতী, কখনো স্থনাদাত্রী হয়ে সর্বদা থিটথিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষ্ম্ল, নিজে জনলেপ্রডে, অন্যদের জনলিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগা, কুশিক্ষিত কপদকিহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহ্লা, কিটি আর কিন্তিয়া এতই মাজিতি যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিস্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জো থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছ্ বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মান্য করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর ময়ছে না, আমি কোনোরকম করে তাদের মান্য করে তুলছি, তাহলে বড়ো জোর তারা দ্রাত্মা হয়ে উঠবে না। শয়ের্য্ এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শয়্বর্য এর জনোই কত কণ্টস্বীকার, কত মেহনত... গোটা জীবনটাই নণ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল য়্বতীটির কথা এবং ফের সেটা সমরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিস্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগ্রলায় খানিকটা র্ড় সত্য আছে।

'আর কত দ্র, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহ্বিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'শুনেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কন্ঠে ফুতিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখানা মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসাক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে যে মাখগালি উন্তোলিত তা সবই সাক্ষ্পবল, আমাদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দালিক চালে ছাটতে থাকল, পারনো গাড়িটার নরম স্পিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দালতে দালতে ডালির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেচিবর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জালা যন্দ্রণায় মেয়ে ফেলা এক দানিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতনা হল কেবল মাহাতের জন্যে। সবাই বেচিত আছে: এই মেয়েরা, নাটালি বোন, ভারেন্ডনা, যার কাছে যাছি সেই আয়াও, শাধ্র আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আল্লাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আল্লা তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বেচে থাকতে চায়। আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আয়া যখন মস্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শ্বনে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন শ্বামীকে তাগে করে নতুন জীবন শ্বন্ব করা উচিত ছিল আমার। সতিত করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছ্ব ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রন্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – স্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহা করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রূপ ছিল আমার' –– ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর ভ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন: কিন্তু কোচোয়ান আর মহেনিরর দোদল্লামান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ যাদ তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লঙ্গা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মূখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি. সেপেই ইভানোভিচকে মনে পডল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সোজন্য দেখিয়েছেন আর স্থিভার বন্ধ, তুরোভ্র্পেন, স্কার্লেট জনুরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবায়ত্ব করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তর্ণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধ্যে ডল্লিই সবচেয়ে সন্দের রসিকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উন্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমংকার কাজ করেছে আহ্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে স্থী, অন্য একজনকে সুখ দিচ্ছে, আমার মতো বিধনন্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বৃদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুণ্ডিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আন্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমৃতিভূত এক কল্পিত পুরুষের সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আন্নার মতো তিনিও স্বামীকে সর্বাকছ, খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতব্দ্ধিতাই হাঁসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজাদভিজেনস্কয়েতে।

11 29 11

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেখানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মুহুর্রির লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের স্বরে চেচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বে'ধে ডাঁশ মাছিগ্রলো ছে'কে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেন্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — স্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশহুষ্ক চাঙড়গর্লোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রুদ্ধ কপ্ঠে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মুহুর্নরি, 'পা চালিয়ে!'

ব্যুড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কু'জো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাডগার্ড ধরলে।

'ভজ্দ্ভিজেনম্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউন্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গালি ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনিদিশ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধ্নোর পাঁচ আঙ্বল সমেত পরিন্দার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — প্নরাব্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!.. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেণ্টিয়ে বলছিল এক ছোকরা, তার দিকে ফিরল

সে, 'ও হাাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপ্য?'

'আমরা দ্রের লোক' — কোচবল্পে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দ্র নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, ষেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলুলে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগেসে করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘ্রবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' -- ব্র্ড়ো বললে দ্পণ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চে'চিয়ে উঠল: 'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চে'চাচ্ছিল দ;'জন মিলেই।

কোচোয়ান গাডি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চে'চাল চাষীটি: 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' – রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকৈ দেখিয়ে বললে সে।

এ'রা হলেন অশ্বপ্রেণ্ঠ দ্রন্দিক, তাঁর জকি, ভেদ্লোভিদ্কি আর আমা, গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর দিভয়াজ্দিক। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগ্রলো দেখতে।

ডল্লির গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লাগলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেম্পোভস্কির পাশাপাশি আল্লা। শাস্ত কদমে আল্লা আসছিলেন একটা বে'টে প্রবৃষ্টু বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উ'চু টুপির তল্প থেকে বেরিয়ে আসা আল্লার কালো চুলে ভরা স্কুদর মাথা, স্বডোল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শাস্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডল্লিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আমা যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটঃ তার্ণ্যোচিত লঘ্ রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না: কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তংক্ষণাং মেনে নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গাঁতবিধিতে সব্বকিছ্বই এমন সহজ, সোম্যা, মর্যাদাপ্রণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছ্বই হতে পারে না।

আমার পাশে পাশে ক্ষচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধ্সর, তেজী একটা ক্যাভেলরি ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেল্লোভিন্কি, স্পণ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মৃদ্ধ। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন দ্রন্স্কি। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পণ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে দ্রন্স্কি সংযত রাখছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জিকর উদিতে ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পর্বনো গাড়িটার কোণে ছোটো ম্তিটা যে ডিল্লর সেটা চিনতে পারা মাত্রই আন্নার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনদের হাসিতে। চেচিয়ে উঠলেন আন্না, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহাষ্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উচ্চু করে তুলে ধরে ছ্টে গেলেন ডিল্লর কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুম্ব খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে ম্ব সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আল্লা।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি দ্রন্স্কির দিকে চেরে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উ'চু টুপি খুলে দ্রন্দিক এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খ্রিশ যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাংপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসমন্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খ্লে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে। স্কুদর গাড়িখানা কাছে এলে ডব্লির চোখে জিজ্ঞাস্কু দ্ছিট দেখে আয়া বললেন, 'উনি প্রিক্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসন্তোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খ্রিড়, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রন্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন দ্রন্স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অসমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর ম্খভাব লক্ষ করেছিলেন আলা, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খটে ছেডে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নির্ত্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগোস করলেন তর্ণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধ্বর, তারপর চকিত দ্ভিটপাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাডগাডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন দ্রন্ স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। দ্রন্দিকর ঘোড়াটা বাধা, প্রিনেসসও চমংকার সার্থি।'

'না. যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহ্লিগ্না করে নিয়ে গোলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন লি। চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা: চমংকার ঘোড়াগন্লো, জন্লজনলে সন্ত্রী এই যে মুখগন্লো তাঁকে পরিবেণ্টিত করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমংকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পান্ত্রী আল্লার মধ্যেকার পরিবর্তনিটা। অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগী, আল্লাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আল্লার মধ্যে অসাধারণ কিছ্ব বৈশিন্টোর সন্ধান পেতেন না। কিন্তু শৃধ্যু প্রেমাবেগের মৃহ্তে নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক র্পোচ্ছনাস দেখা দেয়, সেটা এখন আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের স্ববিচ্ছ্ -গালে আর থুতনিতে সুস্পন্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে
ভাসমান হাসি, চোখের ছটা, ভাবভিঙ্গির চার্তা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠম্বরের
প্র্তা, এমনকি ভেস্লোভস্কি যখন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেরেছিলেন ডান
পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তখন যে সঙ্গেহ রাগে তিনি জবাব
দিরেছিলেন ---- স্বই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা
জানেন আর তাতে খুশি।

দ্ব'জনেই যথন গাড়িতে উঠলেন, হঠাৎ কেমন অস্বস্থি লাগল দ্ব'জনেই। ডিল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাস্ব দ্ণিউতে চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্থি বোধ করছিলেন আমা; আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই প্রনাে, নােংরা গাড়িটাতেই আমা বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডিল্লির। কোচােয়ান ফিলিপ আর ম্বহ্রিরও সেইরকম লাগছিল। ম্বহ্রির তার অস্বস্থি চাপা দেবার জন্য শশবাস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচােয়ান ফিলিপ ম্ব তার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমংকারিম্বকে পান্তা না দেবার জন্য। কালো ঘাড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল বাঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘাড়াটা লােক-দেখানির জনাই ভালাে, কিন্তু এক দফায় চিল্লশ ভাষ্ট পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎস্ক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খ্বাশ, অনেক দিন দেখাসাক্ষাং নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খ্রুড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওরালে হত, ফুর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যান্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আমার মেয়েলী জিনে চেপে বর্সোছলেন তিনি। 'না গো, পুরুষ, দেখো কেনে কেমন উঠে বসল!'

'কী হে, ঘ্ম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘ্ম!' তীর্যক দৃষ্টিতে স্থেরি দিকে চেয়ে বললে বৃড়ো: 'দেখছিস, বেলা দৃ'পহর বয়ে গেইছে। হৃকগ্লো নিয়ে চলে যাও গো!' ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধুলো জমেছে, তা দেখে আল্লার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো স্ক্রেরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দৃষ্টি সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্লা বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমার দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি স্থী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের স্থা। কী একটা অলোকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাং ঘ্রম ভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছ্ব নেই। আমি ঘ্রম ভেঙে উঠেছি। যক্তণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি স্থা!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীর্ হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন স্বরটা হল তার চেয়ে নির্ব্তাপ; 'তোমাব জন্যে খ্বই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভূলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ইচ্ছা হরেছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগন্নো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সব্জ চালগন্নো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আহা কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগোসে করলেন আল্লা। 'আমি মনে করি...' শ্রের করতে যাচ্ছিলেন ডব্লি, কিন্তু এই সময় কব্ যোড়াটাকে ডান পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপথপিয়ে ছুটে গেলেন।

চে'চালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যস্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শ্রু করায় স্বিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছ্বই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমার, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার স্বটাই ভালোবাসতে হর, আমি যেমন চাই শুখু সেটুকু নয়।'

আলা বান্ধবীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুচকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগুলোর অর্থ প্রেমেণ্রির হুদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পষ্টতই নিজের মতো করে তা হুদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই কথাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

ডল্লি দেখতে পেলেন চোখ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আন্নার হাতে চাপ দিলেন তিনি।

তা এই বাড়িগনুলো কিসের? অনেকগনুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পনুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগনুলাে আমাদের শ্রমিক-কর্মাচারীদের বাড়ি, কর্মাশালা, আস্তাবলা'—
আয়া বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শনুর হচ্ছে। এ সবই চুলাের
যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খনুবই
ভালােবাসে আর আমি যা মােটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন
বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে
নেবে, সেটা সম্পর্ণ করবে চমংকার করে। এখানে ওর শনুধ্ যে মন কেমন
করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও
হয়ে উঠছে হিসেবা, চমংকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে
কুপণই, কিন্তু শনুধ্ বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ ষেখানে ব্যাপারটা
হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আয়া বললেন খ্রশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, যেভাবে শুধু তারই কাছে উদ্খাটিত প্রিয়তমের গণুণের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada* এখন। আর জানো কী থেকে এর শুরু ? চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহুলা, শুধু এই কারণেই নয়, সর্বাকছ মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শুরু করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কুপণ নয়, ব্রেছে তো। বলতে পারো c'est une petitesse**; কিছু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিছু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী স্কর!' বাগানের ব্রুড়ো গাছগ্রলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে প্রস্তপ্রশা শোভিত স্বৃদ্শ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমংকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই স্কুদর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

ন্তি ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভূ'ইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দু'জন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগ্বল্যেকে অলিন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আলা বললেন, 'সত্যি, স্বন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, 'আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দ্ব'জন ভৃত্য ছ্বটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভস্কি সমভিব্যাহারে দ্রন্স্কিকে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথার তুমি থাকতে দেবে প্রিলেসস দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আল্লাকে জিগ্যেস করলেন দ্রন্সিক, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

^{*} থেয়াল, নেশা (ফরাশি)।

^{**} এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আমা।

'Et vous oubliez votre devoir'* — ভেস্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আল্লা।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'** — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙ্কল ঢোকালেন ভেস্লোভস্কি।

'Mais vous venez trop tard'*** — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা র্মাল দিয়ে ম্ছতে ম্ছতে বললেন আন্না। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কতদিনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মূখ অতি ধ্লিধ্সর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি... সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

দ্রন্দিক যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আল্লা। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নি কোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগন্লোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ভল্লির কাছে কিছ্কুক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্তিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

আপনি আপনার দায়িয় ভুলছেন (ফরাসি)।

^{**} মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

^{***} কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছ্ম বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ভাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হাাঁ, বেশ ভাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নির্ব্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আন্না, যে তুমি আমায় দেন্না করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; 'স্থিভা তো আলেক্সেইয়ের প্রনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু' - এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্থিভরে বললেন ডব্লি।

'হাাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শৃংধ্ কী থ্লি হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুম্ খেয়ে বললেন আল্লা, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খ্লি। আমার কাছে বড়ো জিনিস. আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শৃংধ্ বাঁচতে চাই: নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে

11 22 11

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘরখানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্নীর দ্বিটিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে. এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সর্বাকছ্তেই একটা প্রাচুর্য, বাব্বিগরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন নি কথনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শ্রের্ করে সারা ঘর জোড়া গালিচাটা পর্যন্ত সবই নতুন। শয্যায় স্পিঙের গদি, বিশেষ ধরনের শিরোধার। ছোটো বালিশে সিল্কের ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

সন্দর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দ্রস্তু পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের স্বকিছ্র মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্তিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভূল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগনুলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খ্বই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়'ষট্টি কোপেক দরে চন্বিশ আশিনি নানস্ক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের র্ব্লের বেশি, এই পনের র্ব্লটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শ্ব্দ্ লজ্জা নয়, কেমন যেন অস্বস্থিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পূর্বেপরিচিত আমৃশ্কা, স্বস্থির নিশ্বাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভূপত্নীর কাছে, আমৃশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ডল্লি আসায় আল্লন্শ্কা স্পণ্টতই খ্বই খ্রিশ হয়েছিল, কথা করে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ্ণ করেছিলেন যে গ্রুহবামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আলা আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউন্টের ভালোবাসা ও অন্রাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খ্বই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শ্রু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আলা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগ্নলো ধ্বতে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দ্বিট মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যেই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় য়ল্ফে। কাউণ্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী…'

আরা আসায় আর্শ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খ্রিশ হলেন ডাল্ল। অতি সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসোছিলেন আরা। মন দিয়ে ডাল্ল লক্ষ্ক করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী মূল্যে তা অজিতি হয়।

'আমার প্র'পরিচিতা' — আল্ল্কা সম্পর্কে আলা বললেন।
এখন আর তিনি বিরত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি প্রোপ্রির
স্থির, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আলার যে
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি প্রোপ্রির কাটিয়ে উঠে এমন একটা
বাহ্যিক নিরাসন্তির স্বর অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোন্টে
তাঁর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিক ভাবনাগ্রলো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আল্লাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে। মোটা হয়েছে খ্ব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' — বলতে শ্বে, কয়লেন উনি, 'একটি ইতালীয় মেয়ে ছিল স্তন্যদানী। এমনিতে ভালো, কিস্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম ছাড়িয়ে দেব। কিস্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আল্লার মৃথে দ্রুকুটি দেখে প্রশনটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আলা বুৰেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কন্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আল্লা বললেন চোখ এতটা কুচকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জুড়ে আসা আখিপক্ষা; 'তবে' — হঠাং

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.* এর মধ্যেই হামাগ্রাড় দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বন্ত অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশ্কক্ষে। এখানে ছিল ইংলন্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরঞ্জাম, হামাগর্ড়ি দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, দানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগর্লো সবই বিলাতি, মজব্ত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খ্বই উ'চু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শুখ্ একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে কাথ খাছিল মেরেটি, সে পানীয়ে ব্বক তার ভেসে যাছিল। ওকে খাওয়াছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাছিল শিশ্বকক্ষের পরিচারিকা একটি রুশী মেয়ে। স্তন্যদারী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শুখ্ এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আম্লার গলা শ্নতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল চ্যাঙ্গমতো, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অস্কুদর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগন্লো ঝাঁকিয়ে তক্ষ্নি সে কৈফিয়ৎ দিতে শ্রুর করলে যদিও আম্লা কোনো দোষ দেন নি তাকে। আম্লার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'**

আগস্থুকের দিকে কঠোর দ্থিতৈ তাকালেও কালো-ভুর্, কালো-চুল, লালচে-গাল খ্কিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে ম্রগির চামড়ার মতো চামড়া; তার স্মৃষ্থ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডল্লির। খ্কি যেভাবে হামাগ্র্ডি দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেরেদের কেউই অমন হামাগ্র্ডি দিতে পারে নি। খ্রিটির পোশাক

- ভারি সে মিণ্টি (ফরাসি)।
- ** वारख हाौ, कहौँ (देश्टर्शक)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য স্কুলর লাগছিল তাকে। ছোটু একটা অস্তুর মতো সে তার জনলজনলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মৃদ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পণ্টতই আনন্দ হছিল তার। হেসে দ্ব'পাশে দ্ব'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশ্বকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সন্বন্ধে আল্লার যথেন্ট ব্দিশ্বদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুর্পা. অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আল্লার মতো এমন বিশ্ভখল পরিবারে ভালো আয়। আসবে না। তা ছাড়া তক্ষ্বনি কতকগ্নি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্রুলেন যে আল্লা, শুন্যদারী, আয়া আর শিশ্বটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশ্বকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আল্লার ইচ্ছে হয়েছিল খ্রিককে খেলনা দেবেন, কিন্তু খ্রেজ পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাম্জবের ব্যাপার এই যে খ্রাকর কটা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভুল জবাব দিলেন আল্লা, শেষ দ্বটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কণ্ট হয় আমার'— শিশ্বকক্ষ থেকে বের্বার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের ল্বিটিয়ে যাওয়া প্রছাংশ তুলে ধরে আল্লা বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বলালেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোখ কু'চকে আরা বললেন যেন অনেক দ্রের কিছ্ একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তুমি, আমি ঠিক সেই ব্ভূক্ষ্র মতো যার সামনে হঠাং প্রেরা একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাচ্ছে না কোনটা দিয়ে শ্রু করবে। প্রো ভোজটা হল তুমি আর্র তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি: অথচ ভেবে পাচ্ছি না শ্রু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.* স্বাক্ছ, বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে, তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আল্লা শুরু করলেন: 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্থিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্থিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমার উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খ্রাডর চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটার্সবির্গে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.** এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমান্য উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবির্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দরঃসহ তা ভূমি ব্রুছ না' — যোগ করলেন তিনি: 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর সংখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্স্কি -- উনি অভিজাতপ্রম্থ এবং খ্বই সম্জন লোক, কিন্তু আলেক সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। ব্রুবতে পারছ তো, গাঁরে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্সেই এখন মফস্বলে খুবই প্রভাবশালী লোক। তারপর তৃশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট্সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক্সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,*** যা বলেন প্রিন্সেস ভারভারা। তারপর ভেম্লোভন্ফি — ওকে তো তুমি চেনো, চমংকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কান্ডটা করলে লোভন? ভেম্লোভস্কি গণ্প করেছে আলেক্সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naïf'**** ... আলা বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'প্রের্খদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

কিন্তু একটুও কৃপা কবব না তোমায় (ফরাসি)।

^{**} সংচরী (ফরাসি)।

^{***} তা ছাড়া, অতি ভবা লোক (ফরাসি)।

^{****} উনি অতি মধ্র স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জনোই এ'দের আমি কদর করি।
আমাদের এখানে চলকু ফুর্তি, সব থাক হাসিখর্নি, যাতে নতুন কোনো
কিছ্র জন্যে আলেক্সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের
গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ
বোঝে। খ্বই ওর কদর করে আলেক্সেই। তারপর ডাক্তার, অল্পবয়সী,
একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছ্র্রির দিয়ে... কিন্তু
খ্ব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'*

11 05 11

'এই আপনার ডল্লি, প্রিলেসন, যাকে আপনি খ্ব দেখতে চাইছিলেন'—
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকান্ড বারান্দাটায় ঢুকে
আলা বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এন্দ্রয়ডারি ফ্রেমের
সামনে বসে কাউন্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য
একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছ্বই খাবে
না সে, কিস্তু কিছ্ব জলযোগ দিতে বল্বন, আমি আলেক্সেইকে খ্জতে
চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিশেসস ভারভারা ডাল্লিকে নিলেন সম্নেহেই এবং খানিকটা মুর্নুব্বিয়ানার চঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আপ্রার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আপ্রাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আপ্রাকে যিনি মান্য করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আপ্রাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দ্বঃসহ এই অস্তর্বতাঁ কালটায় আপ্রাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'শ্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিছে ফিরে বাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বন্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভন্দিক আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকাদ্মভ, ভার্সিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছ্ব বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খানি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খ্ব ভালে। করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছ্ব করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,** সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দার প্র্র্মদল সহ আল্লার প্রত্যাবর্তনে।
তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো
অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দ্বেণ্টা কিভাবে কাটানো
যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার
উপায় ছিল প্রচুর, পক্রোভ্স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত,
মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'*** — নিজের সেই স্কুদর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেপেলাভঙ্গিক, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আল্লা আক্রাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গরম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন ত্রন্সিক। 'আমি সবেতেই রাজি' — সিভয়াজ্সিক বললেন।

'আমার মনে হয় ডাল্লর সবচেয়ে ভালো লাগবে হে°টে বেড়াতে. তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আল্লা।

তাই স্থির হল। ভেম্লোভম্কি আর তুশকেভিচ গেলেন স্নানের ঘাটে,

এথানকাব অবস্থাটা ভারি মিণ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংবেজি কায়দায়।
 প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপর থে যার ছড়িথে পছে।

^{+*} এটা হবে স্করে (ফরাসি)।

^{***} এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে স্বাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন।
পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গে
আন্না, দ্রন্স্কির সঙ্গে ডিক্লা। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায়
তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিরত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন
ডিল্লা। আন্নার আচরণকে তিনি বিমৃত্ভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে
নিয়েছিলেন শুখু তাই নয়়, সমর্থনই করেছিলেন। সাধনী জীবনের
একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়া নিম্কল্ব্র সাধনী নারীদের ক্ষেত্রে
সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শুখু মার্জনাই
করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্যাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই
তিনি ভালোবাসতেন আন্নাকে। কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে অনাত্মীয়
এই সমন্ত লোকেদের মধ্যে আন্নাকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে যাঁদের
মতামত দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর এম্বন্তি হাছিল।
বিশেষ করে তাঁর থারাপে লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি
সর্বকিছ্ব ক্ষয়া করে দিচ্ছেন যেসব স্ক্রিধা ভোগ করছেন তার জনা।

আল্লার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিম্তিতি, কিন্তু যে লোকটির জন্য এরপে আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া দ্রন্দিককে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মতো কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লগেছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লক্জা নয়, অন্বন্তি হয়েছিল, দ্রন্দিকর সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লক্জা নয়, অন্বন্তি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রদক্ষ খ্জছিলেন ডব্লি।
ভ্রন্দিক ষা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন
উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডব্লি তাঁকে শেষ
পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

প্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি স্ক্রের একটা কুঠি।' 'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খ্ব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিত্থিতে জন্মজনলে মন্থে বললেন তিনি। 'এ বারের বসস্তে অভিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তর্পণে, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডব্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উন্নয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় দ্রন্স্কি নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আপনি যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চল্কন যাই, বেশি দ্রে নয়' — ডিল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর ম্বখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

খাব। তাই না?' দিভয়াজ্দিককে বললেন আপ্লা। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেদেলাভদিক et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হাাঁ, এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ ও গড়ছে' — ডপ্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধ্র্ত, অভিজ্ঞ হাসি নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাসপাতালের কথাটা পেডেছিলেন।

'আহ্, চমৎকার একটা কীতি বটে!' শিভয়াজ্িশক বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে প্রন্দিকর ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিম্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউন্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যে এতিকছ্ব করলেও স্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'** — বললেন দ্রন্দিক, 'আপনি ব্রুতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তর্বীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক সাম্প্রভনাকে বললেন তিনি।

- কিন্তু বেচারা ভেম্পোভস্কি আর তুশকেভিচকে নোকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য করা
 উচিত নয় (ফরাসি)।
 - ** স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মাম্বলি ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। করেকটা মোড় নিরে ফটক দিরে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উচ্চু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজ্বরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইট গাঁথছিল, চুন-স্বকির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন স্ভিয়াজ্স্কি; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরং নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে' — বললেন আলা।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন দ্রন্দিক, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজনুরের: চুন-সনুর্রাক তুর্লাছল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তোজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আমাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলোছলাম যে বনিয়াদটা উ'চু করা দরকার' -- আহা। বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিস্ত এখন আর উপায় নেই।'

বাস্ত্রকমে আন্নার জ্ঞানে বিক্রায় প্রকাশ করায় স্পিন্তরাজ্যিককে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খ্বই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শ্রে, করা হয়েছে বিনা পরিকলপনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্স্কি মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে। বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সির্ণিড় দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেন্ডারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শ্ব্দ্ মেঝের পাকেটি তখনো শেষ হয় নি। উর্চু হয়ে ওঠা চৌখ্রিপালোর ওপর রয়াঁদা ঘষা থামিয়ে ছ্বতোরেরা মাথার চুল বেব্ধে রাখার পটি খ্লে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

দ্রন্দিক বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেম্ক, টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আন্না পরথ করে দেখলেন রঙ শ্বকিয়েছে কিনা, 'আলেক্সেই, রঙ শ্বকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে ভ্রন্ দিক তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বায়ন্-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মারে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের দিপ্রং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গ্র্নাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর. অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জাগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছ্ন। নতুন সমস্ত উল্লাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো দিভয়াজ্ ম্কি কদর করলেন সবকিছ্র। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে প্রেফ থা হয়ে গেলেন ডল্লি এবং সবকিছ্ন বোঝার জন্য খাটুরে প্রমন করতে লাগলেন। সেটা স্পন্টতই ভালো লাগল ভ্রন্ স্কর।

হার্ন, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় প্ররোপ্নরি স্নানিমিতি একমাত্র হাসপাতাল' -- বঙ্গলেন স্ভিয়াজ্ঞিক।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রস্কৃতি বিভাগ থাকবে না?' ডব্লি জিগোস করলেন: 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই…'

নিজের সৌজন্যশীলতা সত্ত্বে ভ্রন্সিক থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রস্তি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' -- বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখন...' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলস্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখন' -- চেয়ারটায় বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন; 'রোগী হাঁটতে পারছে না. এখনো দ্ব'ল, অথবা পা র্মা, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

স্বকিছ্বতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, স্বকিছ্বই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু স্বচেয়ে ভালো লাগল দ্রন্দিককে, এই স্ব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি স্বন্দর মিণ্টি মান্ব' — মাঝে মাঝে দ্রন্দিকর কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর ম্বভাব বোঝার চেন্টা করে, নিজেকে আন্নার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন দ্রন্দিককে তাঁর এত ভালো লাগল যে ব্রুতে পারলেন কেন আন্না তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

11 25 11

আন্না আন্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন দিভয়াজ্ দিক। কিন্তু আন্নাকে দ্রন্দিক বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পে'ছি দেব আর কিছু কথাবাতা কইব' — ডল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছ্ব ব্রবিধ না, আপনার কথায় আমি খ্ব রাজি' — দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

দ্রন্দিকর মৃথ দেখে তিনি ব্ঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছ; চাইবার আছে। ভূল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আলা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আলা যে তাঁদের দেখতে বা কথা শ্নতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে দ্রন্দিক শ্রু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোখে ডল্লির দিকে চেয়ে দ্রন্সিক বললেন; 'আমি ভুল করক না যদি ধরি আপনি আলার বন্ধ,' — টুপি খুলে র্মাল বার করে তা দিয়ে মাথার টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন। কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শৃংধ, ভীত দ্বিউতে চাইলেন তাঁর দিকে। দ্রন্দিকর সঙ্গে একা হয়ে হঠাং ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মন্দেনায় আন্নার জন্যে খাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি আর আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়তবা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধ্ব যা খারাপ, তেমন স্বকিছ্ব ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে দ্রন্দিক কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

দ্রন্দিক বললেন, 'আলার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহায্য করুন।'

ভীত সপ্রশন দ্ভিতৈ দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজপ্বী ম্থের দিকে, যার ওপর কথনো সবটাতেই, কথনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিপ্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে দ্রন্দিক আরো কিছ্ম বলবেন, কিন্তু উনি নীরবে ন্ডির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যথন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার প্রেনো বন্ধ্দের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তথন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দ্বঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহাষ্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক ব্রেছে কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' --- ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিস্কু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দ্রন্দিক অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভূলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অন্ভব করে না আন্নার অবস্থার দ্বিব্যহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান প্রেয় বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা ব্রববেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অন্ভব করি।

'ব্বতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় দ্রন্দিক কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মৃদ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি ব্বতে পারছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহ্য।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মূখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন দ্রন্সিক। 'পিটার্সবিগে দ্বুসপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস কর্ন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আল্লার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ!' ঘ্ণাভরে বললেন ভ্রন্স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সন্থী, নিশ্চিন্ত। আলাকে দেখে আমি ব্বধতে পারছি সে সন্থী, প্রোপন্নির সন্থী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আলা সন্থী।

কিন্তু মনে হল দ্রন্স্কির কোনো সন্দেহ নেই ভাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মায়ন্দ্রণাগন্লোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সন্থী। বর্তমানে সে সন্থী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছ্র এসে যায় না।'

'তাহলে বস। যাক এখানে।'

তর্বীথির কোণে বাগানের বেণ্ডিতে বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, দ্রুন্দিক দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে স্থী' -- প্রনরাব্তি করলেন তিনি আর

আমা যে স্থা নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি থারাপ, সেটা অন্য প্রশন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন প্রন্দিক রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিছে, সমস্ত দুঃখকডেটর পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আমা সেগ্লো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাস্ক দুণিউতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছন বললেন না, শন্ধন চেয়ে রইলেন ভ্রন্স্কির দিকে। উনি বলে চললেন:

'আর কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত স্থীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি ব্রেথ দেখুন এরকম অবস্থার কণ্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আলার সঙ্গে কথা বলাব চেণ্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখুন। আমি ওর প্রেমে স্থী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গর্বিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফোজে আমার ভূতপর্ব বন্ধদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খার্টছি, এতে আমি স্থুণী, সনুখের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছ্বর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,* ঠিক উল্টো...'

^{*} আব সেটা এই জন্য নয় যে এর চেয়ে ভালো কিছ্ব নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জারগায় এসে উনি গ্রনিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গতিটা তিনি ভালো ব্রুতে পারিছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আমার কাছে প্রাণের যে কথাগ্রলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শ্রেন্ন করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাণ্ডলে তাঁর কাজের প্রশন্টাও আমার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগ্রলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিতি থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কলপনা কর্ন এমন এক প্রেষ্বের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উর্ত্তেজিত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা ব্বতে পার্রাছ। কিন্তু আন্না কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'হাাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কন্টে স্বাস্থ্র হয়ে তিনি বললেন; 'আয়া পারে, এটা নির্ভার করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভার করছে আয়ার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শ্র্যু ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাস্বাজি বলেছিল, আয়া যদি ইছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহ্নুলা' — বিমর্য মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভন্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হদরহীন এই সব লোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কন্ট হয় আয়ার আর আয়াকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি ব্রিঝ আয়ার পক্ষে সেটা যল্যণাকর, কিন্তু কারণাক্লো এক গ্রের্ড্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces sinesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses

enfants.* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দ্বঃসহ, খ্বই দ্বঃসহ' — তাঁর কাছে দ্বঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি ষেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিক্সেস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জনো ওকে ব্রিষয়ে সাহাষ্য কর্ন আমার!'

'হাাঁ, সে তো বলা বাহ্বলা' — চিন্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাংটা স্পদ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হাাঁ, সে তো বলা বাহ্বলা' — আন্নার কথা মনে করে দ্যুভাবে প্রনর্তিক করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না:'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাং তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অন্তুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — দ্রন্দিকর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জ্বাব দিলেন দারিয়া আলেকসান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

11 5 5 11

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আলা তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিন্তু কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

 ভাবপ্রবণতার এই সব স্ক্রাতা পেরিয়ে বাওয়া! ব্যাপারটা আয়া আয় তার সন্তানদের স্থে এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি)! একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছুই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছুটা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেসে তিনি বললেন আল্লাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হাাঁ, আমরা এখানে বড়ো খ্তখ্তে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটায় মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্সেই এত খ্নি যা সে হয় প্রায় কদাচিং। নিশ্চয়ই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছ্ নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রায়ং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা প্রুমের।। স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডাল্লর পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জনলজনলে চাছাছোলা মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে অনুরোধ করলেন আলা আর্কাদিয়েভনাকে বাহন্লমা করতে, নিজে গেলেন ডাল্লর কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিলেসস ভারভারার দিকে ভেন্সোভিদ্কি হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-র্ম, বাসনপত্র, পরিচারকেরা, স্রা, খাদ্যদ্র শৃধ্ব গ্রের নতুন বিলাসের অন্রপেই নয়, মনে হল স্বকিছ্র চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গ্রেকতাঁ হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রার অনেক উধের্ব এই সব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না রাখলেও আপনা থেকেই সমস্ত খুটিনাটিতে মন দিলেন, ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমনকি সিভয়াজ্ সিক এবং আরো বহু, যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সম্জন গ্রুম্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাষাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায়, যথা: এত চমংকার যে আয়োজন হয়েছে. তাতে তাঁর, গ্রেম্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না. ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমন কি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মন্ডও আপনা থেকে হয় না. তাই এমন জটিল ও অপূর্বে আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দ্ভিসাত করলেন যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়। আলেক্ সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শর্বাজর নাকি মাংসের কোন স্পেটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি ব্রুবলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে স্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভস্কির কুতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, স্ভিয়াজ স্কি, প্রিন্সেস আর ভেস্লোভৃষ্পি --- স্বাই একই রক্ষের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আল্লা পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভ্যস্ত এই বিলাসে সংকৃচিত না হবার জন্য চেচ্ছিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম. তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খ্বই কঠিন আল্লা তা চালিয়ে যাড্ডিলেন তাঁর অভ্যন্ত মাত্রাবােধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ্ক করেছিলেন দারিয়া আলেক সালুভনা।

তুশকেভিচ আর ভেন্লোভিন্ফি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সাব্দর্গের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শ্রুর করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্লা তংক্ষণাং স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমংকৃত' — স্ভিয়াজ্ঞ্মিক সম্পর্কে বললেন তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগ্রুচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হ্ৰেন্থ্ৰের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সম্রদ্ধ স্কৃত্রির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্লেফ মতামত জানাই. একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।
'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরান্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষ্মনি আমা অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগালো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি: 'তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগ্নলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহ**্ব কাঁচি** তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর স্কুনর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছ্র্রির কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় ব্রেছিলেন থে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছেনা; কিন্তু তিনি স্কুনর করে কথা কইছেন, হাত দ্বাখানও তাঁর স্কুনর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছ্বরির মতো অনেকটা' — আম্লার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কোতৃক করে বললেন ভেম্লোভম্কি।

আলা সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'* — এবং যন্তের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্দ্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দ্বঃখের কথা' — বললেন সিভয়াজ্ সিক,

* ও হাাঁ. এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান দ্রন্ স্কিকে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'** — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পেনাসলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং দ্রন্দিকর নির্ব্তাপ দ্টি লক্ষ করে ক্ষান্ত হলেন। 'Zu complicirt, macht zu viel Klopot'*** -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'**** — ভাসেনকা ভেস্লোভন্দিক বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'**** — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে। 'Cessez'*) — আন্না বললেন কগট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — রুগ্ন ডাক্তারটিকে বললেন আম্লা, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।' 'চমংকাব।'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'টাইফয়েড হোক না হোক, ভালোর দিকে যাচ্ছে না।'

'কী দ্বংখের কথা!' এই বলে গাহ'স্থ্য লোকেদের সম্মান জানিয়ে আন্না মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

- * সব দাঁড়াচ্ছে এইটেয় . তারেব দাম হিসেব করতে হয় (জার্মান)।
- ** এটা शिस्त्रय कता यास, शुक्कृत (कार्मान)।
- *** বড়ো বেশি জটিল, ঝামেলা হবে অনেক (জার্মান)।
- **** আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।
- ***** জর্মান ভাষা খ্ব ভালোবাসি (ফরাসি)।
 - +) থামনে (ফরাসি)।

'যাই বল্বন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো ম্বশকিল, আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'কেন মুশকিল, কিলে?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্ত্রের গঠনকোশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধ্র কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্স্কিরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডব্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বাস্তুকর্ম সম্পর্কে আহ্না আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' -- বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিৎ নিয়ে কথা বলতে শ্রুনেছিলাম আলা আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছা নেই' - - বললেন আলা; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেস্লোর্ভান্কর মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের স্কুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, তাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে দ্রন্দিক মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেম্লোভিম্কির বাচালতায় তিনি ম্পন্টতই কোনো গ্রেত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বল্বন ভেম্লোভম্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেন্টে নিশ্চয়।'

'চমংকার! কিন্তু সিমেণ্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পর্টিঙের মতো' --- ভেম্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেন্দে উঠলেন স্বাই।

বিষন্ন নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্সাম্প্রভনা খ্বই আহত হয়েছিলেন, এত উর্ব্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেষ্টা করেছেন অবাস্তর ও অপ্রীতিকর কিছ্ব বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্ স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অস্কৃত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশী কৃষিকর্মে যন্ত্র ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন দ্রন্দিক, 'কিন্তু যে যন্ত্রগ্রেলাকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগ্রেলা সম্ভবত তিনি কখনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোখেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভঙ্গি ।

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি স্বিশিক্ষত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারে ভালোবাসি, খ্বই বন্ধ আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন স্ভিয়াজ্সিক, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué*; যেমন জেমস্ত্রভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিম্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী ঔদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন দ্রন্সিক, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অন্ভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' -দ্রন্দিকর এই শ্রেষ্ঠাত্বের সারে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে প্রন্তিক বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (হিভয়াজ্হিককে দেখালেন তিনি) আত কৃতজ্ঞ। আধবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছ্ব করতে পারি তার মতোই সমান গ্রুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূহ্বামী হিশেবে যেসব স্ববিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

^{*} কিন্তু মাপ করবেন, কিছ্মন উন্তটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দৃঃখের বিষয়, রাজ্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গ্রেত্ব থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

প্রন্তিক নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শ্বনতে অস্কৃত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লেভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দ্টভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউণ্ট?' স্ভিয়াজ্সিক বললেন: 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেশিছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' — আলা বললেন: 'শ্ধ্ উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' – হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপ্র্যেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জনো একজন করে বরান্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিন্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য – ট্রাস্টি, জজ. পরিষদের সদস্য, জর্বি, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগ্লো কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াছে। আপনি কতগ্লো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' ভিয়াজ্বিককে জিগোস করলেন তিনি, 'মনে হয় কডিটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগ্নলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর স্বরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর দ্রন্দিককৈ মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দুভনা তক্ষ্নি টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় দ্রন্দিকর ম্থভাব হয়ে ওঠে গ্রুত্ব, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘ্রিয়ে দেবার, জনা তাড়াতাড়ি করে পিটার্সব্রের্বর কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

^{*} এই ধরনের জীবনযান্তার কল্যাণে (ফবাসি)।

দ্রন্দিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি ব্রুলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আহা ও দ্রন্দিকর মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, স্ক্রা, পরিবেশন — সবই অতি চমংকার, কিস্তু আন্কোনিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভাস্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্যাক্তকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অলপ কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছাছিরি লাগল তাঁর!

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শ্বর্ হল লন টেনিস थिना। थिलायाएवा मूटे मल ভाগ হয়ে शिया माँएालन সমতল ও রোল করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খর্নিটতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুর্ঝাছলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিন্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন থেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও থেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্সিক আর দ্রন্দিক দ্ব'জনেই খেলছিলেন চমংকার এবং গ্রেব্র দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্য নজর রাখছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহ্মড়ো না করে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন তার দিকে, বলটার লাফিয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিলেন, তারপর র্যাকেটের নিখৃত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেম্লোভাস্ক। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুতিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াডদের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পূর্বদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট थ्रलालन, भाषा भार्षे भरत, घर्माक तिक्य म्राथ, म्रान्पत विभाल एएट দমকা মেরে দৌড়োদৌড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘ্রমাবার জন্য বিছানায় শ্রে চোথ ম্দতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছ্রটোছ্র্টি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোডস্ক্রে।

থেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আলার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল, আর শিশ্ব সম্ভান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হর, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষ্ম না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন খেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাছে।

দারিয়া আলেক্সাশ্যভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দ্ব'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি স্থির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগ্বলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘ্ণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগ্বলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আন্না এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

॥ २०॥

ডাল্ল শৃতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আন্না এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আয়া,
কিন্তু দ্'চারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে,
তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।'
এখন ওঁরা একলা, কিন্তু আয়া ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।
জানলার কাছে বসে তিনি ডিল্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে
কথাবার্তার যে ভাওার অফুরস্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন
কিন্তু কিছুই খ'লে পাচ্ছিলেন না। এই ম্হুতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে
বলা হয়ে গেছে সবই।

'তা কিটি কেমন আছে?' গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডিল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'আমায় সতি্য করে বলো তো ডল্লি. আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?'

'রাগ ? মোটেই না' — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, যেলা করে?'

'না. না! তবে জানে। তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।'

'হাাঁ, তা ঠিক' — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আন্না বললেন, 'কিন্তু আমার দে।ধ ছিল না। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্তিভার স্থানও, এ কি হতে পারত?'

'সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...'

'হাাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমংকার লোক।'

'শব্ধ্ চমংকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আর দেখি নি।'

'আহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমংকার বললে কম বলা হয়' --- পুনরুক্তি করলেন আমা।

ডল্লি হাসলেন।

'কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্ত। আছে। বাগানে আমরা...' কিন্তু দ্রন্স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্সেই কিরিলোভিচ — দ্বটো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্থিকর।

'আলেক্সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো' — আন্না বললেন, 'কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাস,জি জিগ্যেস করতে চাই, আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?'

'এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সতি। আমি জানি না।'

'না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচছ। কিন্তু ভূলো না যে এটা দেখছ গ্রীন্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসপ্তের একেবারে গোড়ার, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছ্যু আমি কামনা কবি না। কিন্তু কল্পনা করে দ্যাখো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সর্বাকছ, থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আহ্না বললেন, 'বলাই বাহ্না, বলাই বাহ্না, ওকে আমি আটকে রাখব না জ্যার করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খ্বই খ্নিশ। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আলা; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না…'— থতোমতো থেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তব্ও যদি উপায় থাকে. তোমার বিয়ে করা উচিত...'

তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আল্লা বললেন; 'জানো, পিটার্স'ব্রেগ একমার যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্রিস ত্ভেস্কর্ণায়। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশ্থেল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাথতে চায় না। ভেবে না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' প্রনরাব্তি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কণ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপিরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপিরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমার মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

^{*} ম্লত এটি এক ব্যভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

াকিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডাল্লর দিকে না তাকিয়ে চোখ কুচকে বললেন আল্লা।

'আনি আর ভবিষাতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।'
'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অন্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মনুখে একটা সরল কোতত্ত্ব, বিস্ময় আর আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অসুখের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোখে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর খতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মৃহত্রগালোতে টের পেতে হয়় যে সবটা বৃবে উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দ্বি শিশ্ব থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দ্বের্বাধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিবোধী ভাবাবেগেব উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শ্ব্ব অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আলার দিকে। আজ রান্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিন্তু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশেনর এ এক সহজ্ঞ উত্তর।

'N'est ce pas immoral?'* কিছ**্কল** চুপ করে থেকে শা্ধ্ এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

^{*} এটা কি নীতিবিগহিতি নর? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দ্বয়ের একটা আমায় বৈছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অস্কৃত্তা, নয় শ্বামীয় বন্ধ, সিখ হওয়া, যতই হোক শ্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লখ্ম স্বরে আল্লা বললেন।
'তা বটে, তা বটে' — যে য্বিক্তগ্বলো দিয়ে আগে নিজেকে ব্রিরেছিলেন তা শ্বনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রতায় ছিল না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডব্লির ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আল্লা, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি ব্বে দ্যাখো. আমি স্ফী নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দ্ব'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মৃহত্রগ্লোয় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দুভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্থিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা স্কুদরী হাসিখানি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে তাগে করে যায় অন্যের কাছে। আলা সতিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউণ্ট ল্রন্স্কিকে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোছলে আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খাজে পাবেন। আলার নম বাহ্ যত ধবধবে, যত অপর্পেই হোক. যত স্কুদরই হোক তাঁর স্কুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি স্কুদরীকে ল্রন্স্কি পাবেন, যেমন খাজে পায় আমার জঘন্য, কর্ণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডাল্ল শ্বে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো ব্বক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভূলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকন্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভর নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশ্ব? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহুর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লক্ষা পাবার আর্বাশ্যকতায়।

'এইজনোই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার ব্যঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দর্নিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডিল্লির দিকে ঢাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেরে বলে গেলেন:
'এই সব অভাগা শিশ্বদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান
করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অস্ততপক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর
যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগালো ঠিক সেই যা তি যা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগালো শানে তিনি ব্রুতে পারিছিলেন না কিছা। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাং তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দ্বলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘ্টে, এত অন্তুত লাগল যে ঝাঁক বে'ধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগালোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিভৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধু এইটুকু বললেন তিনি।

'হাাঁ, কিন্তু তুমি ভূলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের যুক্তির বিভব আর ডপ্লির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন শ্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভূলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশন, চাই কি ছেলে হোক? দ্বারের মধ্যে অনেক তফাং। বুঝতে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাং তিনি অন্দ্রভব করলেন যে আহার কাছ থেকে তিনি এত দুরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগ্নলো প্রশেন তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো। 'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাং আহ্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদ্মু, বিষয়।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শ্রেনিছি যে তোমার প্রামা রাজি।'
'ডিলি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আল্লার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচছি যে তুমি সবকিছা দেখছ বেশি বিষাদের দ্ভিটতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খুব ফুর্তিতে, সুখে-স্বচ্ছদে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.* ভেস্লোভঙ্গিক...'

'হাাঁ, সভিয় বলতে কি, ভেদেলাভিদ্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু স্কৃস্কি দেওয়া হয়, তার বিশি কিছ্ নয়; একেবারে খোকা, প্ররোপ্রি আমার হাতে; আমার যেমন খ্লি তেমনি ওকে চালাই, ব্রেছে! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডিল্লি! হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সর্বাকছ্ দেখছি বিষাদের দ্ভিতৈ। তুমি ব্রুতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছ্ না দেখার চেন্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সঙ্ব, দরকার তেমন সর্বাকছ; করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' প্নর্কুতি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লখ্ চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়'
পন্নরাব্ত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মার্ফায়া ছাড়া ঘ্নতে
পারি না। বেশ, শাস্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে
বিবাহবিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউপ্টেস
লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সহান্ত্রভিতে কাতর মুথে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আল্লাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে। মুদুস্বরে বললেন, 'তাহলেও চেণ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেণ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ', যে আমি ওঁকে মহান্ত্ব বলে মনে করলেও ঘ্লা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জনো... বেশ. ধরা যাক আমি নিজের ওপর জাের খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আয়া এই সময় ঘরের দ্র কোণটায় থেমে বাস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তাে ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেয়া করে ও বড়াে হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি ব্রেম দ্যাথাে, দ্রিট প্রাণী, সােরওজা আর আলেক্সেই দ্রুজনকেই আমি সমান ভালােবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মুতিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, বোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে কর্ণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

শব্ধন এই দর্টি প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শব্ধ এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছনতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জন্মলা, তোমার পবিশ্বতায় তার সবটা তুমি ব্রুতে পারবে না।

কাছে এসে তিনি বসলেন ডব্লির পাশে, দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ: কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে: ঘেলা ক'রো না আমার। ঘেলার আমি যোগা নই, একান্তই হতভাগ্য আমি। হতভাগ্য কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে তিনি কে'দে ফেললেন।

ভল্লি যখন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শা্লেন। আলার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সতিটেই বড়ো কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেণ্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধ্রে, কেমন একটা নতুন উজ্জ্বলাে। তাঁর এই জগণটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধ্র যে এর বাইরে কিছ্বতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি, স্থির করলেন অবশ্য-অবশ্যই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্তে কয়েক ফোঁটা ওষ্ট্রধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মির্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সঞ্জীব প্রাণে গেলেন শোবাব ঘরে।

আন্না শোবার ঘরে ঢুকতে ল্রন্দিক মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডিল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন, তাতে অবশ্যই যে কথাবাত। হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আল্লার সংযতউর্জেত যে মুখভাব কী যেন লুকিয়ে রাখছিল, তাতে লুক্সিক তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা লুক্সিকর ওপর কাজ কর্ক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভ্যন্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছ্ব পেলেন না। কী কথাবাত। হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আলা নিজেই কিছু একটা বলবেন। কিন্তু আলা বললেন শুধ্:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খ্রিশ। ভালো লেগেছে তো. তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমান্ব, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,* ভাহলেও ও আসায় আমি খ্ৰুক খ্ৰাশ।'

^{*} তবে বড়ে। বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাস, দ্বিউতে চাইলেন আন্নার চোথের দিকে।

দ্ভিটার অন্য মানে করে আমা হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গ্রের কর্তা-কর্ত্রীর অন্বরোধ সত্ত্বেও দারিয়। আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের প্রবনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুর্পী ঘোড়াগ্রেলা আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দ্টুসংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিম্পেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গ্রুম্বামীরা ম্পন্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরম্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শুধ্ব মন খারাপ হয়েছিল আল্লার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাংটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অন্ভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কন্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগ্বলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি যাপন করছেন তাতে দ্বত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দেরে একটা প্রীতিকর অন্ত্তিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল ভ্রন্স্কির ওখানে, হঠাৎ কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ । মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শ্ব্ধ জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচছে প'য়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া সামে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কুপণ জমিদার' — সমর্থান করলে মুহুরার।

'কিস্তু ওদের ঘোড়াগ্নলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডব্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — স্কুন্দর ভালোমানুষী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে। 'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পেশছব তো?'
'পেশছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাগ্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; দ্রন্দিকদের কেমন বিলাসবহল জাীবন আর স্বর্হিচ, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে দ্রন্দিকদের বিরুদ্ধে মৃথ খুলতে দিলেন না কাউকে।

'আন্না আর দ্রন্দিককে --- এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা যাবে কী মর্মস্পর্শী মধ্র মান্য তাঁরা' --- এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনিদিশ্টি অপ্রসন্মতা আর অপ্রতিষ্ঠ বোধ করেছিলেন, সেটা ভূলে গেলেন।

11 26 11

ভ্রন্ হিক আর আল্লা সেই একই অবস্থায়, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো বাবস্থা না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্ডের একাংশ। তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা এক। একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা অন্ভেব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে। মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে

মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়ে আরো ভালো কিছু কামনার থাকতে পারে না। ছিল পরিপূর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশ্ব, আর কাজ ছিল দ্'জনেরই। আতিথি না থাকলেও আলা নিজের রুপের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম, বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গ্রুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তথন বেশ চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্ত-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আলা, আর পড়তেন সেই মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিছে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্স্কি বাস্ত ছিলেন সেগ্বলি নিয়েও তিনি পড়াশ্বনা করেন বই আর বিশেষ পত্রিকা থেকে। ভ্রন্স্কি সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম, এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর ক্ষ্তিশাক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আহ্না দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন আমা। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছার ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে ভ্রন্দিকর প্রিয়তমা, তাঁর জন্য ভ্রন্দিক যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে দ্রন্ শ্কির ভালো লাগাক শাধ্য নয়, দ্রন্ শিকর দাসত্ব করারই এই আকা^ওক্ষাটার মূল্য দিতেন দ্রন্দিক, কিন্তু সেইসঙ্গে আলা যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌড়ের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুল্ট থাকতে পারতেন দ্রন্স্কি। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূদ্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কমে ও তিনি ক্রমেই বেশি করে বাস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর ত। চলছিলও ১মংকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপ্রলপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যন্তপাতি, স্কুইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরু এবং আরো অনেককিছার জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্যু, ভেডার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, জনু স্কি সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত, দামে ছাড় দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কমের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুর্ণিক থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্ফিক ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খ্রিটয়ে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষ্বিন লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। দ্রন্দিক গোমস্তার কথা শ্নেতেন, প্রশ্ন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খ্বই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়িডিটাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খ্রিটনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপবায় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গ্রেনিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। দ্রন্দিক, দিভয়াজ্দিক, কজ্নিশেভ, অব্লোন্দিকর মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগর্মলি জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মস্কো, পিটার্সবির্গের লোকেরা এবং য়ে প্রবাসী র্শীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না,তারাও আসে এই নির্বাচনগর্লোয়।

অনেকদিন আগেই দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে কথা দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে দিভয়াজ্স্কি আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে ভ্রন্স্কির কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে দ্রন্দিক আর আল্লার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাণ্ডলের সবচেয়ে কন্টকর একছেরে হেমন্ত কাল তখন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আল্লার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নির্ভাপ ম্খভাব নিয়ে দ্রন্দিক তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আল্লা খবরটা নিলেন অতি শাস্তভাবে, শৃধ্ জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শাস্ত ভাবের কারণ ব্রুতে না পেরে দ্রন্দিক গভার মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃণ্টি দেখে আল্লা হাসলেন। নিজের মধ্যে গ্র্টিয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা দ্রন্দিকর কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আল্লা এভাবে গ্র্টিয়ে যান শৃধ্ তখনই

যখন নিজের পরিকল্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খ্বই চাইছিলেন বলে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সতিাই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কাশ্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেয়ে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ের কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, ত। বরং ভালো' — ভাবলেন ভ্রন্ শ্বিক, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁডাত।'

আন্না তাঁর মনের কথাটা খোলাখনুলি প্রকাশ কর্ন, এ জেদ না ধরে দ্রন্দিক গুইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাব্নিঝ না করে আন্নাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দ্বিশ্চন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, ল্কনো কিছ্ন একটা থাকবে, তারপর অভ্যন্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পার্যোচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

แรงแ

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মন্ফো আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মন্ফোয় একমাস যখন কাটল, সেপেই ইভানোভিচ তখন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গ্রেনিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসল নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খ্র জর্নির একটা কাজও তাঁর ছিল — আছি আর ক্ষতিপ্রেণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মস্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্ল দামের অভিজাত উর্দির বরাত দিলে। উদির জন্য বায় করা এই আশি রুব্লই প্রধান কারণ যা তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, বোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো সর্বাহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রমুখেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে বাস্তু, তাই অছি সংক্রাপ্ত নিতাস্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘা ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছাটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপের নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সম্জন যেসব ভদুলোকেরা প্ররোপ্রার বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম – তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিষ্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার ফব্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল ফেমনটা হয় স্বপ্নে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহাদয় এজেপ্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুর্শাকল থেকে লেভিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সর্বাকছত্ব করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মার্নাসক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' -- এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা সর্বাকছাতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য প্ররো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষ্মনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তব্ চেষ্টা করে দেখুন।' লেভিনও চেণ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমান্য এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিক্রান্ত বাধাটা ফের মাথা চাডা দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফরসালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না: জানে না তাঁর এজেন্টও। কিউয়ে না দাঁডিয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে ব্রুঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না : কিন্তু কাজটার যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ট্র হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে স্বকিছ্ব না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষান্ধ না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেন্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সং ও স্কুনর যে লোকেদের তিনি শ্রদ্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গ্রুত্ব দিচ্ছেন. এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব ব্ঝতে চাইছিলেন। লঘ্নচিত্ততাবশে আগে যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গ্রুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গ্রুত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্ব।চনে যে ক্র'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গ্রেত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সেগেই ইভানোভিচ। গুরেনিয়ার যে অভিজাতপ্রমুখের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভূগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফোজী তালিম. নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্ত্রভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গ্রব্রপণ্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার নাস্ত, সেই শ্লেণকোভ প্রেনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমান্ব, নিজের ধরনে সং. কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্রভো সংস্থাগুলোর বিপাল গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেস্থ স্ক্রিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়. জেমস্ত্রভার উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গুরেনিরা সর্বদাই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গ্রেবের্নিয়া, গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভৃত। সূতরাং অভিজাতপ্রমূথ লেংকোভের জারগার স্ভিয়াজ্যুক্তক বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরে। ভালো হয় নেভেদোভন্দিককে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমংকার ব্দিমান লোক, সেগেই ইভানোভিচের বড়ো বন্ধু।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ- অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের কৃতিত্ব, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতু তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগ্র্লোর মতোই পবিত্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আস্থার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজ।তরা কলরব করে, স্ফ্তিতি, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছ্রিসত হয়েই অনুসরণ করলেন তাঁকে, উনি যথন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গ্রেবির্নিয়। প্রম্থের সঙ্গে বন্ধর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সর্বাকছ্র বোঝা এবং কিছুই ছেড়ে না দেবার চেণ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শ্রনলেন: 'মারিয়। ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খ্রই দ্রেখিত, কিস্তু তাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফুর্তি করে ওভারকোট খ্রুজে নিয়ে স্বাই গেলেন গির্জায়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগ্নলো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পরেণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকম' সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুম্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শ্নলেন, অভিভৃত হলেন তিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সেগেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশনদন্টোর কোনো গ্রেছ নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গ্রেনির্য়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। ন্তন ও প্রাতন দলের মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিব্তি দিলেন যে হিসাবে খ্ত

নেই। গ্রেবির্নিয়ার অভিজাতপ্রমূখ উঠে দাঁডিয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কপ্ঠে শ্বভসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, করমর্দান করলেন। কিন্তু এইসময় সেগেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তর্ত্ত কিন্ত বচনে অতি বিষজিহন এক ভদুলোক বললেন যে গুরেনি য়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব ব্রবিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্তু কমিশন সভ্যদের মান্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তুণ্টি থেকে বণ্ডিত করেছে। কমিশনের সভারা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে স্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পরীক্ষিত হয়েছে কিংবা হয় নি. এবং অতি খাটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাকাবীর আপত্রি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্ততা দিলেন দিভয়াজ দিক এবং ফের বিষজিহ। সেই ভদ্রলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেশছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচকে তিনি যথন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা. তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সং। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিততান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

পশ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্দ্ প্রম্থেরা। কয়েকটা উয়েজ্দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেশছয়। সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ থেকে সিভয়াজ্স্কি নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনার পার্টি দেন তিনি।

11 29 11

গ্রবেনিরা কর্মকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগ্রলো ভরে উঠেছিল নানান উদি পরা অভিজাতে। অনেকেই এসেছিলেন শ্বধ্ব এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সব্বর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাং হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগর্বালতে। প্রদেশপালের টেবিল খিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাত্ব। ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীতা ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দুর করিডরে চলে যাছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে — নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ পুরনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নোবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট প্রনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপটি; স্পন্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতাব নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি।
লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে প্রনোদের দলে।
আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর
সঙ্গে এবং স্পণ্টভই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।
ছোটো যে হলটায় লোকে ধ্মপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে
নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শ্রনছিলেন
কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি
খাটাচ্ছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমান, তাঁকে ঘিরে জোট
বে'ধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্সিক এবং আরেকটি উয়েজ্দের
অভিজ্ঞাতপ্রম্খ, তাঁর দলভুক্ত খিন্নউন্তোভের কথা শ্রনছিলেন। নিজের
গোটা উয়েজ্দ নিয়ে ক্লেকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপত্তি

করছিলেন খ্যিউস্তোভ আর সিভয়াজ্যাসিক তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জনা। সেগেই ইভানোভিচ অন্মোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন ব্রুতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত র্মালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উদি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে। দুই দিকের গালপাটা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাড়াচ্ছি তো সের্গেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্ত। হচ্ছিল তা শ্বনে তিনি সমর্থন করলেন স্ভিয়াজ্যিকর মত।

'একটা উয়েজ দ্ই যথেক, আর স্ভিয়াজ স্কি স্পণ্টতই হবে বিরোধীপক্ষ'

— তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।

'কী কস্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে
তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খুমিই হতেন, কিস্তু
ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি বৢরে উঠতে পার্রছিলেন না। যারা কথা
কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে
বললেন যে তিনি বৢঝতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গ্রেবির্মা
প্রম্থকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'* বলে ব্যাপারটা ুকী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগনুলোর মতো সমস্ত উয়েজ্দ্ যদি গনুবেনিয়া প্রমন্থকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্দ্ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দ্টো উয়েজ্দ্ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেংকোভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন প্রনোদ দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিন্তু যদি শন্ধ্ন একটা উয়েজ্দ্, স্ভিয়াজ্স্কির উয়েজ্দ্ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেংকোভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোখে ধ্লো দেওয়া হবে. তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওয়াও ভোট দেবে তার পক্ষে।

^{*} অহো পবিত্র সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন ব্রুলেন, কিন্তু পর্রোটা নয়, আরো কিছু প্রশন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

কী ব্যাপার ?' 'এগাঁ?' কাকে?' প্রত্যয়পত্র : 'কার জন্যে?' 'এগাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' ফ্রেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শ্বনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহবুড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছু একটা ব্রুঝি ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পে'ছিলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গ্রেবির্নিয়া প্রমুখ, সিভয়াজ্সিক এবং অন্যান্য পাশ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল।

n skn

লোভন বেশ দ্রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস, এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেটে জনুতার সোলে পরিষ্কার করে শনুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগনলো। দ্র থেকে তাঁর কানে এল শন্ধ অভিজাতপ্রমন্থের নরম গলা, বিষজিহন অভিজাতির ক্যাঁককেক কণ্ঠস্বর, তারপর স্ভিয়াজ্সিকর গলা। লেভিন যতটা ব্রশলেন ওঁরা তর্ক করছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদন্তাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্রেটারিকে অন্বরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শ্রনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শ্রের্ভ্রু করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উদি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকু'জো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা বাঁর ঘাড়ে গে'থে বসেছে, মোচে বাঁর কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেচিয়ে উঠলেন:

'वाामार्च ! राज्य ! कथा वर्राम कार्या कार्य का ! राज्य ! '

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, •আংটি পরা লম্বা ভদুলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চে'চাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকপ্তে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সেগেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সেগেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুণ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটার এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিণ্টতাসম্মত আলোশের উদ্রেক করছিল। শ্রুর্ হল চেচামেচি এবং মুহুতের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃংখলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গ্রুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা ব্রুববে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দূঘ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই ব্বনতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না, এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্রে অনুসারে সেগেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য অভিজ্ঞাতপ্রমুখকে পদচ্যত করা দরকার: আর পদচ্যত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে: সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন: আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক --- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফরসালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গ্রেন্থ দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অন্সরণ করা উচিত' — উপসংহার টেনেছিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেরাল ছিল না, এই সব সম্জন শ্রন্ধের ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, দ্বন্ধ উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কন্টকর হচ্ছিল। কন্টটা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতর্কের অবসান পর্যস্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গোলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপাত্রগর্বলিকে যথান্দানে রাখায় ব্লাস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শান্ত সজাব মুখ লক্ষ্ণ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘ্বতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গ্রেমাট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগ্রন্পিছ্ব। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অলপবয়সীয়া, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপ্রকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। ব্রেরের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগিরি সংক্রেন্ত সচিব এক ব্রূষ্ণ যাঁর দায়িত্ব গ্রেবর্নিয়ার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন:

'দাদা আপনাকে থ্রুছেন, কনস্তান্তিন দ্মিরিচ। ভোট শ্র হচ্ছে।' হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সেগেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। হিভয়াজ্হিক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গ্রন্গন্তীর বিদ্রুপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শ্রুছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আন্তে করে, আশোপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু বারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্বনটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভুরে কোঁচকালেন সেগেই ইভানোভিচ।

কঠোর **স্বরে তিনি বললেন, 'এটা** প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপার।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাক্সে, কেননা বলটা ছিল তাঁরী ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিস্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছান্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানন্বই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেক্রেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দ্বটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ফ্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পর্রনাে দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শ্রনলেন যে ক্লেংকাভকে ভাটে দাঁড়াতে অন্রােষ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল খিরে দাঁড়িয়েছে গ্রেনির্না প্রম্খকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তার ওপর আছা, তাঁর প্রতি অন্রাগের কথা, বার অযোগ্য তিনি, কেননা্ তাঁর যা-কিছ্র কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদারের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তাঁর লােককর্মের বারাে বছর বায় করেছেন। বারকয়েক তিনি প্রনর্ভিত করলেন, 'বথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আছায় ম্লা দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বােধ করিছ।' হঠাৎ অগ্রন্থের কিণ্ঠ থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চােথের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অন্রাগের জন্য, অথবা নিজেকে শন্র পরিবেছিত বলে বাে্ধ করছেন এমন একটা অবছার চাপের দর্নন — সে যাই হোক, তাঁর বাাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলােড়িত হল, ক্লেকোভের প্রতি একটা কোমলতা বােধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গুরেনিরা প্রমুখ ধারা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউকে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীর্ভীর্ হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছু একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তাঁর অন্থিরতায়। তাঁর মাখভাব, ক্রস-আটা তাঁর গোটা উদি আর ব্নট করা শাদা পেণ্টাল্লেন পরা মাতি, যে শশবাস্ততায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছ্ থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশ্ যে ব্লতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তাঁর এই মাথের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্ণী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তাঁর অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিরেছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশর সাংসারিক লোকের সমস্ত মহিমার। মন্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপদ্র; চাল-না-মারা, নোংরা গোছের প্রবনো চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সম্রদ্ধ, বোঝা যার তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যার নি; মোটাসোটা ভালোমান্য স্থাী, লেস দেওরা টুপি মাথার, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেরের স্কুদরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর করছিলেন; জিমনাসিরামের বন্ধ শ্রেণীর ছাত্র ছোকরা গোছের ছেলে, যে জিমনাসিরাম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিরে চুম্ খেল তার প্রকাশ্ড হাতে; গৃহক্তার ভারিকি সম্বেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ স্বই গতকাল লেভিনের মধ্যে একটা অগোচর শ্রদ্ধা ও সহান্ভূতির উদ্রেক করেছিল। এখন এই বৃদ্ধকে তাঁর মর্মস্প্রশাঁ ও কর্ণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দ্টো ভালো কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজ্ঞাতপ্রমূখ হচ্ছেন?'

'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-গুদিক তাকিয়ে বললেন অভিজাতপ্রমাখ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজ্ঞাতপ্রমুখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গ্রেগ্ডীর মৃহতে। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙ্কা দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

ক্ষেরভকে নিয়ে বিতকে নতুন দল শুখ্ একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজন অভিজাতকে প্রনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দ্ভান অভিজাতের দ্বলিতা ছিল মদে, ক্ষেংকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর তৃতীয় জনের উদি কৈড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে উদি পরাতে এবং মাতাল দু'জনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিয়েছিল বে জমিদার, স্প্রিজ্ঞাজ্জির কাছে গিয়ে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে বাবে।' 'বড়ো বেশি মাতাল নয় তো? টলে পড়বে না?' মাথা নেড়ে জিগোস করলেন স্প্রিজ্ঞাক্তিন। 'না, চাল্য ছোকরা। শৃধ্য এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

n 25 n

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধ্মপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজ্ঞাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোখে পড়ছিল সমস্ত ম্বেথই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খ্টিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এ'রা হলেন আসম সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিন্তবিনাদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নান্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধ্মপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাৎ সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উদি পরিহিত দ্রন্স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাৎ হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রন্পগ্লোর দিকে চেয়ে শ্লাতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন স্বাই চাঙ্গা, দ্শিচন্তাগ্রন্ত, বাস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উদি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অন্কেচেহারার কোলকু'জো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উদির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা ব্টের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিন। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দ্ভিটপাত করে জমিদার ঝট করে ঘ্রের গেলেন।

'কারসাজি আছে, সে আর বলতে' — সর্ গলায় বললেন ক্ষ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দ্বাজনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের প্ররো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিরে আসছিল লোভিনের দিকে। জমিদাররা স্পন্টতই একটা জায়গা খ্রেছিল বেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

'কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিক্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!'

'কিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে' — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, 'তাঁর স্থাীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।'

'চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজাত। বিশ্বাস করতে হয়।'

'হুজুর, চল্মন যাই, চমংকার শ্যাম্পেন!'

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল অঃসছিল তার পিছন্ন পিছন্ন; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

'মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না' — শ্রুতিমধ্র গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উর্দি; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

'ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমুখ স্ভিয়াজ্যুস্কির ওখানে।'

'তা আপনার কৃষিকর্ম কেমন চলছে?' জিগোস করলেন লেভিন।

'সেই একইরকম লোকসানে' — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিস্তু এই প্রশাস্তি ও প্রত্যর নিয়ে যে তাই ই হওয়া দরকার। লোভনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: 'কিস্তু আপনি আমাদের গ্রুবেনিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?' ফরার্সিশব্দটা বললেন তিনি দৃঢ়ে কিস্তু খারাপ উচ্চারণে। 'সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্দ্রীরাও' — দ্রেপান আর্কাদিচের দর্শনিধারী ম্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেন্টাল্ন আর কামেরহেরী উদিতে তিনি হাটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজ্ঞাত নির্বাচনের গ্রহ্ম আমি ব্রিঝ কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গ্রেক্ছই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড়োর শক্তিতে। উদির্গনেলা দেখনুন, তা দেখেই ব্রুতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজ্ঞাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছ্ব পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সত্যি বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চাল্ব করে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পরুষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'
'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত
ক্ষেংকোডকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি।
ধর্ন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে
একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলডু'ই
আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলডু'ইগুলো
এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। ওটা তো আর এক বছরে
বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন
তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্মা কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হাাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছ, দাম

আছে। শন্নন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফরদা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাস্মাজ লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বাল' —- জানালার বাজনতে কন্ই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে ছেলের কোনোরক্ম আগ্রহ নেই। বোঝা যাছে পশ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক' -- লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফরদা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শন্বন বলি' — জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘ্রের দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ত্ব।' অথচ বাগান আমার অযত্ত্বে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিশ্ডেন গাছগ্রলোকে কেটে ফেলতাম, শ্র্ব রসটা বার করে নিয়ে। লিশ্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গর্বাছ্র বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পণ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শ্নতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান কর্ন, আপনার আমার যা আছে শ্ব্ সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শ্বনেছি, আপনি বিবাহিত?' জ্বিগ্যেস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চাল, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক প্রাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগন্ন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জামদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, থেমন অন্তত বন্ধন্বর নিকোলাই ইভানিচকেই ধর্ন, কিংবা কাউণ্ট দ্রন্দিক, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু প্র্নীক্ত লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবং কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিস্থু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফেলছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভদ্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগন্ন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সেজমি যত খারাপই হোক চযে যাচ্ছে। শ্ব্ধ্ব হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুন্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্ভিয়াজ্সিক।

'তা ছাড়। কি চলে।' 'বুক জুড়ালেন।'

11 00 11

শিভয়াজ্শিক লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর দ্রন্দিককে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই। 'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিল্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সোভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রনৃষ্ঠিক বলজেন।

'হাাঁ, আমাদের সাক্ষাংটা আমার খ্বই মনে আছে' — সি'দ্বে লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষ্মি ফিরে কথা শ্বেরু করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে দিভয়াজ্ দিকর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন দ্রন্দিক. বোঝা যাচ্ছিল লোভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লোভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন দ্রন্দিকর দিকে, ভাবছিলেন তাঁর র্ড়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্স্কি আর ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'ল্লেংকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি কর্ন নয় সম্মতি দিন' - জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন দ্রন্দিক।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' দ্রন্দিকর দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্ স্কি বললেন।

'আপনি দাঁডাবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপনে নই' — বিব্রত হরে সেগেই ইভানোভিচের কাছে দ-ডায়মান বিষজিহন ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দ্ভিপাত করে স্ভিয়াজ্সিক বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভিম্ক?' লেভিন জিগ্যেস করলেন। টের পাচ্চিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভঙ্গ্কি আর স্ভিয়াজ্গ্রিক ছিলেন দূহে প্রতিশ্বন্দ্বী প্রাথাঁ।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহ্ব ভদ্রলোক। বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভস্কি। স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিলেন লেভিনের। 'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' দ্রন্দিকর দিকে চোখ মটকে স্তেপান আকাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দোড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হাাঁ, ঘা লেগেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেশুনেশু করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভূর্ কুচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্সিক! স্বাকিছ্ব ওর কাছে পরিষ্কার।' 'ও হাাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন দ্রন্সিক।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে দ্রন্দিক তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উদি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষয় দ্ভিট তাঁর দিকেই নিবন্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মস্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উর্দি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন দ্রন্স্কির সঙ্গে কথা বলার স্ব্যোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর র্ঢ়তাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শাস্ত বিস্ময়ে দ্রন্স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভার্ম্ট দ্রে। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্লে, তার জন্যে আমাকে এজেশ্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে মরদা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুংসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধ্যাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিন্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শরের হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বৃবিধ না' — ভাইয়ের কতকগৃলি উস্তট কাণ্ড চোখে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বৃবিধ না এই মান্রায় দর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো ধায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, রুশীদের নেই। গৃ্বের্নিয়া প্রমুখ আমাদের শন্ত্ — তুমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউণ্ট দ্রন্দিক... ওঁকে আমি বন্ধু বানাবনা; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি যাব না; কিন্তু উনি আমাদের দলে, কেন শন্ত্ করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভিদ্কিকে তুমি শৃংধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।

'আহ্, আমি কিছুই বৃঝি না! এ সবই নিরথকি ব্যাপার' — বিষয় বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনথ'ক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গালিয়ে ফ্যালো।' লোভন চুপ করে রইলেন, দাজনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গ্ববৈনিয়া প্রম্থ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছ্ব একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অন্রোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেক্রেটারি উচ্চেম্বরে ঘোষণা করলেন যে গ্বেনিয়া প্রম্থ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ডা ক্যাপটেন মিখাইল স্থেপানোভিচ স্নেংকোভ।

উরেজ্দ্ প্রমনুখেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শরের হল ভোটাভূটি।

উয়েজ দ্ প্রমাথের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যখন টেবিলের দিকে যাজিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভুলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভুল করেন নি তো। ক্লেংকোভ তো তাঁদের শার্। ডান হাতে বল নিয়ে বাজের কাছে গিয়ে ভুল করছে ভেবে একেবারে শেষ মাহাতে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই বায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্রলোকটি বাজের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনাইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি ব্রেম নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসায় হয়ে মা্থ কোঁচকালেন। নিজের অন্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদন্ত ভোটের সংখ্যা।

গ্রবেনিরা প্রম্থ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছ্টলেন দরজার দিকে। স্নেংকোভ ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যাস করলেন লেভিন। 'মাত্র শ্রুর হচ্ছে' — হেসে সের্গেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্থিয়াজ্যিক। উপপ্রমুখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন স্ক্রে চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই স্ক্রেতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্দ্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবিটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি স্কৃতিজত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেন্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বন্তই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গ্রেনির্বা প্রম্থ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমংকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শ্নেলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শ্বনে কীবে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমংকার! সবকিছ্ব পরিষ্কার, স্কৃপন্ট! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শ্বন্ধ্ব এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগ্রলোয় বসে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্য সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রম্থের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্গেনি ইভানোভিচ আপ্ন্তিন!'

ম্ত্যুবং স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জরাজীর্ণ ক্ষীণ গলা: 'প্রত্যাহার করছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্র পের্যভিচ বল্ !'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা থ্যাঁকথে'কে গলা।

ফের একই জিনিস শ্রে হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে লেভিন দেখছিলেন আর শ্রনছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, ব্রুতে চেন্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর ব্রুতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের ম্থে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিণ্ডিতে দেখা হল এক য্গালের সঙ্গে, হিল খটখিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তখন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লেভিন বেরিয়ে যাবার সি'ড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অনুগ্রহ করুন কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দ্ভোতাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নিৰ্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেন্টেটারি টোকা দিতে দরজা খ্লে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছ্টে এল দ্'জন জমিদার।

'আমি আর পারছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উকি দিল গ্রবেনিয়া প্রম্থের ম্থ। আতংকে আর ক্রেশে সে মূখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হঃশ্কার দিলেন তিনি।

'আমি শ্বং ঢুকতে দিয়েছি হ্জুর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেশ্টালনে পরা গ্রেনিরা প্রম্থ ক্লান্ত ভিলতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভিস্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গ্রেনিরা প্রমুখ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুষ্ট, স্বখী, অনেকে উল্লসিত, অনেকে আবার অসন্তুষ্ট, অস্বখী। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গ্রেনির্মা প্রমুখ, সেটা তিনি ল্বকাতেও পারছিলেন না। নেভেদোভিস্কি যখন হল থেকে বের্লেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অন্গমন করতে লাগল ঠিক ষেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অন্গমন করেছিল প্রদেশপালের এবং স্লেংকোভ ষখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন ষেভাবে তারা অনুগমন করেছিল তাঁর।

11 0 2 11

সোদন নবনির্বাচিত গ্রবেনিয়া প্রমূখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন দ্রন্দিক।

নির্বাচনে দ্রন্দিক এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একথেয়ে লাগছিল, তা ছাড়া আমার কাছে নিজের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্র্ভো পরিষদের নির্বাচনে দিন্তয়াজ্ব্দিক তাঁর জন্য ষত্রকিছ্ব করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজ্ঞাত ও ভূস্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তঙ্জনিত সমস্ত কর্তার কঠোরভাবে পালনের উন্দেশো। কিস্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উর্ব্বোজত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ্ করতে পারবেন। অভিজ্ঞাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিস্তু স্পন্টতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভূল করেন নি যে অভিজ্ঞাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউন্ট পদ: শহরে খাশা একটা বাসা যা তাঁর জন্য ছেডে দেন তাঁর পরেনো পরিচিত শিক্ভি. যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উল্লাতশীল একটি ব্যাণ্ডেকর প্রতিষ্ঠাতা: গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ভ্রন্স্কির চমংকার পাচক; প্রদেশপালের সঙ্গে সখা, আগেই যিনি ছিলেন দ্রন্স্কির বন্ধ ও তাঁর প্রস্থপোষকতাধন্য: কিন্ত সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ, সমান ব্যবহার, যাতে তাঁর কল্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজ্ঞাতের ধারণা বদলায়। নিজেই দ্রন স্কি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাংস্কায়ার স্বামী এই যে খেপাটে ভদলোকটি à propos de bottes* উদ্মাদ আন্দোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেডেছেন, তিনি ছাড়া যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে. তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তাঁর পক্ষপাতী। তিনি পরিকার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অনোরা স্বীকার করছিল যে নেভেদোভস্কির সাফল্যে তাঁর অবদান যথেষ্ট। আর এখন নিজের বাডিতে খাবারের টেবিলে বসে নেভেদোভিস্কির জয়োংসব উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তাঁর একটা মধ্যুর অনুভূতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জকি প্রেম্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় ঘোডা ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। দ্রন্দিক বসেছিলেন টোবলের শিয়রে, ডান দিকে যুবক প্রদেশপাল, জার স্ইটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জেনারেল। যে প্রদেশপাল গ্রুগান্তীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, সবার কাছে তিনিই গ্রুবেনিয়ার কর্তা; দ্রন্দিকর কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাংকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, দ্রন্দিকর সামনে তিনি অপ্রন্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise** চেন্টা করছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর বাঁদিকে তাঁর তর্ণ, অটল, বিষাক্ত মুখ নিয়ে নেভেদোভিন্ক। তাঁর সঙ্গে দ্রন্দিকর ব্যবহার ছিল সহজ, সগ্রন্ধ।

কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।
** চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

শিভয়াজ্ শিক তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভিশ্বির উদ্দেশে পানপার তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অন্সরণ করতে হবে, এ'র মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধ্ব ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োংসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে দ্রেপান আর্কাদিচও খান্দি ছিলেন। অপার্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গার্বেনিয়া প্রমাথের অপ্রান্সজল বক্তৃতাটা চিভয়াজ্ চ্কি শোনালেন কোতৃক করে। তারপর নেভেদোভ চ্কিকে লক্ষ্ণ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোথের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পন্ধতি নিতে হবে হাজারকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গার্বেনিয়া প্রমাথের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিস্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতৃন গার্বেনিয়া প্রমাথ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভিস্কিকে সম্বোধন করা ছচ্ছিল 'আমাদের গুরেনিরা প্রমূখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নর্বাববাহিত তর্গীকে 'মাদাম অম্ক' বলতে পেরে। নেভেদোভিন্দি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছ্ম এসে যায় না তাই শাধ্ম নয়, এটাকে তিনি ঘ্শাই করেন, কিন্তু স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খ্মিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তার পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাখছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছ্ব লোকের কাছে টোলিগ্রাম পাঠানো হল। খ্বই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টোলগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভন্দিক নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যদের দিও।' চে'চিয়ে চে'চিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মস্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ কর্ক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

র্বল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং ব্ঝলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'* স্থিভার একটা দুর্বলিতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা সরুরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্প্রান্ত, সহজ আর হাসিখ্লি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বর্গসিক সম্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্মিক বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গ্রেবির্নিয়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গ্রুস্বামীর' স্বাদ্যুপান করা হল, তাও অধেক রহস্য করে।

স্ত্রন্তিক খ্রিশ হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধ্র পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব দ্রাতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্বাী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন দ্রন্দিককে, স্বাী তাঁর সঙ্গে পরিচিতও হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের স্ক্রনরীকে। সত্যিই অপর্পো।'

'Not in my line'** — তাঁর মনে ধরে যাওয়া ব্রলিটা ভ্রন্ শ্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যখন ধ্মপান করছে ভ্রন্ শ্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্দ্ভিজেন্স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপ্রণ দ্ফিতে তাকিয়ে।

প্রন্দিক যখন ভূর, কু'চকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভৃত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক স্ভেত্তিংস্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য ।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আমা। পড়ার আগেই দ্রন্দিক জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শ্রুকবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জানতেন

- * টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।
- 🕶 ওটা আমার ধারায় নেই (ইংরেজি)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরুম্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধাায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পে'ছিয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আনি খ্ব অস্কুন্ছ, ভাক্তার বলছে নিউমানিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিশেসস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশ্র, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিল।ম. এখন লোক পাঠাছিছ জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছ্ব একটা জবাব দিয়ো যাতে ব্রুতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসমুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসমুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সত্তর।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ, দর্ঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে, দর্ইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

॥७२॥

শ্রন্দিক প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কাণ্ডগালো ঘটত, তা প্রন্দিককে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে প্রন্দিক নির্বাচনে যাবার আগে আলা স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বাশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দ্ভিতে প্রন্দিক তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আলা, প্রন্দিক রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দ্ভিতৈ প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিছে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আলা পেশছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। 'যখন আর যেখানে খ্রিশ যাবার অধিকার তার আছে। শ্ব্দ্ নিজে যাবার নয়. আমাকে রেখে যাবারও। সব অধিকার ওর আছে, আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনিদিন্টি, ধরা-ছোয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দ্ভিট বোঝাচ্ছে অনেক কিছ্ন' — ভাবলেন আল্লা, 'এ দ্ভিট দেখাচ্ছে যে প্রেম জ্বভিয়ে যেতে শ্রু করেছে।'

আর জর্ণ্ড্রে যেতে যে শ্রহ্ করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছ্ ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। দ্রন্দিক যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিস্তাটাকে তিনি দিনে কিছ্ একটা নিয়ে বাস্ত থেকে আর রাতে মির্ফারা নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আলা তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছ্ চান না, কিষ্ণু ওঁর সঙ্গে সন্মিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে দ্রন্দিক ওঁকে তাাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং দ্রন্দিক বা স্থিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আল্লা ভ্রন্স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুসন্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিল্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিস্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যথন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন দ্রন্দিক সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেথানে, সে সম্পর্কে চিস্তাগ্রেলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অন্ভব করলেন। এই সময়েই অস্থ হল মেয়ের। তার সেবাশ্রেয়ার ভার নেন তিনি, কিস্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গ্রুত্র ছিল না অস্থটা। যত চেন্টাই কর্ন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আল্লা, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধায় একা হয়ে দ্রন্দিকর জন্য এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিস্তু ভালো করে ভেবে দেখে দ্রন্দিক যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে দ্রন্দিকর চিঠি পেলেন আল্লা আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় দ্রন্দিক যে কঠোর দ্ভিপাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অসুখটা গ্রন্তর নয়, তখন তার প্নরাব্ত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খ্লি। আয়া এখন মানেন যে উনি দ্রন্দিকর ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য দ্রন্দিক তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আয়া খ্লি। হোক আয়াকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আয়ার কাছেই থাকবেন, আয়া তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

ভ্রমিং-র্মে বাতির নিচে বসে আয়া তে'-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শ্নতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মৃহত্তেরইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শ্নতেন, কিন্তু সেটা প্রমান্তক। অবশেষে শোনা গেল শ্ব্দ চাকার শব্দই নয়, কোচোয়ানের চিংকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারালায় চাপা আওয়াজ। পেশেল্স খেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আয়া লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দ্'বার যা করেছেন, সির্ণড় দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লক্জা হল তাঁর, কিন্তু প্রন্সিক কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জনালা আগেই মৃছে গিয়েছিল তাঁর। প্রন্সিকর মৃথে এখন অসমন্তোষ ফুটবে কিনা শব্দ, এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সমুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সমুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল দ্রন্সিককে, তাঁর হাত চোখ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠম্বর শ্ননলেন আয়া। অমনি সবকিছ্ব ভুলে তিনি আনন্দে ছন্টে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সি*ড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আল্লাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

দ্রন্দিক বসে ছিলেন চেয়ারে। ভূত্য তাঁর গরম হাই-বৃট টেনে খ্লছিল। 'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'আর তুমি?' গা ঝাড়া দিয়ে শ্বধালেন প্রন্দিক।

নিজের দৃই হাতে প্রনৃষ্ণির একখানা হাত ধরে আহা টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মুখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আমাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আমা

তাঁর জনাই পরেছেন বলে জানেন, নির্ব্তাপ দ্ণিটতে এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মনুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি র্মাল দিয়ে মুছে আমার হাতে চুমু খেয়ে বললেন দ্রন্স্কি।

আরা ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে দ্রন্দিক না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘ্নুম আসত না যে… ভাবনা-চিস্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মহিল্য়া নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গলপ করলেন দ্রন্দিক আর প্রশন করে আশ্লা তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফলো। আর বাড়িতে দ্রন্দিকর যাতে আগ্রহ, সে সব গলপ করলেন আশ্লা, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিলেসস ভারভারা চলে যাবার পর আল্লা যথন দেখলেন যে দ্রন্দিক প্ররোপ্রির তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দর্ন সেই দ্যুংসহ ভারটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি ব্রুতে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি দ্রন্স্কির যত ভালোবাসাই জাগুরুক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। দ্রন্স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অন্তুত। এই আনির নাকি অস্থ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সতিয়।'
'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'
'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসম্ভূষ্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সতিা, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসাটে' যাবার কর্তব্য…'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছ্ আর বলব না' — বললেন দ্রন্স্কি। 'কেন বলব না?' বললেন আমা।

'আমি শৃধ্ বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মশ্বেন যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আল্লা, কেন তুমি এত উত্তাক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাং গলার স্ক্র পালটে আল্লা বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আন্না, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত...'

কিন্তু আলা ওঁর কথা আর শ্বনছিলেন না।

'তুমি যদি মন্তেকা যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'তৃমি তো জানো যে শ্ব্র এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...'

'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি

যে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মক্ষেন যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হ্মাকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' -- হেসে বললেন ভ্রন্সিক।

কিন্তু এই নরম কথাগ্নলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গোল শ্ব্দু শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠার হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দ্ভিট চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি। 'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দ্বঃখ!' বললে দ্ভিটা। এটা ম্হুতের্র একটা অন্ভেতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন প্রামীকে। পিটার্সবিহুর্গে যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রন্দিকর সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মন্ফেরায়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন প্রামী-প্রীর মতো।

সপ্তম অংশ

11 > 11



লেভিনরা তৃতীর মাস
কাটাচ্ছেন মস্কোয়।
ওয়াকিবহাল লোকেদের
নির্ভুল হিসাব অনুসারে
কিটির প্রসব হবার কাল
পেরিয়ে গেছে অনেকদিন,
কিন্তু এখনো সে
অস্তঃসত্তা আর দুমাস

আগের চেয়ে প্রসবের মৃহ্তিটা এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধারী, ডাল্ল, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসদ্রের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শর্ধ্ব কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশ্ব, অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশ্বটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিব্দার অন্তব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশ্বটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে স্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিস্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত ষত্ন, সবিকছ,তে তাকে খ্লিতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগ,লো শিগগিরই শেষ হবে এটা অন,ভব না করলে এবং তা জানা নী থাকলে এর চেয়ে ভালো আর স্মুখধুর জীবন কিটি কামনা করতে পারত े ना। भर्दर এकটा जाभारत ऋज्ञ र्राष्ट्रल এ জीवत्नत माध्रर्य: य भ्वाभीत्क িকিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন। গ্রামে তাঁর সোম্যা, সম্মেহ, অতিথিবংসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অভ্রির, সতর্ক, যেন কেউ ব্রন্ধি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকৈ আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাড়াহ,ড়ো করতেন না কখনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশব্যস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না, অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কন্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে কর্ণ দেখায় ন।: বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে, অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দুষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে. প্রমিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে, সলম্জ সোজন্যে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহে, বিশেষ করে কিটির যা মনে হয়েছিল, ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মান্ত্র। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে: আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাডা কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ণসনা করেছে তাঁকে: মাঝে মাঝে ব্যুঝেছে যে তুপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সতিইে কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্লোন্চ্কির মতো ফুর্তিবাজ প্রুম্বদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এর্প অবস্থায় প্রুম্বেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তর্ণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিষ্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিম্বের বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেয়ে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেন্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছুই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিস্তাগ্র্লোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহরের জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিন্ধিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দ্ব'জনেই হয়ে উঠেছেন সতর্ক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দ্'জনের পক্ষেই অতি গ্রুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে -- ভ্রুত্বিকর সঙ্গে কিটির সাক্ষাং।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি ল্লেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দর্ন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে দ্রনম্পিকে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অর্মান নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বৃকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুধ্ কয়েক সেকেপ্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা দ্রন্দিকর সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুর্ করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই দ্রন্দিকর দিকে শাস্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি পুরোপর্নির তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া বরিসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইবে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার ক্ষীণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অনুমোদন করেন তার স্বামী এই মুহুতে যাঁর অদুশ্য উপস্থিতি অনুভব কর্রছল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে দ্রন্দিকর সঞ্চে, রসিকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেণ্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রসিকতাটা কিটি ব্রেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বিরসভনার

দিকে আর বিদায় নিয়ে দ্রন্সিক উঠে না দাঁড়ানো পর্যস্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পণ্টতই শ্ব্ধ্ এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হে'টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সঙ্গ্রেছ মনোভাব দেখে কিটি ব্রুবল যে তিনি তার ব্যবহারে সন্তুল্ট। নিজেই সে খ্রিশ হয়েছিল নিজের ওপর। দ্রন্দিক সম্পর্কে তার আগেকার হদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবর্দ্ধ করে শ্র্ব্র দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্তিই তাঁর সম্পর্কে প্রেরাপ্রির নির্বিকার আর অচণ্ডল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে দ্রন্ স্কির সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খ্বই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খ্রিনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছ্ব জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শুধ্ব ভুরু কুচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খ্বই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বৈশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বের্বার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোথ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুন্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রখন করতে শ্রুর করলেন আর শ্রুর এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শ্রুর প্রথম মুহুতেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পাবে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খুটিনাটি পর্যন্ত, তথন আহ্মাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খ্রুই খুদি, এবার দ্রন্দির সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম স্ব্যোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধরে মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রূত্তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শগ্রুই বলা চলে, তব্ তার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে দ্বিবিহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কণ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

nen

'বল্দের ওখানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বেরন্বার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে; 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শ্বেধ্ কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন। 'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেগ্রভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্সবিহ্রগের এই নামজাদা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পশুমার্থ হয়েছিলে এ'রই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগোস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও: নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশ্যই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' -- ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন। 'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউপ্টেস বলের কাছে।'

'যাওয়ার বডোই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কণ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।' 'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভাস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লঙ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছাছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে, 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'বেতাম, কিন্তু সর্বদাই লম্জা হত। আর এখন অনভ্যস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিবিা, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দ্ব'দিন উপোস দেব। এত লম্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন… যেও কিন্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে। 'জানো কন্ত্রিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পণ্ডাশ রুব্ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসম্ভোষের মূখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক, আমার দ্বশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছ্ব খরচ করছি না, অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছ্ব একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভূর্বর তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীর অসন্তোষের লক্ষণ। সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়, এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছ্ব একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভূলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — প্রনরাব্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদরিণী।'

'না, সত্যি, মারের কথা শ্নেছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার। দিব্যি ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের স্বাইকে জন্তাচিছ, টাকারও শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যাকিছ, তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সতি।?' লেভিনের চোথের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লোভন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শৃথু কিটিকৈ প্রবাধ দেবার জন্য। কিন্তু লোভন যথন দেখলেন যে কিটির অকপট মধ্র চোখদ্বিট সপ্রশন দ্বিটতে তাঁর দিকে নিবন্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবস্থাটা আমি বড়ো ভুলে যাই' — ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দ্বই হাত ধরে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছুই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?' অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি। বললে, 'এক বিন্দুও না।'

'তাহলে যদি কিছ্ ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'
'কিছ্ই ঘটবে না আর ও সব চিস্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার
সঙ্গে বেড়াতে যাব ব্লভারে। তারপর যাব ডাল্লর কাছে। ডিনারের আগে
এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হাাঁ, জানো, ডাল্লর অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে
একেবারে নির্পায়। দেনায় আকণ্ঠ ভূবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর
আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার
স্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দ্'জনে
মিলে দ্বিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিন্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

অলিন্দে লেভিনের অবিবাহিত জীবনের সময় থেকে প্রবনো চাকর কুজ্মা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'স্কুদরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁয়ে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোঁড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মন্ফোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বাদ্যকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যেস করলে কুজুমা।

মন্দেরা জীবনের প্রথম দিকে ভজ্দভিজেন্কা স্ট্রিট থেকে সিভ্ৎসেভ দ্রাজেক পর্যস্ত যেতে ভারি একটা জন্ডি গাড়িতে যে জন্ডতে হত দন্টো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভাস্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ র্ব্ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দ্বটো ঘোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জ্বততে।'

'যে আজে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহনুরে স্বাবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিংস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সব্বর্গের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রের এসে গ্রামবাসীর কাছে দূর্বোধ্য যে অনুংপাদক কিন্ত অপরিহার্য খরচাগ্রলো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে. সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শ্বে গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘটেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাথি। লেভিন যথন তাঁর প্রথম একশ রুব্লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিম্প্রয়োজন কিন্তু নিম্চয়ই অপরিহার্য (এগ্রলো ছাডাই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগ্রলোর দামে ভাডা করা যেত দু জন গ্রীষ্মকালীন মজুর, অর্থাৎ ইস্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিন্দা শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' রবেলের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুবুল মূল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পড়েছিল যে এই আটাশ রুবুলটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা খোসা ঝরানো, চালানি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই পাদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহু দিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাণির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে, সেটা তন্দ্রারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিতৃপ্তির সমানুপাতিক কিনা, এ খৃতখুতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না, এই হিসেবিআনাও র্লোভন ভূলে গেলেন। রাইয়ের দাম র্লোভন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি প্রদ পিছা পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গরেম্ব রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাঙ্কে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাণ্ডেক সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাঞ্চের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোখেকে তাঁ পাওয়া যায়। কিটি বখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়. তখন এই ব্যাপারটাই

মন্হতের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেরভের সঙ্গে আসন্ন পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

n o n

মস্কোর এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তাঁর বিশ্বদ্দির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দ্দিউভিঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওদিকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতোটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছ্ অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেরভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেরভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খ্ব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেরভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খ্বই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রায়িং-র্মটায় লোভিনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘাণ্ট শ্নে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মণ্টেনেগ্রীনরা? জাত যোজা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাভিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি স্ফ্রী। ইনিই মেন্তভ। কিছ্কেণ আলোচনা চলল

রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগ্নলোকে পিটার্সবৃগ্ সর্বোচ্চ মহল কে কী চোখে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্দ্রী কী বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত স্তে পাওয়া একটা খবর থেকে। কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত স্ত থেকে শ্নেছেন যে জার বলেছেন একেবারেই অন্য কথা। এমন একটা অবস্থা লেভিন কম্পনা করার চেন্টা করলেন যাতে দ্টো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা থেমে গেল।

'হাাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মান্মকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগ্লির বহিত্তি করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতা থেকে খ্রুজেছেন বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেত্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শ্রুর্ করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে পিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পে'ছিলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দ্ঘিউভিঙ্গ। তিনি জানতেন যে চাল্ম রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেন্তভ, কিন্তু নিজের নতুন দ্ঘিউভিঙ্গতে তাঁর সহান্ত্তি কতদ্র পর্যস্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশাস্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতন্ত্র্যে নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিন্তাটা তিনি উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে প্রের বিশাল অনিধিকৃত জমিকে অধ্যাবিত করা তার কাজ। বাধা দিয়ে মেন্তভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিদ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রমিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভার করবে জমি আর প্রভির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।' এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেন্তভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্টা কিসে সেটা লেভিন ব্রুলেন না, কেননা কণ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন পর্বান্ধ, মজর্বির আর খাজনার দ্যিতকাণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে ব্হদংশের, প্রাঞ্জের জমিতে খাজনা এখনো শ্না, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজর্বি প্রকাশ পাচ্ছে নিজেরা থেয়ে বে'চে থাকায়, আর আদিম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রুপে পর্বান্ধ এখনো নেই, তাহলেও তিনি শ্বর্ধ ওই দ্যিউভিঙ্গি থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজর্বির সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শ্নলেন অনিচ্ছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল মেন্নভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যব্যয় হয়ে পড়ে নিঙ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দ্বিভতৈ দেখছেন যে কেউ কাউকে ব্যাবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শ্যুই শ্ননে গেলেন। মেন্তভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তিপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আছা নিয়ে, শ্রুয় এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা ব্রিয়য়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান প্রলিকত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধ্বান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বলার পর মেন্তভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেন্ড তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হাাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞাশন্তম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেত্রভ, 'চল্বন আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, স্ববিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা যে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খনি হয়েই।'

'ওহে শ্বনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

भ्रतः इन विश्वविकानस्यतं अभ्न निरंश जात्नाहना।

এই শীতে মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খ্রই গ্রেত্বপূর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। পৃথক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘন্য গ্রন্থেচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এ'দের মধ্যে দেখতেন ছেলেমান্বি আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অগ্রন্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেলেভিনের কোনো সংপ্রব না থাকলেও মস্কো থাকাকালে বার কয়েক ব্যাপারটা শ্বনেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজস্ব একটা মতামত গড়েনিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রনো দালান পর্যন্ত তিনজনে না পেশছনো অবধি রাস্তায় যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও যোগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শর্র হয়ে গিরেছিল... বস্ত্র-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেত্রভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন, একজন পাণ্ডালিপির ওপর ভয়ানক ঝ্রুকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন। টোবল ঘিরে যে চেয়ারগন্লো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছাত্রটিকে জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসন্ন দ্ভিটপাত করে ছাত্রটি বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শন্নতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক নতন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জয়ন্তী উপলক্ষে কবি মেন্ত্ যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উন্দেশেও কৃতজ্ঞতাস্চক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজোর খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যখন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে, ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেত্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মেত্রভের চিন্ডায় হয়ত-বা গ্রেম্ব থাকতে পারে: কিন্তু তাঁর নিজের চিন্ডাটাও গুরুত্বপূর্ণ, আর এই চিন্ডাগুলোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছুতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দু'জনে যদি তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগালোকে মেলালে কোনো লাভ হবে না। এবং মেগ্রভের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন স্থির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেনভ রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি করেছেন আজ সকালে, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য তক্ষ্মনি যা মাথায় খেলল, তেমন একটা নতুন নিজম্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শ্রু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শ্বনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেরভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমল্যণের সদ্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দঃখিত. মাথা ন ইরে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন ল্ভভের কাছে।

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দ্বই রাজধানীতে* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অস্ববিধার পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অস্ববিধা হত না তাঁর), নিজের দ্বই প্রতকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রখর পার্থক্য থাকলেও, ল্ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও এই শীতটায় দ্'জনের মধ্যে খ্ব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তাঁরা।

ল্ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জনুতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পে°সনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে য়াওয়া চুরন্টটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছনটা দরে।

মুখখানা তাঁর সন্প্রা, চিকন, এখনো যুবকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া রুপোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমংকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে ফিটি? এইখানে বস্ন, স্বস্থি পাবেন...' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেন্ট পিটার্সব্গ'-এ প্রকাশিত শেষ সাকুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্সবিবর্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাতাভাসোভের কাছে লোভিন যা শ্বনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেত্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে, যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্ভভ।

পিটার্সবির্গ আর মন্ফো।

'এই দেখনন, বিজ্ঞানের এই চিন্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষনি তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে সন্বিধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দর্ন এ থেকে আমি বিশ্বত; তা ছাড়া বলতে লজ্জা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতুল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনয় দেখানো, এমন কি বিনয় হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই। ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে স্মৃতির অনেককিছ্ব ঝালিয়ে নিতে, স্লেফ শিখে নিতে হছে। কেননা শ্ব্ব শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, য়েমন আপনার ক্ষিকর্মে মজ্বর আর তত্ত্বাবধায়ক দ্বই-ই দরকার। য়েমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা ব্সলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় ব্বিয়য়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লেভিন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার; কিন্তু ল্ভভ মানলেন না।

'বুঝেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু নেই' ল্ভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শ্ব্ধ জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মাজিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টা করছিলেন ল্ভভ, কিন্তু জনলজনলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শ্ব্ধ্ব ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনবারায় বারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জ্ঞানেন না।' 'ওটা প্রিষয়ে নেবেন। ভারি ব্নিদ্ধমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা — নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা ৰুরা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা. ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খন্নটি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহায্যটা ছাড়া শন্ধ্ন নিজের শক্তিতে ছেলে মান্ধ করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল স্কুনরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বের্বার জন্য সাজসঙ্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং স্পন্টতই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দৃঃখ নয়, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আর্সেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাডি নেবে তো...'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শ্র্র্ হল স্বামী-স্থার মধ্যে আলোচনা। স্বামীকে যেহেতু সাক্ষাৎ করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর স্থাকৈ যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-পর্বে কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছ্ব ভেবে স্থির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। স্থির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেশছে দেবেন তাঁকে; আর যদি তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরৎ পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নন্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি আতি স্ক্রের' — স্থাকৈ বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বাদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যার' — দ্বাী বললেনু, 'যদি নিথ্ণতের পেছনে ছোটো, তাহলে তুণ্ট হতে পারবে না কখনো। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করায় একটা চূড়াস্তপনা ছিল — আমাদের রাখা হত চিলেকোঠায় আর মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগ্রলোয়; এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগ্রলোতে ছেলেমেয়ের।

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধ্বর হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সং-মা।'

'না, কিছ্বতেই চ্ড়ান্ডপনা ভালো নয়' — টোবলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছ্বিরটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখ'ত আমার ছেলেরা' — স্কুদর যে ছেলেদ্টি ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল'ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নৃইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধ্ব মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উদি পরে এসেছেন। শ্রুর হয়ে গেল হার্জেগোভিনা, প্রিন্সেস কির্জনস্কায়া, দ্বমা, আপ্রাকসিনার অকালম্ত্যু নিয়ে অন্গলি আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভূলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বের বার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্ স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ফ্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সিণ্ডিতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশন্ডি চান যেন আমরা, les beaux-frères*, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি' — হেন্দে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' — কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চলুন যাই।'

ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উস্তট সঙ্গীত। অন্যটি বাখ স্মরণে একটি কোয়াটেট। দুটো জিনসই নতুন, প্রিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শ্রনবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা কণ্ডাক্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিছছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য স্বত্মে রিবন ঝুলিয়ে কান টেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসবলোক হয় কিছ্বতেই আকৃষ্ট নন, নয় শর্ম্ব সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দ্ ভিলাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেণ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে আর শ্রনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শ্নতে লাগলেন ততই স্নিনির্দ্ধি একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দ্রের চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শ্রুর্ হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষ্নি তা ভেঙে পড়ছিল নতুন স্ত্রপাতের টুকরোর আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধর্নিতে স্বরকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছ্র সঙ্গেই যেগ্রেলির যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিছছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তর্ভিত্ব তালাই হতে পারত তা বিছছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তর্ভিত্ব ভাড়াই, একেবারে হঠাং করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধ্র্য আর গাঙ্ভীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়, আবেগগ্রেলা বিল্যপ্তও হচ্ছিল হঠাং।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বাধর যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহ্নল হয়ে পড়েন লেভিন, ম মনোষোগের যে চাপটা প্রস্কৃত হল না কোনো কিছ্ন দিয়ে, তাতে ক্লান্তি লাগছিল তাঁর। তম্ল কর্তালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। স্বাই উঠে দাঁড়াল, যাতায়াত শ্বর্ করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেন্ত্সোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খ্রিশ হলেন।

জলদগভীর স্বরে পেন্ত্সোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য'! নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ার আগমন অন্ভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শ্রুর করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিত্রময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহন্দতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডেলিয়া এল কোথা থেকে?' অন্তুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'কর্ডে'লিয়ার আগমন... এইবে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙ্বল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্তুসোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস্পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেস্ত্সোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্ত্সোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অনুগামীদের ভুলান এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভূল করে যখন তা কোনো মুখের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভূলের দৃষ্টাস্ত হিশেবে তিনি একজন ভাস্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিম্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগ্নলির ছায়া খোদাই করে বসেন। 'ভাস্করের এই ছায়াগ্নলো এত কম ছায়া যে সেগ্ললো টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিন্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

[🔹] শাশ্বত নারীশ্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেস্ত্সোভকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অস্বস্থি হল তাঁর।

পেন্ত্রেনাভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সম্ক্র প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিলেপর সঙ্গে যোগাযোগে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্ত্র্সোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মান্রাতিরিক্ত, অতিমধ্র, কপট সহজ্ঞতার জন্য এবং এ সরল-তাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্-রাফায়েলী চিত্রকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাং হয়ে গেল কাউন্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা শ্ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষ্মিন চলে যান. হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জনো আসবেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

n & n

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউণ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দ্ঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খ্রলে বললে হল-পোর্টার।

'কী দ্বংখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দন্তানা খ্লে টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রারং-র্ম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল কাউন্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিম ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হ্রকুম কর্রাছলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিয়য় গেলেন পাশের ছোটো ড্রায়ং-র্মটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বসেছিলেন কাউন্টেসের দুই কন্যা আর লেভিনের পরিচিত এক মন্তেকা কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর। 'কেমন আছেন আপনার স্থান? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অস্ত্যোভিটিকায়া।'

'হাাঁ, আমি শ্ননেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' — লেভিন বললেন। কাউন্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর স্ত্রীর খবর আর কনসার্টের কথা জিগ্যেস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্সিনার অকালম্ভ্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার প্নরাকৃত্তি করলেন।

'তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।' 'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?' 'গিয়েছিলাম।'

'চমংকার গেয়েছেন লুকা।'

'হাাঁ, খ্বই চমংকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছ্ই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্টা সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শ্বনেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউণ্টেস বল্ ভান করলেন যেন শ্বনছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যখন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিনি। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে চলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউণ্টেসের মুখ দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দ্রেক

কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগলো কী আহাম্মকি, তাই ক্থোপকথনের বিষয়বস্তু খুজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি জনসভায় যাচ্ছেন না? শ্নেছি খ্বে আকর্ষণীয় হবে' — কাউন্টেস শ্বরু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur** কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব ওখান থেকে' — বললেন লেভিন।

- পাগলা দিন (ফরাসি)।
- ** শ্যালিকাকে (ফরাসি)।

নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।
মহিলারা করমদনি করলেন তাঁর, অন্রোধ করলেন স্থাকৈ যেন তাঁদের
পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষ্বনি একটা বড়ো, চমংকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহ্বল্য আমার এতে কিছ্ব এসে যায় না, তাহলেও লঙ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবাধ দিয়ে চলে গোলেন কমিটির জনসভায়, যেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যখন পেণছলেন তথন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খ্বই চিন্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং দিভয়াজ্ দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশ্যই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমংকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমায় এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শ্নলেন। কিস্তুমামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শ্রে, করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভূল করে বসেন এবং পরে সেই ভূলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসল্ল শান্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিত্বার করে শান্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথেশেকথনে যা শ্লনেছিলেন তারই প্রনরাব্তি করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শান্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধার কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজ্ঞের

হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধ সেটার প্রনরাব্যত্তি করেছিলেন সংবাদপত্তের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পে⁴ছে লেভিন দেখলেন কিটি স**্**স্থ, মেজাজও ভালো, তাই চলে গোলেন ক্লাবে।

11911

ক্লাবে লেভিন পে'ছিলেন ঠিক সময়েই। তখনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মন্সেয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খ:টিনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধব্যতাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর কুচি দেওয়া উর্দিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে; পোর্টারের ঘরে যেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খুলে রেখে যাওয়ায় খাটুনি কম; যেই তিনি শ্বনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোডা সি'ড়ি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চম্বরে প্রস্তরমূর্তি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উদি পরা, ব্রড়িয়ে যাওয়া তৃতীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দ্রন্টিপাত করে তাঁর জন্য দরজা খলতে শশব্যস্তও হল না, গড়িমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার প্রেনো আবেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোষ, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকদিন আসেন নি। গতকালই প্রিক্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিক্স স্ত্রেপান আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শর্ধর লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত বোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষ্মীন। শ্বিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে, সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগন্তাে পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লােক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ যা্বক, কেউ নামমার পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। রা্ছ্য বা দা্শিচন্তাগ্রন্ত মাখ দেখা দিল না একটাও। পােশাক রাখার ঘরে তাঁরা যেন তাঁদের টুপির সক্ষে সক্ষে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধারে সাহ্ছ জাবনের পাার্ধিব আনন্দ উপভােগ করতে চান। সিভয়াজ্যিক, শােরবাংশিক, নেভেদােভাশিক, বৃদ্ধ প্রিক্স, ভ্রন্শিক, সেগের্হ ইভানােভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি ঘুরে সাবধানে নিলেন মাছের সুপের প্লেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দ্বে থেকে ভেসে এল একটা হৃদ্য ডাক। লোকটি তুরোভ্র্গিন। তিনি বসেছিলেন তর্ব একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দ্বিট ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমান্য লোচা তুরোভ্র্গিসনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্র্গিসনের সহদয় চেহারা তাঁর খুবই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদ্বটি তোমার আর অব্লোন্ম্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অত্যন্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ যে অফিসারটির চোথ অনবরত হাসছিল, তিনি পিটার্সবিগের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিক্স দিলেন ওঁদের।

'অব্লোন্স্কি বরাবরই দেরি করে।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষ্নি এলে তুমি?' দ্রুত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'হ্যাপ্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাঁট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগন্লো থেকে নিজের র্ন্চি মতো কিছ্ন বাছা সম্ভব, কিন্তু স্ত্রেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাঁটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগন্লি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন তক্ষ্নিন নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের সন্পের সঙ্গে তক্ষ্বনি এক বোতল শ্যান্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পারটায় আপস্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভাজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখ্বিশ সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সব্রের্গর নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অপ্পাল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহাই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগ্যোস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে থাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' -- চাপরাশিকে হ্নকুম করে চুটকি বলতে শ্রুর করলেন তিনি।

'পিওত্র ইলিচ ভিনোভ্নিক পাঠিয়েছেন' — শ্রেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ চাপরাশি সর্ সর্ দৃই গ্লাসে ফেনিল শাদেশন এনে দিলে শ্রেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জন্য। শ্রেপান আর্কাদিচ তার গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গ্রুম্ফাশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তার উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।' স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন। স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খ্বই মঞ্চাদার। লেভিনও বললেন নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, দ্রন্দিকর 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম প্রেম্কার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বসেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে দ্রন্দিক আর একজন ঢ্যাঙা গার্ডা কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দ্রন্দিকর মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমান্বি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্তেপান আর্কাদিচের কাঁধে কন্ই রেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানন্দ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন দ্রন্স্কি; 'নির্বাচনে আমি তখন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শন্নলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হাাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খ্বই জবর দৌড়।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছ্ জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'থামগুলোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢ্যাণ্ডা কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী প্রক্ষার, ঘোড়ায় ওর ষেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খ্রুইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহান্সমে' — বলে কর্নেল টোবল ছেডে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্ভিন' — তুরোভ্ৎসিনকে বললেন দ্রন্দিক এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের প্রভাবে লেভিন দ্রন্দিকর সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গর্ম নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিশ্বেষ বোধ করছেন না দেখে খ্রিশ হলেন। এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে দ্বীর কাছে তিনি শ্নেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া ব্যরসভনার ওথানে।

'ও, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা!' বলে শ্রেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা সবাইকেই হাসাল। বিশেষ করে দ্রন্সিক এমন প্রাণখোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন শুেপান আর্কাদিচ, 'ভাহলে যাওয়া যাক!'

n w n

টোবল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহার দালানি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘা। গাগিনের সঙ্গে উচু উচু ঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-রামে। উচু হলটা পোরিয়ে যাবার সময় শ্বশারের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি. 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কু'জো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বৃট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভাবছ উনি ঐরকম সাতখাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিন্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বন্ধত তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বন্ধটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিক্স চেচেন্ স্কিকে জানো তো?' শ্বশ্র জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর মুখ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'ना, ज्ञानि ना।'

'সেকি! প্রিম্প চেচেন্ স্থিকে সবাই জানে। সে যাক গো। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড খেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভার্সিলিকে? ওই যে ম্টকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিম্প চেচেন্ স্থিক ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভার্সিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আপনি তৃতীয় জন।' হাাঁ ভায়া, এমনি ব্যাপার!'

গল্প চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিলস সমস্ত ঘরগ্লেলায় চব্ধর দিলেন: বড়ো ঘর যেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অল্পদ্বল্প বাজিতে খেলছিল অভ্যন্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, যেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সেগেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়ার্ড-র্ম, যেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যান্পেন সহযোগে চলছিল আম্দে তাসখেলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; জাহায়মেও উর্গক দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসন্তব নিঃশব্দে তাঁরা চুকলেন অন্ধকার পাঠককে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে র্ছট ম্থে একটি যুবক বসে একের পর এক পরিকা উল্টে চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিময়। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিন্স বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আসন্ন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জন্ডি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শন্নছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাং সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খ্রুতে গেলেন অব্লোন্সিক আর তুরোভ্ংসিনকে, এ'দের সাহচর্যে তাঁর ফুর্তি লাগে।

তুরোজ্ংসিন পানপাত্র হাতে বসেছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মের উচ্ একট্ট সোফায় আর ঘরের দ্বে কোণের দ্যোরের কাছে প্রন্স্কির সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আন্নার একঘেরে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনিদিশ্টিতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেত্রে সর্বদা দেখা দেয় যখন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খ্রই আলোড়িত। আজ্ঞ দ্বটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, ষেও না' — কন্ইয়ের ওপরে বাহ্বতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে, কিছুতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অকৃত্রিম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু' — প্রন্তিককে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধু আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দ্ব'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শব্ধ বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহদয় রহস্যে বললেন ভ্রন্তিক।

ঝাটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।
করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অত্যস্ত, অত্যস্ত খ্রিশ হলাম আমি।'
'এহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'আমিও ভারি খ্রিশ' — দ্রন্স্কি বললেন।

কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এ'দের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছ্ব ছিল না, আর দ্ব'জনেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'জানো, আমার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' দ্রন্স্কিকে বললেন শুেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আমার কাছে নিয়ে বেতে দ্চেপ্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন।'

'তাই নাকি?' দ্রন্দিক বললেন, 'ও খ্বে খ্রিশ হবে।' তারপর ষোগ দিলেন, 'আমি এখ্রিন বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইরাশ্ভিনের জনো দ্রশিচন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড এক দান? খেলবে লেভিন? চমংকার' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি। 'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে খেলা করছিল। 'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে দ্রন্দিক আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টেবিলে আর টেক্কা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। দ্রন্দিক কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্ভিনের খবর জানবার জন্য যাচ্ছিলেন জাহাল্লমে। সকালে ব্দির্ট্রের ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। দ্রন্দিকর সঙ্গে শগ্রন্তার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে দ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আন্নার কাছে। এক্ষ্নি? এগাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নর। শিভয়াজ্শিককে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমংকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' — চাপরাশিকে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে টেক্কার খেলায় যে চল্লিশ র্ব্ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হাত দোলাতে দালাতে সমস্ত হল পাড়ি দিয়ে গেলেন বহির্দারের কাছে।

n > n

'অ্বলোন্ স্কির গাড়ি!' রাগত হে'ড়ে গলায় চাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দু'জনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শুখু প্রথম কিছুক্ষণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিত্তি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অন্ভব করে বাচ্ছিলেন; কিন্তু যেই গাড়ি রান্তার গিয়ে পড়ল আর বন্ধরে রান্তার গাড়ির

দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের দ্রুদ্ধ চিংকার শ্নালেন, দেখলেন অম্পণ্ট আলোয় শাড়িখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে যে যাছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খাড়খাতি ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খ্রাশই না হয়েছি। জানো, ডব্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্ভভও আমার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' — বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপুর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দুঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'শ্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্সিককে। কী নির্বোধ এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শৃথ্য বাগড়া দেয় লোকের স্ব্থে!' তারপর স্থেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে স্ফ্রিনির্দিন্ট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্ত গণ্ডগোলটা কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস ব্রুন্তে! আমাদের স্বকিছ্ই ভারি জানির্দিট। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই সে আলা বিবাহবিচ্ছেদের আশার এখানে, মন্কোর, স্বাই যেখানে ওদের দ্বজনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোর না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, ব্ঝেছ তো, ও চার না যে কেউ কুপা করে আস্কৃক ওর কাছে; ব্লিছহীনা ঐ যে প্রিন্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গোলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জার পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমংকার গ্রুছিয়ে নিয়েছে নিজের জীবন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁরে গলিতে, গির্জার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেচিয়ে উঠলেন জ্ঞেশন

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খুলে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যন্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমন্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'বাস্ত থাকতে হলে অবশাই শিশ্বদের নিয়ে। না, মেরেটিকে সে চমংকার মান্য করছে মনে হয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে বাস্ত। দেখতে পাচ্ছি তুমি বাঁকা হাসছ, কিন্তু ওটা মিছে। শিশ্বদের জন্যে বই লিখছে ও, কিন্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শ্বনিয়েছে, পাশ্চলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমংকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সর্বাগ্রে ও হল হদয়বান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে বাস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বৃদ্ধি?'

'এখানেও তুমি কিছ্ একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে শ্রন্দকর ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিস্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,** পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আলা ওদের দেখে, সাহায্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শৃথ্ কৃপাবর্ষণ নয়, টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগ্লোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আলা নিজেই তাদের রুশ শেখাছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখ্নি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচণ্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোডায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভূত্যটি দরজা খ্লেল তাকে আনা বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

- * ডিমে তা দেওয়া মরেগি (ফরাসি)।
- ** স্বরাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)।

করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চম্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছ্র, ভালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতাল যে হন নি এই দ্টেবিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই স্তেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সি'ড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি স্তেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আলার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা?' 'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-রুমের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাড়িয়ে দ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে চুকলেন আধো অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। রিফ্রেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পড়েছে দেয়ালে, তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দূষ্টি আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আন্নার পোর্টেট। অব্লোন্স্কি স্ফ্রিনের ওপাশে যেতেই জনৈক প্রের্ষের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁডিয়ে রইলেন প্রতিক্রতির সামনে, উজ্জ্বল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে: চোখ সরাতে পার্রাছলেন না তিনি: ভলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে. আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দুষ্টিকে। এ যেন ছবি নয়, অপর্পা জীবন্ত এক নারী, কালো চল যাঁর কৃণ্ডিত, বাহু, স্কন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ন আধো হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর স্নিম্ব দ্র্থিতে, যাতে অস্বস্থি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সক্রেরী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' — কাছেই কাকে বলতে শ্বনলেন তিনি স্পণ্টতই তাঁকে উন্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যাঁর পোর্ট্রেটে তিনি মৃদ্ধ। ক্লিনের ওপাশ থেকে আন্না বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আর স্টাভির আধাে আলাের লেভিন পোর্ট্রেটের সেই নারীকেই দেখলেন গাঢ়, বর্ণ বহুল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্টেটে শিল্পী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্টেটে নেই।

n son

ওঁকে অভার্থনা জানাতে আমা উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোট্ট চণ্ডল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের স্ক্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বর্সেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উচ্চু সমাজের সর্বদা স্কৃষ্থির ও স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খ্ব, খ্ব আনন্দ হল' — প্নরাব্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগ্লো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য'; 'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে জানি, স্তিভার সঙ্গে আপনার বন্ধন্ব আর আপনার স্থাীর জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অল্প, কিন্তু অপর্প একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহ্নড়ো না করে, মাঝে মাঝে দ্থি ফেরাছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অন্ভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পেরভিচকে নিয়ে আমি আলেক্সেই-এর স্টাডিতে বসেছি ধ্মপান করার উদ্দেশোই' — ধ্মপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করায় আল্লা বললেন। তারপর লেভিনের দিকে তাকিয়ে উনি ধ্মপান করেন কিনা এ প্রশেনর বদলে কচ্ছপের খোলার বাক্স টেনে নিয়েদ সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শন্ধন স্নায়ন।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্টেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্টেট ছেড়ে ম্লের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দ্বিট নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্বাতি ঝলক দিল আমার ম্থে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যেস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আমাই:

'ইভান পেরভিচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি' — লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছ্ম বলতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম...'

লেভিন জিগ্যেস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে। 'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা। মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হাাঁ, ছবিগন্বো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আল্লা যে প্রসঙ্গটা শ্রুর করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন। এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দৃষ্টি থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আল্লার সঙ্গে তাঁর আলাপে প্রতিটি কথাই পাচ্ছিল বিশেষ তাৎপূর্য। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে

আল্লা কইছিলেন সহজভাবে, ব্দিমানের মতো, কিন্তু ব্দিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গ্রুত্ব দিচ্ছিলেন না. গ্রুত্ব অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

তাঁর ভালো লাগছিল আর আন্নার কথা শুনতে আরো ভালো।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধারা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থলতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি. ডাই বাস্তবতার প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথ্যে না থাকাতে এখন তারা খ'্রেজ পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদদ্ধ যত কথা লেভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে গেল আমার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিল্পের চমংকার চরিরায়ণ করা হয়েছে, চিরুকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক ম্তিণ্ট্লো থেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত ম্তিণ্ট্লোয় বিরক্তি ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য ম্তির্কর কথা ভাবতে শুরু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আলা জিগ্যেস করলেন ভাইকে।
'হ্যাঁ, একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আলার স্কুদর চণ্ডল মুখখানা
একাপ্র দ্গিটতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আলার সে মুখ এখন
হঠাৎ বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন
শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে
অপর্প আগের ওই মুখখানায় হঠাৎ ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔৎস্কা,
রোষ, গর্ব। কিন্তু এটা শৃধ্ব মিনিট খানেকের জন্য। চোখ কোঁচকালেন
তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হ্যাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'ড্রায়ং-র্মে চা দিতে বলো না।' মেয়েটি উঠে চলে গেল।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চমংকার। খ্বই ব্যক্ষিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিন্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'
'এই হল প্রেবের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছু নেই। নিজের মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আমা আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেরেটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেরেদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।'

'তা যা ভাববেন ভাবনে, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশন দৃণ্টিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সম্রদ্ধ সমর্থনের দৃণ্টিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উংসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কযেকবার। ভারি ওরা মিচ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মনলাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানিনা কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দ্ডিট লেভিনকে বললে যে তিনি কথা কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি ম্লা দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা ব্যুখতে পারবেন প্রস্পরকে।

'এটা আমি খ্বেই ব্ঝি' — লেভিন বললেন, 'স্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আন্না চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হাাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খ্কিতে ভরা প্রেরা একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large.* Cela ne m'a jamais réussi.** কত নারীই তো এ থেকে position sociale*** গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্য বিশ্বাসপ্রবণ মুখভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইয়ের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শ্ব্র লেভিনকে; 'এখন কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার পক্ষে যখন খ্বই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'—

⁺ তৈমন প্রশন্ত হৃদর আমার নেই (ফ্রাসি)।

^{**} ওটা আমি কখনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

^{***} সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাং ভূর্ব কুচকে (লেভিন ব্ঝলেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে ষাচ্ছেন বলে উনি ভূর্ব কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শ্বেনছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি ষেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'বেমন বেমন আক্রমণ এসেছে সেই অনুসারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরকো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমায় দিন আল্লা আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না, এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ।

'কেন বলতে গোলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িত্বে।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আয়া বললেন, 'এই হতভাগারা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বৃদ্ধি, সোষ্ঠব আর রৃপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আন্না তাঁর অবস্থার সমস্ত দৃঃসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, মৃখভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে ওঠে শিলীভূত কঠোর। এই মৃখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও স্কুলর; কিন্তু এ মৃখভাবটা নতুন; স্কুথে উদ্ভাসিত ও সৃখে সম্পাতী যে ভাবগ্রলো শিল্পী ধরেছেন তাঁর পোর্ট্রেটা, এটা তার বহিভূতি। আরেকবার পোর্ট্রেটা দেখলেন লেভিন, তারপর আন্নাকে, ভাইয়ের বাহ্লামা হয়ে তিনি তখন যাচ্ছিলেন উচ্ছ্ দরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুরেভকে ড্রারং-র্মে যেতে বললেন আল্লা, নিজে রয়ে গেলেন ভাইরের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাবহ বিচ্ছেদ, দ্রন্দিক, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন, এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশ্বদের জন্য লেখা আহ্না আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গ্র্ণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চায়ের টোবলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন।
আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং
মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই
থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শৃথ্ আলা নয়, ভরকুয়েভ আর
স্তেপান আর্কাদিচও যাকিছ্ব বলেছেন আলার মনোযোগে ও মন্তব্যে তা
সবই একটা বিশেষ অর্থ লাভ করছে বলে লোভনের মনে হল।

আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তাটা শ্বনতে শ্বনতে লেভিন সর্বক্ষণ মৃদ্ধ হচ্ছিলেন আল্লাকে দেখে — তাঁর রুপে, মনীষায়, বৈদদ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হদ্যতায়। তিনি শ্বনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আল্লার কথা, তাঁর অন্তর্জাবিনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হদয়ান্ত্তি। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কা এক বিচিত্র গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আল্লার জন্য কণ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে দ্রন্দিক তাঁকে প্রুরো ব্রুববেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমাত্র এসেছেন। স্থেদে উঠলেন লেভিনও।

'আস্ন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দ্বিটতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন আন্না, খ্ব আনন্দ হল, que la glace est rompue'.* তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ কোঁচকালেন আন্না:

'আপনার দ্বাকৈ বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গোছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা কর্ন তাকে।'

'নিশ্চয় বলব...' লাল হয়ে বললেন লেভিন।

যে বরফ ফেটেছে (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিষ্ময়কর, মধ্বর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ' — চিস্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শ্ব্য্ ব্যদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খ্লেল বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আন্নার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খুটিনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন ব্রুতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কণ্ট হচ্ছিল তাঁর জন্য।

বাড়ি পেণছতে কুজ্মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা ভালো আছেন, বোনেরা এইমাত্র চলে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দ্বিটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদ্বটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ র্ব্ল, টাকা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যখন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ রুব্ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খুব কঠিন মনে হরেছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষ্মিন সেটার নিষ্পত্তি করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য', কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাচ্ছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয় নি বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সত্তিয় সময় ছিল না তার।' অবশাই ওট

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্থার কাছে। যেতে যেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোখ বৃলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শৃনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শৃধ্ব দৃটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আন্না সম্পর্কে তার যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হছে, তা যেন ঠিক নয়।

স্থাকৈ লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খ্ব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে স্বাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা।

'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগোস করলে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। সে চোখ এত জবলজবলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের স্বিকছ্ব বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ ল্বকিয়ে সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শ্বনে গেল কিভাবে সন্ধেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'দ্রন্দির সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খালি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অস্বস্থিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেন্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' - বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেন্টা করে তক্ষানি যে আম্লার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তো, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাকি আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীরা অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু…'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আহ্না আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আলার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চ্ড়ান্তর্পে। এখন তিনি জানেন বে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আমার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উন্তাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অন্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে। শুধু বললে, 'অ!'

'আমি গোছ বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্তিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোখে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শ্বভংকর নয়।

আমার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি স্কুন্দর, ভালো, অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খ্বই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে; 'চিচি পেলে কার কাছ খেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লেভিন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডুকরে কে'দে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই ব্যুতে পেরে।

'ওই বদ মেরেটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমার যাদ্ধ করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাচিছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জ্বুয়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না, কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন স্থাকৈ শাস্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যস্ত সে প্রবোধ মানল লেভিনের এই কব্লোততে যে আহার প্রতি অন্কম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছম হয়ে পড়েন, ধরা দেন আমার চাতুরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শ্ব্রু কথাবার্তা আর খার্নাপিনা নিয়ে মস্কোয় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অর্বাধ। শ্ব্রু রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘ্রমতে পেরেছিলেন। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলা বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্তে (সমস্ত যুবাপুরুষদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তব্ তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সক্ষে সম্ভবপর সর্বাক্তব্র করলেও, সং, বিবাহিত প্রুরুষের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদ্র সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (প্রুরুষের দ্ঘিট থেকে ভ্রন্সিক আর লেভিনের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য সত্ত্বেও নারী হিশেবে তিনি দ্'জনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্সিক আর লেভিন, দ্'জনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছ্ব ভাবলেন না আল্লা।

নানা আকারে শ্ব্ধ্ব একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করছিল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, স্থীর অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি র্যাদ এত প্রভাব ফেলে থাকি, তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতম্পূহ?.. না, ঠিক বীতম্পূহ নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্থিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ্ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না, নজর রাখতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশ্ভিন কি খোকা? কিন্তু ধরা যাক কথাটা ঠিক। ও কখনো মিথ্যে বলে না। তবে এই সত্যির মধ্যে আছে আরেকটা সত্যি। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সংযোগ পেয়ে সে খ্লি। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মন্কোয় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দুঃসহতা সে যদি বুঝত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শা্ধ্য ফয়সালার প্রতীক্ষা যা কুমাগত মুলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্থিভা বলছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে সে বেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি, কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অনাদিকে মন দেবার চেণ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মির্ফারা। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আন্না, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকরণার অশ্রক্তল চোখে জমে উঠেছে।

দ্রন্দিকর দমকা-মারা ঘণিত শুনতে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি চোথের জল মৃছলেন, কিন্তু শৃধুই মৃছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খুলে। দ্রন্দিককে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শৃধুই অসন্তুষ্ট, নিজের দৃঃখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকর্ণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি কর্ণা করতে পারেন, কিন্তু দ্রন্দিক তাঁকে কর্ণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, দ্রন্দিক সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্পসনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আলা অজ্ঞাতসারে সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখ্নিশ মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগোস করলেন ভ্রন্সিক, 'কী যে এক নেশা — জ্বা!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি। স্থিভা আর লেভিন এসেছিল।'

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আন্নার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছ্ক্লণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন আমা। মুখভাব তাঁর শীতল, শুরুভাবাপম। 'দ্রিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

দ্রন্স্কির মুখেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তৃতি।

'প্রথমত স্থিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তাই থেকেছি' — বললেন উনি ভূর, কু'চকে; 'আন্না, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আন্নার দিকে ঝু'কে আর খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমা সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন দ্রন্দিক।

কোমলতার এই আবেদনে আমা খ্রিশই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমর্পণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অনন্মোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগধেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রধন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হাাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — শুন্ স্কির দিকে একদ্রুটে চেয়ে থেকে তাঁকে যা জনালাচ্ছিল হঠাং যেন তাঁর সেই মুখভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আল্লা; 'হাাঁ, জেদ ছাড়া কিছু নয়। তোমার কাছে প্রশনটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিস্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য কর্ণা হল তাঁর, প্রায় কে'দে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শানুতা, হ্যাঁ শানুতাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব মুহ্তে আমি সর্বনাশের কতটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কালা চাপা দেবার জন্য মুখ ঘ্রারিয়ে নিলেন আল্লা।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝু'কে হাত টেনে নিয়ে চুম, খেতে খেতে বললেন দ্রন্দিক; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আন্না বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে স্থী হও তার জন্যে সর্বাকছ্ম করতে আমি রাজী' — আমার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দ্বঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আমা!'

'ও কিছু না, কিছু না!' আলা বললেন; 'আমি নিজেই জানি না:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায়্... কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। খোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছ্ বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেষ্টা করে আমা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন দ্রন্দিক, ঘোড়দৌড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার স্বরে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দ্ছিট থেকে আলা ব্রুলেন যে তাঁর জিতটা দ্রন্দিক ক্রমা করেন নি, তাঁর যে একগা্রেমির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আলার প্রতি বেশি নিরুত্তাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগ্রলো তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল. যথা: 'আমি ভয়ংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আলা ব্রুলেন যে এটা বড়ো বিপক্জনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না দ্রন্দিকর মন থেকে: তাঁর নিজের মন থেকে তো আরো কম।

11 2011

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মান্ষ অভান্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যথন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচ্ছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘ্নম হবে তাঁর; উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন এক জীবন, তদ্বপরি যে জীবন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর (ক্লাবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্থাী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘ্টে বন্ধ্ব স্থাপন, যে নারীকে সর্বনন্দী ছাড়া আর কিছ্ব বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘ্টে এক যাত্রা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্থাীর মনঃকন্ট — এভ সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিত্তে ঘ্নমাতেশ্পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিন্তু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর স্ক্রার প্রভাবে তিনি গভাীর ও নিশ্চিন্ত ঘ্নমে চলে পড়েন।

ভোর পাঁচটার দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘ্রম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টি শনের ওপাশে একটা চলন্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শ্বনতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘ্মে, 'কিটি? কী হয়েছে?' 'কিছ্ন না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে; 'একটু অস্কু বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধ্র আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শ্রুর হয়েছে, শ্রুর হয়েছে?' সভয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শ্রুর করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অস্কুম্থ বোধ হয়েছিল মাত্র থানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শ্বায় পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার শুব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টি শনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছ্ব না' বলেছিল অতি কোমলতা আর আকুলতায়, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘ্রম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘ্রমিয়ে পড়লেন। শ্ব্ব পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শুব্ধতা সমরণ করে লেভিন ব্রেছিলেন নারীজীবনের মহন্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধ্ব প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকাল সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর মৃদ্ব ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আব তাঁর সক্ষে কথা বলার ইচ্ছা — এ দ্বেয়ের মধ্যে যেন লডাই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভন্ন পেও না। এ কিছ্ম না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেগ্রভনাকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জনালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বঙ্গেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই বাস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছ্ম নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পার্রাছলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দ্ভিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকণ্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষত আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে যেরা তার আরক্ত মুখখানা জন্লজন্ল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও ক্রতিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্বেও, তাঁর সামনে যা উদ্ঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খালে রেখে শাধ্য তার হদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জালজাল করছিল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পন্ট করে ! হাসিমুখে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে: কিন্তু হঠাৎ ভর কে'পে উঠল তার, মাথা উচতে তলে, দ্রত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর মুখে। কন্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কচেটব জনা যেন সে নালিশ করছিল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবশে প্রথম মাহতের্ব নিজেকে দোষী মনে হল লেভিনের। কিন্তু ওর দ্র্ভিতে যে কমনীয়তা সেটা বলছিল যে ও ভর্ণসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কণ্টের জনাই তাঁকে ভালোবাসছে। 'এর জন্যে যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী ?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের, এ কন্টের জন্য যে দায়ী তাকে খ্রন্সতে লাগলেন শান্তি দেবার জন্য: কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কন্ট হচ্ছিল কিটির তার জন্য নালিশ কর্রছিল অথচ এই কন্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল. এই কণ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপরপে কী একটা ঘটেছে, কিন্ত কী? লেভিন ব্রুতে পারছিলেন না। এটা তাঁর বোধের উধের।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেরভনার কাছে... কন্তিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি। 'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।' আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে ব্নতে শ্রের করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শ্নুনতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছ্বটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল যেন ভানা মেলে। দ্বটি দাসী উদ্বিশ্ব মুখে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্রুত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হ্রুকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচছ। লিজাভেতা পেরভনার জন্যে লোক গেছে তবে আমিও ঢু° মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হাাঁ, ডিল্ল?' কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শুনতে পায় নি।

'হাাঁ, হাাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুরু কুণ্চকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রায়ং-রন্মে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা কর্বণ কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন ব্রুতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হাাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছ্বটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করো, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাৎ এসে যাওয়া কথাগ্রেলা। আর নাস্ত্রিক লেভিন এ সব কথার প্রনরাবৃত্তি করছিলেন শ্রুর্ ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন, এই মৃহ্তে উনি ব্রুলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, ব্রিদ্ধর দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গোছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন নাস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর ধা যা করার আছে তার জন্য এক মুহুত্তি যাতে নন্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হে'টে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্মাকে বললেন সে খেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা স্লেজ তাড়াহ্বড়ো করে ছ্বটে আসছে তাঁর দিকে। ছোটু স্লেজটার মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথার র্মাল বে'ধে বসে আছেন লিজাভেতা পেরভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোটু ম্খখানা চিনতে পেরে উল্লাসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' ম্থের ভাব ওঁর গ্রুগ্ডীর, এমনিক কঠোরই। গাড়ি থামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেরভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছুটতে ছুটতে।

উনি জিগ্যেস করলেন, 'ঘণ্টা দুই ? তার বেশি নয় ? পিওত্র দ্মিতিচকে নিয়ে আসনুন, তবে দেখনেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হ্যাঁ, ওষ্ধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাহলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কৃপা করো, সাহায় করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্মার পাশে বসে হুকুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

11 2811

ডাক্তার তথনো শয্যা তাগে করেন নি। ভূত্য জানাল যে, 'কাল রাত করে শ্রেছেন, হ্রুম দিয়েছেন না জাগাতে. তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল আর মনে হল সে কাজে একাস্ত নিমগ্ন। কাঁচের প্রতি ভূত্যের এই মনোযোগ আর লোভিনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা স্তান্তিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষ্মনি ভেবে দেখে ব্রুলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধা নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চ্র্ণ করে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জনা দরকার ধীরিছিক্ষ হয়ে, ভেবেচিন্তে, দ্ট সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অন্তব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহ্বড়ো নয়, কিছ্বই দ্ভিট্যুত করা চলবে না।'

ভাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো যাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওয়্ধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভূতাকে ঘ্য দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হোক।

ভূত্য যেভাবে কাঁচ পরিষ্কার করছিল, ঠিক তেমনি ওদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষ্ ধ বানাচ্ছিল ওষ্ ধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেণ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উর্ত্তেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধাত্রীর নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও র্যাচ্ছল। সেটা আর লেভিনের সহ্য হল না: জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তখনো ওঠেন নি আর ভূত্য এবার গালিচা পাততে বাস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে সে চাইলে না। লেভিন তাডাহ,ড়ো না করে দশ র,বলের একটা নোট বার করে ধীরেস্কের কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নণ্ট না করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওতার দ্মিতিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওতার দ্মিগ্রিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট পুরুষ ও গ্রুত্বধারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভূত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে রুগী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শ্নতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন, হাঁটছেন, হাত মুখ ধ্ৰুছেন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্র দ্মিত্রিচ, পিওত্র দ্মিত্রিচ! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দুখিন্টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠস্বর আর স্তণ্ডিত হয়ে লেভিন শনেলেন ডাক্তার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসছি ।'

ভাক্তারের ব্রট পরতে গেল আরো দ্ব'মিনিট, আরো দ্ব'মিনিট পোশাক পরতে আর চুল আঁচড়াতে।

'পিওত্র দ্মিরিচ!' কর্ণ কপ্তে লেভিন ফের শ্রুর্ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার চুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছ্ব নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যখন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'স্প্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জনালাতে জনালাতে ডাক্তার বললেন। 'ব্যস্তসমস্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার?'

আদ্যোপান্ত হবার চেণ্টায় লেভিন দ্বার অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিষ্প্রয়োজন খ্র্টিনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার তক্ষ্বনি তাঁর সঙ্গে চল্বন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহ্নড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যখন দিয়েছি, তখন যাব। কোনো তাড়া নেই। বস্কুন, বস্কুন-না, কফি চলবে?'

ভাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোথে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ভাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ভাক্তার স্বপ্নেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়. জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি কর্ণ জীব। আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিন্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে গোকে আস্তাবলে।' 'কিস্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্র দ্মিগ্রিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষ্বনি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যোস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

ডাক্তার কফি টেনে নিলেন। চুপ করে রইলেন দ্বজনে।

'তবে তুর্কিদের পিটিয়ে ঠা'ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা র্নটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন। 'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন; 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।' 'কথা দিচ্ছেন তো?'

লোভন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিন্সেসের সঙ্গে, দ্বজনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিন্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লোভনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিপ্ন উজ্জ্বল মুখে লিজাভেতা পেরভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যেস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেরভনা?' 'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'ব্রিক্সে স্বিক্সে ওকে শোয়ান। ভাতে সহজ হবে।'

লোভন যখন জেগে উঠে ব্ঝেছিলেন ব্যাপারটা কী, তখন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছন না ভেবে, কিছন অনুমান না করে, নিজের সমস্ত চিস্তা অনুভূতি রুদ্ধ করে, স্থাকৈ ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে সন্দির করে, তার সাহসে সাহস জনুগিয়ে সামনে যা আছে তা সব দ্ঢ়ভাবে সহা করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেব হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগ্যেস করে তা জেনে নিয়ে, বুক্ বেশ্বে পাঁচ ঘণ্টা সহা করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন, তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যখন আবার দেখলেন তার কন্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো! মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কে'দে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। অথচ কেটেছিল মাত্র একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দুই, তিন, সহ্যের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তখনো একইরকম; আর স্বিকছ্ব তিনি সহ্য করে গোলেন, কেননা সহ্য করা ছাড়া করবার আর কিছ্ব ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহ্যের শেষ সীমায় পেণছৈছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় ব্বক তাঁর এই বৃত্তির ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্দ্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীব্রতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। যেসব মুহুতে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মাক্ত হাত ধরছিলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মৃহতেগালো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগ্রলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পদার পেছনে বাতি জনালাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তখন সম্বে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহরল, যদ্রণাকাতর, কখনো স্মিত, তাঁকে সান্তুনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোখে জল, জ্বোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কালা গিলে নিচ্ছিলেন দেখতে পাচ্ছিলেন ডাল্লকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টানছিলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে, মুখ তাঁর দুঢ়ে, সূপ্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী: বৃদ্ধ প্রিন্সকে, কুণ্ডিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্ত কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায়ু তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কথনো ভাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাভিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টোবল: কখনো তিনি নন, ডল্লি। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরাতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাচিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্তার উত্তর দিয়ে পৌর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শ্রুর করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে যাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে স্যত্নে বালিশের তলে গাজে দিরেছিলেন। কিন্তু কোথায়, কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি: কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে করুণ চোথে তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত হতে বললেন তাঁকে. ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছু থেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে, এমনকি ডাক্তারও গছার মুখে সমবেদনার দ্ভিতৈ তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওয়্ধ খেতে বললেন তাও তিনি ব্রুবতে পারেন নি।

তিনি শৃধ্ জানতেন আর অন্ভব করছিলেন যে একবছর আগে মফদবল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছ্ একটা। কিছু সেটা ছিল দৃঃখ আর এটা আনন্দ। কিছু সে দৃঃখ আর এই আনন্দ দৃই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রন্ধ্র যার ভেতর দিয়ে আভাস দিছে সম্মত কিছ্ একটা। দৃটো ঘটনাই একইরকম দৃঃসহ, বেদনার্ত, এবং এই সম্মতি একইরকম চিন্তার অগম্য, প্রাণ যে উচুতে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, যুক্তি সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দ্ব'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা — যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দ্বের, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট খেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়, ডল্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি, মারিয়া পেত্রভনার অস্মর্থ নিয়ে: লেভিন তখন হঠাং ক্ষণেকের তরে একেবারে जुरन रयरजन की घर्राष्ट्र, निरक्षरक भरन द्रज भरत घूम-छाडा এक मान्य। অন্যটা — যথন থাকতেন কিটির কাছে, ভার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় বুক ফেটেও ফাটত না. র্জাবরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যখন তাঁকে বিস্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত, প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিদ্রান্তিটা পেয়ে বসত তাঁকে: প্রতিবার আর্তনাদটা শনেে লাফিয়ে উঠে তিনি ছাটে যেতেন কৈফিয়ং দেবার জন্য, আর যেতে যেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহায্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রশ্বতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মানসিক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শাস্ত: আর কিটির কন্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অন,ভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছুটে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারন্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত দ্মিত মুখ, শুনতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কণ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, কর্ণা চাইতেন।

11 2 G II

লোভনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগনলো সব প্রড়ে গেছে।
ডাল্ল এইমান্ত এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে।
ব্রুলর্ক এক সন্মোহকের গলপ বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা
কুনছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তথন
একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভূলে গেলেন। ডাক্তারের গণ্প শূনে তা বুঝতেও পার্রছিলেন। হঠাং শোনা গেল একটা বিসদৃশ চিংকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুধু ভীত সপ্রশ্ন দুর্গিটতে তাকালেন ভাক্তারের দিকে। ভাক্তার মাথা হেলিয়ে চিংকারটা শুনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অস্বার্ভাবিক যে কিছুই আর অবাক কর্মছল না লেভিনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে বসেই রইলেন সোফায়। কার চিৎকার এটা? লাফিয়ে উঠে, পা টিপে টিপে তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেত্রভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিংকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা যেন বদল হয়েছে এখন। কী সেটা তিনি দেখছিলেন না, বুর্বাছলেনও না, দেখতে বা ব্ৰুবতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি ব্ৰুবতে পারলেন লিজাভেতা পেরভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেরভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দুঢ়সংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদুষ্টিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিকৃত মুখে চুলের গোছা লেপটে গেছে ঘামে। লেভিনের দিকে সে মুখ ফেরানো, খ্রেছিল তাঁর দূণ্টি। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খ্রেছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠান্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে।

'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দ্রুত বলে গেল সে; 'মা, মার্কাড় খুলে নাও, অস্ক্রিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাচ্ছ না? শিগাগিরই, শিগাগিরই, লিজাভেতা পেত্রভনা…'

দ্রত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেষ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভরংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদৃশে চিংকার।

মাথা চেপে ধরে লেভিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু, না, কিছু, না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বল্ক, লেভিন অন্ভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শ্নতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিংকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘুচে গিরেছিল তাঁর। এ শিশুর ওপর তাঁর এখন ঘুণাই হল। কিটি বেংচে থাক, এমনকি এটাও তিনি আর চাইছিলেন না, শ্ব্ধ্ব চাইছিলেন বীভংস এই যন্ত্রণাটা থাম্বক।
ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন,
'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' — ভাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগন্তীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মৃত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছ্বটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেরভনার মৃথ। সে মৃথ আরো দ্রুকুটিত, আরো কঠোর। কিটির মৃথ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নির্গত চিংকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজ্বতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অন্ভব করছিলেন বৃক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিংকারগ্রলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চ্ডান্ড সীমায় পেণ্ছিয়ে হঠাং থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিংকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শৃধ্ব মৃদ্ব বাস্ততা, থসথসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবস্ত, সূখী, কোমল কণ্ঠ আন্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দ্বর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ স্বন্দরী, স্ব্যান্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহস্যময়, অপাথিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেথান থেকে তিনি হঠাৎ ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে, কিন্তু তাতে স্বথের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তন্দ্রীগ্বলো সব ছি'ড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোথের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছবিসত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজান্ হয়ে দ্বীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে, চুন্বন করলেন আর আঙ্বলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুন্বনে। ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেরভনার স্বনিপ্রণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে, নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বেচে থাকবে, বংশ বিস্তার করবে।

'বে'চে আছে! বে'চে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শ্বনলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন শিশ্বর।

'মা, সত্যি?' কিটি শ্বাল। জবাব দিল শ্বাহ প্রিন্সেসের ফোঁপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠম্বর সন্দেহাতীত জ্বাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবিভূতি নতুন এক মানব সন্তার দ্বঃসাহসী, স্পর্ধিত, অব্যথা চিংকার।

কিছ্ আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদৃত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে ব্রুতে হল কিটি বে'চে আছে, ভালো আছে, অমন মারিয়া চিংকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বে'চে আছে, শেষ হয়েছে যন্তা। আর তিনি অবর্ণনীয় স্খী। এটা তিনি ব্রুতে পারছিলেন, এবং সেই জনাই তিনি স্থে ভরপ্র। কিন্তু শিশ্বটি? কোথেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি ব্রুতে পারছিলেন না কিছ্তেই, স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবাস্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভ্যন্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

n sen

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সেগেই ইভানোভিচ আর শ্রেপান আর্কাদিচ লোভনের ঘরে বসে প্রস্তিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগন্লায় লেভিনের অজাস্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অর্বাধ, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে ভারপর। কী এক দুর্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেন্টা করে নেমে আর্সছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষ্মন না হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর ক্ষ্মী, তার এখনকার অবস্থার খাঁটনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অনিস্তুটা

মেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে নতুন একটা, তদবিধ অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত উচুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারছিলেন না লেভিন। ক্লাবে গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শ্রনছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন: 'কী এখন হচ্ছে কিটির? ঘ্নিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সেভাবছে? ছেলে দ্মিত্তি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষ্বনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘ্রাচ্ছিল না, মৃদ্বস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশ্র আসম খিন্সট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছয়, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শ্রেয়ে আছে সে, লেভিনের চোখে চোখ রেখে দ্বিট দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন যত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উজ্জনল দ্বিট হয়ে উঠছিল আরো উজ্জনল। মুখে তার পার্থিব থেকে অপার্থিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুম্ম্র্রের ক্ষেত্রে; কিস্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে ম্বাগতম। প্রসবের মুহ্তের্ত যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অন্ভব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর ব্রকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘুম হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দ্বর্বলতায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘ্রমিয়ে নিয়েছি, কন্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাং পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশনুর চি'চি' কালা শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পেগ্রভনা, স্মামার কাছে দিন, কন্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখ্ক' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অন্তুত কা একটা বস্তু তলে এনে বললেন লিজাভেতা পেরভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি করে নিই' — এবং আঁকুপাঁকু করা লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মাত্র একটা আঙ্কল দিয়ে তাকে ঘ্রিয়ের কী যেন ছিটালেন।

ক্ষ্বদে এই কর্ণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেণ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিত্রেহের কোনো লক্ষণ খ্রেজ পেতে। তিনি অন্ভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সর্ব, সর্ব, হাত, পা, তাতেও আবার আঙ্ক্ল, অন্যান্য আঙ্কল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি ব্র্ডো আঙ্কলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পেরভনা কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগর্লোকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কন্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেরভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্রভনা হাসলেন। 'ভয় নেই. কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হ্বার পর শিশন্টি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি পন্তুলে, লিজাভেতা পেগ্রভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আড়চোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।
'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

কী করছেন কাতেরিনা আলেক্সাম্প্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সব্র কর্ন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাচ্ছি কেমন বাহাদ্র খোকা!

এই বলে লিজাভেতা পেরভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অস্কৃত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শ্ব্দ্ আঙ্কা দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, প্রতপ্ত করা ঠোঁট।

'সুন্দর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেরভনা।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেভিন। স্কুন্দর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিতৃষ্ণা আর কর্ন্থাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নর। লিজাভেতা পেত্রভনা যখন শিশ্বকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘ্বরে দাঁড়ালেন।

হঠাং খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশ্ব মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেগ্রভনা, কিন্তু কিটি শিশ্বটিকে ছাড়ল না। তার বুকের ওপরেই ঘ্রমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' — লেভিন যাতে শিশ্বটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশ্বটির ব্র্ড়োর মতো কুঞ্চিত মুখ হঠাং আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্থাীকে চুস্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্চন্ন ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হৃদয়াবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখ্নিশ আনন্দময় ছিল না কিছ্ই; বরং এটা নতুন একটা যন্ত্রণাকর ত্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কণ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশ্বটি যথন হাঁচে তথন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

n 29 n

স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

বনের দুই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভূণিটনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় সবটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা সে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তার সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা ক'রে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রিসদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল সাংসারিক খরচায় আর নিরস্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

স্তেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, বিছাছার, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পণ্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো. কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার: কোম্পানির একজন ডিরেক্টার স্ভেত্তিংস্কি পাচ্ছে সতের হাজার: ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পণ্ডাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভূলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন দ্রেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খুবই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধবান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মন্কো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক হয়ে উঠল, তখন বসন্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবির্গে। বছরে হাজার থেকে পণ্ডাশ হাজার বেতনের তেমন সব চাকরির এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘুষ পাবার জায়গাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে: এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপলে জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেতু এই গুণগুলি কারো মধ্যে একতে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধ্ব লোকের চেয়ে সাধ্ব লোকেরই চাকরিটা নেওয়। ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু সাধু নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধুই (দ্বরাঘাতে জ্যার দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মন্দেকায যথন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধ্য ধারা, তখন ধরা হয় যে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শ্বধ্ব অসাধ্য নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধ্য। মস্কোর যেসব মহলে তিনি ঘুরতেন সেখানে চাল্য হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধ, লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্লোন্ স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভার করছিল দর্টি মন্দ্রক, একজন মহিলা আর দ্বেলন ইহর্দির ওপর; এ'দের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবির্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আল্লাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিরেছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে কারেনিনের চ্ড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডল্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুব্ল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবিকো।

কারেনিনের স্টাভিতে বসে রুশী ফিনান্সের দ্বরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শ্বনতে শ্বনতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আল্লার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাস্ক দৃণ্টিতে চাইলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খ্বই ঠিক কথা, খ্বটিনাটিতে খ্বই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জাের দিয়ে, রিপােটের কােন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শােনাবার জনা ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগনুলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সন্দর হাতে লেখা পান্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' - পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্লোন্ স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন; 'কিন্তু ওঁরা এটা ব্রুত পারেন না, ওঁরা শৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং ব্যলিতে ভেসে যান।'

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকলপ গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দ্দাশার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন ব্রুতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে; তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্সেই আলেক্সাম্মভিচ চুপ করে গেলেন, চিন্তায় ভূবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পাম্ভূলিপির পাতা।

'হ্যাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোম্পির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভ্যস্ত যে ভূল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ম হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছ্ম আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ যেহেতু আতি জটিল আর তাঁর প্রকল্প যেহেতু অতি বিন্তুত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষ্মনি ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খ্লে বললেন:

'হ্যাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অর্বাধ, আর আমার সঙ্গতি...'

'নয় হাজার' — কথাটার প্রনর্ক্তি করে ভুর্ব কোঁচকালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতবায়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভুল অর্থনৈতিক assiette*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো কাজের মতো কাজ তো!'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম, তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে. যেমন আমি যখন দেখি যে দ্বাজন ইঞ্জিনিয়ার বের্ল একই ইনিস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গ্রণ, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অন্যজনকে সন্তুণ্ট থাকতে হচ্ছে দ্বই হাজারে: কিংবা যখন ব্যাভক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হাসারকে, যাদের

^{*} নীভি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় স্কৃবিধা এমনিতেই তা গ্রেড্প্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কৃফল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধ্তার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' — 'সাধ্তা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধ্,' কথাটার মন্কো অর্থ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বোধগ্যয় ছিল না।

'সাধ্যতা হল শুধ্যু নেতিবাচক একটা গুণ' - - বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে প্রোম্কিকে দুটো কথা বলো। এর্মান কথায় কথায়…'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভার করছে বলগারিনভের ওপর' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে প্ররো মত আছে' -- স্তেপান আর্কাদিচ বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহ্নিদ বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাংটা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবস্ত আর সং কাজ; কিস্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দ্যেটা, তখন হঠাৎ অম্বস্তি হয়েছিল তাঁর !

অম্বন্তি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিম্স অব্লোন্ম্পিকে দ্'ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে ইহ্দির প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শ্ব্ব্ সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ প্র্বপ্র্রেয়ের রেখে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে — সে যাই হোক, ভারি অম্বন্তি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দ্'ঘণ্টা ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাট্টা ঠিক করে, অন্য উমেদারদের সঙ্গে কথা বলে এবং ইহ্নিদর জন্য বেহ্নদা অপেক্ষার যে কোতৃকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেন্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অস্বস্থি চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্থি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহ্বিদর জন্য বেহ্বদা অপেক্ষার' কোতুকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অন্য কিছ্বর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত বলগারিনভ যখন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্প্রমে, স্পণ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লাসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আজি, তখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভূলে যাবার চেণ্টা করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। শ্বং এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

n srn

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অন্মূর্ভিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আম্লার ব্যাপার।'

অব্লোন্ িক আশ্লার নাম করতেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মুখখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সঞ্জীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্থি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘ্রুরে বসে পাঁশনেটা ক্লিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত. আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাজ্রীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না), 'নিতান্ত মান্ষ, সহাদয় লোক আর খিন্টান হিশেবে। ওকে তোমার কর্ণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদ্যুস্বরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন। 'হ্যাঁ, কর্ণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি কার্টিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে কর্না করতে ওকে। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সর্, প্রায় চিল্লানির গলায়, 'আলা আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো পেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রতি দাবি করলে আরা আর্কাদিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আপত্তি করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্য কণ্ঠে চে'চিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভেচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জান্ ছ্র্মে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অন্মতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যথন ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার আচরণ ছিল মহৎ, যতটা মহৎ হওয়া সম্ভব; ওকে তুমি সবিকছ্ম দিয়েছিলে, ম্রুক্তি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সতি্য বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মান্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম মৃহ্তেগ্রলায় সে সবিকছ্ম ভেবে দেখে নি, দেখতে পারতও না। সবিকছ্ম সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যক্ষ্যণাদায়ক। দুঃসহ।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' — ভূর্ তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমার বিশ্বাস করতে বলো না' — নরম স্বরে আপত্তি করলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যদ্যণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেরেছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছ্ব চাইছে না। সোজাস্বজি সে এই কথাই বলে যে কিছ্ব চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমন্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অন্বরোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কট্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?' 'মাপ কর্ন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় ব্বঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছারে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শ্বধ্ব একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্দ্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তমি তো কথা দিয়েছিলে।'

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আহা আর্কাদিয়েভনার যথেণ্ট মহান্ভবতা থাকবে…' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কণ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সবিকছ্ব সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিছে। সে শ্ব্ধ্ একটা অনুরোধ করছে, মিনতি করছে, যে দ্বঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তাথেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তুমি দয়াল্ব মান্ব। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মস্কোয় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাও ওর ব্বেক ছ্রির মতো বে'ধে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদন্ডিতকে গলায় ফাঁস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর স্বকিছ্ব ব্যবস্থা করার দায়িছ আমি নিছিছ... Vos scrupules...'*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়…' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

তোমার খ্তখ্তি.. (ফরাসি।)

প্রতিশ্রতিটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সম্ভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রনিত যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গ্রন্থপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে খ্রিস্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।'

'কিন্তু খি দুটান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদরে আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি…'

'অনুমোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' — কিছ্কণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্দিক; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খি স্টীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মতাগে প্রস্তুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অন্রোধ করছি' — হঠাং উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিব্রক চি'চি' করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ. 'আপনাকে অন্রোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ কর্ন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমায়' -- বিব্রতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দ্তে, যা বলতে বলা হয়েছিল, শ্ধ্ব তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছ্ম একটা নির্দেশ পেতে হবে আমায়। আমার চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশ্ম' — কিছ্ম একটা কথা চিস্তা করে বললেন উনি।

🔹 তোমার মৃক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

স্থেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে খবর দিলে:

'সেগেই আলেক সেয়িচ!'

'কে এই সেগেই আলেক্সেরিচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সেগেই আলেক্সেরিচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেন্ট কর্তা হবে ব্রিঝ।' মনে পড়ল তাঁর, 'আলা ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীর্-ভীর্ কর্ণ নয়নে চেয়ে আনা বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশ্না করছে তার। আছো স্থিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্থেপান আর্কাদিচ ব্রেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্থেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খুনি।

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মা'র কথা কখনো বলা হয় না এবং অন্বাধ করলেন যে আমার কথা তিনি যেন মনে না পড়িয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাংটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খ্বই অস্থ হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম ব্রিঝ বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিৎসা আর গ্রীছ্মে সম্দ্র স্নান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভার্তি করা হয়েছে। সাতাই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে স্কুল, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী স্কুদর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগর্টি সেরেই আলেক্সেরিচ!' নীল জ্যাকেট আর লন্বা প্যাণ্ট পরা চওড়া-কাঁধ স্কুশ্রী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উন্দাম ভঙ্গিতে, অকুস্ঠে, তার উদ্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে স্কুস্ক, হাসিখ্লিশ দেখাছিল। মামার উদ্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিন্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে, যেন

কিছ্ম একটায় সে আহত, দ্রম্ম বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশ্ব নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দ্র্মিট নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' — ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকুচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলোট কোনো জবাব না দিয়ে সন্তর্পণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। দ্রেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশন দ্ভিতৈ পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রুত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বয়্ধদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কল্পনা আর স্মৃতি তাকে অস্কুস্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যথন মনে আসত, হস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেন্টা করত তাতে অভ্যন্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লজ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগনুলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতৃলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালন্তাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জন্য, এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিছেন তা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যথন তাকে দেখতে পেলেন সি^{*}ড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গ[্]লো কিভাবে সে কাটায়, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দ্ব'জন বসে বেণিন্তর ওপর। এরা হল প্যাসেন্জার। একজন বেণিন্তর ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খেলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হাাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি যদি হঠাৎ থামে. কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশ্বর মতো নয়, প্ররো অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদ্বিটর দিকে বিষণ্ণ দ্বিটপাত করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। আর আমার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি আর পারলেন না।

হঠাং জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোখ নামাল সে। তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিশিভতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফু'সছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট খেয়েছ, কখন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গ্হশিক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপল্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'চোট খেলেও কারো নজরে পড়ে নি। নিশ্চয় করে বলছি।' 'তাহলে?'

'আমার রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমার!' এখন আর শ্ব্র গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দ্বনিয়াকে। পিটার্সবিংগে স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিচ্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্সবিংগে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মস্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর ডাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মন্দেন তার বিলাসী কাফে আর ওমনিবাসগ্রলো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অনুভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মন্দেনায় বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচ্ছে। কোথাও না গিয়ে মন্দেনায় দীর্ঘদিন কাটালে দ্বীর চড়া মেজাজ আর তিরদ্কার, ছেলেমেয়েদের দ্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো দ্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনকি ওঁর যে ঋণ আছে, সেটা পর্যন্ত অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিস্তু পিটার্সবির্গে যে মহলটায় তিনি ঘ্রতেন, লোকে যেখানে জীবন যাপনই করে, মন্দেনার মতো উদ্ভিদ হয়ে বেন্টে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগ্রনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দুশিন্তা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

প্রি?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্ স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন। প্রিন্স চেচেন্ স্কির প্রী আর সংসার আছে, পেজ কােরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরাে একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালাে হলেও প্রিন্স চেচেন্ স্কি নিজেকে বেশি স্থী বােধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে। বড়াে ছেলেকে তিনি দ্বিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে বলে তিনি মনে করেন। মস্কোর লােকেরা কী বলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবির্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মঙ্গ্লেতে, দৃষ্টাস্তম্বর্প প্রিণ্স ল্ভভ — বিদঘ্টে এই যে ধারণাটা চাল্ব আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দ্বিশ্চন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে স্বশিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চাকুরি? চাকুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশ্যন্তনক জোয়াল নয় যা সবাই টেনে যায় মস্কোয়; চাকুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাং, আন্কুলা, অব্যর্থ রসিকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপ্না — বাস, লোকে হঠাং তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্ংসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হরেছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবি,গাঁ দ্, ছিউভাঙ্গর প্রভাব প্রসন্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমংকার একটা কথা বলেছিলেন বার্ণনিয়ান্ স্কি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অন্তত পণ্ডাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন:

'মনে হয় তোমার যেন মদ্'ভিন্ স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে
দ্বটো কথা বলবে তাকে। একটা চাকরি খালি আছে, সেটা আমি পেতে
চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহ্বিদদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্তেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজটা কাজের মতো; বার্ণনিয়ান্ স্কি সেটা ব্রুবতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বে'চে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহান ভূতি দেখিয়ে বললেন বাংনিয়ান্ স্কি। 'অনেক, হাজার বিশেক।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বার্ণনিয়ান্ স্কি।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে ষাচ্ছে!'

আর শ্রেপান আর্কাদিচ শৃধ্ মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, যরে কানাকড়িটিও নেই, তব্ দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউণ্ট ক্রিভংসভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হয়েছিল, অথচ দ্'জন রক্ষিতা রেখেছেন উনি। পেরভ্দিক পণ্ডাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিন্তু চলেছেন হ্বহ্ একই হালে, তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাড়াও পিটার্সবৃগের দৈহিক প্রভাব পড়ত শ্রেপান আর্কাদিচের ওপর। বয়স যেন কমে যেত তাঁর। মস্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘ্নিয়ে পড়তেন ডিনারেব পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সি'ড়ি দিয়ে, তর্ণীদের সাল্লিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সব্রেগ কিন্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিন্স পিওত্র অব্লোন্চিক তাঁকে কাল যা বলেছিলেন, পিটার্সবিক্র্যে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্ স্কি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বে'চে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সতি্য বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্মীর কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দ্বেসপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিংগাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভ্ষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার স্বযোগ কই! একেবারে ব্রিড্রে গেলাম। বাকি ছিল শ্ব্যু আজাটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস — ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্ স্কির মতো স্তেপান আর্কাদিচও বোধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সত্যিই আত্মা বাঁচানোর পর্যায়ে; পিটার্সবি,গের্ণ কিন্তু তিনি আবার দিব্যি মানুষ হয়ে উঠতেন।

প্রিলেসস বেট্সি ত্ভেরস্কায়া আর স্ত্রেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্ত্রেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অপ্পাল এমন সব কথা বলতেন যা শ্নতে বেট্সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দ্রে গিয়ে পেণছালেন যে ফেরার পথ খারেজি পাছিলেন না তিনি, অথচ দ্বংখের বিষয় প্রিসেসকে তাঁর ভালো লাগত না শ্ব্রু নয়, বিছছিরিই লাগত। এই স্বরটা বাধা হয়ে গিয়েছিল কারণ বেট্সি সাতিশর পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিসেস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের হৈত নিভৃতি ছিড়ে যাওয়ায় তিনি খ্শি হয়েছিলেন খ্বই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আর্পান এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গুণ খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খুব ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সবির্গে এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় শ্রন্স্কিকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বত্ত যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বলুন।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলন্ন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শ্রুর্ করেছিলেন, 'হাাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত…' কিন্তু প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়ার যা অভ্যাস, তংক্ষণাং তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শ্রুর্ করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু লন্নিয়ে রাখে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমৎকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণবৃদ্ধি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি বৃদ্ধিমান, বৃদ্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নির্বোধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণবৃদ্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

আছো, বল্ন তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিরে এবং চ্ডান্ড জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবার নিমন্ত্রণসূত্র।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া, 'ওরা লাঁদোর পরামর্শ নেবে।'

'লাঁদোর কাছে কেন? কী জন্যে? এই লাঁদোই বা কে?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant* আপনি চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবৃদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

বিখ্যাত জ্বল লাঁদো, দিব্যদ্ভিট জ্বল লাঁদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভার করছে ওর ওপর। এই দেখনে, মফ্রন্সকলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আপনি। মানে, প্যারিসের এক দোকানকর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘ্রাময়ে পড়ে। তারপর ঘ্রেমর মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব পরামশা। ইউরি মেলেদিন্ স্কি — জানেন তো, তিনি অসম্ছ — তাঁর বউ লাঁদোর কথা শ্বনে তাকে নিয়ে আসেন স্বামীর কাছে। স্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিস্তু কোনো উপকার হয় নি, কেননা একইরকম দ্বর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এলদের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে সবাই ছেক্ষে ধরলে তাকে, সেও সবার চিকিৎসা শ্বন্ব করলে। কাউন্টেস বেজজ্ববোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষাপত্র করে নেন।

'পোষ্যপত্ৰে মানে?'

'পোষাপরে আর কি, ও আর এখন লাঁদো নয়. কাউণ্ট বেজজ্ববোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিন্তু লিদিয়া — ওকে আমি খ্রই ভালোবাসি, কিন্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহ্বল্য, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিচ্ছে, ওকে ছাড়া লিদিয়া বা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনার বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজ্ববোভের হাতে।'

แรรท

বাংনিয়ান্ স্পির ওখানে চমংকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ কনিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেণছলেন নিদিষ্ট সময়ের কিছ্ব পরে।

'কাউন্টেসের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অস্কৃত একটা বাতুল গোহের কোটের দিকে দ্ভিপাত করে শ্ধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

হল-পোর্টার কাটখোট্টা জবাব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন আর কাউণ্ট বেজজ্ববোভ।' 'প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সির্ণাড়তে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্থেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য'! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোস্কিকে দ্বটো কথা বলেন, তাহলেই সব পাকা।'

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিস্তু বাতি জ্বলছিল কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ডুয়িং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বসে কাউণ্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদ্ফবরে। ড্রায়ংর্মের অন্য প্রান্তে বে'টে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগর্লো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে ঢুকে যাওয়া, দেখতে স্প্র্র্ম, খ্বই বিবর্ণ, স্কদর জন্লজনলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহক্রী আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দ্রিট আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'ম'সিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তপ্ণতা নিয়ে কাউশ্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্লোন্স্কির। দ্ব'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তংক্ষণাং ফিরে গেলেন পোর্ট্রেট দেখতে। কাউন্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অর্থময় দ্র্ফিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত' — কারেনিনের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্থেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদ্দুস্বরে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজজ্ববোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুখু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, শ্রেনছি কাউপ্টেস বেজজ্ববোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন কর্ণ লাগছিল!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউন্টেস, 'এটা গুর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচন্ড একটা আঘাত!'

'নিশ্চিতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হাাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শ্বনেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠদ্বর!' কথাটার প্রনরাব্তি করলেন অব্লোন্ দ্কি, অন্বভব করলেন ষে এই মহলটায় অসাধারণ কিছ্ম একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্লোন্স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.* তবে বন্ধন্ হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি ব্রুতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপ্র্ব ভাবাল্ব চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউন্টেস, আমি ব্বি যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না ব্বেঞ্, স্বতরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব লোন্চিক।

'পরিবর্তনিটা বাইরের অবস্থার নয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাঁদোর কাছে, সপ্রেম দ্ভিতৈ তাঁকে অন্সরণ করে কড়া করে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেরেছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনিটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি পুরো ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কম্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধ্ব ছিলাম আর এখন…' কোমল দৃষ্টিতে কাউপ্টেসের দৃষ্টির প্রত্যন্তর দিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দৃই মন্দ্রীরু

আমাদের বন্ধর বন্ধরা আমাদের বন্ধ (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দ্বটো কথা বলতে অন্বরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি ব্রুতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রে'তে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'প্রুরোটা নয়, কাউণ্টেস। বলাই বাহাল্য ওঁর দর্ভাগ্য...'

'হাাঁ, ওঁর দ্বঃথ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমান্রায় এক স্বৃথ, যথন হদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই স্বৃথে' — প্রেমাতুর দ্ভিতে স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দ্ব'জনের কাছেই স্পারিশ করতে অনুরোধ করা সম্ভব' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগঢ়লো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহাষ্য করতে হবে প্রহপরকে।'

'হাাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যয়ের খ্বই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাডা...' কোমল হাসি হেসে বললেন অবুলোন্স্কি।

'পবিত্র সভ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হাাঁ, সে তো বটেই, কিন্তু...' বিব্রত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বকলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

'আমার মনে হয় এখানি উনি ঘামিয়ে পড়বেন' — লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থ পূর্ণে অর্থ স্বরে বললেন আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দ্ব'হাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশ্ব মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘ্ ডঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ করেছি…' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময়

চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিখে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শ্রু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মঙ্গের লোকেরা, বিশেষত প্রুষেরা ধর্মের ব্যাপারে একাস্ত উদাসীন।'

'না, না, কাউপ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মস্কোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' –- জবাব দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

তবে আমি যতটা ব্রেছে আপনি দৃঃথের বিষয় উদাসীনদের দলে'— ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।
'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' -- সবচেয়ে
মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে
এই সব প্রশ্ন নিয়ে বাস্ত হবার সময় এসেছে আমার।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়' -কড়া করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই.
সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বৃদ্ধি
মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কুপা করে না তাদের,
আবার মাঝে মাঝে তার আবিভাবি হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি
ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ কর্রাছলেন ফরাসিটির ভাবভক্তি।

লাঁদো উঠে এলেন তাঁদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপত্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শ্রন্ন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' — সল্লেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বস্কুন আমাদের সঙ্গে।'

'শাধ্য জ্যোতি থেকে যাতে বঞ্চিত না হই তার জন্যে চোথ খ্লে রাখা দরকার' — তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অনুভব করে কী যে সুখ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিন্তু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উচুতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও পমোস্কিকে যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্চিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মুক্ত চিন্তা কবুল করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' — আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যান্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিস্তু নিষ্ফির বিশ্বাস নিষ্প্রাণ' — প্রশ্নোন্তর বচনাম্ত থেকে এই কথাটা স্মরণ করে, এখন শৃধ্য হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেণ্ট জেম্সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভংশনার স্বরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সাম্দুভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর৷ আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জায়গাটার ভূল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপরীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নার বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধ্সন্তদের এ এক বিটকেলে চিন্তা... তদ্পরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তর্লী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অব্লোন্স্কির দিকে চাইলেন।

'আমাদের ত্রাণ করেন খিএন্ট, আমাদের জন্যে যিনি যন্ত্রণা ভূগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দ্বিউপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউন্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লিদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খ'লতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও স্বখী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশন দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খুললেন বইটা: 'খ্বই সংক্ষিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে স্বখ পার্থিবের উধের্ব তাতে চিত্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অস্বখী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপক্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দ্'টোর সময়। — হাাঁ' — বইরের পাতায় আঙ্বল রেখে অপর্ক ভাবাল্ব চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সত্যিকারের বিশ্বাস কাজ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দ্বর্ভাগ্যের কথা শ্বনেছেন? একমাত্র সন্তানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঈশ্বরকে। এমনি স্বখই দেয় বিশ্বাস!'

'হাাঁ, এটা খ্বই...' স্তেপান আর্কাদিচ খ্নিশ হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শ্বর্ হবে এবং তাঁর খানিকটা স্যোগ হবে সন্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অন্বোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছ্ব না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খ্ব ছোটো।'

'ও, আমি ব্ৰুতে পারব' -- ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোথ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপর্ণ দ্রন্টিতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শ্রু হল পড়া। তাঁর কাছে নতুন, অধ্বৃত যেসব কথা তিনি শ্নলেন, তাতে একেবারে হতভদ্ব হয়ে গিয়েছিলেন শুেপান আর্কাদিচ। পিটার্সব্দার্গী জীবনের বৈচিত্র্য সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মন্কোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিত্র্য তিনি ব্রুতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠাদের মহলে। কিন্তু এই অনাত্মীয় পরিমন্ডলে তিনি হতভদ্ব, প্রন্তিত হয়ে যান, কিছ্ই তিনি ব্রে উঠতে পারছিলেন না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শ্নতে শ্নতে আর নিজের ওপর লাঁদোর স্কুলর, সরল নাকি ধ্র্ত দ্ভিট (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্মাদিত যে তার শিশ্বসন্তান মারা গেছে... এখন একটু ধ্রমপান করলে হত... ত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধ্যসন্তেরা জানে না, জানেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উদ্ভট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যস্ত আমি অশোভন কিছ্য করি নি। কিন্তু তব্যুও তাঁকে অন্রোধ করা আর চলে না চাকরির জনো। শূর্নেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার বাধ্য না করে। সেটা হবে বড়ো বেশি নিব্রন্ধিতা। কী ছাইভঙ্গ পড়ছে. কিন্তু উচ্চারণ করছে ভালো। লাঁদো — বেজজুবোভ। কিন্তু বেজজুবোভ কেন?' হঠাং স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝলে পড়ছে হাই তোলায়। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাটা ঠিক ক'রে। গা-ঝাডা দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘ্রমিয়ে পড়েছেন, নাক ভাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোচ্ছেন' — কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র জেগে উঠলেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্থিতে। কিন্তু 'উনি ঘ্রমাচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষ্বনি শান্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘ্রমিয়ে পড়েছেন স্ত্রোপান আর্কাদিটের মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘ্রমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অন্তুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘ্রম ওঁদের, বিশেষ করে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খ্রশি করে দিলে।

'Mon ami'* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁজ সম্বর্পণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভ্যন্ত সম্ভাষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভূলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?** শ্শ্ ।' চাপরাশিকে চুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘ্রমোচ্ছিলেন অথবা ঘ্রমের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘর্মাক্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। স্তেপান আর্কাদিচও ঘ্রমিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছ্ব চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আস্ক্রন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্ট্ হয়ে পন্নরাব্তি করলেন ফরাসিটি।
'এটা আমার সম্পর্কে', তাই না?'

সমর্থ নস্ক্রক জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভুলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শৃংধ্ যথাসম্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বেরুলেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

বন্ধবর (ফরাসি)।

[🕶] হাত বাড়িয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছনুটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি স্বৃস্থির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পেণছে, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন থেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধ্যাটায় তিনি স্বাভাবিক হতে পার্রাছলেন না।

পিটার্সবি,গের্গ তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্ধলান্ স্কির ওখানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শ্র্ব হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছ্ক, স্তেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে মৃখ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে খেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশব্দ।

শ্রেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্স্কির। এতই তিনি মাতাল যে সি'ড়ি দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হ্রুফ্র করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গেলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সম্বেটা কেমন কাটালেন, সে গলপ শ্রু করেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হন কদাচিৎ, ঘ্মতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছ্ই তাঁর মনে পড়ছিল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লম্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আন্নার বিবাহবিচ্ছেদে চ্ড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং ব্রুলেন, কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘ্যমে ফরাসিটা যা বলেছেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

nesn

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-দ্বীর মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-দ্বীর মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনিদিন্টি অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা বায় না। কোনো কোনো পরিবার যে দ্ব'জনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে প্রুরো মিল বা অমিল নেই।

স্থ যখন আর বসন্ত নয়, গ্রাষ্মকালের মতো কিরণ দিচ্ছে, ব্লভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগালো ধ্লিধ্সর, তখন এই উত্তাপ আর ধ্লোয় ভ্রন্সিক আর আহার কাছে মস্কো জ্বীবন হয়ে উঠেছিল অসহা; কিন্তু তাঁরা ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে গোলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরজিকর মস্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

ষে জনালাটা তাঁদের তফাং করে দিচ্ছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবন্থির সমস্ত চেণ্টার তা দ্রে না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জনালা, আমার পক্ষে তার কারণ প্রন্দিকর প্রেমে ভাটা, প্রন্দিকর পক্ষে — উনি ষে নিজেকে একটা দ্বঃসহ অবস্থার ফেলেছেন, আমা যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দ্বঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অন্শোচনা। দ্ব'জনের কেউ তাঁদের জনালার কারণ বলেন নি, কিন্তু দ্ব'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছ্বতো পেলেই চেণ্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আন্না মনে করতেন, দ্রন্স্কি তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিন্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিষ্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বােধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; স্ত্তরাং, তাঁর যা্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, দ্রন্স্কির প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খাজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অনাজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দর্বন দ্রন্স্কি অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিলন সম্পর্কে যেতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কলিশত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কজ্ঞেদ করে দ্রন্স্কি যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষাটা বেশি যক্ষণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মৃহ্তে দ্রন্স্কি নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্ষাবশে দ্রন্স্কির ওপর রাগ হত আয়ার এবং স্বকিছ্বতে সেরাগের অজ্বতাত খ্রুতেন তিনি। আয়ার সমস্তই যে দ্বুংসহ, তার স্বকিছ্বর জন্য তিনি দায়ী করতেন দ্রন্স্কিকে। প্রতীক্ষার যে যদ্রগাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মস্কোয়, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দীর্ঘাস্তিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — স্বকিছ্বর দায় তিনি চাপাতেন দ্রন্স্কির ওপর। যদি তিনি আয়াকে ভালোবাসতেন, তাহলে ব্রুতেন তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আয়া যে গ্রামে নয়, মস্কোয় রয়েছেন, সে তো ওঁরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আয়া চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আয়াকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দ্বুংসহতা তিনি ব্রুতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওঁরই দোষ।

মমতার যে বিরল মৃহত্রগালো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শাস্তি পেতেন না আল্লা; ল্লন্স্কির মমতায় আলা এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশাস্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধ্বি। আমা একা, দ্রন্দিক গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর স্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আয়া ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খ্রিনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগ্রলা থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আয়া শেষ পর্যস্ত কথাবার্তার শ্রন্টায় পেশছলেন। বহ্কণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শ্রন্ হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শ্রন্ হয়েছিল এই থেকে যে দ্রন্সিক হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগ্রলো নিজ্পয়োজন, আর আয়া তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রন্ধা ছিল দ্রন্সিকর, বললেন যে হালা নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আল্লা নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদারে জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আলা। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অন্ভূতিকে ব্রবনে যে ভালোবাসে সে যেভাবে ব্রতে পারে, তবে সাধারণ সৌজন্যবাধটুকু আশা করেছিলাম' — বলেছিলেন আমা।

এবং বাস্তাবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন দ্রন্দিক, কী একটা অপ্রীতিকর কথা বলেন তিনি। আমার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পণ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেয়েটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সত্যি, কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক!'

দ্বর্শহ জীবনকে সইবার জন্য অত কন্টে আল্লা যে জগৎটাকে গড়ে তুর্লোছলেন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিষ্ঠুরতা, তাঁকে কপট, অস্বাভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আল্লা ফেটে পড়েন।

'খ্বই দ্বংখের কথা যে কেবল স্থ্ল আর বৈষয়িক ব্যাপারগন্লোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' — এই বলে আলা বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধ্যায় ভ্রন্ হ্লিক যখন আসেন আন্নার কাছে, কলহটার কথা তাঁরা তোলেন না, কিন্তু দ, জনেই টের পাচ্ছিলেন যে ঝগড়াটা চাপা পড়েছে মাত্র, চুকে যায় নি।

আজ সারা দিন প্রন্দিক বাড়ি ছিলেন না, আন্নার এত একলা-একলা লাগছিল, প্রন্দিকর সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সবিকছ্ব ভূলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে প্রন্দিককে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্ষাপরায়ণ। ওর সঙ্গে মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' — মনে মনে বললেন তিনি। 'অস্বাভাবিক' — হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকল্পে।

'জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশ্বকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক। শিশ্বদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শ্বধ্ব আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সত্যিই কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সত্যিই কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শ্রু করলেন গোড়া থেকে; 'ও সং, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শান্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোষ, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জন্বল্লনি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণ্টি বাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাঙ্কগ্ললো এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক করতে বললেন।

ভ্রন স্কি এলেন দশটার সময়।

n 28 n

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আল্লা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আন্নার দিকে একবার চাইতেই ব্রুলেন যে আন্নার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভ্যন্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হাাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাঙ্কগ্বলোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হাাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিরেছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শ্বধ্ব ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষর্নন আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

দ্রন্দিক গেলেন তাঁর স্টাডিতে।

শিশ্ব যখন দৃষ্ট্রিম থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হাাঁ, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছ্ব একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আলার দোষী-দোষী আর ওঁর আত্মনিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আলা টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আলা সেটা দমন করলেন, ভ্রন্ম্কির সামনে রইলেন একইরকম হাসিখন্শি।

দ্রন্দিক যখন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার প্রনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছ্ম শন্নতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছ্ম এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হাাঁ, ঠিকই!' আমার উর্ত্তোজত মুখের দিকে অস্বস্থিভরে তাকিয়ে বললেন দ্রন্স্কি।

'ভোমরা কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শুধালেন আলা।

অতিথিদের নাম করলেন দ্রন্দিক।

'ডিনার ছিল চমংকার, বাইচ-টাইচ দৌড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মন্ফোয় একটা-না-একটা ridicule* ছাড়া কিছ্ ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, স্কুইডিশ রানির সম্ভরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভূর কু'চকে জিগ্যেস করলেন আন্না।

হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,* ব্রাড়, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছি?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছ্ন?' প্রশেনর জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলেন আলা।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আমা মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান।
'কবে যাচ্ছি? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গ্র্ছিয়ে ওঠা
যাবে না, পরশ্র।'

'বেশ... না, সম্ভব হবে না। পরশ্র রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'—
দ্রন্দিক বললেন অদ্বস্থিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মাত্র তিনি অনুভব
করলেন তাঁর ওপর দ্বির সন্দিদ্ধ দৃণ্টি নিবদ্ধ। তাঁর অদ্বস্থিতে পৃণ্ট হল
আরার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন
আর স্কুইডিশ রানির সম্ভরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিলেসস
সরোকিনার ছবি, মন্কোর উপকপ্তে গ্রামে যিনি থাকেন কাউপ্টেস দ্রন্দকায়ার
সঙ্গে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আন্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা, সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।'

'কেন ?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন স্রন্সিক, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি ব্রুবতে চাও না। এথানে একমাত্র যেটা আমায় বাস্তু রেখেছে, সে — হান্না। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খ্রিকটিকে

সুইমিং কস্টিউম (ফ্রাসি)।

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!

ম,হ,তের জন্য আমার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকল্প ভঙ্গ করছেন দেখে ভর পেরে গিরেছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, দ্রন্স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালো-বাসাটায় আমার সহান্ভৃতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পণ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?' 'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ভেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেটাকে চেপে রেখে মৃদ্যুস্বরে বললেন তিনি; 'খুবই দ্বঃখের কথা যে তুমি সম্মান করছ না…'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শুন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সং।'

'না, একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চে'চিয়ে বললেন দ্রন্দিক। তারপর আহার সামনে থেমে ধাঁরে ধাঁরে বিনি বললেন, 'আমার সহাশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তো' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছ্ব বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না, 'ওর একটা সাঁমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আহ্না চেচিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মুখে, বিশেষ করে নিষ্ঠর ভীষণ চোখে স্কুস্পট ঘূণা দেখে।

'আমি বলতে চাই …' শ্রের করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শ্বধ্ব চাইতে পারি যে আপনি আমার যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — দ্রন্দিক যা সম্প্রণ করে বলেন নি, সেটা ব্বেথ নিয়ে আলা বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গোগ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁডাও! দাঁ-ডাও!' ভুরুর অন্ধকার কুণ্ডন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আমাকে থামিয়ে দ্রন্স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধ্য লোক।'

'হাাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভর্গসনা করে আমায়' — আহা বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা সমরণ করে, 'অসাধ্য লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদরহীন লোক।'

'নাহ্, সহ্যের একটা সীমা আছে!' চে'চিয়ে উঠে উনি ঝট করে আন্নার হাত ছেডে দিলেন।

'আমায় ও ঘ্ণা করে, এটা পরিষ্কার' — জান্না ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্থালিত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিত্কার' — নিজের ঘরে চুকে আমা ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগনলোর পন্নরাব্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিস্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মান্য করেছেন, ডিব্লির কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন দ্রন্দিক করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চ্ড়াস্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সন্তব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সব্রেগ তাঁর ভূতপূর্বে পরিচিতেরা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ব্যাপারাটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অম্পদ্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শৃষ্ব সেটাই আকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছিলেন না তিনি। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পাঁড়া এবং বেসব অন্ভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিন্তাবেগ। আর হঠাং আক্রা ব্রুতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভারে। হ্যাঁ, এটা সেই চিন্তা শৃষ্ব যেটাই সবকিছরে সমাধান করবে। 'হ্যাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর ছেলের লঙ্জা ও কলংক, আর আমার ভয়ঙ্কর লঙ্জা — সব মৃছে যাবে মৃত্যুতে। ময়ব — আর ও পরিতাপ করবে, দৃঃখ করবে, ভালোবাসবে, কণ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তাঁর ঠোঁটে, আরামকদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খ্লতে আর পরতে লাগলেন তিনি, মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

শ্রন্দিকর এগিয়ে আসা পদক্ষেপ, ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগ্রলো রাখা নিয়েই তিনি বাস্ত, এমন ভাব করে আহ্না তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আমার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে দ্রন্স্কি মৃদ্স্বরে বললেন: 'আমা, যদি চাও পরশুই যাব। আমি সবকিছুতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন দ্রন্সিক।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আন্না ডুকরে উঠলেন।

কাশ্বার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করো আমায়, ত্যাগ করো! কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছ্ করব। কে আমি? ব্যভিচারিণী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কণ্ট দিতে আমি চাই না. চাই না! তোমায় মৃতি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না, ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শান্ত হবার জন্য অন্নয় করতে লাগলেন দ্রন্সিক, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কখনো তিনি ক্ষান্ত হন নি, হবেন না, এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আন্না, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও. আমাকেও?' তাঁর করচুন্বন করে বললেন দ্রন্ত্রিক। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আন্নার মনে হল তিনি যেন কানে শুনছেন তাঁর কণ্ঠন্সবরে অদ্রবর্ষণধন্ত্রিন, হাতে অনুভব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহুর্তে আন্নার মরিয়া ঈর্ষা পরিণত হল মরিয়া, আবেগমাণ্ডত কোমলতায়। দ্রন্ত্রিককে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা, গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুন্বনে। প্রোপ্রির মিটমাট হয়ে গেছে অন্ভব করে আল্লা সকাল থেকে সোংসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও স্থির হয় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দ্'জনেই দ্'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আল্লা সয়ত্বে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছ্ম এসে যায় না। খোলা একটা ট্রাঙ্কের ওপর ঝু'কে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে ভ্রন্ফিক এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এখনি মায়ের কাছে যাচছ, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমান্তই আন্নার বৃকে যেন ছোরা বি°ধল।

'না, আমি নিজেই গ্রাছিয়ে উঠতে পারব না' — আল্লা বললেন এবং তক্ষ্যানি ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ডাইনিং-র্মে যাও, আমি শ্র্যা এই নিষ্প্রয়োজন জিনিসগ্রলো বেছে এক্ষ্যানি আসছি' — এই বলে তিনি আল্ল্যন্প্রার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধ্যেই সে হাতে জমে উঠেছিল নাতাকানির ডাঁই।

আন্না যখন ডাইনিং-র্মে এলেন, দ্রন্দিক তখন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন।
'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগ্লায় কিরকম ঘেনা ধরে গেছে
আমার' — দ্রন্দিকর পাশে বসে নিজেব কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি:
'এই সব chambres garnies*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছ্ হতে পারে না।
ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে
ওই ওয়াল-পেপারগ্লো — বীভংস। ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি,
মনে হয় প্রতিশ্রত দেশ। তুমি ঘোড়াগ্লোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'
'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছু পোশাক নিয়ে যেতে হবে

[🔹] আসবাব সমেত ভাড়া করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খ্রাশির গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি; কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

দ্রন্দিকর সাজ-ভূত্য পিটার্সবি,গ থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রসিদ চাইতে এসেছিল। দ্রন্দিকর কাছে টেলিগ্রাম আসায় অস্বাভাবিক কিছ্বনেই, কিন্তু উনি যেভাবে বললেন যে রসিদ আছে স্টাভিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছ্ব একটা যেন ল্বকিয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাড়ি করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথায় কান না দিয়ে আল্লা জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'গ্রিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন দ্রন্দিক।

'আমায় দেখালে না যে? স্থিতা আর আমার মধ্যে গোপন কিছ্ থাকতে পারে?'

সাজ-ভৃত্যকে ফিরিয়ে দ্রন্স্কি তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।
'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দ্বর্ণলতা আছে
স্থিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছ্রবই?'
'বিবাহবিচ্ছেদের?'

'হার্ন, ও লিখেছে: এখনো কিছ্ব করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে দ্রন্দিক যা বলেছেন, তাই পড়লেন আল্লা। শেষে আরেকটু বোগ করা ছিল: আশা কম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব স্ববিচ্ছ, করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আহা বললেন, 'আমার কাছ থেকে ল্যুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পদালাপ সে ল্যুকিয়ে রাখতে পারে আর ল্যুকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আহার মনে হল।

'ও হাাঁ, ইয়াশ্ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — দ্রন্দিক বললেন, 'মনে হয় পেভ্ংসভের কাছ থেকে সবকিছা ও জিতে' নিয়েছে, ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ষাট হাজার।' 'না, বলো' — কথাবার্তার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে দ্রন্দিক যে স্পন্টতই

দেখাতে চাইলেন যে আন্না চটেছেন, তাতে চটে উঠে আন্না বললেন, 'কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোন্দীপক যে লুকিরেই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে, তাই আমার ইচ্ছে।'

'আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি স্কৃপণ্টতা' — প্রন্সিক বললেন।

'স্পণ্টতাটা বাহ্যর্পে নয়, ভালোবাসায়' — দ্রন্স্কির কথায় নয়, যে নির্ত্তাপ স্কৃষ্থির কপ্টে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আমা বললেন, 'এ স্পণ্টতা তুমি কেন চাও?'

'ভগবান, ফের ভালোবাসা' — মুখ কু'চকে ভাবলেন দ্রন্সিক। বললেন, 'তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।'

'ছেলেমেয়ে হবে না।'

'খুবই দুঃখের কথা' — উনি বললেন।

'তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?' উনি যে 'তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে' বলেছেন সে কথা একেবারে ভূলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আন্না।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহু দিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিচছে। ছেলেমেয়ের জন্য দ্রন্দিকর আকাঞ্চার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিচ্ছেন না।

'আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...' যেন যাতনায় কুঞ্তিত মুখে প্রনরাবৃত্তি করলেন ভ্রন্ফিক, 'কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জন্মলার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনিদিশ্টিতা থেকে।'

'হ্যাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘ্ণাটা সম্হ দেখা যাচ্ছে' — ভাবলেন আনা। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, 'ওটা কারণ নয়, ব্রিঝ না, যাকে তুমি আমার জ্বালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি প্ররোপ্রির তোমার অধীনে। অবস্থার অনির্দিষ্টতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।' 'খ্বই দৃঃখ হচ্ছে যে তুমি ব্রুতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা প্রো বলবার জেদে আল্লাকে বাধা দিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'আনিদিভিতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আল্লা ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙ্বলটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুর্লোছলেন আহ্না। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আহ্না চাইলেন ভ্রন্ফির দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি ব্ঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুম্ক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমায় বলে রাখি. হৃদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে।'

'আল্লা, অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের স্থ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অন্বরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' — ভ্রন্ম্কি বললেন গলা চড়িয়ে, আল্লার দিকে কঠোর দ্র্শিটতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ওঁর দিকে, ওঁর মুখ, হাতের দিকে স্থিরদ্থিতৈ চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর দ্রন্দিকর সাবেগ আদরের সমস্ত খ্র্টিনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মাকে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেখভরে দ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' — এই বলে আমা

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় খরে ঢুকলেন ইয়াশ্ভিন। আহ্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গেলেন।

কেন, ব্কের মধ্যে যথন ঝড় ফু'সছে, যথন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের ম্থে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তথন কেন এই ম্হুতে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা আল্লা বলতে পারতেন না; কিন্তু তক্ষ্মনি ব্কের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আলা বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেয়েছেন?' ইয়াশ্ভিনকে জিগ্যেস করলেন আমা।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি বৃংধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুরু কু'চকে দ্রন্ফির দিকে চেরে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশা,' — প্রন্দিক বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে স্থির' — আহ্না বললেন দ্রন্স্কির দিকে সোজাস্ক্রি যে দ্থিতৈ চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি যেন স্বপ্লেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্ংসভের জন্যে কণ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে কথাবার্ত্য চালিয়ে গেলেন আল্লা।

'কণ্ট হয় কি হয় না, আলা আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বের্ব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আমা বললেন, 'কেমন লাগত আপনার স্কীর?'

ইয়াশ ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।' 'আর হেলসিঙ্গফোর্স'?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আন্নার দিকে দ্ন্তিপাত করে বললেন ভ্রন্হিক।

সে দ্ঘি লক্ষ্য করে আমার ম্খভাব হয়ে উঠল হঠাং শীতল-কঠোর। যেন তা দ্রন্স্কিকে বলছিল: 'কিছ্ই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন. 'সতিটে প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?' 'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শাধ্য ততটা, যাতে rendez-vous*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শাধ্য ততটা, যাতে সন্ধ্যার জনুয়ায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঞ্চফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু দ্রন্স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আন্না উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বের বার আগে স্ত্রন্দিক এলেন তাঁর কাছে। আন্না ভেবেছিলেন টেবিলে কিছ একটা যেন খ্রেজছেন এমন ভাব করবেন। কিন্তু ভান করায় লম্জা বোধ করে সোজাস জি তাঁর দিকে তাকালেন নির তাপ দুম্পিতে।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গান্বেত্-এর জন্যে সাটি ফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' — ভ্রন্ স্কিবললেন এমন স্বরে যাতে পরিন্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার. কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চার, tant pis pour elle.**' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আল্লা কী যেন বললেন, সমবেদনায় ব্ক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাং।

জিগ্যেস করলেন, 'এগাঁ, কী বলছ আহাা?'

- অভিসার (ফরাসি)।
- ** এর পক্ষে তাতে আরো থারাপ (ফরাসি)।

'কিছ,ই না' — একইরকম শীতল ও শাস্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছ্ই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শতিল হয়ে মনে মনে ভাবলেন প্রন্দিক। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মুখ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সাম্বনার দুটো কথা বলবেন ওঁকে, কিন্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদুটো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আল্লা আর্কাদিয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

n es n

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিষ্কার স্বীকৃতি। সার্টিফিকেটের জন্য ঘরে ঢুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় বৃক ওঁর ফেটে যাছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নিবিকার নির্নৃদিগ্ন মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শৃধ্ব তাঁর জন্ডিয়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিষ্কার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা দ্রন্দিক বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পণ্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আল্লা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হযে উঠতে লাগলেন।

দ্রন্দিক বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রাখছি না, যেখানে খর্নশ আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রব্বল চাই আপনার?'

র্ত একজন মান্য যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আলার কল্পনায় দ্র্নিক তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আলা তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগ্লো সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে; এই ন্যায়নিষ্ঠ

সং মান্বটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পেণছই নি?' এরপর নিজেকে জিগ্যেস করলেন আলা।

উইলসনের কাছে যাবার দ্'ঘণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আহার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখননি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আহাা, আর সন্ধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আলা শ্নলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শ্নলেন তাঁর পদশন্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, দ্রন্স্কি যা শ্নলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছ্ম জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বৃকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে দ্রন্দিকর সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিষ্কার, জীবস্ত মৃতিতি ।

ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-তে যাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু একটা — ওঁকে শাস্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যখন তিনি ভাবলেন কেবল ওই প্রেরা দিশিটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তখন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের তৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি যন্ত্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শ্রেয় শ্রেয় ফুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ফিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিষ্কার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওঁর জন্য যখন থাকবে শ্রেষ্ তাঁর স্মৃতি, তখন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর কথা আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছ্ন না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ঘর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওখানে...' হঠাং ক্মিনের ছায়া দপদিপয়ে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; মৄহৄতের জন্য ছোটাছৄটি করল ছায়ায়া, তারপর নতুন দ্বততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল সর্বাকছৄৄৄ। 'মৄতুৄুুুু!' মনে হল আয়ায়। আর এতই তাঁর আতংক হল যে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোখায় তিনি আছেন, যে মোমবাতিটা প্রুড় নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জন্মলাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খ্রুজ পেলেন না অনেকখন। 'না, না, যাই হোক শুর্থু বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আয়া বলছিলেন, টের পাচছলেন জীবনে প্রত্যাবর্তানের আনন্দাশ্র গড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন দ্বনাকর কাছে।

স্টাডিতে দ্রন্স্কি গভীর ঘ্রেম আচ্ছন । আমা তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহ্ক্ষণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘ্রমন্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অগ্রন্থ বাধা মানল না; কিন্তু আমা জানতেন যে জেগে উঠলে দ্রন্স্কি একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দৃষ্টিতে তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আমাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে দ্রন্স্কি কত দোষী। আমা তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম খেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দ্রুসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাচ্ছিল না।

সকালে ভয়াবহ একটা দ্বঃম্বপ্ন, দ্রন্দিরর সঙ্গে পরিচয়ের আগেও
যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো
দাড়িওয়ালা এক ব্রড়ো লোহার ওপর ঝুকে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড়
করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দ্বঃম্বপ্লটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো
(এইটেই তার ভয়ংকরতা) আলা টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন
দিচ্ছে না, কিন্তু লোহা নিয়ে তাঁর জন্যই ভয়ংকর কিছ্ব একটা করছে।
ঠান্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আলা।

যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগ্নলো কুয়াশার মতো ঝাপসা মনে পড়ল তাঁর। 'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধরেছে, ও ঘরে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে — নিজেকে আমা বললেন। দ্রন্দিক তাঁর ফাডিতে আছেন জেনে গেলেন তাঁর কাছে। দ্রায়ং-র্ম দিয়ে যাবার সময় আয়া শ্নতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগন্নি টুপি পরা একটি তর্ণী তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কী যেন হ্কুম করছিল ঘণ্টি দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠে গেল, দ্রায়ং-র্মের পাশে শোনা গেল দ্রন্দিকর পদশব্দ। দ্রত পায়ে তিনি নামছিলেন সিণ্টি দিয়ে। আয়া আবার জানলার কাছে এলেন। দ্রন্দিক খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগন্নি টুপি পরা তর্ণী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। দ্রন্দ্রিক হেসে কী যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল; দ্রুত সিণ্টি দিয়ে উঠতে লাগলেন দ্রন্দিক।

যে কুরাশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আল্লার মনে, হঠাৎ তা কেটে গেল। গতকালের অন্ভূতি আরো তীক্ষা হয়ে বিংধল তাঁর র্ম হদয়ে। এখন তিনি ব্রুতে পারছিলেন না নিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জনা তিনি স্টাড়িতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আমার মনুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর ব্রুকতে না চেয়ে শাস্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলা নীরবে ন্থির দ্ণিটতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ভ্রন্দিক ওঁর দিকে তাকিয়ে ম্বহুতের জন্য ভূর্ কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। ভ্রন্দিক তথনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আলা দ্রোর পর্যন্ত গোলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হ্যাঁ' — আমা যখন দ্যোরে পেণছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপুনি যাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আন্না বললেন।

'আমা, এভাবে চলা যায় না...' 'আপনি যাবেন, আমি না' — প্রনর্রাক্ত করলেন আমা। 'এ যে অসহা হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

'আর্পনি... আর্পনি এর জন্যে অনুতাপ করবেন' — এই বলে আমা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

যে মরিয়া হতাশায় কথাগনলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে দ্রন্হিক
লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছয়টে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সন্বিত
ফিরতে ফের বসলেন, ভূর্ম কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র,
দ্রন্হিকর তাই মনে হয়েছিল, হয়েকিটা কেন জানি ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাঁকে।
'আমি সবরকম চেন্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শয়ধ্র
একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন
শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া
দরকার ছিল।

স্টাডিতে এবং ডাইনিং-রুমে তাঁর পদশব্দ শ্নলেন আয়া। ড্রায়ং-রুমে তিনি থামলেন। কিন্তু আয়ার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শৃথ্ এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আয়ার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খ্লল, আবার তিনি বেরুলেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছুটে গেল ওপরে। এটা ওই ভুলে ফেলে আসা দন্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আয়া, দেখতে পেলেন চোখ তুলে না চেয়েই তিনি দন্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যন্ত ভঙ্গিতে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে. তারপর দন্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

11 99 11

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আমা আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভয়াবহ দ্বংস্বপ্নটা একসঙ্গে মিলে হিম তাসে বুক তাঁর ভরে তুলল। 'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় করছিল যে চাপরাশি আসা পর্যস্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আস্কুন।' লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্ভাবলে।

'হ্কুম আছে যে আপনি বের্তে চাইলে গাড়ি এক্ষ্রনি ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষ্বনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আমা চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাব্বি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভূত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছ্র পেছ্র তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশ্বকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীর্-ভীর্ মিষ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশ্কক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেরেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসেছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈ'চির মতো মিণতে সে মায়ের দিকে তাকাল শ্না দ্ছিত। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আলা বসলেন মেয়ের কাছে, জলপারের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ বমব্যমে হাসি আর ভুর্ তোলার ভঙ্গি এমন জীবস্ত করে মনে পড়িয়ে দিল দ্রন্দিককে যে কালা ঠেকাবার জন্য তিনি বট করে উঠে চলে গেলেন। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শ্ব্রু একটাই, আর সেটা আমি চাই না।'

ঘড়ি দেখলেন আহা। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না, এটা হতে পারে না। আমার কাশ্লাভেজা চোথ ওকে দেখানো উচিত নয়।
যাই, মৃথ ধৃয়ে আসি। আর হাাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি
আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন
না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হাাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কখন মনে পড়ছে না
তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন
সতি্যই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হাাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কখন আঁচড়েছেন,
পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মৃথে অন্তুত
জনলজনলে চোখে ভীতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে
ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতন্য হল তাঁর, এবং
নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ দ্রন্স্কির চুন্বন অন্ভব করে কেপে
উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্ব খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আলু,শ্কা সেথানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আল্ল্ক্শ্কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে আপনি যেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা ব্রুবতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখনি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আল্লা: 'কিস্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁব ফেরার কথা। কিস্তু হিসাবে ভুল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গন্নতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে যাছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সি'ড়ি দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউণ্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।' 'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিচ্ছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' — মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিম্নেই চলে যাও গ্রামে, কাউপ্টেস দ্রন্স্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে। 'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হাাঁ, আমি যাব ডল্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষুনি চলে আসুন।'

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মর্টিয়ে ওঠা আল্ল্ল্লার শাস্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধ্সর মায়াময় চোখে আলার জন্য স্কুপণ্ট সমবেদনা।

'আন্ন্কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ডুকরে উঠলেন আন্না।

'অত অস্থির হবার কী আছে আন্না আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হাাঁ, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আল্লা বললেন; 'আমি না থাকতে কোনো টেলিগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে... না. নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হার্ন, ভেবে লাভ নেই, কিছ্ম একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — ব্যকের ভয়ংকর চিপচিপ শ্রেন নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবান্ধে ওঠার আগে জিগ্যেস করকে পিওতার।

'জনামেন কায়, অব্লোন স্কিদের ওখানে।'

nskn

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়েছে ধন । কিছ্মুক্ষণ আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল —

সবই ঝকঝক করছিল যে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তার সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের যোড়াদ্টোর দ্রতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দ্রলছিল. রান্তায় গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘর, নির্মাল হাওয়ায় দুতে বদলে যাচ্ছে দুশ্য; গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আলা দেখলেন বে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই মনে হল না অনিবার্য। যে হীনতায় তিনি নেমেছিলেন, তার জন্য ধিক্কার দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাডা কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিভাবে তিনি থাকবেন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গ্রনাম'. 'দাঁতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডল্লিকে আমি সব বলব। দ্রন্স্কিকে সে পছন্দ करत ना। लम्बा कतरत, कच्छे शर्त, किन्छ भव वलव जारक। आमारा स्म ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। দ্রন্স্কির অধীন হয়ে থাকব না ; ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-র বিট'। লোকে वरन ওরা মাখা ময়দার তাল নিয়ে যায় পিটার্সবির্গেও । মস্কোর জল কী ভালো। মিতিশ্যির কুয়ো, সর্বচাকলিও।' আন্নার মনে পড়ল অনেকদিন আগে, যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন ত্রইৎসে-সেগি রৈভ স্কি মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল नान यात 2ाठ? তथन या **স**म्भत आत आग्नरखत वारेरत वरन मरन रुठ. তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতার নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গর্বিত আর আত্মসন্তুন্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। স্বাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' --- আন্না পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আলু শ্কার স্বামী। মনে পড়ল জন্ স্কি যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভরংকর যে অতীতকে সম্লে উৎপাটন করা বায় না। উৎপাটন করা বায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা বার। আমিও গোপন করি।' আন্নার মনে পড়ল খালেক সেই

আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মুছে দিয়েছেন সমৃতি থেকে। 'ডিল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। স্ত্তরাং নিশ্চর অন্যার করছি আমি। আমি কি ন্যার করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আল্লা আর কাল্লা পেল তাঁর। কিন্তু তথনই তিনি ভাবলেন মেয়েদ্র্টি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চর ভালোবাসার কথায়? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... ব্লভার আর শিশ্র। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হাাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত ট্রেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাস্বজি বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেল্লা হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হৃদয়কে বিষে ভরে তুলে আল্লা উঠলেন সি'ড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্সান্দভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল দ্রন্দিক' — আন্না ভাবলেন, 'সেই মেরেটি যার কথা দ্রন্দিক স্মরণ করত ভালোবাসা নিয়ে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিশ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশ্বকে খাওয়ানো নিয়ে দ্বই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডব্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' — ডব্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেরেছি গ্রিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেরেছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ ব্রুলিয়ে আলা বললেন।

'লিখেছে, ব্রুতে পারছে না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।' 'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হাাঁ, কিটি' — অস্বস্থিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশ্কক্ষে। ভারি অস্কু হয়েছিল সে।'

'শ্বনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'এক্ষ্বনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, স্থিভা আশা করে আছে' — ডব্লি বললেন দোরগোড়ায় থেমে।

'আমি কোনো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আলা।

ভিল্ল চলে গেলে আন্না ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাং কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে দ্রন্দিকর প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমার বর্তমান অবস্থায় কোনো স্শালা নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সবকিছ্ব ত্যাগ করার সেই প্রথম মৃহ্ত্ থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার প্রস্কার! ওহ্, কী ঘৃণাই না দ্রন্দিককে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমার শৃধ্ব আরো খারাপ, আরো দ্বঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দ্ই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বস্ত করব যে আমি অভাগা, তার আনুকূলা মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও ব্রুবে না কিছ্ব। ওকে আমার বলবারও কিছ্ব নেই। শৃধ্ব কিটির সাক্ষাং পেলে আমি যে সবাইকে কত ঘৃণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ভল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আল্লা সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন। বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডব্লি বললেন আমার দিকে উৎসাক চোখে চেয়ে। আমাকে এমন অন্তুত উত্তাক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগোস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আন্না চোথ কু'চকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে ল,কিয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে
লাল হয়ে বললেন আন্না।

'আহ্, যত বাব্দে কথা! ছেলেকে দ্বধ দিচ্ছে সে, ওর সব ভালো চলছিল না. আমি কিছু উপদেশ দিলাম... ও খুব খুনি। এখুনি সে আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকায় আনাড়ির মতো ডব্লি বললেন; 'হাাঁ, ওই তো সে।'

আন্না এসেছেন জানতে পেরে কিটি বের্তে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডাল্ল তাকে ব্রিয়য়ে রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আন্নার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

দ্রন্দা এই নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাঁর প্রতি অন্কুল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্থি হচ্ছিল কিটির; কিন্তু আল্লার স্কুলর প্রিয়দর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিদ্বেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছ্,তেই আমি এখন অভ্যস্ত। আপনার অস্থ করেছিল? হার্ট, অনারকম দেখাচ্ছে আপনাকে' — আল্লা বললেন।

কিটি টের পেল যে আন্না তাকে দেখছেন বিদ্বেষ নিয়ে। যে আন্না আগে তার প্রতি আন্কুল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জন্য কন্ট হল তার।

কিটির অস্থ, শিশ্বটি, স্থিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছ্বতেই আগ্রহ নেই আম্লার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এর্সোছলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্ছ?'

কিন্তু তার জবাব না দিয়ে আমা ফিরলেন কিটির দিকে।

হেন্সে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খ্রিশ হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শ্রেনছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' — স্পন্টতই দ্রভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আমা। 'এখন উনি কোথায়?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে। 'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।', 'অবশ্যই জানাব' — সরলভাবে কিটি বললে আমার চোখের দিকে সহান,ভাতর দুষ্টিতে চেয়ে। 'তাহলে বিদার ডব্লি!' ডব্লিকে চুম্ খেয়ে আর কিটির করমর্দন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন আলা।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি স্কুন্দর!' আমা চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে কর্বণ কী একটা যেন আছে! সাংঘাতিক কর্বণ!'

'নাঃ, আজ সে অনারকম' — ডব্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যস্ত পেণছৈ দিই, মনে হল এই বৃঝি কে'দে ফেলবে।'

11 62 H

বাড়ি থেকে বের,বার সময় আন্নার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্তার সঙ্গে যুক্ত হল অপমান আর অস্প্শাতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অন্ভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র।
'হাাঁ, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আহা।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দ্বেধা, কোত্ইলজনক বস্তু'—দ্ব'জন পথচারীর দিকে চেয়ে আয়া ভাবলেন: 'আহ্, সোংসাহে সে কী বলতে পারে অন্যকে। নিজের যা অন্ভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডাল্লিকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগিয়ে বলি নি। আমার দ্বর্ভাগ্যে কী খ্রুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশ্যি; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দর্ন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শান্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খ্রুশি হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমায় সৌজনা ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ঈর্যা করে, দেখতে পারে না। তদ্পরি ঘ্লাই করে। ওর চোখে আমি দ্নেনীতিপরায়ণ নারী। দ্নুনীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম... যদি চাইতাম। হাাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসন্তুষ্ট লোকটা'— মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ভালোক সম্পর্কে তিনি ভারলেন। ভল্লোক আসছিলেন উল্টা দিক থেকে. তিনি আয়াকে পরিচিত

মনে করে চকচকে টেকো মাথা থেকে চকচকে টুপিটা তুর্লেছিলেন, পরে ভূল ব্ৰুতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দর্নিয়ায় যত লোক আমার বতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো, ওরা ওই নোংরা কুল্পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চয় জানে' — ভাবলেন উনি দুটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সে তার মাথা থেকে গামলা খুলে নিয়ে রুমালের খুট দিয়ে মুখের ঘাম মুছছিল। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিঘ্টি, স্ক্রাদ্ব কিছ্ব। চকোলেট না থাকলে নোংরা কুল্পি বরফই সই। কিটিও তাই, দ্রন্সিক নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমায় সে ঈর্ষা করে। ঘূণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘূণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে. কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক ত্যংকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাড়া মজার বা হাসিরই কিছু নেই। সবকিছু জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখৃত करत हुन कत्राह रविनयाणे! यन किছ वृत्ति त्थाया यात्व वर्ल छय भाराह। কেন এই গিন্ধা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শৃংধ্, গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘূণা করি পরস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাজ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্ভিন বলে, সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। এই হল সত্যি!

এই যেসব চিন্তায় তিনি নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি

জিগ্যোস করলেন, 'জবাব এসেছে?'

'এখনন দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেম্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চোকো একটা থাম এগিয়ে দিলে। আন্না পড়লেন: 'দশটার আগে আসতে পারব না। দ্রন্দিক।'

'আর যে লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরেছে?' 'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

^{*} আমি তাংকিনের কাছে কেল প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আয়া বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনিদিপ্ট একটা ক্রমবর্ধমান রোষ আর প্রতিহিংসার তাগিদ অন্বভব করে তিনি ছুটে গোলেন ওপরে। 'আমি নিজেই যাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সর্বাকছ্ম বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত যুগা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আয়া কে'পে উঠলেন বিতৃষ্কায়। আয়া ভেবে দেখেন নি যে দ্রন্দিকর টেলিগ্রামটা ছিল তার টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তার মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শান্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর কলেট। 'হাাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আয়া কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অন্বভৃতিগ্রলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগ্রলা, জিনিসপত্য — সবই তাঁর মনে ঘেয়া আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিণ্ট করছিল তাঁকে।

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছি'ড়ে ফেলব ওর মন্থাশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়নির্ঘণ্ট দেখলেন আল্লা। সন্ধ্যা আটটা দৃই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হ্যাঁ, সয়য়
আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হৃকুম দিলেন তিনি, দিন কয়েকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি
জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকলপনা
আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি ছির করলেন যে স্টেশনে বা
কাউণ্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর

টোবলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে র্টি আর পনীর শক্রে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যকারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গোটা রাস্তা জ্ডে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধ্যাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আল্লেশ্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাখছিল পিওত্র আর সহিস দাড়িয়েছিল স্পন্টতই বেজার হয়ে — স্বাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবাত্য আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছ্ন এসে যায় না' — বিরক্তিভরে বললেন আরা।

পিওত্র কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হৃকুম দিলে স্টেশনে যেতে।

1 00 1

'ফের আমি, সেই আমি! ফের স্বাকিছ্ব আমি ব্রুতে পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ঘার শব্দ তুলে দ্বুলতে দ্বুলতে এগনো মাত্র আহ্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমংকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যুংকিন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশ্ভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিম্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘূণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। উ'হ্র, খামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোডায় টানা গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে। 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহায্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তে। পালাতে পারবেন না।' পিওত্র যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশায় আধমরা এক মজ্বরকে। মাথা নড়বড় করছে, প্রিলশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আল্লা ভাবলেন, 'কাউণ্ট দ্রন্দিক আর আমি তপ্তি খ'লে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আল্লা উল্জ্বল আলোয় দেখতে পেলেন দ্রনাস্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সবখানি যা নিয়ে আগে তিনি এড়িয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খ'জেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন স্বাক্ছ,তেই তা সমার্থত হচ্ছে। 'হ্যা, আত্মগরিমার বিজয় পেয়েছিল সে।, বলা বাহ,ল্য, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরি-মার সাফলা। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছ্ব নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিয়েছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহবিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা পর্বাড়য়ে দেওয়া য়য়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আখসভুষ্ট — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আহ্বা ভাবলেন; 'হাাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খর্মিই হবে।'

এটা শ্বধ্ব অন্মান নয়, যে অস্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রক্তর্ভালত, আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাং হয়ে পর্ডাছ' -- ভাবনার জের টেনে চললেন আম্লা, 'এখানে সাহাষ্য করার কিছু নেই। আমার সর্বাকছ, ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সর্বাকছ। আর ওচাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যন্ত আমরা দুমাগত পরস্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রক্ষে ঈর্যান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্বা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না; কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসম্ভণ্ট। কিন্ত...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনার মূখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, 'যদি তার আদরের আকুল কাম,কী এক নাগরী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম: কিন্তু অন্যকিছু হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনায় তার বিতৃষ্ণা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্যকিছ, হতে পারে না। আমি কি জানি না যে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে. কিন্তু আমি যা চাই সোটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্ধেষের চেয়েও হাজারগন্থ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর যেখানে ভালোবাসার শেষ, সেখানে ঘূণার শ্রু। এই রাস্তাগ্রলো আমার একেবারে অজ্ঞানা। কি সব ঢিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ন্তা নেই। আর সবাই ঘূণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, স্থা হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন র্সোরওজাকে. ভ্রন স্কিকে বিয়ে করলাম আমি।' আলেক সেই আলেক সাম্দ্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীর্ ভীর, নিজীব নিভন্ত চোখ, শাদা হাতে শিরা, আঙ্কুল মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পন্টতায় জীবন্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেনায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়ে বিয়ে করলাম স্ত্রনাস্কিকে। কী হবে, কিটি আঞ্জকের মত্যে আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশ্ন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর দ্রন্সিক এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সুখে আর নয়, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না. না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়: 'না, না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমর। তফাৎ হয়ে ব্যচ্ছি, আমি ওকে অসুখী কর্রাছ, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার भक्त मध्य नय । मय क्रणो कता इत्याह, भूल अत्मह हेन्क्र्म । हाँ, ह्हालत সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে কর ণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দ্বনিয়ায় আসি নি কি কেবল পরম্পরকে ঘূণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কণ্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। সেরিওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিজে উঠত ক্লেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাড়াই, তাকে বিনিময় করে গেলাম অন্য একটা ভালোবাসার পেছনে, আর যতদিন সে ভালোবাসায় পরিতৃপ্তি পেরেছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিমরের জন্যে। আর যেটার তিনি নাম দিরেছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ঘেলা হল তাঁর। আর যে স্পন্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন, তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওত্র, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত লোক বারা থাকে ভলগা পাড়ে, যেখানে বাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নিজনি নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যখন পেণছে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভাবছিলেন তিনি।

'আজ্ঞা কর্ন, ওবিরালোভ্কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্র।

আমা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেণ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হাাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আন্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থালিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-র্মের দিকে যেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খ্রিটনাটি আর যেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল খেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের প্রনা আর্ত জায়গাগ্রলা নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জরিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হদয়ের ক্ষতগ্রলাকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চম্খী সোফায় বসে, যে লোকগ্রলা ঢুকছিল আর বের্ছিছল, ঘ্ণায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আলা ভাবছিলেন কিভাবে গন্তব্যে পেণছে তিনি ওঁকে চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অন্যোগ করছেন (আলার ফল্যণাটা না ব্রেথ), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন ওঁকে। তারপর ভাবলেন জীবন কত স্থের হতে পারত আর কী ফল্যণায় আলা তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘ্ণা করেন, কী ভয়ংকর চিপচিপ করছে তাঁর ব্রক।

11 05 11

ঘন্টা পড়ল। কী সব কুংসিত, বেহায়া, হস্তদস্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশ্বং মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বুট পরা পিওত্র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-র্ম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্ল্যাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আলা যখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাংল্যা, জঘন্য

কোনো মন্তব্য। আন্না উচ্চু সি⁴ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফায়, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা স্প্রিঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুগি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হ্রড়কো দিলে। বাস্ল পরা জনৈক কুংসিত মহিলা (আন্না মনে মনে মহিলাটিকে বিবন্দ্র করে স্থান্ডিত হেলন তার কুশ্রীতায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছ্রটে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খ্রিড়!'

'থ্বিক — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আন্না। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আন্না ঝট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুর্ণসত একটা লোক, মজ্বরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগ্বলোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুর্ণসত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আন্না। আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্য দরজার কাছে। দরজা খ্লে একজোড়া স্বামী-স্বীকে ভেতরে দুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বের্বেন?'

আন্না জবাব দিলেন না। অবগর্শ্চনের তলে তাঁর মুখের আতংক নবাগত বা কনডাক্টর — চোখে পড়ে নি কার্রই। আন্না ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণিটতে। স্বামী-স্বা উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ করছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্বা দ্'জনকেই জঘন্য লাগল আন্নার। স্বামী জিগ্যেস করলেন ধ্মপান করা চলবে কি? স্পত্তই ধ্মপানের জন্য নয়, আন্নার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্বার সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন যা তাঁর কাছে ধ্মপানের চেয়েও নিরথকি। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শ্ব্ আন্নার কানে যাতে তা যায়। আন্না পরিষ্কার দেখতে পাচছিলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কা ঘ্ণাই না তাঁরা করেন পরস্পরেক। আর এই ধরনের কুশ্রী জাবদের ঘ্ণা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা, চেচার্মেচি,

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খ্বই পরিজ্জার যে কারো আনন্দ করার কিছ্ নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্ত্রণার মান্রায়, তা যাতে শ্নতে না হয় তার জন্য কানে আঙ্বল চাপা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অবশেষে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হ্বইসিল, ফোস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী কুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন। যারা টেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বসেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গ্মলোয় তা সমতালে কে'পে কে'পে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; টেনের চাকা হয়ে উঠল মস্ণ, অনায়াস, মৃদ্ব, আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সান্ধা কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযাত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে টেনের সামান্য দ্বল্বনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডুবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হাাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না যেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কণ্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খংজি। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোমুখি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে মান্যকে' ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পণ্টতই নিজের বৃক্তনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে। কথাগুলো যেন আল্লার চিপ্তার জ্বাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগ্লোর পন্রাবৃত্তি করলেন আলা। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্থীর দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রুলেন যে র্মা স্থী নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইন্ধন জ্গোয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আলা যেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগ্লো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হাাঁ, আমাকে খ্বই অস্থির করে তোলে আর মান্যকে ব্লিদ্ধ দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যথন দেখবার কিছু আয় নেই, যথন এই সবকিছের দিকে তাকাতে ছেমা করে? কিছু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছুটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিংকার করছে ওরা, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশুভ!..'

আমার স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুষ্ঠব্যাধিগুস্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্র্যাটফর্মের মাঝখানে, চেণ্টা করলেন স্মরণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকল্প ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কল্পনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈটে করা কদর্য লোকগন্নোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় মন্টেরা ছন্টে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দন্মদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চেস্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্রোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যাদকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন মন্টেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউন্ট দ্রন্ স্কর কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়োয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউণ্ট দ্রন্দিক? ওঁদের কাছ থেকে এখানি গাড়ি এসেছিল প্রিন্সেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মুটেব সঙ্গে যথন আল্লা কথা বলছিলেন, তখন বুকের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমংকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বুক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে প্রন্সিক লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পে'ছিব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আক্রোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আন্তে করে। আন্তে করে বললেন কারণ ব্রকের দ্রত স্পন্দনে কণ্ট হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — দ্রন্দিককে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হুম্মিক দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর।

প্র্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দ্ব'জন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শ্বনিয়ে শ্বনিয়ে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিংকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন আরো দ্রের তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্র্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দ্রের চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্র্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আয়া তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আয়া তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আসছিল। থরথিরয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম অরে আয়ার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ব্রুলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সির্ণাড় গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যস্ত, ক্ষিপ্র লঘ্ পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলস্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘে'ষে। ওয়াগনগর্লোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উণ্টু চাকটোর দিকে চাইলেন তিনি. চোখ আন্দাজে স্থির করার চেন্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওরাগনের ছায়া থেকে কয়লা আর বালি ছড়ানো চিলাপারগ্রেলার দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তার সামনাসামনি হতেই ঝাপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আমা। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খুলতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। স্থান করতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, দ্রুস করলেন তিনি। ক্রস করার অভ্যন্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৌশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর স্বাক্ছা ঢেকে রেখেছিল, হঠাং তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, মুহুর্তের জন্য অতীতের সমস্ত ভাষ্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্ত এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দুট্টি সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুড়ে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দুই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষ্মন দাঁড়িয়ে পড়বেন এমন লঘ, ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটুর ওপর। আর সেই মহাতেই যা করেছেন তাতে আতংক হল তাঁর। 'কোথায় আমি? কী করলাম ? কেন ?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁডাবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপত্নল, অমোঘ কোনো কিছু ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আলা অস্ফুট মিনতি করলেন. 'ভগবান, আমার সর্বাকছঃ ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিভূবিভূ করে কাজ কর্বছিল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা, প্রতারণা, দ্বঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পর্ডাছলেন, তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তুলল. তারপর দপদপ করে উঠে স্লান হয়ে আসতে লাগল. নিভে গেল চিরকালের कुरा ।

E EUNICE GOETONES

অন্ট্রম অংশ



nen

প্রায় দৃই মাস কেটে গেছে। আতপ্ত গ্রীন্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সেগেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মন্ফো থেকে বের্বার আয়োজন করলেন।

এই সময়ের মধ্যে

সের্গেই ইভানোভিচের জীবনে নিজম্ব কতকগ্নলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিশ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিয়ায় রাষ্ট্রপাটের ভিত্তি ও রুপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছ্ম কিছ্ম অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক প্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সের্গেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সের্গেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গ্রন্তর ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

সযত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও প্রস্তুকবিক্রেতাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগ্যেস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধুদের এ প্রশ্নে অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম ঔদাসীনো উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি প্রন্তকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রাথমিক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষ্য দ্ভিটতে, অসহ্য মনোযোগে অনুসরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দ্বই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পন্টতই সৌজনাবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নির্বিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পর্কে।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খাটিয়ে হিসাব করেছিলেন সেগেই ইভানোভিচ, কিন্তু দুমাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শুধ্ গলা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে 'উত্তরী গ্রেরে' পারিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্নিশেভের বই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যস্চক কয়েকটা মন্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহু আগেই বইটি সবার চোথে নিন্দিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্ষী এক পত্রিকায় বের্ল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সেগেই ইভানোভিচ চিনতেন। গল্বংসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেথক খ্রই তর্ণবয়সী, অস্ত্র রম্য লেথক, লেখায় খ্র তুথোর. কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ ক্ম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীর্।

লেখকটি সম্পর্কে সেগেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিল থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শর্ম করেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ!

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে ব্ৰেডেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাচ্ছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বইটি গুরুগছীর. তদ্পরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহুগুলো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছু নয়, এবং লেখক অকাট একটি মূর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সেগেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাষ্ম্য হতেন না; আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ সমালোচকের যাজিগারীলর ন্যায্যতা থতিয়ে দেখছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে হাস্যাম্পদ করার জন্য তুলে ধরা ভুলন্র্টিতে মৃহ্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগ্নলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং ও আলাপের সমস্ত খ্রিটনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছুতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তর্ণটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শ্বেরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সের্গেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সেগেহি ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিক্তে ভেসে গেছে।

সের্গেই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দ্বঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন ব্রিদ্ধমান, স্বিশিক্ষিত, স্কু, কর্মাঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সন্ধিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রায়িং-র্মে, কংগ্রেসে, সন্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সবংখানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহ্কালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুঠা হত শ্ব্রু কথাবার্তা কয়ে যেতে (মন্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ দ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁব বয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সোভাগ্যের কথা যে বইয়ের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দ্বঃসময়টায় ভিল্লধর্মীর প্রশন, মার্কিন বন্ধ, সামারা দ্বভিক্ষি, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের ছান নিল স্লাভ প্রশন, সমাজে আগে যা জবলছিল মার ধিকিধিকি, এবং সেগেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশেনর অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে প্ররোপ্রার আত্মনিবেদন করলেন।

সের্গেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সাবর্গির যুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছু নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে। বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার ভাষণ.

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শ্বিড়খানা — সবই স্লাভদের প্রতি সহান্ভৃতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত, তার অনেকগ্রালর খ্রাটনাটিতে সায় ছিল না সেগেই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমান এক হুজুগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়; এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জ্বটেছে স্বার্থগৃধ্যু, উচ্চাহংকারী উন্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেককিছু ছাপা হচ্ছে শুধু নিজের দিকে দুষ্টি আকর্ষণ আর চিৎকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিংকার জ্বর্ডাছল তারা যারা জীবনে বার্থকাম, ক্ষোভ পরুষে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাড়া পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘুচিত্ত ও হাস্যকর অনেককিছ, আছে এর মধ্যে: কিন্তু স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উন্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একরে মেলাচ্ছে, যার প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করে পারা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ দ্রাতাদের রক্তন্নানে জাগছিল উৎপীডিতের প্রতি সহানুভূতি আর উৎপীড়কদের প্রতি রোষ। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আর মণ্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে দ্রাতাদের সাহায্য করার আকাৎক্ষা।

তবে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেট। হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ স্নানিদিটি রুপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সের্গেই ইভানোভিচ যা বলতেন. স্ফ্তি পেরেছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটায় যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিক্ষার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় প্রোপ্রির আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পার্রছিলেন না তিনি। সারা বসন্ত ও গ্রীচ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপ্ত থেকে কেবল জ্বলাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দ্সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা প্তাধিক প্ত, গ্রামের দ্রান্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছনাস দেখে মন্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেট্টা করার পর এখন সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

11 8 11

সেগেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্ম্পরেল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় ঢুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন ফরাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিনেসস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন ব্রবিং?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগোস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটপ' জন গেছে, তাই না? মালভিনস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।' 'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' -- বললেন সেগেঁই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখন। আমি তাই বলেছিলাম' — সহর্ষে তাঁর কথা লংফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুকাঁরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সেগেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পয়েশ্টে পরান্ত হয়ে পালাচ্ছে তুকাঁরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজে।য়ান, চমংকার লোক, যুদ্ধে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অনুরোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিচেসস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম গ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভার করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিনেসসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট ভ্রন্স্কি, সেই যে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গর্বে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শ্নেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না কবে। এই ট্রেনেই?'
'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায়
জানাতে এসেছেন। যাই বল্ন, এর চেয়ে ভালো কিছ্ন উনি করতে পারতেন
না।'

'ও হ্যাঁ. বটেই তো।'

উরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শ্নলেন পানপার হাতে একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জনের, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!*' চিৎকার করে সজল চোখে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিংকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হ্রড়ম্বড়িয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আবিভূতি

হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমংকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? রেভো! আর সের্গেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রদ্ধাশীল সন্তপণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সের্গেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখননি চলে যাচ্ছি।' 'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' -- জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পেণছবেন। বলে দেবেন — এাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে ব্ববে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংযুক্ত... কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছি। মানে, সে ব্বতে পারবে। জানেন তো les petites misères de la vie humaine*'—যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিল্সেসের দিকে, 'আর প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজুনিশেভ।

'দ্বঃথের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দ্ব'জন স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্যে — পিটাস'ব্র্গের দিমের্-বাংনিয়ান্ স্কি আর আমাদের ভেসেলাভস্কি, গ্রিশা। দ্ব'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদ্বর ছেলে! তাই না প্রিসেস?' মহিলাকে জিগোস করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এডটুকু দমলেন না স্থেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ রুব্লের একটা নোট ফেল্লেন মগে।

মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দ্বংখকণ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পরসা আছে, এই মগগ্রলাকে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না' — বললেন তিনি: 'আহু কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনগ্রীন!'

প্রিলেসস যখন বললেন যে প্রন্দিক এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, শুপান আর্কাদিচ চেচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আর্পান!' মৃহ্তের জন্য দৃঃখ ফুটে উঠল তাঁর মৃথে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দৃলতে দৃলতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে প্রন্দিক ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর বৃকভাঙ্গা কালাটা তিনি একেবারে ভূলে গিয়ে প্রন্দিককে দেখছিলেন কেবল বাঁর আর প্রনো বন্ধ হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্রনিট সত্ত্বেও ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্স্কি চলে থেতেই প্রিম্সেস বললেন সেগেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে প্রোপ্রির রুশী, স্লাভ চরিত্র! শুধ্র আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না দ্রন্স্কির। যতই বল্ল, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মস্পর্শী। টেনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্ল-না' — অন্রোধ করলেন প্রিম্সের।

'হ্যাঁ সুযোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্রেয় যায়। উনি শ্র্ধ্ব নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হাাঁ, শ্বনেছি।'

ঘণ্টি শোনা গেল, সবাই ভিড করল দরজাগ্রলোর দিকে।

'ওই যে উনি' — দ্রন্স্কিকে দেখিয়ে বললেন প্রিল্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অবলোন্স্কি কী যেন বলছিলেন উর্ফোজত হয়ে।

ভূর্ কুচকে দ্রন্স্কি তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শ্নেছিলেন না।

সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিলেসস বেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন প্রন্স্কি। ব্ডিয়ে আসা বন্দ্রণার্ত মুখ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে। প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হ্রররে!' আর 'জিভিও!' চিংকার। ব্ক-বসে যাওয়া অতি তর্ণ ঢাঙো একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দ্বিলয়ে কুর্নিশ করছিল খ্বই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দ্বজন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রোচ, তারাও কুর্নিশ করলে।

n o n

প্রিলেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিংসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তর্ণ একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তার জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যচর্চায় বাস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার স্ব্যোগ পান নি, ভয়ানক উৎস্ক হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সের্গেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্দ। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলেন। ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগস্তুক কাতাভাসোভের

মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেরে চে'চিয়ে কথা কইছিল ব্ক-বসা তর্ণটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উদির গোঞ্জ পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে য্বক বলা যাবে না। হাসিম্থে কাহিনীটা শ্নছিল সে, আবার কথককে থামিয়েও দিচ্ছিল। গোলদাঞ্জ

উর্দি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্বাটকেসের ওপর। চতুর্থ জন ঘ্রমাচ্ছিল।

তর্ণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মশ্কোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্মাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মান্ষ; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুৎসিত ধরনে।

দ্বিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সবকিছ,তেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চাল, করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পশ্ডিতী শব্দের অপবাবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খ্বই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মান্য, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-প্রের বীর্যবান আঝোৎসর্গের কাছে স্পণ্টতই নতশির, নিজের কথা কিছ্ই বলছিল না। কাতাভাসোভ যথন শ্ধান সার্বিয়ায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীতভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্ব'দেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কন্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' -- বললেন কাতাভাসোভ।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যথন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাতাসোভ ধরে নির্মেছিলেন যে তার পদস্থ সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগনলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা যখন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ তথন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বিরুপে মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফোঁজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শ্রনছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ বললেন:

'হাাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'— নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধের মতামত জানার জন্য অনিদিশ্টি একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দ্'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বস্তু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগ্লোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শ্লেন, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাম্ক শ্লা করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফম্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটি লোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিস্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকার সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে ম্বেচ্ছাসৈনিকদের নিন্দা যে বিপজনক সেটা বৃথ্যে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শুর্ব করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুকাঁরা যখন সমস্ত পয়েপ্টে বিধন্ধ তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্নলতা দ্বজনেই ল্কিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দ্বজনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সের্গেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে; মনে হয়েছে চমংকার লোক এরা।

শহরের বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধরনিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েরা, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ব্যুফেতে: তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামান্য ও ক্ষীণ। মফন্বল শহরের স্টেশনটার ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ ব্রফেতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার দ্রন্দিকর ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউণ্টেসকে। কঞ্জানশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন। বললেন, 'এই যাচিছ, ওকে পে'ছি দেব কুম্ক পর্যস্ত।'

'হ্যাঁ, শন্নেছি' — জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। কামরায় দ্রন্দিক নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমংকার কাজ।'

'ওর ওই দর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?'
'কী সাংঘাতিক বাাপার!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আস্নুন-না...' সেগেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর প্রনর্ত্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কল্পনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছ্ মুখে তুলেছে কেবল আমি যথন কার্কুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলাছেড়েরাখাচলতনা। যাদিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সর্বাকছ্ সরিয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছ্ বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গ্রিল করে নিজেকে' — ঘটনাটা স্মরণ করে ভূর্ কুণ্ডিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার; 'হাাঁ, এমন নারীর যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যস্ত

'বিচারের ভার আমাদের নয়, কাউপ্টেস' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি ব্রবি আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জবাব লিখে পাঠিয়ে দিলে। আমরা তখন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যায় আমি সবে শ্তে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বজ্রাঘাত হল! ব্রুতে পরছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছুটে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বম্তিতি নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হয়েছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ভাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শ্রুত্ব হল প্রায় মান্তকে বিকৃতি। আহ্, বলার আর কী আছে!' হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউণ্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বল্ল, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দুটি চমংকার মানুষকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।'

'স্বামী আছে কেমন?' জিগোস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

ভিনি আমার মেরেটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্সেই রাজি হয়ে যায় সবকিছ্বতেই। কিন্তু এখন খ্ব কন্ট পাছে, নিজের মেরেটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্তোন্টিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেন্টা করি যাতে দ্বজনের দেখা না হয়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আমা ওঁকে ম্বিক্ত দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবকিছ্ব — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইছে করে ওকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লে। না, যাই বল্বন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দ্বাত্মা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা কর্বন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মৃতিকে আমি ঘ্ণা না করে পারি না।

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহাধ্য করেছেন আমাদের — সার্বিয়ার এই যুদ্ধটা। আমি বৃড়ি মানুষ, এ ব্যাপারের কিছুই বৃঝি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যুদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহ্নল্য ভয় পাই আমি; প্রধান কথা শ্নছি নাকি ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg.* কিন্তু

भिगेमि वृत्भ अपेरिक वाँका कारथ स्था श्राह्म (**फर्नाम**)।

কী করা যাবে! শুধু এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে।
ইয়াশ্ভিন — ওর বন্ধ, জুয়ায় সব হেরেছে, সার্বিয়ায় যাবে ঠিক করে।
ও আসে আলেক্সেইয়ের কাছে, ওকেও ব্রিয়েয় রাজি করায়। এখন এই
নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুনে দয়া করে, আমি
ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ —
দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খ্বই সে খ্রিশ হবে। ওর সঙ্গে কথা
বলুন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খ্রাশই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

n & n

প্ল্যাটফর্মের ওপর স্ত্র্পাকৃতি বস্তাগ্রলো থেকে যে তীর্যক সাদ্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্দিক পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো পায়চারি করছিলেন— বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট করে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সেগেইইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্দিক তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিস্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছ্ব এসে যায় না সেগেইইভানোভিচের, ভ্রন্দিকর প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের উধের্য তিনি।

এই মৃহ্তে সেগেই ইভানোভিচের চোখে দ্রন্দিক হলেন বিপলে এক সাধনায় গ্রুছপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

প্রনৃষ্পি থামলেন, সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে করমর্দন করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সেগেইি ইভানোভিচ, 'কিন্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে এত কম অপ্রীতিকর মনে হবে' — দ্রন্দিক বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।'

'আমি ব্ঝতে পারছি, কিন্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে'— ভ্রন্দিকর স্কুপন্ট বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জনো?'

'আজ্ঞে না!' যেন কণ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন দ্রন্ িক, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসন্ন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গ্রেমাট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সন্পারিশ পত্ত লাগে না। হয়ত তুকাঁদের কাছে…' দ্রন্দিক বললেন শ্ব্দ্ মন্থ দিয়ে হেসে, চোথে রয়েই গেল ক্র্দ্ধ-আর্ড ভাবটা।

'হাাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শানুনে খ্বই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছার্সৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

প্রন্দিক বললেন, 'মান্ষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খ্ন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদাম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খ্লি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শ্ব্ নয়, আমার কাছে তা ঘ্ণা। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি ম্থ বিকৃত করলেন, তাঁর উজিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দর্ন তা পেরে উঠছিলেন না।

আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন মর্মাপ্ত হয়ে; 'জোয়াল খেকে নিজের ভাইদের মৃত্তি এমন একটা লক্ষ্য যার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দৃই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অন্তরের শান্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সঞ্জোরে চাপ দিলেন দ্রন্দিক।

'হাাঁ, অস্ত্র হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মান্ব হিশেবে আমি — বিধন্ত' — থেমে থেমে তিনি বললেন। শক্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধারে ধারে মস্ণভাবে গড়িয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

হঠাৎ অন্য একটা জিনিস, ষশ্রণা নয়, ভেতরকার একটা কণ্টকর অস্বস্থি
মৃহ্তের জন্য তাঁকে ভুলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর
রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন,
মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিক্রিয়ায়
হঠাৎ আমাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উদ্মন্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে
যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অবশিষ্ট ছিল আমার, সেইটে:
ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লভ্জের মতো পরের দ্ভির সামনে শায়িত
রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে; অক্ষত মাথাটা
পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগ্রুভ, রগের
কাছে কোঁকড়ানো চুল, অপর্প আননে আধ্থোলা লাল মৃথে ঠোঁটের কাছে
কর্ণ আর ব্রজিয়ে-না-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক ম্খভাব
যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় শুন্স্কিকে আমা যা
বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আমাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই ম্তিতে তাঁকে সমরণ করার চেন্টা করলেন দ্রন্সিক — রহস্যময়ী, অপর্পার প্রেমদেবী, স্থের অন্বেষী ও তার বরদা, শেষ ম্হত্টায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা ম্হত্গালো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে ম্হত্গালো বিষিয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিম্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অন্তাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োজাসেই শ্ব্র মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কামার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল ম্থ।

বস্তাগ্রলোর কাছ দিয়ে নীরবে দ্'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি শাস্তভাবে জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছু পান নি? হ্যাঁ, তিনবার পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপর্ল ফলাফল সম্ভর্ব তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘশ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গোলেন। মন্দেকা থেকে ঠিক কথন বের্তে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধ্বলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেণছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশ্বকে চিনতে পেরে ছবটে সে নিচে নেমে এল।

'লম্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সের্গেই ইভানোভিচের করমর্দান করে তাঁর চুম, পাবার জন্য ললাট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমংকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধ্লোমাখা যে ছ্বতে ভর পাছি। অনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্লোতের বাইরে নিজেদের শাস্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শাস্ত স্ব্রখ। ইনি আমাদের বন্ধ্ব ফিওদর ভার্সিলিচ, শেষ পর্যস্ত স্ময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধ্ৰেলই হয়ে যাব মান্য' — নিজের প্রভাবসিদ্ধ রসিকতার স্বরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খ্রই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত। 'কস্তিয়া ভারি খ্লি হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে প্রভাৱ কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম' নিয়েই আছে। ঠিক এই খাঁড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সাবাঁর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চর জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নর।'

'হাাঁ, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সেগেই ইভানোভিচের দিকে দ্ভিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধ্লিধ্সের অতিথিদের হাত-ম্খ

ধোয়া, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটায় তোলা এবং তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছ্বটে উঠল ঝুল-বারান্দায়, অস্তঃসত্তা অবস্থায় এ অধিকারটা থেকে বঞ্চিত ছিল সে।

বললে, 'এ'রা সেগেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।' 'ওই, এই গরমে বরদাস্ত হবে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা, স্কুদর মিণ্টি লোক উনি, কস্তিয়াও ওঁকে খ্ব পছন্দ করে'— পিতার মুখে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মিটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি, 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্থিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দুধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাদছে' — স্তনে দুধের সন্ধার টের পেয়ে দুত পায়ে সে চলে গেল শিশুকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শৃধ্ব অনুমান করেছিল তাই নয় (শিশ্ব সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি তখনো), নিজের ব্বকে দ্বধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশ্বটির পেট খালি।

শিশ্বকক্ষের কাছে আসাব আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সত্যিই কাঁদছিল সে। তার গলা শ্বনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্বত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠদ্বর স্ক্রের, সৃষ্ট্, শ্ব্যু ক্ষ্র্যার্ড ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দুধে দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধীর আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!' ক্ষুধার্ত চিংকারে ঝটকা দিলে শিশু।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কাটান শিশ্বকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গর্ছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড়্ দেব, নইলে নাড়্ব কোথায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশ্বটির উদ্দেশ্যে

মায়ের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। স্নেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে!

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সাম্প্রভনা. চিনতে পেরেছে আমায়!' শিশ্বের চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিথাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শ্নছিল না। শিশ্বটির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও অধৈর্য।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগো উঠছিল শিশ্বটি। অবশেষে স্তন্যপানের ব্যর্থতায় রুদ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দ্ব'জনেই একই সঙ্গে সুক্রির হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশরে গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পাবছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দৃষ্টু দৃষ্টু চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তাল্ব নিয়ে যে হাতটা শ্নের ব্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে।

'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলার কিটি বললে হেসে, 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়, তাহ'লেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শ্ব্যু আগাফিয়া মিখাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছ্ব ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছ্ব যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, ব্রুতে শ্রুব্ করেছে শ্ব্যু ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদ্ব, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শ্ব্যু একটি জীবস্ত সন্তা যা কেবল বৈয়িয়ক পরিচর্যা দাবি করে; কিন্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সন্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটা গোটা ইতিহাস জড়িত।

'বেশ, ও যথন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জনলজনল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও **ঘ,মিয়ে পড়ছে।**' পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগ্লো আর জানলার শার্সিতে ঝটপট করা ভীমর্লটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শ্কনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে। বললে, 'গরম বাপ্র, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা ব্ভিউও দিতেন।'

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দ্বঃখের কথা যে কন্তিয়া নেই। নিশ্চর ফের গেছে মিক্ষশালায়। ওখানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন থরাপ লাগলেও আমি খ্লি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের চেয়ে অনেক ভালো, হাসিখ্লি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কন্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপ্র' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কণ্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধরংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনাং তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হাাঁ, ধরংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অসুখী হয় নি কিটি; এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অস্তরটাকে দ্বনিয়ায় সবকিছ্বর চেয়ে ভালোবাসায় সে তাঁর অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগালো সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে, 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ন্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে যদি অসত্য থাকে. তাহলে কী দরকার পডার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা, একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে. বিশেষ করে কাতাভাসোভকে । ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষ্মনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশ্নে, — আলাদা নাকি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে একতে। অর্মান এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে, এমনকি মিতিয়াকেও বস্তু করে তুলল। এতে চোথ খুলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগলো দিয়ে যায় নি. আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সেগে ই ইভানোভিচকে' – এ ভাবতেই মুখে রক্তোচ্ছনস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তার এবং তার মনে পড়ল গ্রেত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার প্রেরা ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেন্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কন্তিয়া অবিশ্বাসী'— মনে পড়তেই আবার মুখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে ষা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এমনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কথনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দ্'সপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অন্তপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিন্তি করেছেন তাঁকে। ড্লিয় একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেয়া হয়েছিল স্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের স্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভদ্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্ডাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহাযোর একমাত্র উপায় হিশেবে গ্রন্থাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশ্বকেও যেন দ্বঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু, নয়, সবই পরের জন্যে। সেগেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কন্তিয়ার কর্তব্য হল তাঁর গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধ্য।'

'হ্যাঁ. শা্ব্য তোর বাপের মতো হবি, শা্ব্য ওর মতো' — এই বলে. ছেলেব গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

n v n

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মৃহ্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চৌরিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের যে সমস্ত বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যায়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোখেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসন্তা, তার বিনাশ, বন্তুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ -- এই সব কথাই তাঁর প্রেতন বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল। কথাগ্রাল আর তাদের সঙ্গে সংগ্লিভ বোধ মননের ক্ষেত্রে খ্রুই ভালো; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল, না, নিজেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল সেই লোকের মতো যে একটা মসলিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো য্রন্জিতর্কের অপেক্ষা দা রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যক্ষণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই ম্হতে থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অন্ভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, যেগর্নিকে তিনি প্রতায় বলেছেন, সেগর্নি শ্ব্যু অজ্ঞানতাই নয়, এগর্নি এমন একটা চিন্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি দবীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগ্লিতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু দ্বীর প্রসবের পর মন্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খ্যিস্টধর্ম যেসব উত্তর দেয়, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শ্ব্যু উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছ্ব একটাও তিনি খ্রুজে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দ(কের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খ্রুছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের মনোভাব, কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবঢ়েয়ে অবাক লাগছিল, পাঁড়িত বােধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও বয়সের অধিকাংশ লােকে ওঁরই মতাে আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতাে নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কােনাে সর্বনাশ দেখছেন না, খ্বই তৃষ্ট আর শান্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশন্টা ছাড়াও অন্যান্য প্রশন্ত লেভিনকে জবালাচ্ছিল: 'এই লােকগ্রালি কি অকপট? ভানকরছে না তারা? নাকি যেসব প্রশেন তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরক্ষভাবে পরিষ্কার করে বােঝে?' আর এই সব লােকের মতামত, যেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগ্রেল স্বয়ে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শ্রের্ করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তার্ণা ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধ্বান্ধবদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নির্মোছলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তাঁর জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তাঁর যে অত অন্রাগী সেই ল্ভভ, সেগেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে থেরকম বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্বীও তেমনি বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্ব,ই জন রুশী, যে চাষীদের জীবন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই থ্রিস্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছ্র সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশেনর উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগ্নলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়, উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশেনর: যেমন, জীবদেহের বিকাশ, অস্তরাত্মার যান্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া স্থার প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শর্ম্ব করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মৃহ্তটো কেটে যেতেই তিনি তখনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তখন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভূল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শাস্তাচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছগ্রাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভূল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল ম্ল্যুবান, সেটাকে দ্বর্বলতা বলে মানলে সে ম্বুহ্তগ্রেলার অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর ছন্দের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তশক্তি।

121

এই সব চিন্তায় তিনি কথনো অম্প, কথনো বেশি কণ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগুলো কখনো ছেড়ে যেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অনুভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে অনেক দুরে।

ইদানীং মন্ফের্য় থাকাকালে এবং গ্রামে বস্তুবাদে তিনি তার উত্তর খ্রুজে পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনেজা, ক্যাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাং সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী ভিত্তিতে নয়!

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বছুবাদ খণ্ডনের যাজি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগালো তাঁর কাছে মনে হড কার্যকরী; কিন্তু প্রশেনর মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পন্ট শব্দগালোর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অন্যারণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শব্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছা একটা যেন ব্যুক্তে শ্রুর, করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিষ্ট সা্র অন্যারণ করে ভেবে যাতে তিনি সস্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভুলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিষ্কার হয়ে উঠত যে ব্রদ্ধি ছাড়া জীবনের গ্রুর্ত্বপূর্ণ অন্যকিছ্বর ওপর যানির্ভারশীল নয় তেমন সব শব্দেরই প্রার্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগালি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা'র স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত দিন দুয়েক তাঁকে তা সাম্বুনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দুফিপাত করা মাত্র তাও ধ্লিসাং হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো আক্রেছা।

দাদা সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খণ্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিত, স্বর্রাসক চাল তাঁকে প্রথমটা বির্পে করে তুললেও গির্জা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মান্যের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিষ্ট একদল মান্যের, যথা গির্জার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদ্যমান, সক্রিয় যে গির্জাগ্রিল সবরকম বিশ্বাসের লোক নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সন্তরাং যা পবিত্র, নিম্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাখা কত সহজ; সন্দ্রে তুরীয় এক ঈশ্বর, রহ্মাণ্ড স্টেট ইত্যাদি দিয়ে শ্রন্ না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, স্টেট, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগানো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যার্থালক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর রুশী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মার্থের দিক থেকে অকল্মষ দ্টি গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারলেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধ্লিসাং হয়ে গেল।

সারা এই বসস্তটা তিনি আত্মন্থ ছিলেন না, দার্ণ মানসিক যল্যণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, স্বতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বন্তুপিন্ডে, অনন্ত শ্ন্যদেশে জেগে উঠল জীবসন্তার বৃহ্দ, কিছ্মুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে বৃদ্ধদ আমি।'

এ সিদ্ধান্তটা যদ্রণাকর একটা অসতা, কিন্তু এই নিয়ে য্গেয্গের মানবিক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গড়ে উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রতায়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শ্ব্যু অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশ্বভ শক্তির নিন্তুর বিদ্রুপ, এমন একটা অশ্বভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশ্বভের ওপর এই নির্ভরশীলতা ছিম্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে স্থী, প্রাস্থ্যবান প্রের্থ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগ্রলো সব লর্নিকয়ে রাথতে লাগলেন যাতে গলায় ফাস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দর্ক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গর্নাল করে বসেন। কিন্তু লেভিন নিজেকে গ্রনিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলায়। বে'চেই থাকতে লাগলেন।

II 0 & II

কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যথন তিনি বন্ধ করতেন, তথন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, কেননা দৃঢ়ভাবে স্ক্নিদিণ্ট কাজ করে তিনি বে'চে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও স্ক্নিদিণ্ট ও দৃঢ়ভাবে।

জন্বের গোড়ায় গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপে। ক্রিফর্ম, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্থাী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসস্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাতেই খেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপপ্ত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর প্রের্বনার উদ্যোগগর্নালর নিচ্ছলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যাদকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে বাস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগ্রলায় তিনি বাস্ত থাকতেন শ্ব্দ্ এই জন্য যে তিনি যা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছ্ব পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা প্র্পবয়স্কতা পর্যন্ত)
যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের
জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেষ্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে
ভাবনাটা বেশ স্থপ্রদ, কিন্তু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই
প্রয়োজন এমন পর্গে নিশ্চয়তা পাওয়া ষেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে যেত শ্নে; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গণিডতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে স্খ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অন্ভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগ্লো চলছে অনেক স্ফুতিতি, ক্রমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিরৈছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল প্রেণ্ডভ্স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশস্ত্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদ্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছ্ম গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গর্বাছ্মর রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সেগেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশ্বকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্তিত শ্যালিকা এবং নিজের স্তা-প্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলতে না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা মৃগয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তাঁর কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দ্যুভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনিশ জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগন্নোর চেয়ে জরুরি। তিনি জানতেন যে শ্রমিক নিয়াগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজ্বির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খংবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খ্বই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কন্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শান্তি দিতে হবে যথাসভব কড়া করে, কিন্তু গর্ চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারণরত পশ্বদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে স্বৃদ দিছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শ্ববার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির সবটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমস্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশ্মে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কন্ট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অনুপস্থিতির দর্ন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণ্যদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্দ্রীর কাছে যে খানিকটা অস্কু; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মৌচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি ব্জোকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বিশুত থাকবেন, আর যে চাষীরা মক্ষিকালয়ে তাঁর পাস্তা পেল কথা কইবেন তাদের সক্ষে।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে য্_বিস্তারি তো দ্বেরর কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অন্বিচত তা স্থির করতে পারা হত ম্বাকল। বখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তে শ্বধ্ই জীবনযাপন করতেন, প্রাণের মধ্যে তিনি এক অদ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দ্বই বিকম্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছু একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দুনিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বে'চে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেরতা তাঁকে এত পর্নীড়িত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন, অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, সুনিদিন্ট জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

11 2 2 11

সেগেই ইভানোভিচ যেদিন পক্রেভ্স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই কন্টকর।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশ্ম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীরতা দেখায় লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খ্বই ম্ল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গ্রণগ্রনি যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার প্রনরাব্তি না ঘটত, যদি এই তীরতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি প্রেরা ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বাঁজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিন্তু এগ্র্বাল করে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেব্রেড়া সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগ্রণ বোঁশ, শ্র্য্ব্রক্তাস, কালো রুটি আর পে'য়াজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে য়য় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘ্রমায় দ্র'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন যে কাজের সময়ে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, স্ফ্রী এবং শ্যালিকার শয্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণি খান এবং ফের পায়ে হে টে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যলু চালু হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে স্ত্রী, ডল্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশারের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শ্বধা একটা কথাই ভাবছিলেন, সর্বাকছাতে খ্রুজছিলেন তাঁর এই প্রশেনর সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথায় আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যাস্পেন কড়ি আর তখনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখনিপ পাতাগনলো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আঙিনা থেকে শন্কনো কটু খনুলো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জন্লজনলে আঙিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-বন্ক যে চাতকগনলো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিল্বয়েট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর খনুলোর মধ্যে যে মান্যগ্লো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অন্তুত একটা চিন্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাচ্ছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? বর্ড়ি মারেনা (অগ্নিকাণ্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে' — শীর্ণ যে বৃদ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পায়ে ছাইফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিন্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছুই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজ্বগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপর্ণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্ধারির খ্রদ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগে-দাগালি ঘোড়াটা, ব্রুক যার নুরে এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারশ্ব কিম্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাছে। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোকড়া-চুল, খ্রদে ভরাট নরম দাড়ি আর শাদা কাঁধের ওপর ছেড্। কামিছটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাচ্ছে চাকায়। আর প্রধান কথা শহুধ ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছুই অবশিণ্ট থাকবে না আমার। কী জন্যে?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘন্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অনুসারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘণ্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শ্রের হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যশ্তের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অলপ করে।

'অলপ অলপ করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে যাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

যোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিংকার করে কী জবাব দিলে, কিন্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যশ্তের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হাজরির সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যস্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দ্র গ্রামের লোক, যেথানে লেভিন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিত। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জমি সম্পর্কে লোভন কথাবাতা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যেস করলেন সামনের বছর প্লাতন জমিটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁরেরই সমৃদ্ধ কমিষ্ঠ চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ' — ঘর্মাক্ত বুকু থেকে মঞ্জরি ঝেড়ে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহদে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা' (কিরিল্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ! লোকটা শুষে নিজের টুকু বার করে নের। চাষাভূষাকে কোনো দরা করে না গো। আর ফোকানিচ খ্রেড়ো' (ব্দ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ডাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষ্যির মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেডে দেয়?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভর্তি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ ব্র্ডো — হক্ মান্ব, আত্মার জন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মাতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধর্ন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না...'

'হাাঁ, হাাঁ, ব্ঝলাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বে'চে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটাব এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অসপণ্ট কিন্তু গ্রুব্ত্বপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক থেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

11 5 2 11

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগ্নলোর দিকে ততটা নয় (তখনো তিনি তা গ্নছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কথনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ফুলকির কাজ করে প্রুরো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশস্ত, প্রথক প্রথক যে ভাবনাগুলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কখনো, তাদের রুপাস্তরিত ও ঘনীভূত করলে একাকার অখন্ডতায়। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগালো তাঁর মন জাড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অন্ভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না জেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হয় কিছু? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাং যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দর্বোধ্য কিছু একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগ্রলো কি আমি ব্রিথ নি? আর ব্রেথ কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যায্যতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অস্প্রছট, অযথার্থ?

'না, আমি ওকে ব্রেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছ্ব আমি ব্রেছি, এ কথাগ্রলো ব্রুলাম তার চেয়ে পরিপ্র আর পরিছ্কার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শ্র্ব একা নই, স্বাই, সারা বিশ্ব প্ররোপ্র এটা বোঝে, শ্র্ব এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ, সর্বদাই তা মেনে নেয়।

'ফিওদর বলছে যে কিরিল্লোভ বে'চে আছে তার পেটের জন্যে।
এটা বোধগম্য এবং যৃত্তিযুক্ত, যৃত্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই
পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে
দিলে পেটের জন্যে বে'চে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের
জন্যে আর পলকেই আমি বৃক্তে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত
যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বে'চে আছে, চিত্তসম্পদে দীন
চাষীরা আর প্রাক্তরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা
বলেছেন অস্পন্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের
জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দ্যুভাবে, পরিম্কার
করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা
করা যাবে না, তা যুক্তিবহিভূতি, তার পেছনে কোনো কারণ নেই,'
কোনোরকম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'শ্বভের পেছনে বাদ কারণ থাকে, তাহলে সেটা আর শ্বভ নয়; যদি

তার ফলাফল দেখা দেয় — পর্রম্কার, তাহলে সেটাও শহুত নয় আর। দাঁড়াচ্ছে শহুত কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভূত।

'আর শৃভকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলৌকিককে পাই নি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলৌকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরস্তর বিদ্যমান, সব দিক থেকে বেণ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এর চেয়ে বড়ো অলোকিক আর কী হতে পারে?

'সতিটে কি আমি সবিকছ্ব সমাধান পেয়ে গেছি, সতিটে কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধ্লিময় রান্তা দিয়ে যেতে যেতে ভারপেন লেভিন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অন্ভব করছিলেন দীর্ঘ যন্দ্রগায়। সে অন্ভিতি এত আনন্দময় যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাসা। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগ্বার শক্তি না থাকায়, তিনি রাশ্তা থেকে নেমে বনে ঢুকলেন বসলেন আস্পেন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খ্লে কন্টয়ে ভর দিয়ে শ্রেমে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হাাঁ, স্বৃষ্থির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগ্লোর দিকে একদ্দেউ চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথর্দ্ধ একটা সব্জ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘ্রিয়ে আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস ন্ইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিষ্কার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ডাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বস্তুর রুপান্তর ঘটছে। এই আ্যান্সেন গাছগুলো, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, স্বাইকে নিয়ে আমাদের স্বার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?.. চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সম্ভব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্যাটিত হচ্ছিল না দেখে অবাক লেগেছিল

আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিজ্কার যে সবসময় সেই অন্সারেই চলি, আর চাষীটা যখন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জন্য, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

কিছ,ই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শৃথ্ সেইটে জানলাম। যে শক্তি শৃথ্ অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে ব্রুলাম। আমি মৃত্তি পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।' এবং বিগত দৃই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকর্পে পীড়িত প্রিয়জন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পন্ট ভাবনা দিয়ে যার শৃরু।

তখন সেই প্রথম বার পরিষ্কার করে এইটে ব্রুতে পেরে যে প্রত্যেক মান্বের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্রণা, মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছ্ব নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘনা বিদ্রুপ বলে মনে না হয়, নতুবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বে'চে রইলেন তিনি, ভাবতে থাকলেন, অন্তব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন. অনেক আনন্দান্তৃতি হয়েছে তাঁর, নিজের জীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে সুখীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিন্তু ভেবেছেন ভূল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পর্ট্ট হয়েছেন তিনি, বে'চে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিন্তা করেছেন এই সব সত্যকে শ্বধ্ গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এভিয়ে গিয়ে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুখু তারই কল্যাণে তিনি বে'চে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগ্লো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লঠে করতাম, মিথ্যে বলতাম, খ্ন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পাশবিক সন্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশেনর জবাব খ'ড়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশেনর জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খায় না প্রশেনর সঙ্গে। স্বরুং জীবনই আমায় জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমায়, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি ৩। পেতে পারি না।

'কোখেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রত্যয়ে পেণছৈছি যে প্রতিবেশীকে টুণ্টি চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা প্রেণে যা বাধা দেয় তাদের নিম্লি করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহনীন।'

'হাাঁ, গর্ব' — উপত্তে হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিন্দিন ব্নতে ব্নতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শা্ধ্ব নয়, নিব্রান্ধিতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধ্রততা, মননের ধ্রততাই। মননের কারচ্পিই' — পা্নরাব্যত্তি করলেন তিনি।

กรงก

লোভিনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দ্শোর কথা।
কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগন্নে র্যাম্পর্বের ভার্জছিল,
দ্বে খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে
লোভিনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শ্রুর করেন যে তারা যেটা ভাঙছে
সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা
যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দ্বেধ যদি ফেলে
দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগ্রলো ছেলেমেয়েরা যে শান্ত, বিষয় অবিশ্বাসে শ্নছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শ্বা দৃংখ হয়েছিল এই যে চমৎকার একটা খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাদের ব্যবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, ষে-জিনিসগন্লো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বে'চে আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোন্দীপক বা গ্রুত্বপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই, সর্বদা ওগ্লো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র্যাম্পর্বের দিয়ে মোমবাতির আগ্রনে ভাজছি, দুধ খাছি সোজা পরম্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওয়ার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বৃদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মান্ধের জীবনের অর্থ খ্জতে গেছি?' ভেবে চললেন লেভিন।

'সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দেয় যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগর্লাও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পত্ট করে নয়। শুখু সন্দেহজনক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিন্তু শিশ্বদের যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হয় নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দ্বখ দ্বয়ে নিক, তাহলে দ্বড়ুমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা যাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিন্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক একেশ্বর ও প্রন্থার কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা স্ব কী তা না ব্রে, কুকী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগুলি ছাড়া বানাও দেখি কিছু!

'আমরা **শ্ব্দ্ ভাঙি, কেননা** প্রাণের দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই শিশ্বালির মতো! 'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জনুড়োয়? কোখেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খিন্দটান, খিন্দটধর্ম যা দেয়, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বেচে আছি, অথচ ওই শিশ্বদের মতো কিছু না ব্বেম ওগ্রেলা ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি বার ওপর বেচে আছি। কিন্তু জীবনের গ্রুত্ব ধরে এমন মৃহ্ত্ আসা মাত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত শিশ্বদের মতোই আমি তাঁর কাছে যাই। নন্টামির জন্যে শিশ্বদের তো ধমক দেয় মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অন্ভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমানুষি চেন্টায় আমার দায়িত্ব ধরা হচ্ছে না।

'হাাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদত্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হৃদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গিজা।

'গির্জা? গির্জা!' কথাটার পর্নরাবৃত্তি করলেন লোভন, অন্য পাশে কাত হয়ে কন্ইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন স্দ্রের, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গর্বর পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা যা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নন্ট করতে পারে এমন সবিক্ছর ভেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অভ্যুত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'স্বান্ট? কিন্তু অন্তিম্বের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অস্তিম্ব দিয়েই? কিছু দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাপ? কু'য়ের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্থালনের?

'না, আমি কিছু জানি না, জানতে পারি না, শুধু সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাড়া।'

এখন তাঁর মনে হল গিজার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নষ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মান্বের একমাত্র কর্তব্য হিশেবে শ্ভেবিশ্বাস।

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পেরেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লব্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, প্রথিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মান্ধ, প্রাপ্ত আর মুর্খ, শিশ্ব আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্ভভ কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলোকিকে, শুধ্ তার জনাই বাঁচা সার্থক, শুধ্ তাকেই আমরা মূল্য দিই।

চিত হয়ে শ্রে তিনি উচু, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শ্ন্যদেশ, গোল গশ্ব্জ নয়? কিন্তু যতই আমি চোখ কুচকে দ্দিট শানিত করি. শ্ন্যদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সমীম ছাড়া আর কিছ্ই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে যখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গম্ব্জ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দ্বে দেখার চেন্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনার ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শ্ব্ধ রহস্যমর যে কণ্ঠস্বরগ্বলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সতাই কি এটা বিশ্বাস?' নিজেব স্থে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কান্না উদ্গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অশুখূর্ণ চোথের জ্বল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

11 38 11

লোভন সামনে তাকিয়ে গর্র পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শ্নতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোংফোং। কিন্তু ভাবনায় তিনি এমন ডুবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। সেটা তাঁর মনে হর কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে

সেটা তাঁর মনে হয় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তার কাছে এসে চিংকার করে বললে:

'মা-ঠাকর্ন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভদ্রলোক।' লেভিন গাড়িতে উঠে বঙ্গে লাগাম টেনে নিলেন।

শ্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিৎ ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত প্রুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষার ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপক্ষিতিতে নিশ্চর অক্সির হয়ে উঠেছে স্ফ্রী, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেন্টা করলেন। এবং দাদা, স্ফ্রী আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অনারকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

'দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাবটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁংফোঁং করে প্রেন্টু যে ঘোড়াটা ছ্টতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদ্বটো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজ্বহাত খ্রেছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা য্বতেছে বড়ো বেশি উচু করে, কিন্তু সেটা তিরস্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছ্ব মাথায় আসছিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গ‡ড়ি আছে' --লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছুনুয়ো না, শেখাতে এসো না আমায়!' কোচোয়ানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতোই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে যায় তাঁর, আর তক্ষ্মিন সংখদে টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের আবেগ তৎক্ষণাৎ বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভূলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পেশছতে যখন সিকি ভাস্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কস্তিয়া মেসো! মা-ও আসছে, দাদ্বও, সেগেইি ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা। '(本?'

'সাংঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়স্ক নাকি য্বক?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'শুখু অসহ্য কেউ না হলে বাঁচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিয়ে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন ম্ট্র-হ্যাট মাথায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া যা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খুবই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগ্মলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কথনো করেন নি: সম্প্রতি মন্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লেভিনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পন্টতই কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি জিতেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক করে লঘ্নচিত্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই।'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগোস করলেন স্কীর থবর :

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডিপ্ল বললেন।

স্মীকে লেভিন সর্বাদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপঙ্জনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' — হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠাণ্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডব্লি বললেন।

'তা 'কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইয়ের কাছে এসে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' -- উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মস্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অস্বস্থি হচ্ছে। চোথ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সেগেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সাবাঁর যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশ্ন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সেগেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুখালেন:

'কী, সমালোচনা বেরুল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিম্লক প্রশ্নটায় হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর আ্যাম্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল, ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখ্ন, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, বৃষ্টি নামবে।'

আর শহরতা নয়, পরস্পরের মধ্যে যে নির্ব্তাপ সম্পর্ক লেভিন অত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগ্বলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব কবছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রহী। কেন বল্পন তো?'

'মানে, আমি এই চ্ড়ান্ত নিশ্চয়তায় পেণছৈছি যে আমি যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অন্বর্প ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এখন…'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আমুদে মুখভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পষ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্যিত হয়েছে বলে এত কণ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' — যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালো' — বললেন তিনি স্বার উদ্দেশে।

সর্হাটাপথটা দিয়ে তাঁরা পে'ছিলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জন্বলজনলৈ কাউ-হাইটের নীরন্ধা ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সব্জ হেলেবোরের উণ্টু উণ্টু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যাম্পেন গাছগালোর তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগস্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেণ্ডি আর গণ্ডি পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গেলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রাটি, শসা আর টাটকা মধ্য আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেণ্টা করে, দ্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গ্রন্থান শ্নতে শ্নতে তিনি একটা কুটিরে পে'ছিলেন। ঢাকেবার ম্থেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে রেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিন্তু সাবধানে লেভিন তাকে ম্বুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছল্ল অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মক্ষিকালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খ্টির সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে: আছে প্রনান মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগ্র্লো। চাকের ম্খগ্র্লোয় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজগিজ করছে প্রন্থ আর অন্যান্য মৌমাছিয়া এবং সেখান থেকে কর্মী মাছিয়া বরাবর একই দিকে উড়ে যাছে ফুটন্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে — আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা যাচ্ছিল নানা ধর্নন, কখনো কাজে ব্যস্ত দ্রুত উন্ডীয়মান কর্মী মাছির গ্রন্থান, কখনো পর্ব্র্ব্ব মাছির ভে'পর, কখনো শন্ত্র্ব্ব কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হাল ফুটাতে উদ্যত সান্ত্রী মাছিদের হানিয়ারি। বেড়ার ওপাশে বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে

দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তা থেকে সংবিং ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সনুযোগ পেয়ে খুর্নি হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি
শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো।
'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে
তা মিলিয়ে খাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মৃহ্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অন্ভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গ্রহ্তর কিছু একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশান্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শৃধ্ব সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু গোটাগান্টি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগ্নলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভয় দেখিয়ে আর আনমনা করে পরিপূর্ণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বাণ্ডত করতে চাইছিল, কুকড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাণ্ডা করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তা তাঁকে আচ্ছয় করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগ্নলো সত্তেও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষ্রয়, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

n >4 n

'জানো কন্তিয়া, কার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধ্য ভাগ করে দিতে দিতে ডব্লি বললেন, 'দ্রন্ফির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় প্রেরা এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাতাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছারতী যাচ্ছে নাকি?' সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি। সেগেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছ্র্রির দিয়ে সন্তর্পাণে কাপের কিনারায় মধ্যোতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেণ্টা করতে লাগলেন।

'যাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড় দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা ব্রুতে হবে কিভাবে? খিনুস্টের দোহাই, আমায় একটু ব্রুক্তিয়ে বল্বন সেগেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছাব্রতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পণ্টতই লেভিনের অনুপন্থিতিতে যে আলাপ শ্রুর্ হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধ্যতে কালো হয়ে আসা যে মৌমাছিটা তাকে ছুরি থেকে একটা শক্ত অ্যাম্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুকাঁদের সঙ্গে যদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোজভ?'

'যুদ্ধ কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দুঃখকণ্টে সহান্ভূতি বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশ্বরের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন, 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কণ্ডিয়া, একটা মৌমাছি! আমাদের সত্যিই হ্বল ফোটাবে।' একটা বোলতাকে ঝেডে ফেলে ডল্লি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আরে না, এটা মৌমাছি নয়, বোলতা।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলনে দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পন্টতই তাঁকে তর্কদ্বন্দ্বে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খিল্লেটান তো ততোধিক, যুদ্ধ দ শ্বর্র দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ, অনিবার্যরূপে তারা গিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং স্বর্দ্ধি দ_্ই-ই বলে যে রাজ্ঞীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষে<u>ত্রে নাগরিকদের</u> উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আপব্তি নিয়ে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খি'চ যাদ্ম, এমন ঘটনা হতে পারে বে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপত্তিটা সের্গেই ইভানোভিচের পছন্দ হল ন্য। কাতাভাসোভের কথায় ভূরু কু'চকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনথিক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্লেফ মানবিক খিন্নটীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। খুন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই ষাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধ্যনীয়ও নয়, নিতান্ত শিশ্ব, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষবৃদ্ধ হয়ে ওঠে চিন্ত, এই বীভৎসতা বদ্ধ করায় সাহায্য করার জন্যে ছন্টে যাচ্ছে রুশীরা। কলপনা কর, রান্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশ্বকে; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগোস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খন করব না তাকে।'

'না, খুনই কর্রাব।'

'জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না. দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'—
অসন্তোষে ভূর্ কুচকে বললেন সেগেই ইভানোভিচ; ''দ্রাত্মা হাগর
সম্ভানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বেচে
আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শ্নেছে তাদের ভাইদের কন্টের কথা এবং
কথা কইতে শ্রু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।' 'আমারও না' — প্রিম্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগজ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি ব্লগারীয় বীভংসতার আগেও ব্রুতে পারতাম না হঠাং কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত রুশীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্লাব, নয় কার্লস্বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শৃধ্ব রাশিয়াকে নিয়ে, স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।'

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছ্ম এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সেগেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহীন।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিম্প বললেন।

'না বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গির্জায়?' আলাপটা শ্বনতে শ্বনতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিন্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে স্বাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গিজার? প্রেরাহিতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছ্ই ব্রুবল না, শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘসা ফেললে' — বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা ব্রাণের জন্যে টাকা তোলা হচ্ছে গিজায়ি, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিন্তু কিসের জন্যে দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম ম্হ্তের্ত সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মিক্ষকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

ব্দ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মধ্র পার হাতে সঙ্কেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল, ভদ্রলোকদের দিকে, স্পত্টতই কিছ্ই সে ব্ঝতে পারছিল না, চাইছিলও না।

সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে. 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস কর্ন-না। কিছ্ই ও জানে না, ভাবছেও না কিছ্ই'— লোভন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শুনেছ মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গিজায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খিন্দটানদের জন্যে আমাদের লড়া উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সমাট আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিজ্কার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শ্ধাল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে।

'জিগোস করার প্রয়োজন নেই আমার' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সর্বাকছ্ম ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সবখান থেকে, সোজাস,জি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের মৃণিটভিক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

'আমার মতে এতে বোঝায়'— উত্তোজিত হতে শ্রুর্ করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মানুষের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা প্রগাচোভের দস্যদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি...'

'তোকে বলছি শৃথা শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এখানে সমগ্র জনগণ সোজাসাজি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনিদিশ্ট। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছু একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নিয়ে' — লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?' দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সেগেইে ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেত্রে।

'হাাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস, তাহলে বলাই বাহ্নল্য, সেটা ধরা খ্বই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবর্তিত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হয়য় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শ্রু করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংস্কারাজ্জম নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিক্রার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। ব্রিজজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যায়া আগে ছিল পরস্পর অতি শার্তাপরায়ণ, তায়া মিলে গেছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক ম্থপন্ত একই কথা বলছে, একটা ভৌত শাক্তি অন্তব করছে স্বাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।' হাাঁ, খবরের কাগজগ্রলা একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ হোক বা না হোক — খবরের কাগজ প্রকাশ করি না আমি. তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি বুদ্ধিজীবী জগতে একই চিন্তাধারার কথা' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে। লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁকে থামালেন। বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, স্তেপান আর্কাদিচ, আর্পান তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুধু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডল্লি, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সং লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনে বিশ্বাস না করে কি চলো।'

'হ্যাঁ, দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পহিকাগন্লোর এক চিন্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা ব্রিঝয়ে দিয়েছে: যুদ্ধ বাধলেই তাদের মুনাফা হয় দ্বিগ্রণ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পত্রিকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' --- বললেন সেগেহি ইভানোভিচ।

'আমি শুধ্ একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিন্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমংকার বলেছিলেন আলফেশস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমংকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান ঝঞ্চাক্রমণে!''

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকেরা' — সমবেদ হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কল্পনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' --- ডিল্ল বললেন, 'শ্ব্ধ্ ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গ**্লি** কিংবা চাব্**ক** হাতে কসাক ঘোডসওয়ার' --- প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়।' বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শ্রুর্ করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

সমাজের প্রতিটি সভাই তার উপযুক্ত কাজ করতেই আহতে। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপত্তের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মুখ ব্'জে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে রুশী জনগণের কণ্ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপাীড়িত ভাইদের জন্যে তারা আত্মদানে রাজি: এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভাশ্ডার।

'কিন্তু শুধু তো আত্মদান নর, তুকাঁদের খুন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নয়' — যে চিন্তাগন্ত্লো এখন তাঁর মন জন্ত্র আছে. তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকথনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দ্বর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাস্যে।

'খিনুস্ট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভদ্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি বোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দম্ভায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দ্যুটিপাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিৎকার কবলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নয়, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শ্রুর করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের সঙ্গে তক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচ্ছাদিত, আর আমি নগ্ন।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসন্তব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধনংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্ভ দেবচ্ছাসৈনিকের কথা শুনে পত্রিকাগ্লোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ভজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিন্তা ও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিন্তা যা অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগ্লোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই রুসব চিন্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিন্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেরে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বন্থু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নর। কিন্তু এটা তিনি দ্টেভাবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শ্ব্রু শ্বুত্বের বা নীতিগর্লি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাক্রিয়ানদের আমল্যণের কিংবদিন্ধতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব কর্ন, শাসন কর্ন। সানন্দে আমরা পরিপ্রেণ বশ মানছি। সমন্ত মেহনত, সমন্ত হীনতা, সমন্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সেগেই ইভানিচদের কথায়, মহাম্লো কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে দলাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায় হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছুরই সমাধান হত না। শুখু একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মুহুতে তর্ক সেগেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তর্ক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃষ্টি নামার আগে বাডি ফেরা ভালো।

11 59 11

প্রিম্প আর সেগেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িরে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কখনো শাদা, কখনো কালো মেঘ এত দ্রত এগিরে আসছিল যে ব্লিটর আগে বাড়ি পেণছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগ্রলো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছ্টি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তখনো দ্ব'শ পা বাকি, হঠাং বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো ম্ব্তুর্তে তুমুল বর্ষণ শ্রু হয়ে যেতে পারে।

সশংকিত সহর্ষ চিংকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা ! পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোন্রমে য্রাতে য্রাতে দারিয়া আলেক্সান্দুভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দ্ভিট্যুত না করে শ্রু করলেন দৌড়তে। প্রুষ্কেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। অলিন্দের কাছে পেশছতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রশালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছ পেছ বড়োরাও ফুতিতে কথা কইতে কইতে ছুটলেন চালের আশ্রমে।

শাল আর কম্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।' 'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।' লোভন কতকগুলো কুম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই স্বল্প সময়ঢ়ুকুর মধ্যেই মেঘ তার ব্ক দিয়ে স্থাকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিছিল লেভিনকে, লিশ্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অস্তুত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফে কড়ি ন্যাংটা করে একদিকে ন্ইয়ে দিছিল স্বকিছ্কে অ্যাকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েয়া কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছ্টে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে ব্রিটর পর্দায় দ্রের বন আর কাছের মাঠের আধথানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোটায় ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির আর্দ্রতা টের পাওয়া যাছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খসে গেল হাত খেকে, সামনের দিকে মাথা ন্ইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে. দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাং সব ঝলকে উঠল, আগ্নে লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গন্বজ্ব। ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খ্লে ব্ভির যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার, ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সব্জে চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সতাই বাজ

পড়েছে নাকি?' লেভিন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দ্রতবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যান্য গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যুতের ঝলক, বন্ধের নির্মোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বাধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা যেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহীন সেটা তক্ষ্মন তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহীন প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছ্ম আর তাঁর করার নেই।

যেখানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রান্তে, ব্রুড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দর্টি মর্তি কিসের ওপর যেন গর্নিড় মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যথন ওদের কাছে ছ্রটে গেলেন, ব্লিট ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শ্রুর করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শ্রকনো, কিস্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বছ্রপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল ব্লিট থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দ্র'জনেই ঝুণকে আছে সব্রুজ ছাতা মেলা প্যারাম্ব্লেটারের ওপর।

'বে'চে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জলে তাঁর জলভরা জুতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মুখ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লজ্জা হয় না তোমার! ব্রুবতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্ফ্রীর ওপর খেকিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে ধাব ভাবছিলাম এমন সময় ও চেচিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ং দিতে লাগল কিটি।

মিতিরা অক্ষত, শ্বকনো, দ্বর্থোগেও ঘ্রম তার ভাঙে নি।
'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!'

ভেজা কাঁথাগ্বলো জড়ো করা হল। শিশ্বটিকে বার করে তাকে কোলে নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন বাচ্ছিলেন স্থাীর পাশে পাশে, আয়াকে ল্বকিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির হাতে।

N Z R II

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন যেন যোগ দিচ্ছিলেন শাধ্য তাঁর মানসের একটা বহির্ভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তনটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অন্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মূর্ছনা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বের্নো যায় না; তা ছাড়া বক্লগর্ভ কালো মেঘ দিগস্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে। প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাস্যকৌতুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সের্গেই ইভানোভিচের অন্রোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সের্গেই ইভানোভিচও বেশ খ্লিতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শ্লতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশেবর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ আর স্কেনর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর কথা শ্লতে লাগলেন।

শ্ব্ধ্ কিটির স্বটা শোনা হল না, মিতিয়াকে ল্লান করাবার জন্য ডাক পডেছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছ্ম পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশুককে।

চা ফেলে রেখে, চিন্তাকর্ষক কথাবার্তাটায় ছেদ পড়ল বলে দৃঃখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হয়েছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবলু গ্রেছপূর্ণে ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেভিন ঢুকলেন শিশুকক্ষে।

মুক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবয়্গ শ্রে করতে হবে, সেগেই ইভানোভিচের প্রেরা না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎস্ক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ডাকা হল তার জন্য কোত্হল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ধ করে তুললেও, ড্রান্থিং-র্ম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মান্রই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিস্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গ্রেত্ব নিয়ে এই সব যুক্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে মৃহ্তের্তিনি সে সব ভলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিরেছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও স্ক্রনির্দেশ্ট। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সান্ত্বনার জন্য চিন্তার প্রুরো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দুটো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গশ্বজ্জটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি প্রুরো ভাবি নি, কী একটা যেন ল্বকিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক, আপত্তি করা চলবে না। প্রুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে!'

শিশ্বকক্ষে ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী ল্বিকয়ে রাথছিলেন তিনি। শৃত আছে তাঁর এই উল্মোচনটা যদি হয় ঐশী সন্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খিন্লটীয় গির্জায়? এই উল্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, ম্বলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শৃত্তের প্রচার, শৃত্তকর্ম আচরণ করে থাকে?

তার মনে হল এ প্রশেনর জবাব তার আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশ্বকক্ষে।

আস্তিন গ্রাটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশ্রটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শ্রনে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেলে সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিং হয়ে ভাসন্ত হৃত্তপ**্**ত ছুট্ফটে-পা ছেলের মাধার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর।

প্রামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাথো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া দ্পষ্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারিছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধ্নিকে, ঝুকে পড়ল সে শিশ্রর ওপর। শিশ্র চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝুকে এল, হাসিতে জনলজনল করে উঠল শিশ্র, দ্বই হাতে দ্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মত্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শ্রধ্ব কিটি আর আয়াকে নয়, লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছনাস।

এক হাতে শিশ্বকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মূছে শিশ্বর তীক্ষ্য চিংকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শ্রুর করেছ' — ছেলেকে ব্বেক করে শান্তভাবে তার অভাস্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'খ্বই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দ্বঃথ হতেই শ্রুর করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে তোমার টান নেই।'

'উ'হ্ন, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শ্ধ্ বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি. ওর জন্যে হতাশা?'

'না, ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের ক্লেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা স্থান্ভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অন্কম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগ্রাল কিটি খ্লে রেখেছিল, সর্ সর্ আঙ্লে তা পরতে পরতে শিশ্ব মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শ্লেছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর কর্ণা অন্ভব করতায়ু বেশি। আজ বছ্রবঞ্চার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে ব্রুলাম কত ভালোবাসি ওকে।' शामित्व উण्जन्म श्रा छेरेन किछि।

বললে, 'আর তুমি খ্ব ভর পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিন্টি লোক কাতাভাসোভ! হাাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সেগেহি ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। ল্লানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

n 22 n

শিশ্বকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পন্টতা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

ড্রায়ং-র্ম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কন্ট ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, যেদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দ্রের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শ্নাছলেন লিপ্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফেগঁটায় জল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শ্ব্দ ছায়াপথ নয়, জন্বজনলে নক্ষত্রগ্রেলাও অদ্শ্য হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল জাদের, যেন নিভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছায়ড়ে দিয়েছে।

'কিন্তু কী আমাকে জনালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই, যদিও সেটা ঠিক কী, তথনো তাঁর জানা নেই।

'হাাঁ, ঐশা সন্তার স্কুপণ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শ্বভের নীতি, যা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অন্ভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজটাকে গির্জা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাচ্ছি না, চাই না-চাই

মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহ্বিদ, ম্সলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপন্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষ্মনি সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সন্তার সঙ্গে গোটা মানক্জাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশেবর কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাব। কিন্তু কী আমি কর্রাছ? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হয়েছে এমন জ্ঞান যা য্বুক্তির অন্ধিগম্যা, অথচ একরোখার মতো সে জ্ঞানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিষ্ণ, নয়?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উজ্জ্বল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যোস করলেন নিজেকে, 'কিস্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে প্রথিবীর ঘ্র্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

জ্যোতির্বিদরা যদি প্থিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নেয়, তাহলে কিছু তারা ব্রুতে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিষ্কগৃলির দ্রুত্ব, ভার, গতি ও অস্থিরতা নিয়ে তাদের বিক্ষয়কর সব সিদ্ধান্ত তো শ্রুত্ব নিশ্চল প্থিবীকে ঘিরে দৃশ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগন্তকে ধরে দৃশ্টিগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শৃভের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খিল্টধর্ম আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমন্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সন্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশ্ন সমাধানের অধিকার ও সন্তাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি যাও নি?' হঠাং শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রায়ং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?' তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেণ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মৃহতের্ত আবার বিদ্যুৎ ঝলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মৃথ। বিদ্যুতের আলোয় তাঁর সমস্ত মৃথখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও ব্ৰথতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লেভিনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উ'হ্ব, বলব।' কিন্তু যে মুহুতে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তখন। বললে:

'শোনো কন্তিরা! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সেগেঁই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসুবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যান্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চর যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুম্ খেয়ে।
'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন
ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহসা, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল
আমার কাছেই তা গ্রেছপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, স্থী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কম্পনা করেছিলাম আমার প্রশ্নেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিছু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জানি না কী এটা, কিছু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দুঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিত্রাধিক পবিত্র এবং অন্য লোক, এমনকি স্ত্রী — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অন্তাপ করব তার জন্যে, কেন আমি প্রার্থনা করিছ যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না ব্বেও প্রার্থনা করে যাব, কিন্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার প্রুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষে, তার প্রতিটি মিনিট শ্ব্ধ আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শ্বভের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সঞ্চারিত করতে!'

উত্তর নিবেদন

H & H

ল. ন. তলন্তম (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাংপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাংপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর। শৃধ্য শিল্পী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁডিয়েছে।

জন্মস্ত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষায় তিনি রুশ অভিজাত সম্প্রদায়ের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ায় তাঁর পূর্বপ্র্রুষদের কাউণ্ট খেতাব দিয়েছিলেন রুশ রাণ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বস্থ হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়াস্নায়া পালয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মংস্যাশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলতেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগ্রলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলস্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্রোর কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের মর্নাক্তর ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহে তিনি একটা আত্মিক ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার ম্লকথাটা হল, 'নিজের সমাজের জীবনকে তিনি বর্জনে করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর স্ব্বিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলশুরের ক্রিয়াকলাপে র্শ অভিজ্ঞাতপ্রধান রাণ্ট্র আত্মনেতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলশুর করেন, তা বিশেষ তীর হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম র্শ বিপ্লবের প্রাক্ষালে। অভিজ্ঞাত সম্প্রদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করে জনগণের, 'যারা জ্ঞীবন গড়ছে তাদের'*

म. न. जनसङ्गः 'न्दौकारतास्ति'।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিক্ষী ইলিয়া রেশিন তলস্তরকে এ'কেছেন এক মহাবল কৃষকের মর্তিতে যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আহা কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি বেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা নাটেনে তিনি আর মর্নুক্তি পাবেন না'।* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলস্তর।

n z n

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলস্তম রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যাস যদ্ধ ও শাস্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'পন্নর্খান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আল্লা কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তয় লিখেছিলেন: 'অব্লোন্ স্কিদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্ট্য, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তয়ের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শ্রুর্ হয়ে আরো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাষ্ট্র পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জর্রার সমস্যা। 'আয়া কারেনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'র্স্ক্সিক ভেন্ত্নিক' পতিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কার একজন সমালোচক তলস্তয়ের উপন্যাসটিতে অন্তর্ভেদী দ্ঘিতৈ লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অনুভবযোগ্য ধর্বন'।

এই দিয়েই শ্রুর হচ্ছে উপন্যাস। অব্লোন্স্কি দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আলা কারেনিনা এলেন মস্কোর আর ঠিক এই সময়েই প্রভল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শাস্তি ও স্বস্থি বজার রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

 ^{&#}x27;আয়া কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৮, অধ্যায় ১০, প্: ৪৬৫।

কার্রোনন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দূঢ়ে সমর্থক। কিন্তু তলস্তুয় যথন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সন্তরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিল্ল করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ করছিল। উপন্যাসের একটা খসডা পাণ্ডলিপিতে বলা হয়েছে. 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ আন ষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্তু উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজ্ঞাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বহিক। 'স্ফ্রী?.. আজকেই তিনি প্রিম্স চেচেন্স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্লোন্স্কির পিটার্সবার্গ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্তুয় লিখছেন, 'প্রিন্স চেচেন্ স্কির স্থাী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে: প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন দ্বি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'* সমস্যাগ্রলোর সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে, কিন্তু তার পেছনে বেড়ে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলশুর। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্স'ব্রেগ' পিতার জীবনযাপনে एছলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জনা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে ৷ ** 'আল্লা কারেনিনা উপন্যাসে তলস্তুয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না : বিবাহের প্রশ্নে নিহিলিস্ট তত্ত তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে বনেদী অভিজাত পরিবার ভেঙে পডছে। পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি খ'লেতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশুদ্ধ জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্থাকে। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মুদ্ধ করে লেভিনকে। তলস্তম লিখছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মুদ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম

^{🔹 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প;় ৩৮৫।

^{** &#}x27;আলা कार्त्रानना', খণ্ড ২. অংশ ৭, অধ্যার ২০, প্র: ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তর্ণী বৌয়ের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিক্ষার ধারণা হল যে কন্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই প্রমশীল নির্মাল, সার্বিক এক অপর্পে জীবনে পরিণত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।'* লেভিনের স্বপ্ন তাঁর নেহাং একটা ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল না, তলস্তরের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

n o n

অভিজাত সম্পত্তির প্রশ্নটা ছিল আরো গ্রেত্বপূর্ণ ও তীর। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়ায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধ্বসে পড়ে। বার্থ হয় ক্র্যিকর্ম ও জীবন্যাত্রার প্রেরনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেষ্টা। 'আল্লা কারেনিনা' উপন্যাসে তলম্ভয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মান্ত্রকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অবলোন স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলন্তম লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'** চাকরি নিতে হল তাঁকে; শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদুশায়। অব্লোন্স্কির স্বী ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চু'ইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশাদের ঘরে, তাই খাটগালো সরিয়ে আনতে হল ছারিং-बुद्धा। बाँधूनि हिल ना। नयुष्ठी शबुद्ध प्राथा, भाल प्रथा स्थाना करव ख মেরেটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছার দিয়েছে, কোনোটা ব্রুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত: মাখন নেই, এমনকি শিশুদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না; ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল বুড়ো বুড়ো, বেগুনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে

^{🔹 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ১২, পর ৩৬০।

^{🕶 &#}x27;আহা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১৭, প্র: ৩৭৩।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আল, চাবে বাস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দশ্ভের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পডে জায়গাটা: এমনকি বেডিয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গর্বর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ বাঁড়, গর্জন করত সেটা, স্বতরাং সে ঢি'স মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গোলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উন্নের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইন্দ্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত কৃষিকর্মের এই হল হাল। অবলোন স্কির বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্তু যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালাতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই কৃষকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই পরেনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলপ্তর লিখছেন: 'আরেকটা মুশ্কিল হল, যতটা পারা যায় শুবে নেওয়ার বাসনা ছাডা জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস। 🕶 লেভিন দেখতে পান 'নোকোয় তাঁর জল উঠছে ফুটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খ'জছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসজ'নের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের প্রেনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন। ***

11811

একটা উদ্বেগ ও বিহ্বলতায় 'আল্লা কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শ্ব্ধ্ব আলা নন, লেভিনও, বিনি

- 🔹 'আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ৭, প্র: ৩৪১ ৩৪২।
- 🕶 'আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ২৯, প:় ৪৪৪।
- *** 'আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যার ১২, প্র ৩৬১।

'নির্ভরবিন্দর্' খ্রুতে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মুখে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবকিছ্র ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহরল আতংক আর অস্থিরতার কবলস্থ হয়ে পড়ে সবাই। যখন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভিন্দিও বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছ্র একটা কারচুপি থাকেই।'* আর চাষী ষতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্লোন্ন্দিও মনে করেন 'অসাধ্র'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে না দেখার চেন্টা করেন লেভিন, কিছু সে পার্থক্যটা এত বেশি গ্রুবতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রবনো সম্পর্কটা ভৌলটিয়ে গেছে' আর নতুন ব্রজোয়া পর্নজবাদী যে সম্পর্কটা ক্রমণ দানা বাঁধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দ্বর্বোধ্য। তিনি তাতে আস্থাহীন, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্লোন্দিক 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পর্নজির ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভারশীল। অব্লোন্দিকর সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধ্ পন্থায়, কলে-কোশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপন্ন টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শন্ধ এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে ম্নাফা।'**

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তম, তাঁর মতে কর্ষকের 'শস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মাল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গ্রুত্বপূর্ণ ছিল দিভয়াজ্য দিক আর 'ভূমিদাস প্রথার গ্রেপ্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দ্র্দশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সে উদ্দেশ্যে তিনি সাবেকি সামস্ততালিক রাশিয়ার এবং ব্রজোয়া ইংলন্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়েগের প্রশন এখন সবচেয়ে গ্রুত্বস্বর্ণে বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

^{🔹 &#}x27;আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, প্রঃ ২০৫।

^{🕶 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যার ১১, পঃ ২০৪।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলন্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, উভর ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা সূর্নিদিপ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন স্বকিছ, ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র সূম্প্রির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শ্ব্ধ এইটেই গ্রেছপূর্ণ প্রশ্ন।'* সমকালীন জীবনকে তার জর্রার প্রশ্নগর্নালর সমস্ত বৈচিত্ত্যে দেখানো হয়েছে তলস্তুরের উপন্যাসে। কনস্তান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। কৃষিকর্মে যেমন প্রেনো সামন্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন বুর্জোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'প' জি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খার্টানর সব কল্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাডতি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে প্রন্তিপতিরা।'** লেভিন অনুভব করেন. সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীষী তলস্তম নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলস্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। । *** এখানে আছোন্নতি সম্পর্কে দ্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্তেও 'অর্থনৈতিক পরিন্থিতি ঢেলে সাজার' তীব্র সামাজিক সমসারে মুখেমুখি করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লেভিন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আহ্না কারেনিনা' পড়ে দম্ভয়েভস্কি চমংকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে তলন্তর বস্তুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ, বর্তমান রুশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশেনর মধ্যে যেগালি গরেত্বপূর্ণ তা সবই যেন জডো করা হয়েছে একটা বিন্দতে। '****

^{🔹 &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, প্রঃ ৪২৮-৪২৯।

^{**} श्वाद्याः कार्ट्यानना', थन्छ ५, जश्म ५, ज्याद्याः २७, भरः ५२२।

^{*** &#}x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ১, অধ্যায় ২৬, প্রঃ ১২৮।

^{****} ফ. ম. দন্তরেভন্ফি, 'লেখকের দিনলিপি', ফের্য়ারি, ১৮৭৭।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজ্ঞাত রুশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলপ্তরের ভাবনা কারেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত স্পণ্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি। 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্ত্বাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কার্রেননের ব্যক্তিগত দ্রন্তাগ্যকে তলন্তর এংকেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিন্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাণ্ডিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পন্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সক্রিয় একজন রাজপুরেষ। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান কর্মণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর সবকিছা। তলন্তর লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জানের किम्भारत जाताहरूक गुर्त्वान साम त्राप्तात कार्यात वार्यात वार्यात वार्यात किम्भारत वार्यात वार्यात कार्यात वार्यात वार আলেক্সান্দ্রভিচ যে মন্ত্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিম্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগ্যজে মনোভাবের প্রথর দৃষ্টান্ত এটি।'* 'কারেনিন জানতেন যে এটাই সঙ্গত', তাহলেও তিনি লডতে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর স্বাকিছাতে পরাজিত হয়ে তিনি সাম্বনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা প্রন্তুক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আলা কারেনিনার অশান্ত হৃদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি দ্রন্দিক আর বিশৃত্থলায় নেমে যেতে থাকা এই দ্নিয়ার ওপর দিয়ে আলা ছুটে গেছেন 'ছয়ছাড়া ধ্মকেতুর' মতো। কারেনিনের প্রতি আলার ভালোবাসা উবে গেল অথবা কখনোই তা ছিল না; ওিদকে আবার সত্যানিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আলার প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসাও উবে গেল অথবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে ব্ঝতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হাাঁ' — চিন্তায় ভুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শৃথ্ব ব্রিদ্ধতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে

^{• &#}x27;আহ্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, প্র ৩৭৩।

ওঁর জন্যে!'* মন্কোর বলনাচের আসরে আলাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যৎ স্থা, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না'... তলস্তুর আল্লা কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থনও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আন্নার ভয়াবহ ট্রাব্রেডির তিনি ছিলেন ইতিব্রকার আর সে ট্রাব্রেডি তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্করের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার ৷'** 'প্রভ কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শর্মিব' উপন্যাসের এই শীর্ষলিপিটিকে ফেত ব্রেছেলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাংপর্যে: ''শাধিব' কথাটা তলপ্তর উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গরুর্মশারের বেত হিশেবে নয়. অবস্থাচক্রের শাস্তিদান শক্তি হিশেবে। *** স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলস্তর, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশ্ভখলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলস্তম বলতেন, 'সব্কিছাতে প্রতিশোধ, সব্বিচ্ছতে অবসান, তাকে পালটানো যায় না ।'

11 & 11

তলন্তরের 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শুধ্ সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতায় নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবন্ত খাটিনাটিতেও উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীন্মে ন্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অন্সরণ করে বদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজনলামান হয়ে ওঠে। আলা কারেনিনা

^{• &#}x27;আহা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১১, পঃ ৩৫১।

^{** &#}x27;সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', পত্রাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলন্তরের পত্র-বিনিমর।
'আহা কার্নেননা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবর।

^{***} न. न. जमहारात लाउ-व्का

মন্দেকা আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা দেউশনের দৃর্ঘটনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীচ্মে দ্রন্দিক গোলেন সার্বিরায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরম্পরা গড়ে উঠেছে শৃধ্ পঞ্জিকাশ্রমী ঘটনাধারায় নয়, সমসাময়িক জীবনের খ্টিনাটি থেকে স্ক্রিনির্দিত নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দ্বভিক্ষ আর থিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভূত্তি ও রবিবারের স্কুল (১৮৭৪), প্রশকনের স্ফ্রিভিন্তের প্রকল্প আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশন (১৮৭৫), মিলান অরেনোভিচ আর র্শী স্বেচ্ছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তর উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আলা কারেনিনা' সম্পর্কে দস্তরেভন্তির একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তরের উপন্যাসের ঘটনাবলি তদানীন্তন জীবনের প্রম্পরায় গ্রথিত।

'আমা কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলস্তম কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আমা কারেনিনা'য়, কিছুই বাকি নেই।'* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকথানি প্রকাশ করার চেণ্টা করেছি 'র্স্কুম্কি ভেন্তুনিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'** এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলস্তমের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পক্রোভ্স্কয়ে জমিদারি মনে পড়িয়ে দেয় তলস্তমের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা। দর্শন অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন্যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলস্তমের আত্মভীবনীমলেক, যেন ভায়েরি।

^{*} **ল.** ন. তলন্তর, পরাবলি (আলেক্সান্দর ও তাতিয়ান। কুজমিনস্ক্দের নিকট চিঠি থেকে)।

^{** @1}

'লেভ তলস্তম ও তাঁর যুগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তম যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য স্প্রেকট রূপে প্রতিফলিত, সেটা হল ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের যুগটা।' রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল — কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আহা কার্রোননা' উপন্যাসে. যেখানে তিনি লেভিনের মুখ দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের সব উলটে গেছে, সবে দানা বাঁধতে শরে, করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথায়থ চরিতায়ন কল্পনা করা কঠিন' — মন্তব্য করেছেন লেনিন। 'আল্লা কারেনিনা' উনিশ শতকের মহন্তম একটি সামাজিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে৷ 'মানব প্রাণের বিপলে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য' গভীরতা আর বলিষ্ঠতায়, আমাদের এখানে এযাবং যা অভতপূর্বে, শিল্পিত চিত্রণের সেরূপ বাস্তবতায়' উচ্ছবসিত হয়েছেন দন্তয়েভঙ্গিক।* তুর্গেনেভ প্রীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন: 'এত চমংকার করে লেখা সাত্যিই কি সম্ভব!' তলগুয় নিজে কিন্তু নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কুণ্ঠিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খুবই প্রশংসা করেছে আর জীবদ্দশাতেই যাঁরা বিষ্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টান্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গুণবিচার অসম্ভব, সতেরাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রুশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছা বন্ধ এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ' বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিষ্মৃত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধদের অতি সম্ভাব্য প্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।'**

কিন্তু ষেমন দপ্তয়েভস্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলপ্তয়ের অন্যান্য

^{*} ফু মু দন্তরেভাস্ক, 'লেখকের দিনলিপি'। ১৮৭৮।

^{**} म. न. छन्छन्न, পहार्यान ।

বন্ধরাও ভূল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শাস্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আল্লা কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলস্তম মার্কিন যুক্তরাত্ম থেকে জন ফরেস্টের চিঠি পান। ফরেস্ট লেখেন: 'মানব চরিচ্রের যে বিস্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আহ্না কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আল্লা কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, বেচারা, অত্যুঞ্জ্বল, মরিয়া আলা! — জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউণ্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যাষিত নিজন ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি, দন্তরেভন্দিক আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশা, সোনিয়া, আহ্না, পিয়ের* আর লেভিনের খোঁজ করব জারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দুঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রূশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? <u> বিল্পপর্বিচিত স্তাদালের রচনায় ছাড়া এমনটা আর আগে কখনো দেখা</u> যায় নি ৷**

তলস্তম এবং রুশ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেস্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিন্তাকর্ষক। তলস্তমের রচনাম অনেককিছ্ তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিয়েও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খ্বই কদর করতেন তলস্তম। তিনি বলেন, 'যেসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা স্কুদ্রে হওয়া সম্ভব ততটা স্কুদ্রে বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের দ্রাত্ম অনুভব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'*** 'আমা কারেনিনা'কে তলস্তম প্রশন্ত ও মৃত্তু উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্লেশে' স্ববিকছ্ প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে ব্রুবেছেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

🔹 নাতাশা, সোনিয়া, পিয়ের — ল. ন. তলস্তরের 'যুদ্ধ ও শাস্তি' উপন্যাসের চরিত।

^{** &#}x27;সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলন্তরের বৈদেশিক প্রলেথক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোন, তলন্তরের সাহিত্য মিউজিরমে। *** ল. ন. তলন্তর, প্রাবলি।

তলম্ভরের মুক্ত উপন্যাসে শুখু মুক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আর্বাশ্যকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নয়, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাসটির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলস্তরের খুবই বড়ো একটা বৈশিষ্টা হল 'জীবনের প্রতি শ্রন্ধা', 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কখনো-বা অফুরস্ত প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন. 'আমাকে বদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশুরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে. কাঁদবে. ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি।'** এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলগুয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশুদের কথা ভেরেছিলেন তলন্তর, তাদের নাতিরা এখন মূখ গ'ুজে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিষ্কার। তবে আবিষ্কার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বস্ত পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন। *** স্ক্রেনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই ।

এ. वावारमञ्

[•] न. न. छन्छर, भदार्यान।

^{** (6)}

^{*** &}amp;1